শব্দে শব্দে আল কুরআন

সপ্তম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

সপ্তম খণ্ড

সূরা বনী ইসরাঈল, আল কাহাফ, মারইয়াম, ত্বা-হা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০৬

১ম প্রকাশ

জিলকাদ	১৪২৯
অগ্রহায়ণ	১৪১৫
নভেম্বর	২০০৮

বিনিময় ঃ ১৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 7th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 180.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সেই লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের সপ্তম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচিপত্র

সূরা বনী ইসরাঈল—মাক্কী
আয়াত ঃ ১১১
রুকূ' ঃ ১২

নামকরণ

কুরআন মাজীদের অন্যান্য অনেক সূরার মতো সূরার ৪র্থ আয়াতে উল্লিখিত 'বনী ইসরাঈল' শব্দদ্বয়কে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও এ সূরার আলোচ্য বিষয় বনী ইসরাঈল নয়।

নাযিলের সময়কাল

সূরার শুরুতেই মি'রাজের বর্ণনা রয়েছে ; এ থেকেই বুঝা যায় যে, সূরাটি মি'রাজের সময় নাযিল হয়েছে। আর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে হিজরতের এক বছর আগে। সুতরাং বলা যায় যে, এ সূরা রাসূলুল্লাহ স.-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে।

মাক্কী জীবনের শেষদিকে কাফিরদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও নবী করীম স.-কে তারা যখন ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হলো এবং তাওহীদী দাওয়াত আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল, যার ফলে প্রতিটি গোত্রের দু'চারজন হলেও এ বিপ্লবী কাফেলার সমর্থক হয়ে একটি ত্যাগী জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছিল তখনই মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। এ সময় মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টোর বিরাট সংখ্যক লোকও রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতের সমর্থকে পরিণত হয়ে গেল এবং মদীনায় হিজরত করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদেরকে এক জায়গায় নিয়ে এসে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিল। ঠিক এমনি একটি সময়ে সূরা বনী ইসরাঈল নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—

মক্কার কাফিরদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল ও অন্যান্য জাতিসমূহের করুণ পরিণতি দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মুহাম্মাদ স.-এর দাওয়াতকে তোমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। অতপর অন্য জাতি তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

বনী ইসরাঈলকেও অতীতে তাদের উপর আপতিত আযাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শেষ সুযোগে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের আনুগত্য গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। তাদেরকে দেয়া এ শেষ সুযোগ হারালে এবং নিজেদের পুরনো রীতিনীতি অনুযায়ী মনগড়া জীবন যাপন করলে তাদেরকে যে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে সে কথাও বলে দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় মানবীয় সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এবং কল্যাণ-অকল্যাণের মূল কারণ উল্লেখ করে তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতার পক্ষে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কাফিরদের মধ্যে যেসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তা-ও দূর করে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংগঠনের কতগুলো মৌলিক নীতিও এ সূরায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব নীতির উপরই মানব জীবনের সামাজিক-সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত যা শিক্ষা দেয়া রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্বেই আরববাসীদের সামনে এসব নীতি-বিধান পেশ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে হিদায়াত দান করেছেন যে, দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদে সদা-সর্বদা পরিপূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে নিজ আদর্শের উপর অটল থাকতে হবে। কাফিরদের সাথে এখনই কোনো সমঝোতা করা যাবে না। সম্পূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে এসব বিরুদ্ধতার মুকাবিলা করতে হবে। দীনের প্রচারে এবং ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে নিজেদের আবেগ উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সেজন্য আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সালাত কায়েমের নিয়মকে স্থায়ীভাবে চালু করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান এ সময়ই ফরয করে দেয়া হয়েছে।

রুকূ'-১২

১৭. সূরা বনী ইস্‌রাঈল–মাক্কী

আয়াত-১১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

① سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

১. পবিত্র তিনি, যিনি সফর করালেন নিজ বান্দাহকে
এক রাতে মাসজিদে হারাম থেকে

اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ

মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি দেখাতে পারি তাঁকে আমার কিছু কিছু নিদর্শন,[১]

①سُبْحٰنَ-পবিত্র ; الَّذِىْٓ-তিনি যিনি ; اَسْرٰى-সফর করালেন ; بِعَبْدِهٖ-(ب+عبد+ه)-নিজ বান্দাহকে ; لَيْلًا-এক রাতে ; مِّنَ-থেকে ; الْمَسْجِدِ-(ال+مسجد)-মাসজিদে ; الْحَرَامِ-(ال+حرام)-হারাম ; اِلَى-পর্যন্ত ; الْمَسْجِدِ-(ال+مسجد)-মাসজিদে ; الْاَقْصَا-(ال+اقصا)-আকসা ; الَّذِىْ-যার ; بٰرَكْنَا-আমি বরকতময় করেছি ; حَوْلَهٗ-(حول+ه)-চারপাশকে ; لِنُرِيَهٗ-(لنرى+ه)-যাতে আমি তাঁকে দেখাতে পারি ; مِنْ-কিছু কিছু ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার নিদর্শন ;

১. এখানে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। মি'রাজ হিজরতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াতে এক রাতে মাসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ থেকে মাসজিদে আকসা তথা বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ স.-এর ভ্রমণ করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের কিতাবসমূহে 'মি'রাজ' সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। ২৫ জন সাহাবী 'মি'রাজ-এর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আনাস ইবনে মালিক, আবু যর গিফারী, আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ সাহাবী বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তা ছাড়া হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আয়েশা রা. এবং আরো কয়েকজন সাহাবী মি'রাজের কোনো কোনো অংশ বর্ণনা করেছেন।

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এক রাতে জিবরাঈল আ. নবী করীম স.-কে মাসজিদে হারাম থেকে বুরাক-এর উপর বসিয়ে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখানে তিনি অন্যান্য নবীগণের সাথে সালাত আদায় করেন। অতপর জিবরাঈল আ. তাঁকে উর্ধজগতের দিকে নিয়ে যান। উর্ধজগতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থানরত মহামান্য নবী-রাসূলগণের সাথে তিনি সাক্ষাত করেন। অতপর তিনি উর্ধজগতের সর্বোচ্চ স্তরে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের এ পর্যায়ে তিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াতের

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ

নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র সর্বশ্রোতা, একক সর্বদ্রষ্টা। ২. আর আমি দিয়েছিলাম কিতাব মূসাকে এবং তাকে (কিতাবকে) পরিণত করেছিলাম

هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ○

হিদায়াতে, বনী ইসরাঈলের জন্য (বলেছিলাম) যে,[২] তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে উকিল বানিয়ে নিও না।[৩]

اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيْعُ-(ال+سميع)-একমাত্র সর্বশ্রোতা ; الْبَصِيْرُ-(ال+بصير)-একক সর্বদ্রষ্টা ② وَ-আর ; اٰتَيْنَا-আমি দিয়েছিলাম ; مُوْسَى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; وَ-এবং ; جَعَلْنٰهُ-(جعلنا+ه)-তাকে পরিণত করেছিলাম ; هُدًى-হিদায়াতে ; لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলের জন্য ; اَلَّا تَتَّخِذُوْا-যে, তোমরা বানিয়ে নিও না ; مِنْ دُوْنِىْ-আমাকে ছাড়া কাউকে ; وَكِيْلًا-উকীল।

সাথে সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধানও প্রাপ্ত হন। অতপর তিনি বায়তুল মাকদাস-এ ফিরে আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ সফরে রাসূলুল্লাহ স.-কে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। পরের দিন তিনি এ ঘটনার কথা লোকদের নিকট বর্ণনা করলে মক্কার কাফিররা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এতে কিছু কিছু মুসলমানের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

মি'রাজ এক অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা। কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা রাসূলুল্লাহ স.-এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। কেউ কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনাকে অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

কুরআন মাজীদের বর্ণনার অতিরিক্ত যে অংশ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, তা-ও অসংকোচে মেনে নিতে হবে। কারণ, যে আল্লাহ বিমান ছাড়া মক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত তাঁর বান্দাহকে এক রাতের মধ্যে নিজ কুদরতে নিয়ে যেতে পারেন ও ফিরিয়ে আনতে পারেন, তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাহকে নিজ অসীম কুদরতে তাঁর কাছেও নিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহর অসীম কুদরতকে অস্বীকারকারী ছাড়া আর কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না।

২. মি'রাজের কথা আয়াতের প্রথম অংশে বলার পরই বনী ইসরাঈলের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা মক্কার কাফিরদেরকে হুশিয়ার ও সতর্ক করে দেয়া। তাদেরকে আসল ব্যাপার বুঝিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মাদ স. যা কিছু তোমাদেরকে বলছেন তা তিনি আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে বলছেন না; বরং তিনি আল্লাহর মহান ও বিরাট নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। অতপর বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের দিকে ইশারা করে বুঝানো হয়েছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব পেয়েও আল্লাহর বিরুদ্ধে মাথা উঠানোর কারণে তাদেরকে যে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে তা তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত।

৩. 'ওয়াকীল' অর্থ ভরসাস্থল ও আস্থাভাজন, যার উপর নির্ভর করা যায় ; যার কাছে

﴿٣﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ○

৩. (তোমরা তো তাদের) সন্তান যাদেরকে আমি আরোহণ করিয়েছিলাম (নৌকায়) নূহের সাথে ;[৪] নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দাহ।

﴿٤﴾ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ

৪. আর আমি কিতাবে[৫] বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা অবশ্যই যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে

مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٥﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا

দু'বার এবং অবশ্যই তোমরা অতিশয়, অবাধ্য স্বৈরাচারী হবে।[৬]
৫. তারপর যখন দু'য়ের প্রথমটির সময় এলো

③ ذُرِّيَّةَ-সন্তান ; مَنْ-যাদেরকে ; حَمَلْنَا-আমি আরোহণ করিয়েছিলাম ; مَعَ-সাথে ; نُوحٍ-নূহের ; اِنَّهُ-নিশ্চয় তিনি ; كَانَ-ছিলেন ; عَبْدًا-বান্দাহ ; شَكُوْرًا-কৃতজ্ঞ। ④ وَ-আর ; قَضَيْنَآ-আমি জানিয়ে দিলাম ; اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে ; فِى الْكِتٰبِ-(فى+ال+كتب)-কিতাবে ; لَتُفْسِدُنَّ-তোমরা অবশ্যই ফাসাদ সৃষ্টি করবে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; مَرَّتَيْنِ-দু'বার ; وَ-এবং ; لَتَعْلُنَّ-অবশ্যই অতিশয় অবাধ্য হবে ; عُلُوًّا كَبِيْرًا-স্বৈরাচারী। ⑤ فَاِذَا-(ف+اذا)-তারপর যখন ; جَآءَ-এলো ; وَعْدُ-সময় ; اُوْلٰهُمَا-(اولى+هما)-দু'য়ের প্রথমটির ;

নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সোপর্দ করা যায় এবং হিদায়াত লাভ ও সাহায্য লাভের জন্য যার কাছে হাত প্রসারিত করা যায়।

৪. অর্থাৎ তোমরাতো নূহ আ. ও তাঁর সংগী-সাথীদের বংশধর। এক আল্লাহকেই তোমাদের 'ওয়াকীল' হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যেহেতু তাঁরা এক আল্লাহকেই 'ওয়াকীল' হিসেবে গ্রহণ করার ফলে মহা-প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

৫. 'আল-কিতাব' দ্বারা এখানে 'তাওরাত' বুঝানো হয়নি। এ শব্দটি দ্বারা এখানে আসমানী সহীফাসমূহের সমষ্টিকেই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় 'আল-কিতাব' দ্বারা 'সহীফা-সমষ্টি' বুঝানো হয়েছে।

৬. বাইবেলের বিভিন্ন স্থানেও এই সতর্কবাণী উল্লিখিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলের প্রথম বিপর্যয় সম্পর্কে গীতসংহিতা, যিশাইয়, যিরমিয় ও যিহিস্কেল গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্কবাণী মথি ও লূক লিখিত ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা বনী ইসরাঈল টীকা ৬ দ্রষ্টব্য)

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا

আমি তোমাদের প্রতি পাঠালাম আমার অতিশয় শক্তিশালী বান্দাদেরকে,
অতপর তারা ঢুকে পড়লো

خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ

ঘরে ঘরে ; আর এ ওয়াদা কার্যকরী হবারই ছিল।[৭]
৬. অতপর পুনরায় তোমাদেরকে সুযোগ দিলাম

الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝

তাদের উপর বিজয় লাভের এবং তোমাদেরকে সাহায্য করলাম ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা আর যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের দিক দিয়ে তোমাদেরকে করে দিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৮]

بَعَثْنَا-আমি পাঠালাম ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; عِبَادًا-বান্দাদেরকে ; لَّنَا-আমার ; أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ-অতিশয় শক্তিশালী ; فَجَاسُوا-(ف+جاسوا)-অতপর তারা ঢুকে পড়ল ; خِلَالَ الدِّيَارِ-ঘরে ঘরে ; وَ-আর ; كَانَ-ছিল ; وَعْدًا-এ ওয়াদা ; مَّفْعُولًا-কার্যকরী হবারই। ⑥ ثُمَّ-অতপর ; رَدَدْنَا-পুনরায় সুযোগ দিলাম; لَكُمُ-তোমাদেরকে ; الْكَرَّةَ-বিজয় লাভের ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; وَ-এবং ; أَمْدَدْنَاكُم-(امددنا+كم)-তোমাদেরকে সাহায্য করলাম ; بِأَمْوَالٍ-(ب+اموال)-ধন-সম্পদ দ্বারা ; وَّ-ও ; بَنِينَ-সন্তান-সন্ততি ; وَ-আর ; جَعَلْنَاكُمْ-(جعلنا+كم)-করে দিলাম তোমাদেরকে ; أَكْثَرَ-সংখ্যাগরিষ্ঠ ; نَفِيرًا-যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের দিক দিয়ে।

৭. এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের দুই বিপর্যয়ের প্রথমটির কথা বলা হয়েছে, যা আশুরিয় ও বেবিলীয়দের হাতে তাদের উপর সংঘটিত হয়েছিল। অতীতের আম্বিয়ায়ে কিরামের সহীফাসমূহের উদ্ধৃত অংশ ছাড়াও ইতিহাস থেকে এ ঘটনার যে ধারা বিবরণী পাওয়া যায় তা অধ্যয়নে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং এ জাতির হঠকারী মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ থেকে সেসব কারণগুলোও পাঠকদের সামনে ভেসে উঠে যার জন্য আল্লাহ তাআলা একটি আসমানী কিতাবধারী জাতিকে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসন থেকে বিচ্যুত করে একটি পরাজিত পর্যুদস্ত ও সার্বিকভাবে দাসানুদাস জাতিতে পরিণত করে দিয়েছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা বনী ইসরাঈল ৫ম আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।)

৮. হযরত সুলায়মান আ.-এর পর বনী ইসরাঈল দুনিয়া পূজার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা 'ইসরাঈল' ও ইয়াহুদীয়া' নামে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয় সামেরিয়ায় আর 'ইয়াহুদীয়া' রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয় যেরুযালেমে। রাষ্ট্র দু'টি

⑦ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

৭. যদি তোমরা ভাল কাজ করে থাকো, তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল করেছো ; আর যদি মন্দ কাজ করে থাকো, তবে তা-ও নিজেদের জন্য ; অতপর যখন আসলো

وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

পরবর্তী ওয়াদার সময় (তখন আমি অন্যদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিলাম) যাতে তারা তোমাদের চেহারাগুলোকে বিকৃত করে দেয় এবং ঢুকে পড়ে মাসজিদে যেমন তাতে ঢুকে পড়েছিল

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑧ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ

প্রথম বার এবং যাতে তারা ধ্বংস করার মতো ধ্বংস করে দেয় তা, যা তারা দখল করে।[৯] ৮. আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন ;

⑦ اِنْ-যদি ; أَحْسَنْتُمْ-তোমরা ভাল কাজ করে থাকো ; أَحْسَنْتُمْ-ভাল করেছো ; لِأَنْفُسِكُمْ-(ل+انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের জন্যই ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; أَسَأْتُمْ-তোমরা মন্দ কাজ করে থাকো ; فَلَهَا-তবে তা-ও তার জন্যই ; فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; جَاءَ-আসলো ; وَعْدُ-ওয়াদার সময় ; الْآخِرَةِ-পরবর্তী ; لِيَسُوءُوا-যাতে তারা বিকৃত করে দেয় ; وُجُوهَكُمْ-(وجوه+كم)-তোমাদের চেহারাগুলোকে ; وَ-এবং ; لِيَدْخُلُوا-যাতে তারা ঢুকে পড়ে ; الْمَسْجِدَ-মাসজিদে ; كَمَا-যেমন ; دَخَلُوهُ-(دخلوا+ه)-তাতে ঢুকে পড়েছিল ; أَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ; وَ-এবং ; لِيُتَبِّرُوا-যাতে তারা ধ্বংস করে দেয় ; مَا-যা ; عَلَوْا-তারা দখল করে ; تَتْبِيرًا-ধ্বংস করার মত। ⑧ عَسَى-আশা করা যায় ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; أَنْ يَرْحَمَكُمْ-(ان)-(يرحم+كم)-তোমাদের প্রতি দয়া করবেন ;

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। আর ধ্বংস হওয়া পর্যন্তই তাদের মধ্যে এ অবস্থা চলতে থাকে। যার ফলে ইসরাঈল রাষ্ট্র আশুরিয়দের হাতে এবং ইয়াহুদীয়া রাষ্ট্র বেবিলীয়দের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরা দাসানুদাসে পরিণত হয়।

অতপর ইয়াহুদীয়ার অধিবাসীদেরকে বেবিলীয়দের বন্দীদশা থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত করেন এবং তাদেরকে পুনরায় সংশোধনের অবকাশ দেন। আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা 'বনী ইসরাঈল' আয়াত ৬ টীকা ৮ দ্রষ্টব্য)।

৯. ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় বিপর্যয় সূচীত খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সন থেকে রোমীয় বিজয়ী পম্পী কর্তৃক ফিলিস্তীন দখল করার পর থেকে। এ সময় ইয়াহুদীদের আযাদী হরণ করে নেয়া হয়।

وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِينَ حَصِيرًا ﴿৯﴾ إِنَّ هٰذَا

কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় তা-ই কর যা আগে করতে, আমিও পুনরায় তা-ই করবো ; আর আমি জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কারাগার বানিয়ে রেখেছি।[১০] ৯. নিশ্চয়ই এই

الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ

কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সোজা এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদেরকে—যারা

يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا ﴿১০﴾ وَأَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

নেক কাজ করে—যে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

১০. আরা যারা ঈমান রাখে না

وَ-কিন্তু ; اِنْ-যদি ; عُدْتُّمْ-তোমরা পুনরায় তা-ই কর যা আগে করতে ; عُدْنَا- আমিও পুনরায় তা-ই করবো ; وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি বানিয়ে রেখেছি ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামকে ; لِلْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের জন্য ; حَصِيْرًا-কারাগার।(৯) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এই ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন ; يَهْدِىْ-পথ দেখায় ; لِلَّتِىْ هِىَ-এমন যা ; اَقْوَمُ-সবচেয়ে সোজা ; وَ-এবং ; يُبَشِّرُ-সুসংবাদ দেয় ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদেরকে ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَعْمَلُوْنَ-কাজ করে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক ; اَنَّ-যে, لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; اَجْرًا-পুরস্কার ; كَبِيْرًا-বিরাট। (১০)وَ-আর ; اَنَّ الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে না ;

তাদের দীনী ও নৈতিক অধপতন সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌছে যায়। হযরত ঈসা আ. এ সময় ইয়াহুদীদের সংশোধনের জন্য অভিযান শুরু করেন; কিন্তু তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে এবং তৎকালীন রোমান শাসনকর্তা দ্বারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার চেষ্টা চালায়। ঈসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে তাঁর দীনী ও নৈতিক সংশোধনের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ইয়াহুদীরা পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে। ইয়াহুদীদের সঠিক বিপর্যয় এতদূর পর্যন্ত পৌছেছিল যে, তারা-এসময় হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-এর মতো একজন নবীকে শিরচ্ছেদ করে। তাদের এ অবস্থায় রোমানরা এক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেয়। এ সামরিক অভিযানে ইয়াহুদীদের ৩৩ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। গ্রেফতার হয় ৬৭ লক্ষ লোক যাদেরকে ক্রীতদাস বানানো হয়। হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে খনিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট সুন্দরী নারীদেরকে বিজয়ীদের মনো-রঞ্জনের জন্য বাছাই করে নেয়া হয়। জেরুযালেম শহর ও হায়কালে সুলায়মানীকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় মহা-বিপর্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۟

আখিরাতের উপর, তাদের জন্য আমি তৈরী করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[১১]

بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতের উপর ; اَعْتَدْنَا-আমি তৈরী করে রেখেছি ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابًا-আযাব ; اَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক।

১০. এ কথাটি ইয়াহুদীদের বিপর্যয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হলেও এর আসল লক্ষ্য মক্কার কাফির সম্প্রদায়। তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই ইয়াহুদীদের বিপর্যয়ের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি, দল বা জাতি এ কুরআনের সাবধান ও সতর্ক করাকে উপেক্ষা করে সরল-সঠিক পথে আসা থেকে বিরত থাকবে তাদেরকে ইয়াহুদীদের মতো শাস্তি ভোগ করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরার প্রথম আয়াত মি'রাজের ঘটনার প্রমাণ। তবে এখানে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত এক রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন। বাকী বিস্তারিত ঘটনা তথা উর্ধাকাশে ভ্রমণের ব্যাপারে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং মি'রাজকে নিসন্দেহে বিশ্বাস করতে হবে।

২. আল্লাহ তাআলা শোনেন না বা দেখেন না এমন কোনো বিষয় দুনিয়াতে ঘটতে পারে না। সুতরাং তিনি আমাদের ফরিয়াদ শোনেন এবং আমাদের সকল কর্মতৎপরতা দেখেন।

৩. হযরত মূসা আ.-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাতও বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াত সহকারে নাযিল হয়েছিল ; কিন্তু তারা তাওরাতের বিধান অবমাননা করার কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরাও কুরআন মাজীদের বিধানকে উপেক্ষা করায় লাঞ্ছিত ও পদদলিত হচ্ছি। কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এর সমাধান নিহিত।

৪. হযরত নূহ আ.-এর যারা অনুসারী ছিল তাদেরকে আল্লাহ সর্বগ্রাসী-প্লাবন থেকে রক্ষা করেছেন। সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা।

৫. ইয়াহুদীদের জন্য এটা আল্লাহর অমোঘ বিধান যে, তারা দুনিয়াতে অবাধ্য, স্বৈরাচারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। ইয়াহুদীদের বর্তমান অবস্থা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

৬. ইয়াহুদীদেরকে অতীতে যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তারা তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তাই তাদের উপর আবারও বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাদের অবস্থা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। দুনিয়ার শান্তি ও প্রগতি এবং আখিরাতে মুক্তি এ কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত। এর কোনো বিকল্প নেই।

৮. কুরআন মাজীদের বিধান অমান্য করা এবং তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে দুনিয়াতেও অশান্তি ভোগ করতে হবে আর আখিরাতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১২

⑪ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ○

১১. আর মানুষ অকল্যাণকে কামনা করে তার কল্যাণকে কামনা করার মতো ; আসলে মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী।[১২]

⑫ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

১২. আর আমি বানিয়েছি রাত ও দিনকে দু'টো নিদর্শন স্বরূপ, অতপর রাতের নিদর্শনকে দিয়েছি মিটিয়ে এবং দিনের নিদর্শনকে করে দিয়েছি

مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ

সমুজ্জল, যাতে করে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খুঁজে নিতে পার এবং বছরগুলোর গণনা ও হিসেব জেনে নিতে পার ;

⑪ وَ-আর ; يَدْعُ-কামনা করে ; الْاِنْسَانُ-(ال+انسان)-মানুষ ; بِالشَّرِّ-(ب+ال+شر)-অকল্যাণকে ; دُعَاءَهُ-(دعاء+ه)-তার কামনা করার মতো ; بِالْخَيْرِ-(ب+ال+خير)-কল্যাণকে ; وَ-আসলে ; كَانَ الْاِنْسَانُ-(كان+ال+انسان)-মানুষ ; عَجُوْلًا-বড়ই তাড়াহুড়াকারী। ⑫ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি বানিয়েছি ; الَّيْلَ-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارَ-দিনকে ; اٰيَتَيْنِ-দু'টো নিদর্শন স্বরূপ ; فَمَحَوْنَا-(ف+محونا)-অতপর দিয়েছি মিটিয়ে ; اٰيَةَ-নিদর্শনকে ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছি ; اٰيَةَ-নিদর্শনকে ; النَّهَارِ-দিনের ; مُبْصِرَةً-সমুজ্জ্বল ; لِتَبْتَغُوْا-যাতে করে তোমরা খুঁজে নিতে পারো ; فَضْلًا-অনুগ্রহ ; مِنْ رَّبِّكُمْ-(من+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; لِتَعْلَمُوْا-জেনে নিতে পার ; عَدَدَ-গণনা ; السِّنِيْنَ-বছরগুলোর ; وَ-ও ; الْحِسَابَ-(ال+حساب)-হিসেবে ;

১২. এখানে কাফিরদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতো "যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছো তা নিয়েই আসনা কেন।" এ কথার জবাবে বলা হয়েছে যে, তোমরা কল্যাণকে কামনা করার মতোই অকল্যাণকে কামনা করছো, তোমরা যে আযাব নিয়ে আসার কথা বলছো, তা-যে কতো কঠিন তা-কি তোমরা অনুমান করতে পারো ?

অতপর এখানে মুসলমানদের জন্যও সতর্কীকরণ রয়েছে। মুসলমানদের কতেক লোকের মধ্যে ধৈর্য কম থাকার কারণে অত্যাচার নির্যাতন অধৈর্য হয়ে কাফিরদের উপর

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٣﴾ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ

আর প্রতিটি জিনিসকে আলাদা-আলাদা করে দিয়েছি আলাদা করার মতই।[১৩]
১৩. আর প্রত্যেক মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি ;[১৪]

وَ-আর ; كُلَّ-প্রতিটি ; شَيْءٍ-জিনিসকে ; فَصَّلْنٰهُ-(فصلنا+ه)-আলাদা আলাদা করে দিয়েছি ; تَفْصِيْلًا-আলাদা করার মতোই।(১৩) وَ-আর ; كُلَّ-প্রত্যেক ; انْسَانٍ-মানুষের ; أَلْزَمْنٰهُ-(الزمنا+ه)-ঝুলিয়ে দিয়েছি ; طٰٓئِرَهٗ-(طئر+ه)-তার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যকে ; فِيْ ; عُنُقِهٖ-(فى+عنق+ه)-তার গলায় ;

আযাব-এর কামনা করতো। অথচ কাফিরদের দলে তখনও এমন অনেক লোক ছিল, যারা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে। তাই আল্লাহ এমন লোকদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করছেন যে, মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী ধৈর্যহীন সে এমন জিনিস চেয়ে বসে তখন যা দেয়া হলে সে নিজেই এটাকে ভাল মনে করতো না।

১৩. অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র রয়েছে তা আমি তোমাদের কল্যাণেই তৈরি করেছি। দুনিয়ার সকল ব্যবস্থাপনা এ পার্থক্য-বৈচিত্রের কারণেই যথাযথভাবে চলছে। তোমার সামনে রয়েছে রাত ও দিনের পার্থক্য, আলো ও আঁধারের পার্থক্য, ছোট ও বড়োর পার্থক্য, মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য, ভালো-মন্দের পার্থক্য এবং এভাবে সব কিছুর মধ্যেই পার্থক্য সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তা যদি না করা হতো—যেমন সব সময়ই যদি দিন থাকতো, সদা-সর্বদা যদি আলো থাকতো, কিংবা সব মানুষই মু'মিন হতো তাহলে এতে কোনো কল্যাণ পাওয়া যেতো না। সব সময় দিন থাকলে দিনের কোনো মর্যাদাই থাকতো না, রাত আছে বলেই দিনের মূল্য ; তদ্রূপ মন্দ আছে বলেই ভালোর এতো দাম; কাফির আছে বলেই মু'মিনের কদর; অনুরূপভাবে আঁধার থাকাতেই আলোর উপযোগিতা রয়েছে। আর কল্যাণ নিহিত রয়েছে এ ব্যাপারেও যে, যারা হিদায়াতের আলো পেয়েছে তারা গুমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের পেছনে তাদের মধ্যে বিরাজমান গুমরাহী দূরীভূত করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে এবং তাদের হিদায়াতের আলোতে নিয়ে আসার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাবে। আর যখন এ পথে রাতের মতো কোনো পর্যায় এসে পড়ে তখন তারা সূর্যের মতই তার পেছনে ধাওয়া করবে যতক্ষণ না ভোরের আলো দেখা না যায়।

১৪. অর্থাৎ মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ ও তার পরিণামে ভাল-মন্দের কারণসমূহ মানুষের নিজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। নিজের গুণাবলী, নিজের স্বভাব ও চরিত্র, নিজের বিবেক-বিবেচনা শক্তি, বাছাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তির ব্যবহার একজন মানুষকে সৌভাগ্যের অধিকারী অথবা দুর্ভাগ্যের অধিকারী বানাতে পারে। অথচ মানুষ অজ্ঞতার কারণে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ বাইরে অন্যত্র খোঁজ করে। মানুষের মন্দ চরিত্র তাকে দুর্ভাগ্য ও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তার অন্যায় এ ভুল সিদ্ধান্তই তাকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ⑬ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ

আর আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি লিখিত দলীল বের করবো যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। ১৪. (তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা পড়ো ;

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ⑭ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ

আজ তোমার হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে তুমি নিজেই যথেষ্ট।
১৫. যে সঠিক-সরল পথে চলে সে অবশ্যই চলে

لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ

তার নিজের জন্যই, আর যে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই তার গুমরাহীর প্রভাব তার উপরই পড়বে[১৫] এবং কোনো বোঝা বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করবে না।[১৬]

وَ-আর ; نُخْرِجُ-আমি বের করবো ; لَهُ-তার জন্য ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; كِتٰبًا-একটি লিখিত দলীল ; يَّلْقٰهُ-(يلقى+ه)-যা সে পাবে ; مَنْشُوْرًا-খোলা অবস্থায়। ⑭ اِقْرَاْ-পড়ো ; كِتٰبَكَ-(كتب+ك)-তোমার আমলনামা ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِنَفْسِكَ-(ب+نفس+ك)-তুমি নিজেই ; الْيَوْمَ-আজ ; عَلَيْكَ-তোমার ; حَسِيْبًا-তোমার হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে। ⑮ مَنِ-যে ; اهْتَدٰى-সরল সঠিক পথে চলে ; فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ-সে অবশ্যই চলে ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-তার নিজের জন্যই ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; ضَلَّ-পথভ্রষ্ট হয়ে যায় ; فَاِنَّمَا يَضِلُّ-অবশ্যই তার গুমরাহীর প্রভাব পড়বে ; عَلَيْهَا-তার উপরই ; وَ-এবং ; لَا تَزِرُ-বহন করবে না ; وَازِرَةٌ-কোনো বোঝাবহনকারী ; وِّزْرَ-বোঝা ; اُخْرٰى-অন্যের ;

১৫. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ন্যায়, নির্ভুল ও সত্য পথে চলে আল্লাহ, রাসূল ও সত্যপথে আহ্বানকারীদের উপর কোনো দয়া দেখায় না ; বরং এর দ্বারা সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করে। একইভাবে ভুল পথ ও গুমরাহী অবলম্বন করে সে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না ; বরং সে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। আল্লাহ, রাসূল ও সত্য পথের আহ্বানকারীরা মানুষকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য যে সঠিক চেষ্টা-সাধনা চালায় তা তাদের নিজেদের কোনো গরজে নয় ; বরং তারা মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই করে। অতএব কারো সামনে হক ও বাতিল যদি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তখন তার উচিত হককে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা আর হিংসা বিদ্বেষ ও স্বার্থান্ধ হয়ে সে যদি বাতিলকে গ্রহণ ও হককে বর্জন করে তবে সে নিজেরই অকল্যাণ ডেকে আনবে।

১৬. অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও নিজস্ব দায়িত্বের অধিকারী। এতে কেউ তার সাথে শরীক নেই। দুনিয়াতে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে, এক জাতি অন্য

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَنْ نُّهْلِكَ

আর আমি (কোনো জাতির প্রতি) যতক্ষণ না রাসূল পাঠাই আযাব দেই না।[১৭]
১৬. আর যখন আমি ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করি

قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا

কোনো জনপদকে, আমি হুকুম দেই, তার ধনী লোকদেরকে তখন তারা তাতে নাফরমানী করতে থাকে,
অতপর নির্ধারিত হয়ে যায় তার উপর ফায়সালা তখন আমি তা ধ্বংস করে দেই

تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ

ধ্বংস করে দেয়ার মত।[১৮] ১৭. আর নূহের পরে কতো যুগের মানুষকেই না
আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; আর আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট

وَ-আর ; مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ-আমি (কোন জাতির প্রতি) আযাব দেই না ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; نَبْعَثَ-পাঠাই ; رَسُوْلًا-রাসূল।(১৬) وَ- আর ; إِذَآ-যখন ; أَرَدْنَآ-আমি ইচ্ছা করি ; أَنْ نُّهْلِكَ-ধ্বংস করে দেয়ার ; قَرْيَةً-কোন জনপদকে ; أَمَرْنَا-আমি হুকুম দেই ; مُتْرَفِيْهَا-(مترفى+ها)-তার ধনী লোকদেরকে ; فَفَسَقُوْا-তখন তারা নাফরমানী করতে থাকে ; فِيْهَا-তাতে ; فَحَقَّ-অতপর নির্ধারিত হয়ে যায় ; عَلَيْهَا-তার উপর ; الْقَوْلُ-(ال+قول)-ফায়সালা ; فَدَمَّرْنٰهَا-(ف+دمرنا+ها)-তখন আমি তা ধ্বংস করে দেই ; تَدْمِيْرًا-ধ্বংস করে দেয়ার মতো।(১৭) وَ-আর ; كَمْ-কত ; أَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; مِنَ الْقُرُوْنِ-(من+ال+قرون)-যুগের মানুষকেই না ; نُوْحٍ-নূহের ; وَ-আর ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِرَبِّكَ-(ب+رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ;

জাতির এবং এক বংশ অন্য বংশের সাথে যতই একই কাজে বা একই কর্মনীতিতে অংশীদার থাকুক না কেন, আদালতে আখিরাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই—তার সম্মিলিত দায়িত্বের বিশ্লেষণ করার পর ব্যক্তিগত দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকবে এবং তা চিহ্নিত করে দেয়া হবে। সে তার জন্য যতটুকু দায়ী থাকবে ততটুকু শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সে কখনো তার দায়িত্বের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে না।

১৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিচার-ব্যবস্থার একটি স্থায়ী নীতি হলো—কোনো জাতির প্রতি রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর আগে তাদের উপর কোনো আযাব ও গযব নাযিল করেন না ; কেননা তাহলে তো ওযর পেশ করে বলবে যে, আমাকে তো আগে জানানো হয়নি, সুতরাং আমাকে শাস্তি দেয়া হবে কেন ? কিন্তু যখন পূর্ব-সতর্কীকরণের দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে তখন যে বা যারা রাসূলের দাওয়াত ও পয়গামকে অমান্য করবে তাদেরকে শাস্তি দেয়াটা-ই ইনসাফের দাবী। কারণ, আল্লাহ প্রেরিত দাওয়াত ও পয়গাম মেনে চলার জন্য যখন পুরস্কার দেয়া হতে পারে তখন না মানার

بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا

তাঁর বান্দাদের গুনাহসমূহের খবরদার ও সর্বদ্রষ্টা হিসেবে। ১৮. যে জলদি দুনিয়াতে ফল পেতে চায়।[১৯] আমি তাকে জলদি-ই দুনিয়াতে দিয়ে দেই তা

مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

যা আমি দিতে চাই—যার জন্য আমি ইচ্ছা করি, অতপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেই ; সে তাতে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।[২০]

بِذُنُوْبِ-(ب+ذنوب)-গুনাহসমূহের ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; خَبِيْرًا-খবরদার হিসেবে ; بَصِيْرًا-সর্বদ্রষ্টা হিসেবে।(১৮) مَنْ-যে ; كَانَ يُرِيْدُ-চায় ; الْعَاجِلَةَ-(ال+عاجلة)-জলদি ফল পেতে ; عَجَّلْنَا-আমি জলদি দিয়ে দেই ; لَهٗ-তাকে ; فِيْهَا-তা ; مَا نَشَآءُ-যা আমি দিতে চাই ; لِمَنْ-যার জন্য ; نُّرِيْدُ-আমি ইচ্ছা করি ; ثُمَّ-অতপর ; جَعَلْنَا-নির্ধারিত করে দেই ; لَهٗ-তার জন্য ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; يَصْلٰىهَا-(يصلى+ها)-সে তাতে প্রবেশ করবে ; مَذْمُوْمًا-নিন্দিত ; مَّدْحُوْرًا-বিতাড়িত অবস্থায়।

ক্ষেত্রে শাস্তি দেয়া-ই যুক্তি যুক্ত। এখানে এ প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই যে, যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি তাদের অবস্থা কি হবে ? কেননা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অতীতের সকল জাতির নিকট-ই দীনের দাওয়াত সরাসরি নবীর মাধ্যমেই পৌঁছেছে। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-এর মাধ্যমেই যে দাওয়াত এসেছে তা কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের কাছে তাঁর উম্মত তথা মুসলিম উম্মাহর মাধ্যমে পৌঁছে যাবে।

১৮. এখানে 'হুকুম দেয়া'র অর্থ হলো—স্বাভাবিক ও অনিবার্য আইন। অর্থাৎ কোনো জাতির কর্মফল হিসেবে তাদের উপর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন দেখা যায় সেই জাতির ধনী লোকেরা ফাসেক-ফাজের হয়ে পড়ে। আর ধ্বংস করার ইচ্ছা করার অর্থ হলো কোনো জাতির লোকেরা যখন খারাপ কাজ করতে শুরু করে এবং তারা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তাদের উপর আযাব আসাটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন তাদের উপর আযাব আসার পদ্ধতি এটা যে, তাদের ধনীরা ফাসেক-ফাজের হয়ে যাবে। আর তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সামগ্রিক অপকর্মের জন্য সেই জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে হলে জাতির লোকদের এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য যাতে করে ক্ষমতার দন্ড ও অর্থ-সম্পদের চাবিকাঠি অসৎ ও চরিত্রহীন লোকদের হাতে চলে না যায়।

১৯. অর্থাৎ যে বা যারা 'আজেলা' তথা দুনিয়াতে কর্মফল পেতে চায় তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তা দিয়ে দেন। 'আজেলা' শব্দের অর্থ তাড়াতাড়ি বিলম্ব না করে পাওয়া জিনিস। এর দ্বারা দুনিয়া বুঝানো হয়েছে; কেননা এখানে লাভ-লোকসান যা হবার তা এখানেই পাওয়া যায়। আর এর বিপরীত 'আখিরাত' যার অর্থ 'পরে'। দুনিয়াতেই ফল

⑲ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

১৯. আর যে আখিরাত চায় এবং সে জন্য চেষ্টা-সাধনা করে যেমন চেষ্টা করা দরকার এবং সে মু'মিন হয়, তারা এমন লোক,

كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ⑳ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ

যাদের চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসু হয়।[২১] ২০. এদের (দুনিয়া-প্রিয়) ও ওদের (আখিরাত-প্রিয়) উভয়কেই (দুনিয়াতে) আমি বাঁচার উপকরণ দিয়েই যাচ্ছি।(এটা) আপনার প্রতিপালকের দান ;

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ㉑ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ

আর আপনার প্রতিপালকের দান (কখনো) নিষিদ্ধ নয়।[২২] ২১. আপনি লক্ষ করুন ! আমি তাদের কতেককে কতেকের উপর কেমন মর্যাদা দিয়ে রেখেছি ;

⑲ وَ-আর ; مَنْ-যে ; اَرَادَ-চায় ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাত ; وَ-এবং ; سَعٰى -চেষ্টা-সাধনা করে ; لَهَا-সেজন্য ; سَعْيَهَا-যেমন চেষ্টা করা দরকার ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন হয় ; فَاُولٰٓئِكَ-তারা এমন লোক ; كَانَ-হয় ; سَعْيُهُمْ-(سعي+هم)-যাদের চেষ্টা সাধনা ; مَّشْكُوْرًا-ফলপ্রসু। ⑳ كُلًّا-উভয়কেই (দুনিয়াতে) ; نُّمِدُّ-আমি বাঁচার উপকরণ দিয়েই থাকি ; هٰٓؤُلَآءِ-এদেরকে (দুনিয়া-প্রিয়) ; وَ-ও ; هٰٓؤُلَآءِ-ওদেরকে (আখিরাত প্রিয়) ; مِنْ-এর ; عَطَآءِ-দান ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; مَا كَانَ-কখনো নয় ; عَطَآءُ-দান ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; مَحْظُوْرًا-নিষিদ্ধ। ㉑ اُنْظُرْ-আপনি লক্ষ্য করুন ; كَيْفَ-কেমন ; فَضَّلْنَا-মর্যাদা দিয়ে রেখেছি ; بَعْضَهُمْ-তাদের কতেককে ; عَلٰى-উপর ; بَعْضٍ-কতেকের ;

পেতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তা দুনিয়াতে দেন ; আর আখিরাতে পেতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তা আখিরাতেই দেন। যারা দুনিয়াতেই পেয়ে যায় তাদের আখিরাতে কোনো অংশ থাকে না। কিন্তু আখিরাতে ফল পেতে যারা চায়, তাদের জন্য দুনিয়াতেও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

২০. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা কর্মফল পেয়ে যায়, তাদের লক্ষ্য কেবল দুনিয়ার সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য হওয়ার কারণে আখিরাতের প্রতি উদাসীন থাকে। সেখানে জবাবদিহী ও দায়িত্ব সম্পর্কে তারা নির্ভিক ও বে-পরওয়া হয়ে চলার কারণে জীবনের সঠিক কর্মনীতি গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে এমন সব কাজ করে যা তাকে জাহান্নামের উপযোগী বানিয়ে দেয়।

২১. অর্থাৎ তার সকল চেষ্টা-সাধনা সাদরে গৃহীত হয় এবং পরকালীন সফলতার জন্য যে রকম এবং যতোখানি সাধনা করা দরকার সে ততোখানি সাধনা করার ফলে তার ফল সে পুরোপুরিই পায়।

وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ

আর আখিরাতে তো অবশ্যই (তাদের) স্থান অনেক উচ্চে হবে এবং মর্যাদার দিক থেকে অনেক বেড়ে যাবে।[২৩] ২২. আপনি বানিয়ে নেবেন না আল্লাহর সাথে

اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

অন্য ইলাহ,[২৪] তাহলে আপনি নিন্দনীয়-অপমানিত হয়ে পড়বেন।

وَ-আর ; لَلْاٰخِرَةُ-আখিরাতেতো অবশ্যই ; اَكْبَرُ-অনেক উচ্চে হবে ; دَرَجٰتٍ-(তাদের) স্থান ; وَّ-এবং ; اَكْبَرُ-অনেক বেড়ে যাবে ; تَفْضِيْلًا-মর্যাদার দিক থেকে।﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ-আপনি বানিয়ে নেবেন না ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلٰهًا-ইলাহ ; اٰخَرَ-অন্য ; فَتَقْعُدَ(ف+تقعد)-তাহলে আপনি হয়ে পড়বেন ; مَذْمُوْمًا-নিন্দনীয় ; مَّخْذُوْلًا-অপমানিত।

২২. অর্থাৎ পরকাল পেতে আগ্রহীদেরকেও দুনিয়ার সামগ্রী দেয়া হয়। এটা আল্লাহরই দান, যা থেকে বঞ্চিত করার কোনো ক্ষমতা দুনিয়াপূজারীদের নেই। আবার দুনিয়া পূজারীদেরকে প্রদত্ত সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার বা ক্ষমতা পরকাল পেতে আগ্রহী লোকদেরও নেই।

২৩. পরকালকামীদের মর্যাদা যে শুধু পরকালেই বেশী তা নয় বরং দুনিয়াতেও তাদের মর্যাদা দুনিয়া পূজারীদের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। তারা যা কিছু পায় তা সত্য, সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথেই লাভ করে থাকে এবং তাদের ব্যয়-ও সেভাবেই হয়ে থাকে। তাদের অর্জিত সম্পদে গরীব-মিসকীন ও হকদারদের অংশ থাকে এবং তা দিয়েও দেয়। অপরদিকে দুনিয়া পূজারীরা যা লাভ করে তা যুলুম, বে-ঈমানী ও হারাম পথে লাভ করে। ফলে তাদের বিলাসিতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, হারাম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আচার-অনুষ্ঠানাদীতে তা ব্যয় হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই পরকালকামীদের মর্যাদা দুনিয়াতেও সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশী হয়ে থাকে। আখিরাতের স্থায়ী মর্যাদাতো তাদের জন্য সংরক্ষিত আছেই।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে ইলাহ মেনে নিয়ে তার আইন-বিধান মেনে চললে দুনিয়াতেও নিন্দিত-অপমানিত হতে হবে ; আর আখিরাতেতো অবশ্যই চরমভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে।

২ রুকূ' (১১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনের আন্দোলনে অধৈর্য হওয়া যাবে না ; বরং অত্যন্ত সবরের সাথে দাওয়াতী কাজ করে যেতে হবে।

২. আল্লাহর আযাব ও গযবকে আহ্বান জানানো কুফরী ও মূর্খতা। অনেক মূর্খ মুসলমানও অন্যের উপর গযব পড়ার জন্য বদ দোয়া করে এরূপ করা ঠিক নয়।

৩. রাত ও দিনের পার্থক্য এবং সৃষ্টিকুলের বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের মধ্যে মানুষের জন্য আগণিত কল্যাণ রয়েছে।

৪. সৃষ্টি জগতের বৈচিত্র-পার্থক্য খতম করে দিলে প্রাকৃতিক জগতে সবকিছু স্থবির হয়ে পড়বে এবং তাতে গোটা সৃষ্টি-জগত অর্থহীন হয়ে পড়বে। যেমন সদা-সর্বদা যদি দিন হতো, সবাই যদি ভাল মানুষ হয়ে যেতো, সব মানুষই যদি মু'মিন হতো এবং কাফির-মুশরিকদের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে দুনিয়াতে বসবাস করা অযৌক্তিক হতো। সুতরাং সৃষ্টি-বৈচিত্রের মাঝেই সৃষ্টির কল্যাণ রয়েছে ; এটা আল্লাহর কুদরতের শান।

৫. মানুষের ভাগ্যের ভাল-মন্দের এবং পরিণাম ভাল বা মন্দের কারণসমূহ তার সত্তায় নিহিত আছে। সে তার স্বভাব-চরিত্র, গুণাবলী, বিবেক-বিবেচনা, শক্তি, বাছাই ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি ব্যবহার করে নিজেকে সৌভাগ্যের অধিকারী অথবা দুর্ভাগ্যবান করে তুলতে পারে। সুতরাং আল্লাহর দেয়া মানব বৈশিষ্টকে সঠিক পথে ব্যবহার করে আমাদেরকে সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

৬. শেষ বিচারের দিন মানুষ নিজের আমলনামা দেখে নিজেই বুঝতে সক্ষম হবে যে, তার ভাল বা মন্দ পরিণামের জন্য সে নিজে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে।

৭. যে নবী-রাসূলদের দেখানো পথে চলে, এর ভাল ফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর যে সেই সরল পথ থেকে সরে গিয়ে অসংখ্য বাঁকা পথে চলে পথ ভ্রষ্ট হবে, তার মন্দ পরিণাম সে নিজেই ভুগবে।

৮. কিয়ামতের দিন এমন কোনো ব্যক্তি, সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতি থাকবেনা যারা দীনের দাওয়াত পায়নি বলে অভিযোগ তুলে বলবে যে, তাদেরকে দাওয়াত তথা 'পূর্বে সতর্কীকরণ ছাড়াই অন্যায়ভাবে আযাবে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

৯. কোনো জাতি গোষ্ঠির উপর নিজেদের অপকর্মের কারণে আযাবের সিদ্ধান্ত হলে তাদের সমাজের ধনী, সম্ভ্রান্ত লোক এবং সমাজ নেতাদের নাফরমানীর মাধ্যমেই তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

১০. অতীত কালের অনেক জাতি-গোষ্ঠিই এভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কুরআন মাজীদে তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং এ ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিতে হবে।

১১. আখিরাতে বিশ্বাসী লোকদের নিষ্ঠাপূর্ণ ও আন্তরিক চেষ্টা-সাধনা কখনো বিফলে যাবে না। সুতরাং ইখলাসের সাথেই নেক কাজে প্রতিযোগিতা করে জীবন যাপন করতে হবে।

১২. দুনিয়াতে বেঁচে থাকার উপায়-উপাদান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে দেয়া হবে। এটা 'রব' তথা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর দান। এ থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারবেনা।

১৩. দুনিয়াতে রিযক তথা জীবনোপকরণ পাওয়ার ব্যাপারে কম-বেশী হওয়া আল্লাহরই ইচ্ছার প্রতিফলন। এটা আখিরাতের মর্যাদার মাপকাঠি নয়।

১৪. আখিরাতে মু'মিনদের মর্যাদা হবে অনেক উর্ধে। সেখানে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের ভাগ্যেই আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ মিলবে।

১৫. আখিরাতের সফলতা ও ব্যর্থতা-ই হবে চূড়ান্ত সফলতা ও ব্যর্থতা। সুতরাং চূড়ান্ত সফলতার জন্য এখান থেকেই কাজ করে যেতে হবে।

১৬. আখিরাতের সফলতার জন্য আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ তথা আইনদাতা ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না করলে আখিরাতে নিন্দনীয় ও অপমানিত হতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৮

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ ٢٣

২৩. আর আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে,[২৫] তোমরা দাসত্ব করো না একমাত্র তাঁর ছাড়া অন্য কারো[২৬] এবং মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করার ; যদি উপনীত হয়

عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

বার্ধক্যে তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার বর্তমানে তখন তুমি তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না

وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ

বরং তাদের সাথে বিনয় ও সম্মানজনক কথা বলো। ২৪. আর তাদের সামনে দয়ার সাথে বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দাও।

(২৩) وَ-আর ; قَضَىٰ-আদেশ দিয়েছেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; أَلَّا تَعْبُدُوٓا-যে, তোমরা দাসত্ব করো না ; إِلَّآ-ছাড়া ; إِيَّاهُ-একমাত্র তাঁর ছাড়া ; وَ-এবং ; بِالْوَالِدَيْنِ-(ب+ال+والدين)-মাতা-পিতার প্রতি ; إِحْسَانًا-সদয় ব্যবহার করার ; إِمَّا-যদি ; يَبْلُغَنَّ-উপনীত হয় ; عِنْدَكَ-তোমার বর্তমানে ; الْكِبَرَ-বার্ধক্যে ; أَحَدُهُمَآ-তাদের একজন ; أَوْ-অথবা ; كِلَاهُمَا-উভয়েই ; فَلَا تَقُلْ-(ف+لا تقل)-তখন তুমি বলো না ; لَهُمَا-তাদেরকে ; أُفٍّ-উহ ! وَ-এবং ; لَا تَنْهَرْهُمَا-তাদেরকে ধমক দিও না; وَ-বরং ; قُلْ-বলো ; لَهُمَا-তাদের সাথে ; قَوْلًا-কথা ; كَرِيمًا-বিনয় ও সম্মানজনক। (২৪) وَ-আর ; اخْفِضْ-বিছিয়ে দাও ; لَهُمَا-তাদের সামনে ; جَنَاحَ-বাহু ; الذُّلِّ-বিনয়ের ; مِنَ الرَّحْمَةِ-দয়ার সাথে ;

২৫. মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল মাক্কী জীবনের শেষদিকে। এর কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহ স.-এর মাদানী জীবন শুরু হয়েছে এবং সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। আর সেজন্যই মি'রাজে তাঁকে সেসব মূলনীতিসমূহ দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। যাতে করে দুনিয়ার মানুষ এ মূলনীতিগুলোর মাধ্যমে ইসলামী সমাজের রূপ রেখা কি হবে তা ধারণা করতে সক্ষম হয়।

২৬. অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য করবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তাঁর আদেশ-ই হবে একমাত্র আদেশ যা বিনা শর্তে ও অসংকোচে মেনে নিতে হবে এবং তাঁর আইনকেই

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا

আর বলো—"হে আমার প্রতিপালক ! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন। ২৫. তোমাদের প্রতিপালক খুব ভালই জানেন যা আছে

فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَإِنَّهٗ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

তোমাদের অন্তরে ; যদি তোমরা নেককার হও তবেতো তিনি অবশ্যই তাওবাকারীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল।[২৭]

﴿٢٦﴾ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ

২৬. আর নিকট-আত্মীয় স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও এবং গরীব ও মুসাফিরকেও (তার হক দিয়ে দাও) আর অপব্যয় করো না।

وَ-আর ; قُلْ-বলো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; ارْحَمْهُمَا-তাদের উভয়ের প্রতি
রহম করো ; كَمَا-যেমন ; رَبَّيٰنِيْ-তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন ; صَغِيْرًا-
শৈশবে।(২৫) رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-খুব ভালই জানেন ; بِمَا-যা আছে ;
فِيْ نُفُوْسِكُمْ-(فى+نفوس+كم)-তোমাদের অন্তরে ; إِنْ-যদি ; تَكُوْنُوْا-তোমরা হও ;
صٰلِحِيْنَ-নেককার ; فَإِنَّهٗ كَانَ-তবেতো তিনি অবশ্যই ; لِلْأَوَّابِيْنَ-তাওবাকারীদের
জন্য ; غَفُوْرًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল।(২৬) وَ-আর ; اٰتِ-দিয়ে দাও ; ذَا الْقُرْبٰى-নিকট
আত্মীয়-স্বজনকে ; حَقَّهٗ-(حق+ه)-তার হক ; وَ-এবং ; الْمِسْكِيْنَ-গরীব-মিসকীন ; وَ
-ও ; ابْنَ السَّبِيْلِ-মুসাফিরকেও ; وَ-আর ; لَا تُبَذِّرْ-অপব্যয় করো না ;

একমাত্র আইন বলে স্বীকার করবে ও মেনে চলবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা যাবে না। এটি এমন একটি কর্মনীতি যার উপর মদীনার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ রাষ্ট্রব্যবস্থার মতাদর্শ এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা-ই বিশ্ব-জাহানের মালিক, তিনি নিরংকুশ ও সার্বভৌম বাদশাহ। তাঁর দেয়া শরীয়তই সমগ্র দেশের আইন।

২৭. ইসলামী শরীয়তে মাতা-পিতার মর্যাদা এ আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। আল্লাহ তাআলার পরে সব মানুষের উপর মাতা-পিতার অধিকার। সন্তানকে অবশ্যই মাতা-পিতার অনুগত, সেবা-শুশ্রুষাকারী ও তাঁদের সম্মান-মর্যাদা রক্ষাকারী হতে হবে। ইসলামী সমাজের সামগ্রিক নীতি মালাও এমনভাবে প্রণীত হবে যাতে সন্তানরা মাতা-পিতার প্রতি বে-পরোয়া হওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, সম্মানবোধসম্পন্ন ও রহমদিল হয়ে গড়ে উঠে। বৃদ্ধাবস্থায় তারা যেন মাতা-পিতার এমন সেবক ও খাদেম হয় যেমন শিশু অবস্থায় তাদের প্রতি মাতা-পিতা ছিলেন। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-কানুন, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পারিবারিক বিধি-বিধানে এ সংক্রান্ত

تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ

কোনো মতেই। ২৭. নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই ; আর শয়তানতো

لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ

নিজের প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। ২৮. আর যদি তুমি তাদের (আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরকে দান করা) থেকে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনুসন্ধানের কারণে বিরত থাকতে চাও—

تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً

তুমি যা আশা করছো, তাহলে তুমি তাদেরকে নরম ভাষায় তা জানিয়ে[২৮] দাও। ২৯. আর আপনি আপনার হাতকে আবদ্ধ রাখবেন না

إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ

আপনার গলার সাথে, আবার তা সবখানে দরাজ করেও দেবেন না, তাহলে আপনি বসে পড়বেন নিন্দিত অক্ষম হয়ে।[২৯] ৩০. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক।

تَبْذِيْرًا-কোনো প্রকার অপব্যয়।২৭ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُبَذِّرِيْنَ-অপব্যয়কারীরা ; كَانُوْٓا ; إِخْوَانَ-ভাই ; الشَّيٰطِيْنِ-শয়তানের ; وَ-আর ; كَانَ الشَّيْطٰنُ-শয়তানতো ; (ل+رب+ه)-لِرَبِّهٖ-নিজের প্রতিপালকের প্রতি ; كَفُوْرًا-বড়ই অকৃতজ্ঞ।২৮ وَ-আর ; إِمَّا-যদি ; تُعْرِضَنَّ-বিরত থাকতে চাও ; عَنْهُمُ-তাদের থেকে ; ابْتِغَآءَ-অনুসন্ধানের কারণে ; رَحْمَةٍ-রহমত ; مِّنْ رَّبِّكَ-তোমার প্রতিপালকের ; تَرْجُوْهَا-যা তুমি আশা করছো ; فَقُلْ-(ف+قل)-তাহলে তুমি জানিয়ে দাও ; لَهُمْ-তাদেরকে ; قَوْلًا-ভাষায় ; مَّيْسُوْرًا-নরম।২৯ وَ-আর ; لَا تَجْعَلْ-আপনি রাখবেন না ; يَدَكَ-আপনার হাতকে ; مَغْلُوْلَةً-আবদ্ধ ; إِلٰى عُنُقِكَ-(الى+عنق+ك)-আপনার গলার সাথে ; وَ-আবার ; لَا تَبْسُطْهَا-(لاتبسط+ها)-তা প্রসার করেও দেবেন না ; كُلَّ الْبَسْطِ-(كل+ال+بسط)-সর্বস্থানে ; فَتَقْعُدَ-(ف+تقعد)-তাহলে আপনি বসে পড়বেন ; مَلُوْمًا-নিন্দিত ; مَّحْسُوْرًا-অক্ষম হয়ে।৩০ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

ধারা উপধারা সংযোজিত হতে হবে যেন ব্যক্তি ও সমাজের সর্বস্তরে মাতা-পিতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

২৮. আলোচ্য ২৬, ২৭ ও ২৮ আয়াতে ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের ব্যয়খাত উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি তার উপার্জিত সম্পদ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করবেনা বরং নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পরে বাকী সম্পদ অপচয় না করে

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○

যাকে চান রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং কমিয়েও দেন ; অবশ্যই তিনি তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে যথাযথ খবরদার ও সম্যক দ্রষ্টা।[৩০]

يَبْسُطُ-বাড়িয়ে দেন ; الرِّزْقَ-রিযক ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ - কমিয়েও দেন ; اِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; كَانَ بِعِبَادِهِ-(كان+ب+عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে ; خَبِيْرًا-যথাযথ খবরদার ; بَصِيْرًا-সম্যক দ্রষ্টা।

তার নিকটাত্মীয়, পাড়া প্রতিবেশী, অন্যান্য দরিদ্র ও অভাবী লোকদের জন্য ব্যয় করবে। এটা তার উপর নিকটাত্মীয় ও অভাবী লোকদের অধিকার। এ অধিকার আদায় করলে সমাজ-জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি ও মায়া-মমতার একটা ভাবধারা জারী হবে, যার ফলে সমাজ হবে কাংখিত সুখী-সুন্দর সমাজ। আর কেউ যদি কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সামর্থ না থাকার জন্য প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা পূরণ সম্ভব না হয়, তবে বিনীতভাবে প্রার্থনাকারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এটাই হবে ইসলামী সমাজের অনুসৃত নীতি।

২৯. অর্থাৎ 'বখিলী' বা কৃপণতাও করবে না, আবার অপব্যয় বা অপচয়ের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবে না। অহংকার ও লোক দেখানোর জন্য অর্থ ব্যয় এবং বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। যারা উল্লেখিত পথে অর্থ ব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।

উল্লেখিত বিধান দ্বারা ব্যক্তিগত নৈতিক শিক্ষাদানের সাথে সাথে সামাজিকভাবে এ বিধান জারী করার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়েছে। তা ছাড়া এর দ্বারা বিলাসিতার পথও বন্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এসব বিধি-বিধান কার্যকরী করার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার প্রভাব আজও মুসলিম সমাজে দেখা যায়। মুসলিম সমাজে কৃপণ ও অপচয়কারীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। আর দানশীল মানুষকে আজও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে তাঁর বান্দাহদের মধ্যে রিযক-এর বন্টনে কম-বেশী করেছেন এর মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা মানুষ বুঝতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা তার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন ও দেখেন। মানুষের প্রয়োজন ও যোগ্যতা আল্লাহ-ই সৃষ্টি করে দিয়েছেন ; সুতরাং তিনিই জানেন কার প্রয়োজনীয়তা ও যোগ্যতা কতটুকু। সে মতেই তিনি যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য রেখে রিযক বন্টন করেছেন। এটা হলো প্রকৃত ও স্বাভাবিক সাম্য ; কিন্তু মানুষ এটাকে উপেক্ষা করে সবাইকে সমান অথবা একের সাথে অপরের বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা কোনোমতেই উচিত নয়।

মূলতঃ আল্লাহ তাআলা মানুষে মানুষে রিযক-এর ব্যাপারে পার্থক্য রেখেছেন, তা-ই প্রকৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কেননা পার্থক্য যেন সীমা ছেড়ে না যায় সেরূপ বিধি-বিধানও তিনি এর সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন অসংখ্য নৈতিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণ। আসলে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা এ ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের কর্তব্য এ ব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা এবং এটাকে মেনে নিয়েই জীবন পরিচালনা করা।

৩ রুকূ' (২৩-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বা কিছুকে মা'বুদ বা ইবাদত-এর যোগ্য মনে করা যাবে না।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন মানা যাবে না।

৩. মাতা-পিতার প্রতি কোনো অবস্থাতেই অসদাচরণ করা যাবে না এবং সদা-সর্বদা তাঁদের সাথে বিনীত ও নম্র আচরণ করতে হবে।

৪. মাতা-পিতার সাথে কখনো ধমক দিয়ে কথা বলা যাবে না।

৫. মাতা-পিতার জন্য সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে এ বলে দোয়া করবে ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

"হে আমার প্রতিপালক, তাঁরা শৈশবে আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি অনুরূপ দয়া করুন।"

৬. মাতা-পিতার সাথে অসদাচরণ করে নেককার হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই ; অতএব যারা নেককার হতে চান তাদেরকে অবশ্যই মাতা-পিতার সাথে সদাচারী হতে হবে।

৭. কখনো কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদি কোনো কারণে মাতা-পিতার মনে কষ্টদায়ক কোনো আচরণ সংঘটিত হয়েও যায়, তখন তাৎক্ষণিক তা ক্ষমা চেয়ে তাঁদেরকে রাজী-খুশী করিয়ে নিতে হবে এবং আল্লাহর দরবারেও তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে—আল্লাহ অবশ্যই তাওবা কবুলকারী।

৮. ব্যক্তির অর্জিত সম্পদে নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে ; হক রয়েছে গরীব-মিসকীন ও সহায়-সম্বলহীন মুসাফিরদের। অতএব আমাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে উল্লিখিত খাতসমূহে যথাসাধ্য ব্যয় করতে হবে।

৯. কোনো অবস্থাতেই সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় করা যাবে না ; কেননা অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি একেবারেই অকৃতজ্ঞ।

১০. নিকটাত্মীয় গরীব-মিসকীন ও সম্বলহীন মুসাফিরকে দেয়ার মতো আর্থিক অবস্থা যদি না থাকে তাহলে নরম কথায় তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

১১. কৃপণতা করা যাবে না, আবার অপচয় করে নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে পড়াও উচিত নয় ; কেননা এ উভয়টিই আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের চরম না-শুকরী।

১২. রিযক বণ্টনে কম-বেশী করা আল্লাহর স্বাভাবিক নীতি এবং এটাও মানুষের কল্যাণেই করা হয়েছে; কিন্তু আমাদের জ্ঞান নিতান্ত কম হওয়ার কারণে আমরা এর কল্যাণকারিতা বুঝতে সক্ষম নই।

১৩. আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞানী, তাই তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে কিসে কার কল্যাণ হবে তা তিনিই ভাল জানেন ; সুতরাং আল্লাহর বিধানকে বিনা চিন্তা-ভাবনায় মেনে নিতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১০

⦿৩১ وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ

৩১. আর তোমরা হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে, আমিইতো তাদেরকে রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও ;

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ⦿৩২ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ

তাদের হত্যা করা অবশ্যই গুরুতর পাপ।[৩১] ৩২. আর যিনার কাছেও যেও না, অবশ্যই তা অশ্লীল কাজ,

⦿৩১ وَ-আর ; لَاتَقْتُلُوٓا-তোমরা হত্যা করো না ; اَوْلَادَكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তানদেরকে ; خَشْيَةَ-ভয়ে ; اِمْلَاقٍ-অভাবের ; نَحْنُ-আমিইতো ; نَرْزُقُهُمْ-(نرزق+هم)-তাদেরকে রিযক দেই ; وَ-এবং ; اِيَّاكُمْ-(ايا+كم)-তোমাদেরকেও ; اِنَّ-অবশ্যই ; قَتْلَهُمْ-(قتل+هم)-তাদেরকে হত্যা করা ; كَانَ خِطْاً-পাপ ; كَبِيْرًا-গুরুতর। ⦿৩২ وَ-আর ; لَاتَقْرَبُوا-তোমরা কাছেও যেও না ; الزِّنٰٓى-(ال+زنى)-যিনার ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তা ; كَانَ فَاحِشَةً-অশ্লীল কাজ ;

৩১. দুনিয়াতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর। অথচ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান আধুনিককাল পর্যন্ত মানুষ খাদ্যাভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা, ভ্রূণ হত্যা এবং অবশেষে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে এর সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টিতে এসব পন্থা অবলম্বন করা মারাত্মক ভুল। আসলে খাদ্যের অভাব হওয়ার আশংকায় জনসংখ্যা কমিয়ে ফেলার নেতিবাচক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ইতিবাচক প্রচেষ্টা চালানোই মানুষের উচিত ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধিগত সমস্যা সমাধানের এটিই ছিল স্বাভাবিক পন্থা। ইতিহাস আলোচনা করলে এবং বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, দুনিয়ার যেখানে যেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানেই নিত্য-নতুন অর্থনৈতিক উপায় উপাদান মানুষের হস্তগত হয়েছে। যার ফলে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে অধিক হারে। সুতরাং মানুষকে মানুষের সংখ্যা কমানোর এ সর্বনাশা ভুল প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টায়-ই নিজেদের অর্থ-শ্রম ও মেধা ব্যয় করা উচিত।

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।[৩২] ৩৩. আর হত্যা তোমরা করোনা এমন কোন প্রাণীকে যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ হারাম করেছেন[৩৩] সত্য প্রতিষ্ঠার কারণ ছাড়া ;[৩৪]

وَ-এবং ; سَاءَ-অত্যন্ত মন্দ ; سَبِيلًا-পথ। ﴿٣٣﴾ وَ-আর ; لَا تَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো না ; النَّفْسَ-(ال+نفس)-প্রাণীকে ; الَّتِي-যাকে (হত্যা করা) ; حَرَّمَ-হারাম করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-সত্য প্রতিষ্ঠার কারণ ;

৩২. 'যিনার নিকটেও যেও না' কথাটি যেমন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তেমনি তা গোটা সমাজকে লক্ষ করেও বলা হয়েছে। এখানে 'যিনা করো না' না বলে 'যিনার নিকটেও যেও না' বলার অর্থ হচ্ছে যিনা হতে পারে এমন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও উপায়-উপাদান থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ যিনা সংঘটিত হওয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলে তা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে না। এ নির্দেশ ব্যক্তির জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। সমাজেও যিনার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী উপায়-উপাদানকে কঠোর হাতে নির্মূল করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সমাজের আইন-কানুন, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্তনের মাধ্যমে যিনার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এটা একটা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

৩৩. 'কতলে নফ্স' তথা প্রাণ হত্যা দ্বারা শুধুমাত্র অন্য মানুষকে হত্যা করা বুঝানো হয়নি, এর দ্বারা নিজেকে নিজে হত্যা তথা আত্মহত্যা করাও বুঝানো হয়েছে। পাঁচ অবস্থা ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। আর আত্মহত্যাও নর হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ। কারণ মানুষ তার প্রাণের মালিক সে নিজে নয়। সুতরাং অন্যকে হত্যা করা যেমন হারাম নিজেকে নিজে হত্যা করাও তেমনি হারাম। মানুষ সাধারণত দুঃখ-কষ্ট সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে। দুনিয়াতো আসলে একটা পরীক্ষাগার আর পরীক্ষা নিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ; তাই পরীক্ষক আল্লাহ তাআলা যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা নেবেন ; এতে পরীক্ষার্থীর কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। আর পরীক্ষা যেমনই হোক পরীক্ষার হল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো অধিকারও পরীক্ষার্থীর নেই। আসলে এটা চরম বোকামী, পরীক্ষার হল থেকে পালিয়ে একেবারে পরীক্ষকের সামনে গিয়ে পড়ার অর্থ—দুনিয়ার ছোট দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা থেকে পালিয়ে চিরন্তন ও অনেক বড় লাঞ্ছনার মুখোমুখী হওয়া। আত্মহত্যাকারী মূলত তা-ই করে। আত্মহত্যা না করলে তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা-প্রস্তুতির সময় পেতো যা সে আত্মহত্যার মাধ্যমে শেষ করে দিয়েছে। সর্বোপরী সে আল্লাহর মালিকানাধীন প্রাণের আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চরম ভুল কাজ করেছে।

৩৪. ইসলামী শরীয়ত পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষ হত্যার অনুমোদন দেয়। কুরআন মাজীদ ও হাদীস কর্তৃক তা নির্ধারিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে—(১) ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ হত্যাকারীকে কিসাস তথা হত্যার শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা। (২) বিবাহিত নারী পুরুষ যিনা-

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ

আর যে নিহত হয়েছে অন্যায়ভাবে তার অভিভাবককে আমি অবশ্যই প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি ;[৩৫] কিন্তু সে হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না ;[৩৬]

اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত।[৩৭] ৩৪. আর ইয়াতীমের মালের কাছেও তোমরা যেও না তবে এমনভাবে যা উত্তম

وَ-আর ; مَنْ-যে ; قُتِلَ-নিহত হয়েছে ; مَظْلُوْمًا-অন্যায়ভাবে ; فَقَدْ جَعَلْنَا-(ف+قد+جعلنا)-আমি অবশ্যই দিয়েছি ; لِوَلِيِّهٖ-(ل+ولى+ه)-তার অভিভাবককে ; سُلْطٰنًا-প্রতিকারের অধিকার ; فَلَا يُسْرِفْ-(ف+لايسرف)-কিন্তু সে বাড়াবাড়ী করবে না ; فِى الْقَتْلِ-(ف+ال+قتل)-হত্যার ব্যাপারে ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই সে ; كَانَ ; مَنْصُوْرًا-সাহায্য প্রাপ্ত। ﴿٣٤﴾ وَ-আর ; لَاتَقْرَبُوْا-তোমরা কাছেও যেও না ; مَالَ-মালের ; الْيَتِيْمِ-(ال+يتيم)-ইয়াতীমের ; اِلَّا-তবে ; بِالَّتِىْ-(ب+التى)-এমনভাবে ; هِىَ-যা ; اَحْسَنُ-উত্তম ;

ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলে শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে হত্যা করা। (৩) মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারীর শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা। (৪) দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা সৃষ্টিকারীদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করা এবং (৫) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপাটনের চেষ্টায় রত লোকদের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে হত্যা করা। উল্লিখিত পাঁচ অবস্থায় প্রাণের মর্যাদা শেষ হয়ে যায়, যার ফলে তাদের হত্যা করা জায়েয হয়ে যায়।

৩৫. অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির অলী বা উত্তরাধিকারীকে আল্লাহ তাআলা এ অধিকার দিয়েছেন—সে হত্যাকারীর কিসাস বা শাস্তি দাবী করতে পারে অথবা দিয়ত বা রক্তমূল্য গ্রহণ করে হত্যাকারীকে রেহাই দিতে পারে। এখানে রাষ্ট্র বা সরকারের হত্যাকারীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার কোনো অধিকার নেই।

৩৬. হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কয়েকটি অবস্থা হতে পারে—এবং এ সব কয়টি অবস্থাই নিষিদ্ধ। যেমন বদলা নেয়ার অতি আগ্রহের কারণে দোষী ব্যক্তি ছাড়া অন্যদেরও হত্যা করা, অথবা দোষীকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা, অথবা হত্যা করার পর তার লাশের উপর রাগ ঝাড়া, অথবা রক্ত প্রবাহিত করার পরও অতিরিক্ত আঘাত করে হত্যা করা ইত্যাদি।

৩৭. অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অলী বা উত্তরাধিকারীকে হত্যার বিচার তথা কিসাস অথবা রক্তমূল্য আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। এখানে সাহায্য কে করবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি, কারণ তখন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইসলামী

حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۖ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ○

যে পর্যন্ত সে যুবক বয়সে পৌছে ;[৩৮] আর তোমরা ওয়াদা পুরা করো ; নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৯]

﴿٣٥﴾ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ

৩৫. আর তোমরা পাত্র-মাপ পুরো করে দিও যখন তোমরা পাত্র দিয়ে মেপে দাও এবং ওযন করবে তোমরা সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ;[৪০] এটাই ভালো

حَتّٰى-যে পর্যন্ত ; يَبْلُغَ-সে পৌছে ; اَشُدَّهٗ-(اشد+ه)-তার যুবক বয়সে ; وَ-আর ; اَوْفُوْا-তোমরা পুরা করো ; بِالْعَهْدِ-(ب+ال+عهد)-ওয়াদা ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْعَهْدَ-ওয়াদা সম্পর্কে ; كَانَ مَسْئُوْلًا-জিজ্ঞেস করা হবে। ﴿٣٥﴾ وَ-আর ; اَوْفُوْا-তোমরা পুরো করে দিও ; الْكَيْلَ-পাত্র-মাপ ; اِذَا-যখন ; كِلْتُمْ-তোমরা পাত্র দিয়ে মেপে দাও ; وَ-এবং ; زِنُوْا-তোমরা ওযন করবে ; بِالْقِسْطَاسِ-(ب+ال+قسطاس)-দাড়িপাল্লায় ; الْمُسْتَقِيْمِ-(ال+مستقيم)-সঠিক ; ذٰلِكَ-এটাই ; خَيْرٌ-ভালো ;

রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয় উক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। এখানে নিহত ব্যক্তির বংশ-গোত্র বা চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর কোনো কাজ নেই। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব লোকদের তাঁর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো অধিকার নেই। তাদেরকে রাষ্ট্রের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের-ই দায়িত্ব।

৩৮. ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইয়াতীম সাবালক হওয়ার পর যখন সে নিজের সম্পদ রক্ষায় সক্ষমতা লাভ করবে তখন তার সম্পদ তার হাতে ন্যস্ত করতে হবে। রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব যার মাধ্যমে ইচ্ছা পালন করার ব্যবস্থা করতে পারে। হাদীসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—"যার কোনো অলী বা অভিভাবক নেই আমি তার অভিভাবক।"—এটা আসলে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি ব্যাপক বিষয়ের মূলনীতি হিসেবে গণ্য।

৩৯. ওয়াদা রক্ষা করার ব্যাপার শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয় ; বরং এটা ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মূলভিত্তি।

৪০. এ বিধানও নাগরিকদের পারস্পরিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং এটাও ইসলামের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের মধ্যে গণ্য। হাট-বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক পরিসরে মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কঠোর হাতে অধিকার হরণের সকল পথ বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব।

وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

এবং পরিণামেও সর্বোত্তম।[৪১] ৩৬. আর তুমি পেছনে পড়ো না এমন বিষয়ের যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই কান ও চোখ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ

এবং মন—এসব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[৪২] ৩৭. আর তুমি যমীনে অহংকার করে চলাচল করো না ;

اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذٰلِكَ

নিশ্চয়ই তুমি কখনো যমীনকে ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না এবং পাহাড় সমান উঁচুতেও পৌঁছতে পারবে না।[৪৩] ৩৮. এর প্রত্যেকটির মধ্যে

وَ-এবং ; اَحْسَنُ-সর্বোত্তম ; تَاْوِيْلًا-পরিণামেও। ﴿٣٦﴾ وَ-আর ; لَاتَقْفُ-তুমি পেছনে পড়ো না ; مَا-এমন বিষয়ের ; لَيْسَ-নেই ; لَكَ-তোমার ; بِهٖ-যার সম্পর্কে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; السَّمْعَ-(ال+سمع)-কান ; وَ-ও ; الْبَصَرَ-(ال+بصر)-চোখ ; وَ-এবং ; الْفُؤَادَ-(ال+فؤاد)-মন ; كُلُّ اُولٰٓئِكَ-এসব কিছু ; كَانَ-হবে ; عَنْهُ-সম্পর্কে ; مَسْئُوْلًا-জিজ্ঞেস করা। ﴿٣٧﴾ وَ-আর ; لَاتَمْشِ-তুমি চলাচল করো না ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; مَرَحًا-অহংকার করে ; اِنَّكَ-নিশ্চয়ই তুমি ; لَنْ تَخْرِقَ-তুমি কখনো ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না ; الْاَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ; وَ-এবং ; لَنْ تَبْلُغَ-পৌঁছতেও পারবে না ; الْجِبَالَ-(ال+جبال)-পাহাড় সমান ; طُوْلًا-উঁচুতে। ﴿٣٨﴾ كُلُّ ذٰلِكَ-এসব প্রত্যেকটির মধ্যে ;

৪১. অর্থাৎ এ ব্যবস্থা দুনিয়াতেও কল্যাণকর এবং পরকালেও এর মাধ্যমে চূড়ান্ত কল্যাণ লাভ করা নিশ্চিত হবে। দুনিয়াতে এর দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা স্থাপিত হবে এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা অর্জিত হবে। পরিণামে এতে করে ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি হবে এবং সমাজে স্বাচ্ছন্দ ও স্বচ্ছলতা বিস্তার লাভ করবে। আর আখিরাতের কল্যাণ অবশ্য ঈমান ও আল্লাহ ভীতির উপর নির্ভরশীল।

৪২. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না। এটাও ইসলামের রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি হবে যে, জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এ নীতির প্রতিফলন দেখা যাবে। নৈতিক চরিত্র, আইন আদালতে প্রশাসনের সকল স্তরে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় এ নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা দলের উপর কোনো প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। সর্বোপরি আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও

كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ

যা মন্দ তা আপনার প্রতিপালকের কাছে অপছন্দনীয়।[৪৪] ৩৯. এসব ক'টি তারই অংশ যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে ওহী হিসেবে দান করেছেন

مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا

হিকমত থেকে ; আর আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ বানিয়ে নেবেন না, তাহলে আপনি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন

مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ إِنَاثًا

বিতাড়িত অবস্থায়।[৪৫] ৪০. তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক কি পুত্র সন্তানের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে[৪৬]

كَانَ سَيِّئُهُ-(كان+سىء+ه)-যা মন্দ তা ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; مَكْرُوهًا-অপছন্দনীয়। (৩৮) ذٰلِكَ-এ সব কটি ; مِمَّآ-(من+ما)-তারই অংশ যা ; أَوْحَىٰٓ-ওহী হিসেবে দান করেছেন ; إِلَيْكَ-আপনাকে ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; مِنَ-থেকে ; الْحِكْمَةِ-(ال+حكمة)-হিকমত ; وَ-আর ; لَا تَجْعَلْ-তুমি বানিয়ে নেবে না ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; إِلٰهًا-ইলাহ ; آخَرَ-অন্য কোনো ; فَتُلْقَىٰ-(ف+تلقى)-তাহলে তুমি নিক্ষিপ্ত হবে ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; مَلُومًا-নিন্দিত ; مَّدْحُورًا-বিতাড়িত অবস্থায়। (৪০) أَفَأَصْفَاكُمْ-(ا+ف+اصفى+كم)-তোমাদেরকে কি মনোনীত করেছেন ; رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; بِالْبَنِينَ-(ب+ال+بنين)-পুত্র সন্তানের জন্য ; وَ-এবং ; اتَّخَذَ-তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন ; مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ-(من+ال+ملئكة)-ফেরেশতাদেরকে ; إِنَاثًا-কন্যারূপে ;

আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধানের দৃষ্টিতে যা সত্য প্রমাণিত হবে, তা-ই সত্য বলে মানতে হবে।

৪৩. অর্থাৎ তোমরা অহংকারী ও গর্বিত লোকদের আচরণ ও নীতি গ্রহণ করো না। এ নির্দেশও ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় ব্যাপারে প্রযোজ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে এ নীতি বাস্তবায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকার পরও তাদের মধ্যে গর্ব অহংকারের লেশমাত্রও দেখা যেতো না। আর তাঁদের যুদ্ধ-সংগ্রামের সময়ও তাঁরা অহংকার থেকে দূরে থাকতেন। এমনকি তাঁরা বিজয়ীর বেশে কোনো জনপদে প্রবেশ করার পরও তাঁদের মধ্যে ফকীরী-দরবেশীর ভাবধারা দেখা যেতো। আর এ জন্য মুসলিম বিজয়ী সৈন্যদেরকে জনপদের অধিবাসীরা শত্রু না ভেবে বন্ধু-ই মনে করতো। ইতিহাসে এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

অবশ্যই তোমরাতো অত্যন্ত গুরুতর কথা বলছো।

اِنَّكُمْ-(ان+كم)-অবশ্যই তোমরাতো ; لَتَقُوْلُوْنَ-বলছো ; قَوْلًا-কথা ; عَظِيْمًا-অত্যন্ত গুরুতর।

৪৪. অর্থাৎ যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, তা মন্দ বলেই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আর তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

৪৫. এ নির্দেশ ও বিধান সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যদিও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন।

৪৬. [এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী সূরা আন-নহলের ৫৭ আয়াত থেকে ৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে।]

৪ রুকূ' (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না।

২. জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এমনকি গর্ভ নিরোধের কোনো রকমের ব্যবস্থাও নেয়া যাবে না।

৩. জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ নিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয়-প্রচার, প্রোপাগান্ডা সবই অবৈধ।

৪. সকল প্রাণীরই একমাত্র রিয্‌কদাতা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ।

৫. অভাবের ভয়ে উল্লিখিত কাজে লিপ্ত হওয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ।

৬. যিনা-ব্যভিচার থেকে সদা-সর্বদা দূরে থাকতে হবে। এমনকি যিনা ব্যভিচার-এর পরিবেশ—পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এমন তৎপরতা থেকেও দূরে থাকতে হবে।

৭. যিনা-ব্যভিচার-কে উস্কে দিতে পারে এমন কথা, কাজ, গান-বাজনা, নৃত্য ইত্যাদি সকল কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৮. শরয়ী বিধান-এর বাইরে সকল প্রকার মানুষ হত্যা অবৈধ।

৯. মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর জীব জন্তু-ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জীব-জন্তু বা পশু-পাখি হত্যা করাও অবৈধ।

১০. অন্যায়ভাবে নিহত কোনো ব্যক্তির অভিভাবকের এ অধিকার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে 'কিসাস' বা হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড দাবী করতে পারে অথবা দিয়ত বা রক্তপণ নিয়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে।

১১. নিহত ব্যক্তির প্রকৃত অভিভাবক ছাড়া হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দান বা রক্তমূল্য পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দানের অধিকার অন্য কারো নেই। এমনকি খিলাফত বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন কোনো ব্যক্তিরও নেই।

১২. 'কিসাস' বা হত্যার দন্ড কার্যকরী করার জন্য অথবা রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে নিহতের অভিভাবককে সর্বপ্রকার সাহায্য দেয়া ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

১৩. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি ভোগ-ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে। তবে ইয়াতীম শিশু বা বালক যৌবনে পৌঁছা তথা নিজ সম্পদ রক্ষার মতো শারিরীক ও মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ব্যয় বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করা যাবে।

১৪. ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। (অন্যথায় এর জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে।)

১৫. পাত্র বা দাঁড়িপাল্লার পরিমাপে কোনো প্রকার হেরফের করা অবৈধ। এটা শাস্তিমূলক অপরাধ।

১৬. সংশ্লিষ্ট নয় এমন কারো কোনো ব্যাপারে ছিদ্রান্বেষণ করা যাবে না। কেননা কান, চোখ ও মনের অপব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

১৭. সর্বাবস্থায় আচার-আচরণ ও চাল-চলনে গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা গর্ব-অহংকার করার ন্যূনতমও কোনো যোগ্যতা ও অধিকার মানুষকে দেয়া হয়নি।

১৮. মি'রাজ-এর উল্লিখিত বিধানাবলী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের জন্য প্রযোজ্য।

১৯. আল্লাহ তাআলার অসীম হিকমত ও জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে এসব বিষয় তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে প্রদত্ত বিশেষ উপহার। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বাইরে মানব কল্যাণের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই—হতে পারে না।

২০. সর্বোপরি আল্লাহকে একমাত্র আইন ও বিধান দাতা হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং সর্বপ্রকার শির্ক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহর যাত তথা মূল সত্তা বা গুণাবলীতে অন্য কাউকে অংশীদার করাই শির্ক।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১২

৪১ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ○

৪১. আর আমি নিসন্দেহে বারবার নানাভাবে এ কুরআনে বর্ণনা করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের ভেগে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই বাড়েনি।

৪২ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ○

৪২. আপনি বলে দিন—যদি তাঁর সাথে অন্য কোনো 'ইলাহ' থাকতো যেমন তারা বলে থাকে তাহলে তারা আরশের মালিক (আল্লাহ) পর্যন্ত পৌঁছার পথ খুঁজে ফিরতো।[৪৭]

৪১ وَ-আর ; لَقَدْ صَرَّفْنَا-নিসন্দেহে আমি বারবার নানাভাবে বর্ণনা করেছি ; فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ-এ কুরআনে ; لِيَذَّكَّرُوْا-যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ; وَ-কিন্তু ; مَا يَزِيْدُهُمْ-(ما يزيد+هم)-তাদের বাড়েনি কিছুই ; اِلاَّ-ছাড়া ; نُفُوْرًا-ভেগে দূরে সরে যাওয়া। ৪২ قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَوْ-যদি ; كَانَ-থাকতো ; مَعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; اٰلِهَةٌ-অন্য কোনো ইলাহ ; كَمَا-যেমন ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে থাকে ; اِذًا-তাহলে ; لاَّبْتَغَوْا-তারা খুঁজে ফিরতো ; اِلٰى-পর্যন্ত ; ذِى الْعَرْشِ-(ذى+ال+عرش)-আরশের মালিক (আল্লাহ) ; سَبِيْلاً-পথ।

৪৭. অর্থাৎ তারা আল্লাহর আরশের মালিকানা দাবী করতো। তারা হয়তো প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন 'খোদা' হতে চাইতো। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের মতের ভিন্নতার কারণে সব ব্যাপারে একমত হয়ে বিশ্ব লোকের পরিচালনায় শৃংখলা ও ভারসাম্য রক্ষা করতে তারা কখনো সমর্থ হতো না। অথবা এদের মধ্যে একজন আসল 'খোদা' হতো এবং অন্যরা কিছু কিছু স্থানে খোদায়ীর ইখতিয়ার ভোগ করতো। এমন অবস্থায়ও যারা আংশিক খোদায়ীর মালিক হতো, তারা আসল খোদার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগতো এবং এক মুহূর্তের জন্যও বান্দাহ হয়ে থাকতে চাইতো না। উভয় অবস্থায়, তারা প্রত্যেকে 'আসল খোদা' হওয়ার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালাতো, যেখানে আসমান-যমীনের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ ছাড়া একটি চাউল বা গমের দানাও সৃষ্টি হয় না, সেখানে কোনো মুর্খ ও নির্বোধ লোকও এ ধারণা করতে পারে না যে, এ বিশ্বজাহানে একাধিক স্বাধীন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদার রাজত্ব চলছে। অথবা এ বিশ্বলোকে চলছে অর্ধ স্বাধীন কিছু কিছু খোদার রাজত্ব। যারা এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে তারা অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হবে যে, এ বিশ্ব লোকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র এক

٤٣ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ٤٤ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ

৪৩. তিনি পবিত্র এবং তা থেকে অনেক উপরে যা তারা বলছে উচ্চ মর্যাদা-বড়ত্বের দিক থেকে। ৪৪. তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছে সাত আসমান

وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ

ও যমীন এবং যা কিছু আছে এর মধ্যে তা সবই[৪৮] আর এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে না ;[৪৯] কিন্তু

لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ٤٥ وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ

তোমরা তাদের তাসবীহ বা পবিত্রতা ঘোষণা বুঝতে পার না ; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত সহনশীল পরম ক্ষমাশীল।[৫০] ৪৫. আর যখন আপনি কুরআন পড়েন

৪৩ سُبْحٰنَهٗ-(سبحن+ه)-তিনি পবিত্র ; وَ-এবং ; تَعٰلٰى-অনেক উপরে ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যা ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলছে ; عُلُوًّا-উচ্চ মর্যাদা ; كَبِيْرًا-বড়ত্বের দিক থেকে। ৪৪ تُسَبِّحُ-পবিত্রতা ঘোষণা করছে ; لَهُ-তাঁরই ; السَّمٰوٰتُ-(ال+سموت)-আসমান ; السَّبْعُ-(ال+سبع)-সাত ; وَ-ও ; الْاَرْضُ-যমীন ; وَ-এবং ; مَنْ-যা কিছু আছে তা সবই ; فِيْهِنَّ-এর মধ্যে ; وَ-আর ; اِنْ-নেই ; مِنْ شَيْءٍ-এমন কোনো জিনিস যা ; لَا يُسَبِّحُ-পবিত্রতা ঘোষণা করছেন না ; بِحَمْدِهٖ-(ب+حمد+ه)-তাঁর প্রশংসাসহ ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; لَا تَفْقَهُوْنَ-তোমরা বুঝতে পারছ না ; تَسْبِيْحَهُمْ-(تسبيح+هم)-তাদের তাসবীহ বা পবিত্রতা ঘোষণা ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; كَانَ حَلِيْمًا-অত্যন্ত সহনশীল ; غَفُوْرًا-পরম ক্ষমাশীল। ৪৫ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قَرَاْتَ-আপনি পড়েন ; الْقُرْاٰنَ-আল কুরআন ;

সার্বভৌম স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার দ্বারাই চলছে, এ ব্যাপারে কোনো দিক দিয়েই অন্য কারো এক বিন্দু অংশীদারিত্বও নেই।

৪৮. অর্থাৎ বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই এক মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তিনি যে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র তার ঘোষণা দিচ্ছে। বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাপনায় অন্য কারো অংশীদারিত্ব থেকেও তিনি যে পবিত্র তার প্রমাণও সৃষ্টিলোকে সব কিছুতেই বিরাজমান।

৪৯. অর্থাৎ বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিসই নিজ সৃষ্টিকর্তার শুধু পবিত্রতা ঘোষণা করে না, বরং তাঁর পরিপূর্ণতা ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী হওয়ার কথাও ঘোষণা করছে। এ বিশ্ব লোকের সব কিছুর অস্তিত্ব দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, এ সব কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক-ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ-ই। আর তাই প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারীও তিনি। এতে অন্য কারো বিন্দু-বিসর্গও অংশীদারিত্ব নেই।

جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ

তখন আপনার মধ্যে ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে আমি রেখে দেই একটি গোপন পর্দা।

(৪৬) وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ

৪৬. আর আমি রেখে দেই তাদের মনের উপর একটি আবরণ, যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে ছিপি (এঁটে দেই) ;[৫১]

جَعَلْنَا-আমি রেখে দেই ; بَيْنَكَ-(بين+ك)-আপনার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাস করে না ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতে ; حِجَابًا-পর্দা ; مَّسْتُوْرًا-গোপন। (৪৬) وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি রেখে দেই ; عَلٰى-উপর ; قُلُوْبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের মনের ; اَكِنَّةً-আবরণ ; اَنْ يَّفْقَهُوْهُ-(ان+يفقهوا+ه)-যেন তারা তা বুঝতে না পারে ; وَ-এবং ; فِيْٓ اٰذَانِهِمْ-(فى+اذان+هم)-তাদের কানে (এটে দেই) ; وَقْرًا-ছিপি ;

৫০. অর্থাৎ এতোই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল যে, তোমরা অপরাধের পর অপরাধ করেই চলেছো এবং তাঁর সাথে শিরক করে তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে চলেছো ; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করছেন না কিংবা তোমাদেরকে বজ্রপাতে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না, এমনকি তোমাদের রিয্‌কও বন্ধ করে দিচ্ছেন না। এটা অবশ্যই তাঁর অপরিসীম ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক। উপরন্তু তিনি ব্যক্তিদেরকে যেমন বুঝিয়ে পথে আনার জন্য, তেমনি জাতি সমূহকেও বুঝিয়ে পথে আনার জন্য যুগে যুগে নবী, রাসূল, প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক পাঠিয়ে তোমাদের উপর দয়া দেখিয়েছেন। যারা তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নেয়, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের তাওবা কবুল করে নেন।

৫১. এখানে কাফিরদের মনের কথাটি তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। কাফিররা বলতো "(হে মুহাম্মাদ) তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছো তার জন্য আমাদের দিল বন্ধ, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি পর্দার আড়াল রয়েছে। অতএব তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।" আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, পরকালের প্রতি ঈমান না আনার কারণে ব্যক্তির মনে তালা লেগে যায় এবং কুরআনের দাওয়াত শোনার মতো শ্রবণ শক্তিও তাদের থাকে না। কুরআনের দাওয়াতের মূলকথা হলো দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক দেখে প্রতারিত হওয়া যাবে না। দুনিয়াতে কুফর, শিরক এবং তাওহীদ যা ইচ্ছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর ফলাফলে কোনো পার্থক্য দেখা না গেলেও এর অর্থ এ নয় যে, কখনো কারো কাছে এ জন্য জবাবদিহী করতে হবে না এবং এর ফলাফলও সবই এক রকম হবে। বাস্তব ব্যাপার হলো শিরক, কুফর ও তাওহীদ এবং ফিসক ফুজুরী ও আল্লাহর আনুগত্য পরিণামে কখনো

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ○

আর যখন আপনি আল কুরআনে আপনার একমাত্র প্রতিপালকের কথা উল্লেখ করেন তখন তারা ঘৃণায় তাদের পেছনে ফিরে ভাগার মতো ভেগে যায়।[৫২]

㊼ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ

৪৭. আমি ভাল করে জানি—যখন তারা আপনার প্রতি কান পেতে দেয়—কেনো তারা সেদিকে কান পেতে দেয় এবং যখন তারা

نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ○

গোপন আলোচনা করে তখন যালিমরা বলে—তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া কারো পেছনে চলছো না।[৫৩]

وَ-আর ; إِذَا-যখন ; ذَكَرْتَ-আপনি উল্লেখ করেন ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; فِي الْقُرْآنِ-আল কুরআনে ; وَحْدَهُ-একমাত্র ; وَلَّوْا-তখন তারা ভেগে যায় ; عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ-তাদের পেছনে ফিরে ; نُفُورًا-ভাগার মতো। ㊼ نَحْنُ-আমি ; أَعْلَمُ-ভাল করেই জানি ; بِمَا-কেন ; بِهِ-সেদিকে ; يَسْتَمِعُونَ-তারা কান পেতে দেয় ; إِذْ-যখন ; يَسْتَمِعُونَ-তারা কান পেতে দেয় ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-এবং ; إِذْ-যখন ; هُمْ-তারা ; نَجْوَىٰ-তারা গোপন আলোচনা করে ; إِذْ-তখন ; يَقُولُ-বলে ; الظَّالِمُونَ-যালিমরা ; إِنْ تَتَّبِعُونَ-তোমরাতো পেছনে চলছো না ; إِلَّا-ছাড়া ; رَجُلًا-এক ব্যক্তি ; مَسْحُورًا-যাদু গ্রস্ত।

এক হতে পারে না। তবে তা দুনিয়াতে প্রকাশিত হবে না—তা প্রকাশিত হবে মৃত্যুর পরে, আর সেটাই আখিরাত। যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্যই কুরআন হিদায়াতরূপে পরিগণিত হবে। আর যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না তাদের সামনে কুরআন পড়লে তারা এ থেকে কোনো ফায়দা-ই লাভ করতে সক্ষম হবে না।

৫২. অর্থাৎ তুমি কেবল তোমার প্রতিপালক আল্লাহর কথাই বলে থাক। তুমি বলে থাক যে, সকল ক্ষমতার উৎস অদৃশ্য জগতের, সকল জ্ঞান এবং কাউকে কিছু দেয়া না দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর।—তোমার এসব কথা তাদের পছন্দ নয়। আর তাই তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছেন তাঁদের পূজ্য দেব-দেবতা ও পীর-পুরোহীতদের মাঝে। আর তাই তাদের বিশ্বাস এসব দেবদেবী ও পীর পুরোহীতরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তারাই এদেরকে সন্তান দান করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি দান করে, রোগ-শোকে আরোগ্য দান করে।

(৪৮) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ○

৪৮. আপনি চিন্তা করে দেখুন ! তারা আপনার জন্য কেমন উদাহরণ দেয়, আসলে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, সুতরাং তারা পথ খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা ফিরে পাবে না।[৫৪]

(৪৯) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ○

৪৯. আর তারা বলে—যখন আমরা হাড়ে ও বিচূর্ণ গুড়ায় পরিণত হয়ে যাব তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে প্রেরিত হবো !

(৫০) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (৫১) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ

৫০. আপনি বলে দিন—তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে গেলেও ; ৫১. অথবা এমন কোনো সৃষ্ট বস্তু যা তোমাদের ধারণায় তার চেয়ে কঠিন হবে ;

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ

তখনই তারা বলবে—কে আমাদেরকে আবার (জীবিত করে) উঠাবে ? আপনি বলুন—তিনিই যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; তখন তারা নাড়াবে

(৪৮) اُنْظُرْ-আপনি চিন্তা করে দেখুন ; كَيْفَ-কেমন ; ضَرَبُوا-তারা দেয় ; لَكَ-আপনার জন্য ; الْأَمْثَالَ-উদাহরণ ; فَضَلُّوا-(ف+ضلوا)-আসলে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে ; فَلَا يَسْتَطِيعُونَ-(ف+لايستطيعون)-সুতরাং তারা খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা রাখে না ; سَبِيلًا-পথ। (৪৯) وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; ءَاِذَا-যখন, কি ; كُنَّا-আমরা পরিণত হয়ে যাবো ; عِظَامًا-হাড়ে ; وَّ-ও ; رُفَاتًا-বিচূর্ণ গুড়ায় ; ءَ اِنَّا-তখন কি আমরা ; لَمَبْعُوثُونَ-প্রেরিত হবো ; خَلْقًا-সৃষ্টিরূপে ; جَدِيدًا-নতুন। (৫০) قُلْ-আপনি বলে দিন ; كُونُوا-তোমরা হয়ে গেলেও ; حِجَارَةً-পাথর ; اَوْ-অথবা ; حَدِيدًا- লোহা। (৫১) اَوْ-অথবা ; خَلْقًا-এমন কোনো সৃষ্ট বস্তু ; مِمَّا-তার চেয়ে ; يَكْبُرُ-কঠিন হবে ; فِىْ صُدُوْرِكُمْ-(فى+صدور+كم)-তোমাদের ধারণায় ; فَسَيَقُوْلُوْنَ-(ف+سيقولون)-তখনই তারা বলবে ; مَنْ-কে ; يُعِيْدُنَا-আমাদেরকে আবার উঠাবে ; قُلِ -আপনি বলুন ; الَّذِىْ-তিনিই যিনি ; فَطَرَكُمْ-(فطر+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; اَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ; فَسَيُنْغِضُوْنَ-(ف+سينغضون)-তখন তারা নাড়াবে ;

৫৩. এখানে মক্কার কাফিরদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এবং পরস্পর পরামর্শ করতো যে, কি করে এ কুরআনকে রদ করা যায়। তাদের মনে সন্দেহ জাগতো, যে লোকেরা বুঝি কুরআন শুনে

إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ○

আপনার সামনে তাদের মাথা এবং বলবে[৫৫]—তা কখন হবে ? আপনি বলুন—সম্ভবত তা অত্যন্ত নিকট ভবিষ্যতেই ঘটে যাবে।

⑫ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ○

৫২. যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, আর তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বের হয়ে আসবে তাঁর প্রশংসা করতে করতে এবং তোমরা মনে করবে যে, তোমরা (দুনিয়াতে) নিতান্ত অল্প সময় ছাড়া অবস্থান করোনি।[৫৬]

اِلَيْكَ-আপনার সামনে ; رُءُوْسَهُمْ-তাদের মাথা ; وَ-এবং ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলবে ; مَتٰى-কখন হবে ; هُوَ-তা ; قُلْ-আপনি বলুন ; عَسٰى-সম্ভবত ; اَنْ يَّكُوْنَ-তা ঘটে যাবে ; قَرِيْبًا-নিকট ভবিষ্যতেই। ⑫ يَوْمَ-যেদিন ; يَدْعُوْكُمْ-(يدعوا+كم)-তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন ; فَتَسْتَجِيْبُوْنَ-(ف+تستجيبون)-আর তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বের হয়ে আসবে ; بِحَمْدِهٖ-(ب+حمد+ه)-তার প্রশংসা করতে করতে ; وَ-এবং ; تَظُنُّوْنَ-তোমরা মনে করবে ; اِنْ لَّبِثْتُمْ-তোমরা অবস্থান করোনি (দুনিয়াতে) ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-নিতান্ত অল্প সময়।

প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে তখন তারা একত্রিত হয়ে যাদের ব্যাপারে সন্দেহ হতো তাদেরকে বুঝাতো যে, তোমরা কার পাল্লায় পড়েছো, এতো যাদুগ্রস্ত লোক, তার কোনো শত্রু তার উপর যাদু করেছে, তাই সে অর্থহীন কথাবার্তা বলা শুরু করেছে—এর কথায় আস্থা স্থাপন করো না।

৫৪. অর্থাৎ তোমার সম্পর্কে এসব কাফিরদের কথা পরস্পর বিরোধী। এরা কেউ কেউ বলে, তুমি নিজেই একজন যাদুকর আবার কেউ কেউ বলে যে, তোমার উপর কেউ যাদু করেছে,আবার কেউ বলে, তুমি একজন পাগল ও জিন-আশ্রিত ব্যক্তি। এসব কথায় বুঝা যায় যে, এরা তোমার সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপার জানে না। প্রকৃত সত্যের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, কেবলমাত্র শত্রুতা বলতে তারা একের পর এক মিথ্যা রটিয়ে যাচ্ছে।

৫৫. অর্থাৎ তারা উপরে নীচে তাদের মাথা দোলাবে, যেমন মানুষ আশ্চর্য বা বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য ও ঠাট্টা-রসিকতা করার জন্য করে থাকে। কাফিররা রাসূলুল্লাহ স.-এর কথাকে নিয়ে এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

৫৬. অর্থাৎ মৃত্যু থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময়কে তোমরা মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধান মনে করবে।

দুনিয়ার সকল মানুষই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে। মু'মিনরা আল্লাহর প্রশংসা করবে এজন্য যে, তারা দুনিয়াতে যা বিশ্বাস করেছে

এবং বিশ্বাসের অনুকূলে যে কাজ করেছে তা সবই সঠিক ছিল। আর কাফিররা প্রশংসা করবে এজন্য যে, তাদের স্বভাব প্রকৃতিতো মূলে এটাই ছিল ; কিন্তু তারা তাদের বোকামীর জন্যই দুনিয়ার জীবনে সেভাবে আমল করেনি। এখন যখন তাদের চোখের উপর থেকে পর্দা সরে গেছে তখন আসল স্বভাব-প্রকৃতির সাক্ষ্য তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মুখ থেকে বের হয়ে যাবে।

৫ রুকূ' (৪১-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ দুনিয়ার সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক।

২. মুশরিকদের ধারণা-অনুমান থেকে উদ্ভুত যাবতীয় শিরক থেকে আল্লাহ পবিত্র। সৃষ্টি জগতের সবকিছুতেই তার পবিত্রতার প্রমাণ সদা-সর্বদা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান আছে।

৩. দুনিয়ার প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যা আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছেনা। এমনকি জড় পদার্থ, পাথর, মাটি প্রভৃতিও সদা সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় রত।

৪. আখিরাতে তথা পরকালে বিশ্বাস-ই মানব জীবনের সকল কাজকর্ম ও আচার-আচরণের মূল নিয়ন্ত্রক।

৫। আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত লাভের জন্য পরকালে বিশ্বাস পূর্বশর্ত।

৬. যারা আল্লাহর নাম শুনলে নাক সিটকায় তারা অবশ্যই প্রকৃত মুসলমান নয়। বাহ্যিকভাবে মুসলমান হিসেবে পরিচিতি থাকলেও আল্লাহর দরবারে তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না।

৭. মুসলিম পরিচয় দিয়েও রাসূলের আনীত বিধানকে যারা মানতে প্রস্তুত নয়, তাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৮. রাসূলকে গালি দেয়া, পাগল বলা বা তাঁর আনীত বিধান এ যুগে অচল বলা কুফরী।

৯. মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে—এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। এতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করা কুফরী।

১০. এ বিশ্বলোক এবং এর মধ্যকার যাবতীয় সবকিছুর স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ, সেহেতু মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অবশ্যই সক্ষম।

১১. পুনরায় সৃষ্টি করার পর মানুষের নিকট দুনিয়ার জীবন ও কবরের জীবনকে নিতান্ত কম সময় বলে গণ্য হবে।

১২. আখিরাতের অনন্তকালের তুলনায় মানুষের দুনিয়ার জীবন আদৌ হিসেবযোগ্য সময় নয়।

১৩. আখিরাতে বিশ্বাস যেহেতু আমাদের সকল কাজ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি, অতএব আমাদেরকে আখিরাতে বিশ্বাস করেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৮

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আপনি আমার বান্দাদেরকে[৫৭] বলে দিন তারা যেন সেকথাই বলে যা উত্তম ;[৫৮] শয়তান নিশ্চিত তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে ঝগড়া বাঁধায় ;

اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ يَّشَاْ

মানুষের জন্য শয়তান নিশ্চিত প্রকাশ্য শত্রু।[৫৯] ৫৪. তোমাদের প্রতিপালক ভাল করেই জানেন তোমাদের অবস্থা, তিনি চাইলে

(৫৩)-وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; لِعِبَادِىْ-(ل+عباد+ى)-আমার বান্দাহদেরকে ; يَقُوْلُ-তারা যেন বলে ; الَّتِىْ-সে কথাই ; هِىَ-যা ; اَحْسَنُ-উত্তম ; اِنَّ-নিশ্চিত ; الشَّيْطٰنَ-শয়তান ; يَنْزَغُ-উস্কানী দিয়ে ঝগড়া বাঁধায় ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে; اِنَّ-নিশ্চিত ; الشَّيْطٰنَ-শয়তান ; كَانَ-হয় ; لِلْاِنْسَانِ-(ل+ال+انسان)-মানুষের জন্য ; عَدُوًّا-শত্রু ; مُّبِيْنًا-প্রকাশ্য। (৫৪) رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; اَعْلَمُ-ভাল করেই জানেন ; بِكُمْ-তোমাদের অবস্থা ; اِنْ يَّشَاْ-তিনি চাইলে ;

৫৭. অর্থাৎ আমার সেসব বান্দাহ যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে।

৫৮. অর্থাৎ বিরোধীদের অন্যায়-আচরণ, কটুক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং অসহনীয় মর্যাদা হানিকর কথাবার্তার জবাবে ইসলামপন্থীদের সত্যের বিপরীত কোনো কথা বলা যাবে না। প্রকৃত মুসলমানরা কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে আত্মসংযম হারিয়ে অন্যায় আচরণের জবাবে অন্যায় আচরণ করতে পারে না। বরং একান্ত নরম সূরে দরদী মন নিয়ে দাওয়াতের সহায়ক সত্য কথাই বলতে হবে।

৫৯. অর্থাৎ স্মরণ রাখতে হবে যে, যখনই বিরুদ্ধবাদীদের অন্যায় আচরণে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে এবং মেজাজ গরম হয়ে উঠছে তখনই এটাকে শয়তানের উস্কানী মনে করতে হবে এবং শয়তানের উস্কানী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে বিরোধীদের সাথে বিতর্ক বন্ধ করে দিতে হবে ; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করে দিয়ে ইসলামের মূল দাওয়াতী কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়।

يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○

তোমাদের প্রতি দয়া দেখাতে পারেন অথবা তিনি চাইলে তোমাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন ;[৬০]
আর (হে নবী !) আমিতো তাদের উপর আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি ।[৬১]

⑮ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ

৫৫. আর আপনার প্রতিপালক ভালভাবে তাদেরকে জানেন, যারা আছে আসমানে ও যমীনে ; আর নিসন্দেহে আমি মর্যাদা দিয়েছি কতেককে

النَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ⑯ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ

নবীদের মধ্য থেকে কতেকের উপর[৬২] এবং দাউদকে দিয়েছি যাবূর।[৬৩] ৫৬. আপনি (তাদেরকে) বলুন—"তোমরা ডেকে দেখো যাদেরকে

يَرْحَمْكُمْ-(يرحم+كم)-তোমাদের প্রতি দয়া দেখাতে পারেন ; أَوْ-অথবা ; إِنْ يَشَأْ-তিনি চাইলে ; يُعَذِّبْكُمْ-(يعذب+كم)-তোমাদের শাস্তিও দিতে পারেন ; وَ-আর ; مَآ أَرْسَلْنَٰكَ-(ما ارسلنا+ك)-(হে নবী!) আমি তো আপনাকে পাঠাইনি ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের উপর ; وَكِيلًا-তত্ত্বাবধায়ক করে। ⑮وَ-আর ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-ভালভাবে জানেন ; بِمَنْ-(ب+من)-তাদেরকে যারা আছে ; فِي السَّمَٰوَٰتِ-(فى+السموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; لَقَدْ فَضَّلْنَا-নিসন্দেহে আমি মর্যাদা দিয়েছি ; بَعْضَ-কতেককে ; النَّبِيِّـۧنَ-নবীদের মধ্য থেকে ; عَلَىٰ-উপর ; بَعْضٍ-কতেকের ; وَ-এবং ; ءَاتَيْنَا-দিয়েছি ; دَاوُۥدَ-দাউদকে ; زَبُورًا-যাবূর। ⑯قُلِ-আপনি বলুন ; ادْعُوا-তোমরা ডেকে দেখো ; الَّذِينَ-যাদেরকে ;

৬০. কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত নয়। ঈমানদারগণ এরূপ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না যে, তারা জান্নাতী আর বিরোধীরা সব জাহান্নামী। তবে নীতিগতভাবে এরূপ বলা যেতে পারে যে, এসব কাজ করলে জান্নাত পাওয়া যাবে আর ওসব কাজ করলে জাহান্নামী হতে হবে। যেমন কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা দলবিশেষকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলার অবকাশ এজন্য নেই যে, তাদের ভিতর-বাইরে ও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। এ সম্পর্কে মানুষ কোনো জ্ঞান রাখেনা, তাই এরূপ বলার অধিকারও কোনো মানুষের থাকতে পারে না। আল্লাহ চাইলে অতিবড় পাপীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন।

৬১. এ আয়াত দ্বারা মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবীর কাজ হলো দীনের দাওয়াত পৌঁছানো। তার হাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া

زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ○

তোমরা (মা'বূদ) মনে করো তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া, তারা তো তোমাদের থেকে দুঃখ কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না, আর না (রাখে) পরিবর্তন করার।[৬৪]

زَعَمْتُمْ-তোমরা মনে কর ; مِّنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া ; فَلَا-(ف+لا يملكون)-يَمْلِكُوْنَ-তারাতো ক্ষমতা রাখে না ; كَشْفَ-দূর করার ; الضُّرِّ-দুঃখ-কষ্ট ; عَنْكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; وَ-আর ; لَاتَحْوِيْلًا-(لا+تحويلا)-না (রাখে) পরিবর্তন করার।

হয়নি। তিনি কাউকে রহমত পাওয়ার ভাগীদার আর কাউকে আযাবের ভাগীদের বানিয়ে দিতে পারেন না। নবীদের অবস্থা যেখানে এরূপ সেখানে অন্যেরা কিরূপে কাউকে জান্নাতী বা কাউকে জাহান্নামী বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

৬২. এ আয়াতে মক্কার কাফিরদের লক্ষ করে বলা হয়েছে যে, নবী-রাসূলদের মধ্যে কার মর্যাদা কতটুকু এটা তোমরা জান না, আমিইতো তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে কারো উপর মর্যাদাবান করেছি, এটাই আমার নীতি।

কাফিররা রাসূলুল্লাহ স.-কে একজন অতি সাধারণ মানুষই মনে করতো। আর অতীত যেসব নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছিলেন তাঁদেরকে 'শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন' ছিলেন বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল—শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব অতীতের নবীদের সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে, তাই নতুন নবীর দাবীদার মুহাম্মদ অতীতের নবীদের সমকক্ষ কিছুতেই হতে পারে না।

৬৩. কাফিররা মুহাম্মাদ স.-কে একজন দুনিয়াদার সাধারণ মানুষই মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল—যিনি নবী হবেন তাঁর দুনিয়ার প্রতি কোনো খেয়াল থাকবে না। তিনি লোক সমাজ থেকে আলাদা থাকবেন এবং তাঁর স্ত্রী পুত্র-পরিজন কিছুই থাকবে না। তিনি শুধু একাকী নির্জনে বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। এখানে কাফিরদের উক্ত ধারণার প্রতিবাদে দাউদ আ.-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়াদারী দীনদারীর জন্য বাধা নয় ; দাউদ আ.-কে বাদশাহী দেয়া হয়েছিল কিন্তু বাদশাহী বা রাজত্ব তাঁর নবুওয়াতের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অথচ বাদশাহীর চেয়ে দুনিয়াদারী আর কি হতে পারে ! তিনি যাবূর কিতাব লাভ করেছিলেন এবং নবুওয়াতের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

৬৪. এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর এক বিন্দু ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। কারো খারাপ অবস্থাকে পরিবর্তন করে ভালো অবস্থা এনে দিতে পারে না। যদি কেউ এরূপ মনে করে যে, কোনো শরীরী বা অশরীরী মৃত বা জীবিত আত্মা কারো উপকার বা অপকার করতে পারে বা অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে তবে এ আয়াতের দৃষ্টিতে তা হবে মুশরিকী আকীদা বিশ্বাস।

٥٧ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

৫৭. তারাতো ডাকে ওদেরকেই যারা নিজেরাই উপায় তালাশ করে তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যের যে,

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ

তাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী এবং তারা তাঁর রহমতের আশা রাখে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে,[৬৫] নিশ্চয়ই

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ٥٨ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ

আপনার প্রতিপালকের আযাব ভয়ংকর। ৫৮. আর এমন কোনো জনপদ নেই যার আমি নই

مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ

তার ধ্বংসকারী, কিয়ামতের দিনের আগে, অথবা (আমি নই) তার কঠোর শাস্তিদাতা ;[৬৬]

৫৭ أُولَٰئِكَ-তারাতো ; الَّذِينَ-ওদেরকেই যারা ; يَدْعُونَ-ডাকে ; يَبْتَغُونَ-তালাশ করে ; إِلَىٰ-নৈকট্যের ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; الْوَسِيلَةَ-উপায় ; أَيُّهُمْ-(اى+هم)-তাদের মধ্যে কে ; أَقْرَبُ-অধিক নিকটবর্তী ; وَ-এবং ; يَرْجُونَ-তারা আশা রাখে ; رَحْمَتَهُ-(رحمة+ه)-তাঁর রহমতের ; وَ-এবং ; يَخَافُونَ-তারা ভয় করে ; عَذَابَهُ-(عذاب+ه)-তাঁর আযাবকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; عَذَابَ-আযাব ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; كَانَ مَحْذُورًا-ভয়ংকর। ৫৮ وَ-আর ; إِنْ مِنْ-নেই এমন ; قَرْيَةٍ-কোনো জনপদ ; إِلَّا-নই ; نَحْنُ-আমি ; مُهْلِكُوهَا-(مهلكو+ها)-যার ধ্বংসকারী ; قَبْلَ-আগে ; يَوْمِ-দিনের ; الْقِيَامَةِ-কিয়ামতের ; أَوْ-অথবা ; مُعَذِّبُوهَا-(معذبوا+ها)-তার শাস্তিদাতা ; عَذَابًا-শাস্তি ; شَدِيدًا-কঠোর ;

৬৫. এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা যাদেরকে দোয়া শ্রবণকারী বা বিপদে উদ্ধারকারী মনে করে তারা নিষ্প্রাণ পাথরের বা মাটির মূর্তি মাত্র নয়, বরং তারা হলো অতীতের ওলী-বুযর্গ ও নবী বা ফেরেশতাদের অবয়ব মাত্র। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী-ওলী ও ফেরেশতা যা-ই হোক না কেন মানুষের দোয়া শ্রবণ করা বা মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। মানুষের প্রয়োজন পূরণে ওসীলা হওয়ার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই। কেননা তারা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে সদা শংকিত। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নানা উপায় খুঁজে ফিরছে।

كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ

এটাতো আছে কিতাবে লিপিবদ্ধ। ৫৯. আর নিদর্শন পাঠাতে[৬৭] আমাকে (কেউ) নিষেধ করেনি

اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ۭ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

এছাড়া যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তা অস্বীকার করেছিল ; আর আমি তো সামূদ জাতিকে জাজ্জ্বল্যমান উটনী দিয়েছিলাম

فَظَلَمُوْا بِهَا ۭ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ

কিন্তু তারা তার প্রতি যুল্ম করেছে ;[৬৮] অথচ, ভয় দেখানো ছাড়া তো আমি নিদর্শন পাঠাইনা।[৬৯] ৬০. আর (স্মরণ করুন) আমি যখন আপনাকে বলে দিয়েছিলাম—

كَانَ-আছে ; ذٰلِكَ-এটাতো ; فِى الْكِتٰبِ-(فى+ال+كتب)-কিতাবে ; مَسْطُوْرًا-লিপিবদ্ধ। ﴿٥٩﴾ وَ-আর ; مَا مَنَعَنَآ-আমাকে (কেউ) নিষেধ করেনি ; اَنْ نُّرْسِلَ-পাঠাতে ; بِالْاٰيٰتِ-(ب+ال+ايت)-নিদর্শন ; اِلَّا-এছাড়া ; اَنْ-যে ; كَذَّبَ-অস্বীকার করেছিল ; بِهَا-তা ; الْاَوَّلُوْنَ-(ال+اولون)-পূর্ববর্তী লোকেরা ; وَ-আর ; اٰتَيْنَا-আমি দিয়েছিলাম ; ثَمُوْدَ-সামূদ জাতিকে ; النَّاقَةَ-উটনী ; مُبْصِرَةً-জাজ্জ্বল্যমান ; فَظَلَمُوْا-(ف+ظلموا)-কিন্তু তারা যুলম করেছে ; بِهَا-তার প্রতি ; وَ-অথচ ; مَا نُرْسِلُ-আমি পাঠাই না ; بِالْاٰيٰتِ-(ب+ال+ايت)-নিদর্শন ; اِلَّا-ছাড়া ; تَخْوِيْفًا-ভয় দেখানো। ﴿٦٠﴾ وَ-আর ; اِذْ-যখন ; قُلْنَا-আমি বলে দিয়েছিলাম ; لَكَ-আপনাকে ;

৬৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোনো দেশ বা জাতি তথা কোনো জনপদই চিরদিন টিকে থাকবেনা। তাদেরকে প্রদত্ত মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবে তাদের বিলুপ্তি ঘটবে অথবা নাফরমানীর কারণে আল্লাহর আযাবে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং চিরদিন টিকে থাকার ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া তোমাদের উচিত নয়।

৬৭. অর্থাৎ সেসব মু'জিযা যা দৃশ্যমান অথবা অনুভব যোগ্য, কাফিররা মুহাম্মাদ স.-এর নিকট এ ধরনের মু'জিযা দেখানোর দাবী জানাতো। অতীতের কাফিররা এরূপ অনেক মু'জিযা দেখার পরও তাদের নবীদেরকে মানতে অস্বীকার করেছে।

৬৮. অর্থাৎ মু'জিযা দেখার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ফলে তাদের উপর আযাব নেমে এসেছে। কারণ সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখে তা অবিশ্বাস করলে তাদের উপর আযাব অনিবার্য হয়ে পড়ে—তাদেরকে আর ছেড়ে দেয় হয়না। অতীতের ইতিহাস তার সাক্ষী। অতীতে অনেক জনপদই আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মক্কার কাফিররাও মু'জিয়া দেখতে চাচ্ছে ; কিন্তু মু'জিয়া দেখার পর চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পাওয়া যাবে না। হয়তো ঈমান আনতে হবে নতুবা ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। তাই

اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মানুষকে ঘিরে রেখেছে[৭০] আর আমিতো বানাইনি সেই দৃশ্যটিকে যা আপনাকে দেখিয়েছি[৭১]—

اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; اَحَاطَ-ঘিরে রেখেছেন ; بِالنَّاسِ-(ب+ال+ناس)-মানুষকে ; وَ-আর ; مَا جَعَلْنَا-আমিতো বানাইনি ; الرُّءْيَا-সেই দৃশ্যটিকে ; الَّتِىْٓ-যা ; اَرَيْنٰكَ-(ارينا+ك)-আপনাকে দেখিয়েছি ;

মু'জিযা না দেখানো আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র। তিনি তাদেরকে বুঝার ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়ার অবকাশ দিচ্ছেন—সুযোগ দিচ্ছেন ; কিন্তু তোমরা মু'জিযা দেখতে চেয়ে বোকামীর পরিচয় দিচ্ছ।

৬৯. অর্থাৎ মু'জিযা দেখানোর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, লোকেরা এ অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে বা তামাশা দেখে মজা উপভোগ করবে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো এটা দেখে ভয় পেয়ে সাবধান ও সতর্ক হয়ে যাবে এবং নবীর দাওয়াতকে সত্য মনে করে স্বীকার করে নেবে।

৭০. অর্থাৎ কাফিররা আপনার প্রতিপালকের ঘেরাও-এর মধ্যে যেহেতু রয়েছে ; তাই তারা আপনার দাওয়াত ও আন্দোলনের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না ; ইতিপূর্বে তারা আপনার বিরুদ্ধতা করে আপনার কাজের গতি শিথিল করতে পারেনি—এটাইতো এক বিরাট মু'জিযা। তাদের চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি থাকলে তারা বুঝতে সক্ষম হতো যে, এ দাওয়াতী আন্দোলনের পেছনে স্বয়ং আল্লাহরই হাত রয়েছে। এটা বুঝার জন্য অন্য কোনো মু'জিযার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ যে কাফিরদেরকে ঘিরে রেখেছেন তা আগেও কয়েক আয়াতে বলা হয়েছে। সূরা বুরুজ-এ বলা হয়েছে ঃ

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ.

অর্থাৎ, "এ কাফিররাতো মিথ্যা সাব্যস্ত করার কাজেই পড়ে আছে ; কিন্তু আল্লাহতো তাদের চারিদিক দিয়ে ঘেরাও করে আছেন।"

৭১. এ আয়াতে মি'রাজের ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত 'আর-রু'ইয়া' শব্দ দ্বারা 'স্বপ্ন' বুঝানো হয়নি, কারণ মি'রাজ স্বপ্নে হয়নি; বরং তা জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে সংঘটিত হয়েছে। যদি তা স্বপ্নে হতো, তাহলে কাফিররা রাসূলুল্লাহ স.-কে অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ পেতনা ; কারণ স্বপ্নেতো অনেক অসম্ভব ব্যাপারই ঘটতে পারে। স্বপ্নের কথা বলার পরে কেউ স্বপ্নদ্রষ্টাকে মিথ্যাবাদী বা পাগল মনে করতে পারে না। আর স্বপ্নের ব্যাপার হলেতো এটা মু'মিনদের মধ্যেও ইয়াকীন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না।

إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ

এবং কুরআনে অভিশপ্ত গাছটিকেও[৭২] মানুষের জন্য পরীক্ষার[৭৩] বিষয় ছাড়া (অন্য কিছু)

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

আর আমিতো তাদেরকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছি ; কিন্তু তা তাদের বিদ্রোহকে বাড়ানো ছাড়া কিছুই বাড়াচ্ছে না।

إِلَّا-ছাড়া ; فِتْنَةً-পরীক্ষার বিষয় ; لِّلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; وَ-এবং ; الشَّجَرَةَ-গাছটিকেও ; الْمَلْعُونَةَ-(ال+ملعونة)-অভিশপ্ত ; فِي الْقُرْآنِ-(فى+ال+قران)-কুরআনে ; وَ-আর ; نُخَوِّفُهُمْ-(نخوف+هم)-আমি তো তাদেরকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছি ; فَمَا يَزِيدُهُمْ-(ف+مايزيد+هم)-কিন্তু তা তাদের কিছুই বাড়াচ্ছে না ; إِلَّا - ছাড়া ; طُغْيَانًا-বিদ্রোহকে ; كَبِيرًا-বাড়ানো।

৭২. এ গাছ দ্বারা জাহান্নামের তলদেশের 'যাক্কুম' নামক উদ্ভিদের কথাই বলা হয়েছে। জাহান্নামবাসীরা তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় এটা খেতে বাধ্য হবে। গাছটিকে 'অভিশপ্ত' বলার কারণ হলো—এটা আল্লাহর রহমতের কোনো নিদর্শন নয় ; বরং তা আল্লাহর গযবের নিদর্শন। আল্লাহ অভিশপ্ত লোকদের জন্যই এটাকে সৃষ্টি করেছেন।যেন তারা ক্ষুধার তাড়নায় এটা খেতে বাধ্য হয় এবং তাদের কষ্টের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। সূরা আদ দুখান-এ এ গাছটির বৈশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা যখন এটা খাবে তখন তাদের পেটে তীব্র আগুন জ্বেলে দেবে এবং পেটের পানি টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

৭৩. অর্থাৎ আপনার মি'রাজের ঘটনা এবং মি'রাজে আপনাকে দেখানো জাহান্নামের অভ্যন্তরের গাছটির কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে এ কাফিরদেরকে সতর্ক ও সাবধান করা-ই লক্ষ ছিল ; কিন্তু এ লোকেরা এর দ্বারা বিপরীত ফল-ই গ্রহণ করেছে। তারা এ গাছটির কথা শুনে আরও চরম অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। তারা জাহান্নামের মধ্যে আগুনের গাছ জন্মানো অসম্ভব মনে করেছে। এতে তাদের অবিশ্বাসের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। তাই মু'মিনদের জন্য এটা ঈমান মজবুত হওয়ার উপকরণ হলেও কাফিরদের জন্য এটা 'ফিতনা' তথা পরীক্ষাস্বরূপ।

৬ রুকূ' (৫৩-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনের দাওয়াত দানের জন্য বের হলে দীন বিরোধীদের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-মশকরা, খারাপ আচরণ এমনকি যুলম-নির্যাতনের শিকার হওয়াও বিচিত্র নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে একমাত্র ধৈর্যের মাধ্যমেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২. বিরোধীদের অসদাচরণের জবাব সদাচরণের মাধ্যমে দিতে হবে। তাদেরকে কটু কথা বলা যাবে না; বরং সত্য ও সুন্দর কথা দ্বারা তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে।

৩. শয়তান যেহেতু আমাদের প্রকাশ্য শত্রু তাই সে চাবে বিরোধীদের সাথে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত করে দিয়ে দীনের কাজকে ব্যহত করতে। সুতরাং কোনো মতেই শয়তানের প্ররোচনা ও উস্কানীতে পড়া যাবে না।

৪. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ফতওয়াবাজী করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কে কাফির, কে মুশরিক বা কে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে এ ফতওয়া একমাত্র আল্লাহ-ই দিতে পারেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বা দলকে কুফর ও শিরকের পর্যায়ে ফেলে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না।

৫. কাউকে হিদায়াত দান বা গোমরাহ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আমাদের কাজ হলো দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তারা ইচ্ছে হলে দাওয়াত গ্রহণ করবে আর না হলে দাওয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

৬. কাউকে দয়া করে ক্ষমা করে দেয়া বা কাউকে শাস্তি দান করার নিরংকুশ ক্ষমতা-ইখতিয়ার আল্লাহর।

৭. আল্লাহ তাআলা সকল নবী-রাসূলের মধ্যে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-কে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছেন। কারণ তাঁকেই সমগ্র দুনিয়ার জন্য 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' করে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আনীত বিধান-ই আখিরাতে মুক্তির জন্য মানুষকে অনুসরণ করতে হবে।

৮. সকল নবী-ই মানুষ ছিলেন। তাঁরা দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে ও সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, আর সমাজ-সংস্কৃতি তথা দুনিয়ার কাজ কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করা আল্লাহর ইচ্ছাও নয়। তবে তাঁরা এসেছিলেন দুনিয়াদারীকে দীনদারীতে পরিবর্তন করার জন্য। সুতরাং আমাদেরও কাজ হবে তাঁদের বিধানকে অনুসরণ করা।

৯. আল্লাহ ছাড়া কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা রাখেনা। ক্ষমতা রাখেনা মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার বা তাতে পরিবর্তন সাধন করার। সুতরাং আমাদের সকল চাওয়া হবে আল্লাহর কাছে। কোনো পীর-পুরোহিত, দরবার-মাজারে প্রয়োজন পূরণে যাওয়া সুস্পষ্ট শিরক। এ শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১০. সকল সৃষ্টিই আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর আযাবের ভয়ে শংকিত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ-পন্থা অনুসন্ধানকারী। আর তাঁর রহমত লাভ, আযাব থেকে মুক্তিলাভ এবং তাঁর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায় হলো তাঁর রাসূলের আনীত বিধানের অনুসরণ করা ; এর কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর রাসূলের আনীত দীন তথা জীবন বিধানের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১১. দুনিয়ার কোনো দেশ, জাতি বা জনপদই চিরদিন টিকে থাকবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বিলুপ্ত হবে। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু দেশ, জাতি, স্বাভাবিকভাবে মেয়াদ থেকে বিলুপ্ত হবে। আর কিছু বিলুপ্ত হবে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে তাঁর আযাবে পাকড়াও হয়ে।

১২. আমাদের নিজেদের অস্তিত্বে, আমাদের চারিপার্শ্বে আল্লাহর সৃষ্টিরাজীর মধ্যে অগণিত মু'জিযা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে যা আমাদেরকে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে প্রতিনিয়ত চিন্তা করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আর আল্লাহর ইচ্ছাও তাই, আমরা যেন তাঁর সৃষ্টিরাজীর মধ্যেকার তাঁর কুদরতের বিকাশ দেখেই তাঁর অনুগত বান্দাহ হয়ে যাই।

১৩. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো নিজেদের কৃতকর্মের ফলেই আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে আল্লাহ তাদের উপর কোনো প্রকার যুলম করেন নি।

১৪. আল্লাহর সর্বশেষ নবী যা কিছু আখিরাত সম্পর্কে বলেছেন তা সবই তাঁর চাক্ষুষ দেখা। কুরআন মাজীদের বর্ণনা যেমন সত্য তেমনি রাসূলের অন্য সকল বর্ণনাও নিরেট সত্য ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ প্রদর্শিত পথেই আমাদেরকে চলতে হবে।

১৫. অতএব দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি একমাত্র খাতামুন নাবিয়্যীন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর আনীত জীবন বিধান অনুসারে চলার মধ্যেই নিহীত।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১০

۝٦١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ؕ

৬১. আর (স্মরণ করো) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম—'তোমরা আদমকে সিজদা করো' তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করলো,[৭৪]

قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝٦٢ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِى

সে বললো'আমি কি তাকে সিজদা করবো, যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন !' ৬২. সে (আরও) বললো'আপনি কি মনে করেছেন এ কি সেই (মর্যাদার যোগ্য) যাকে

كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ

আপনি আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন ; আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সময় দেন আমি অবশ্যই তার বংশধরদেরকে আমার বশীভূত করে ফেলবো[৭৫]—

(৬১) وَ-আর ; اِذْ-যখন ; قُلْنَا-আমি বললাম ; لِلْمَلٰئِكَةِ-(ل+ال+ملئكة)- ফেরেশতাদেরকে ; اسْجُدُوْا-তোমরা সিজদা করো ; لِاٰدَمَ-(ل+ادم)-আদমকে ; فَسَجَدُوْٓا-(ف+سجدوا)-তখন সবাই সিজদা করলো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اِبْلِيْسَ-ইবলীস ; قَالَ-সে বললো ; ءَاَسْجُدُ-(ء+اسجد)-আমি কি সিজদা করবো ; لِمَنْ-তাকে, যাকে; خَلَقْتَ-আপনি সৃষ্টি করেছেন ; طِيْنًا-মাটি থেকে। (৬২) قَالَ-সে (আরও) বললো ; اَرَءَيْتَكَ-আপনি কি মনে করেছেন ; هٰذَا-একি সেই ; الَّذِىْ-যাকে ; كَرَّمْتَ -আপনি মর্যাদা দিয়েছেন ; عَلَىَّ-আমার উপর ; لَئِنْ-যদি ; اَخَّرْتَنِ-আমাকে সময় দেন ; اِلٰى -পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; لَاَحْتَنِكَنَّ-আমি অবশ্যই আমার বশীভূত করে ফেলবো ; ذُرِّيَّتَهٗ-(ذرية+ه)-তার বংশধরদেরকে ;

৭৪. এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারার ৪র্থ রুকূ', সূরা নিসা'র ১৮শ রুকূ', সূরা আরাফের ২য় রুকূ', সূরা হিজর-এর ৩য় রুকূ' ও সূরা ইবরাহীমের ৪র্থ রুকূ'তে রয়েছে। উল্লিখিত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

এখানে মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্নে সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ করে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুকাবিলায় এ কাফিরদের এরকম আচরণ এবং সকল সাবধান সতর্কীকরণের প্রতি অবহেলা দেখানো একমাত্র শয়তানের পদাংক অনুসরণ ছাড়া

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ

অল্প সংখ্যক ছাড়া। ৬৩. তিনি (আল্লাহ) বললেন–'তুই চলে যা, তবে তাদের মধ্যে যে তোর অনুসরণ করবে, তোদের বদলা হবে নিশ্চিত জাহান্নাম—

جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ

পূর্ণ বদলা। ৬৪. আর তাদের মধ্যে যাকে পারিস তোর ডাকে ফুসলিয়ে পথভ্রষ্ট কর[৭৬] এবং চড়াও হয়ে যা

عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

তাদের উপর তোর আরোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে,[৭৭] আর শরীক হয়ে যা তাদের সাথে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে[৭৮]

- الا-ছাড়া ; قَلِيلًا-অল্পসংখ্যক।(৬৩) قَالَ-তিনি বললেন ; اذْهَبْ-তুই চলে যা ; فَمَنْ-তবে যে ; تَبِعَكَ-(تبع+ك)-তোর অনুসরণ করবে ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; فَإِنَّ-নিশ্চিত ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; جَزَاؤُكُمْ-(جزاؤ+كم)-তোদের বদলা ; جَزَاءً-বদলা ; مَّوْفُورًا-পূর্ণ।(৬৪) وَ-আর ; اسْتَفْزِزْ-ফুসলিয়ে পথভ্রষ্ট কর ; مَنِ-যাকে ; اسْتَطَعْتَ-পারিস ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; بِصَوْتِكَ-(ب+صوت+ك)-তোর ডাকে ; وَ-এবং ; أَجْلِبْ-চড়াও হয়ে যা ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; بِخَيْلِكَ-(ب+خيل+ك)-তোর আরোহী বাহিনী নিয়ে ; وَ-ও ; رَجِلِكَ-(رجل+ك)-তোর পদাতিক বাহিনী নিয়ে ; وَ-আর ; شَارِكْهُمْ-(شارك+هم)-শরীক হয়ে যা তাদের সাথে ; فِي الْأَمْوَالِ-(فى+الا+)-(اموال)-ধন-সম্পদে ; وَ-ও ; الْأَوْلَادِ-(ال+اولاد)-সন্তান-সন্ততিতে ;

কিছুই নয়, যে শয়তান মানুষ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আর সে জন্যই শয়তান তখন মানব সন্তানকে তার বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে ধ্বংস করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল।

৭৫. মানুষের আসল মর্যাদা আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থেকে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত; কিন্তু শয়তান মানুষকে তার বশে এনে উল্লিখিত মর্যাদা থেকে উৎখাত করে দেয়—মূল উপড়ে ফেলে। 'লা-আহতানিকান্না' শব্দের অর্থ মূল থেকে উৎখাত করে দেয়া।

৭৬. "ইসতাফযিয' শব্দটির অর্থ কাউকে দুর্বল ও হালকা পেয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা পা পিছলে দেয়া। অর্থাৎ বিভিন্ন লোভ-লালসা দেখিয়ে ফুসলিয়ে সপক্ষে নিয়ে যাওয়া।

৭৭. শয়তানকে ডাকাতের সাথে তুলনা করে তার পদাতিক ও আরোহী বাহিনী নিয়ে মানুষকে বিপথগামী করার অভিযানে নেমে পড়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। আর

وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ

এবং তাদেরকে ওয়াদায় জড়িয়ে নে,[৭৯] আর শয়তানতো ধোঁকা ছাড়া কোনো ওয়াদা-ই করে না। ৬৫. অবশ্য আমার বান্দাহ—থাকবে না তোর

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ

কোনো ক্ষমতা তাদের উপর ;[৮০] আর (তাদের) অভিভাবক হিসেবে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।[৮১] ৬৬. আর তোমাদের প্রতিপালকতো তিনি,[৮২] যিনি তোমাদের জন্য চালনা করেন

وَ-এবং ; عِدْهُمْ-(عد+هم)-তাদেরকে ওয়াদায় জড়িয়ে নে ; وَ-আর ; مَا يَعِدُهُمْ-কোন ওয়াদা-ই করে না তাদের সাথে ; الشَّيْطٰنُ-শয়তানতো ; اِلَّا-ছাড়া ; غُرُوْرًا-ধোঁকা। ﴿٦٥﴾ اِنَّ-অবশ্য ; عِبَادِىْ-(عباد+ى)-আমার বান্দাহ ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَكَ-তোর ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; سُلْطٰنٌ-কোন ক্ষমতা ; وَ-আর ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِرَبِّكَ-(ب+رب+ك)-আপনার প্রতিপালকই ; وَكِيْلًا-অভিভাবক হিসেবে। ﴿٦٦﴾ رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকতো ; الَّذِىْ-তিনি যিনি ; يُزْجِىْ-চালনা করেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;

শয়তানের বাহিনী হলো সেসব মানুষ ও জ্বিন যারা বিভিন্ন স্তরের মর্যাদায় বসে থেকে মানুষকে সেসব কাজ করতে বাধ্য করে ; প্রকারান্তরে তারা শয়তানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনেই কাজ করে বলেই তাদেরকে শয়তানের 'পদাতিক ও আরোহী বাহিনী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৭৮. এখানে শয়তান ও তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ছবি আঁকা হয়েছে। যারা অর্থ-সম্পদ আয় ও ব্যয় করার ব্যাপারে শয়তানের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেছে তাদের সাথে শয়তান বিনা মূলধনে অংশ গ্রহণ করেছে। এতে শয়তানকে কোনো শ্রমও দিতে হয়নি। তবে গুনাহ ও তার পরিণাম ফল ভোগ করার ব্যাপারে শয়তান শরীক নয়। যদিও তার অনুসারী হতভাগ্য লোকটি এমনভাবে শয়তানের ইশারা-ইংগিতে চলে, মনে হয় শয়তান তার সাথে সকল ব্যাপারে শরীক রয়েছে। সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেও শয়তানের ইশারা-ইংগীতে সন্তানকে এমন শিক্ষা-দীক্ষা দেয় যাতে শয়তানের ইচ্ছা পূরণ হয়। অথচ সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ সে নিজেই ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে শয়তানের পদাংক অনুসরণ দ্বারা মনে হয় যে, সন্তানের পিতৃত্বেও শয়তানের অংশ রয়েছে।

৭৯. অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে বিভ্রান্ত করে ফেলো তারা যেন আশার ছলনায় জড়িয়ে পড়ে।

৮০. অর্থাৎ যারা সঠিক অর্থে আমার বান্দাহ তাদেরকে তুই বিভ্রান্ত করতে পারবি না, তবে যারা অজ্ঞ, দুর্বল ও মনোবলহীন তাদেরকে অবশ্য কু-পরামর্শ, মিথ্যা ওয়াদাদান ও দুনিয়ার চাকচিক্যে ভুলিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারবি বটে ; কিন্তু আমার কোনো বান্দাকে তোর

الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

সমুদ্রে নৌকা-জাহাজ যাতে তোমরা তাঁর দয়ার দান খুঁজে নিতে পারো ;[৮৩] অবশ্যই তিনি তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।

٦٧ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ

৬৭. আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কোনো বিপদ-মসীবত এসে পড়ে, (তখন) হারিয়ে যায় তারা যাদেরকে তোমরা ডাকো—সেই একজন ছাড়া ;[৮৪]

الْفُلْكَ-(ال+فلك)-নৌকা-জাহাজ ; فِي الْبَحْرِ-(فى+ال+بحر)-সমুদ্রে ; لِتَبْتَغُوا-যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পারো ; مِنْ فَضْلِهِ-(من+فضل+ه)-তাঁর দয়ার দান ; إِنَّهُ-অবশ্যই তিনি ; كَانَ-হন ; بِكُمْ-তোমাদের প্রতি ; رَحِيمًا-বড়ই মেহেরবান। ٦٧ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; مَسَّكُمُ-তোমাদের উপর এসে পড়ে ; الضُّرُّ-(ال+ضر)-বিপদ-মসীবত ; فِي الْبَحْرِ-(فى+ال+بحر)-সমুদ্রে ; ضَلَّ-হারিয়ে যায় তারা ; مَنْ-যাদেরকে ; تَدْعُونَ-তোমরা ডাকো ; إِلَّا-ছাড়া ; إِيَّاهُ-সেই একজন ;

ক্ষমতা বলে জোর করে টেনে-হেঁচড়ে তোর দলে টেনে নিয়ে যেতে পারবি না—এমন ক্ষমতা তোকে দেয়া-ই হয়নি।

৮১. অর্থাৎ যারা আল্লাহকেই একমাত্র কার্যনির্বাহক হিসেবে বিশ্বাস করে, তাওফীক ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং তাঁর উপরই সকল ব্যাপারে ভরসা করে, তাদের এ বিশ্বাস ও ভরসা করা যথাযথ ও যথেষ্ট। তারা কখনো সিদ্ধান্তে ভুল করেনি। অবশ্য যারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ ও আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপর ভরসা করে, তারা এতে ব্যর্থ হবেই।

৮২. অর্থাৎ শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা ও মিথ্যা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহর উপরেই ভরসা রাখতে হবে। অবিচল থাকতে হবে একমাত্র মাবুদের ইবাদাত-বন্দেগীর উপর। হিদায়াত ও সাহায্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে। এটা ছাড়া অন্য কোনো পথেই মানুষ শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা তাওহীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করে এবং শিরক-এর উপর অবিচল থাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত।

৮৩. অর্থাৎ নদী-সমুদ্রে সফরের মাধ্যমে যেসব অর্থনৈতিক ফায়দা লাভ, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ সম্ভব, তা যেন তোমরা সন্ধান করে নিতে পারো, সে জন্যই আল্লাহ নদী-সমুদ্রে তোমাদের যাতায়াত সহজ করে দিয়েছেন।

فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○

অতপর যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে এনে দেন, (তখন) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আসলে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

(৬৮) اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

৬৮. তবে কি তোমরা নিরাপদ যে, তিনি স্থলভাগের পাশেই তোমাদেরকে পুঁতে ফেলবেন না। অথবা পাঠাবেন না তোমাদের উপর

حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا (৬৯) اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ

পাথরবাহী ঝড়ো হাওয়া ; অতপর তোমরা তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক খুঁজে পাবে না। ৬৯. অথবা তোমরা কি নিরাপদ যে, তিনি তোমাদেরকে তাতে (সমুদ্রে) ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না

تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ

দ্বিতীয় বার ; অতপর পাঠাবেন না তোমাদের উপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এবং তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন না তোমাদের কুফরীর দরুন।

فَلَمَّا-অতপর যখন ; نَجّٰكُمْ-তোমাদেরকে উদ্ধার করে এনে দেন ; اِلَى الْبَرِّ-স্থলভাগে ; اَعْرَضْتُمْ-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ; وَكَانَ-আসলে হয়ে থাকে ; الْاِنْسَانُ-মানুষ ; كَفُوْرًا-বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) اَفَاَمِنْتُمْ-(ا+ف+امنتم)-তবে কি তোমরা নিরাপদ যে ; اَنْ يَّخْسِفَ-তিনি পুঁতে ফেলবেন না ; بِكُمْ-তোমাদেরকে ; جَانِبَ-পাশেই ; الْبَرِّ-স্থলভাগের ; اَوْ-অথবা ; يُرْسِلَ-পাঠাবেন না ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; حَاصِبًا-পাথরবাহী ঝড়ো হাওয়া ; ثُمَّ-অতপর ; لَا تَجِدُوْا-তোমরা খুঁজে পাবে না ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَكِيْلًا-কোনো অভিভাবক। (৬৯) اَمْ-অথবা ; اَمِنْتُمْ-তোমরা কি নিরাপদ যে, اَنْ يُّعِيْدَكُمْ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না ; فِيْهِ-তাতে ; تَارَةً-বার ; اُخْرٰى-দ্বিতীয় ; فَيُرْسِلَ-অতপর পাঠাবেন না ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; قَاصِفًا-প্রচণ্ড ঝড় ; مِّنَ الرِّيْحِ-বাতাসের ; فَيُغْرِقَكُمْ-(ف+يغرق+كم)-এবং তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন না ; بِمَا كَفَرْتُمْ-তোমাদের কুফরীর দরুন ;

৮৪. অর্থাৎ এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের আসল ও মূল প্রকৃতি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে তোমাদের বিপদের উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে না। তোমাদের মনের গভীরে এ বিশ্বাসই দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল আছে যে, ক্ষতি-উপকার এবং কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। নচেৎ তোমরা

ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ৭০. নিসন্দেহে আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি

وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ

এবং তাদেরকে চলাচল-বাহন দান করেছি জলে ও স্থলে আর পবিত্র জিনিস থেকে তাদেরকে জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেবকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছি—

عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

যথার্থ মর্যাদা অনেক কিছুর উপর যা আমি সৃষ্টি করেছি।[৮৫]

ثُمَّ-তখন ; لَا تَجِدُوْا-তোমরা পাবে না ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; عَلَيْنَا بِهٖ-আমার বিরুদ্ধে ; تَبِيْعًا-কোনো সাহায্যকারী। ⑩ وَ-আর ; لَقَدْ كَرَّمْنَا-নিসন্দেহে আমি সম্মানিত করেছি ; بَنِيْٓ اٰدَمَ-আদম সন্তানকে ; وَ-এবং ; حَمَلْنٰهُمْ-তাদেরকে চলাচল-বাহন দান করেছি ; فِي الْبَرِّ-স্থলে ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-জলে ; وَ-আর ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-তাদেরকে জীবনোপকরণ দান করেছি ; مِنَ-থেকে ; الطَّيِّبٰتِ-পবিত্র জিনিস থেকে ; وَ-এবং ; فَضَّلْنٰهُمْ-(فضلنا+هم)-তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছি ; عَلٰى-উপর ; كَثِيْرٍ-অনেক কিছুর ; مِمَّنْ-তা থেকে যা ; خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; تَفْضِيْلًا-যথার্থ মর্যাদা।

মূলত উপকার করার উপযুক্ত সময় আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে উদ্ধারকারী হিসেবে ডাকতে পারো না কেন ?

৮৫. অর্থাৎ মানুষকে সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন একমাত্র আল্লাহ। এটা নিসন্দেহে মহামহিম আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহরই অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথানত করে দেবে, এর চেয়ে বোকামী, মূর্খতা ও যুলম আর কি হতে পারে ?

৭ রুকূ' (৬১-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইবলীস আদম আ.-কে সিজদা করতে অস্বীকার করে সরাসরি আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো এবং নিজের শ্রেষ্টত্বের গর্ব করলো, যার ফলে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হলো। অতএব গর্ব-অহংকারকারী শয়তানের দোসর আর তার পরিণতিও শয়তানের পরিণতি হতে বাধ্য, যদি না সে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চায়।

২. মানুষের জন্মলগ্ন থেকে শয়তান তার প্রকাশ্য শত্রু, সুতরাং শত্রুর কোনো কথা মেনে নেয়া যাবে না; বরং শত্রু যা বলে তার বিপরীত করাটাই তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার উপায়।

৩. যারা শয়তানের অনুসরণ-অনুকরণ করবে তাদের স্থান হবে শয়তানের সাথে নিশ্চিত জাহান্নাম।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া মত ও পথ ছাড়া সকল মত ও পথই শয়তানের মত ও পথ। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জীবন পদ্ধতি যারা অনুসরণ না করে যে জীবন পদ্ধতি-ই মেনে চলবে সেটাই শয়তানের জীবন পদ্ধতি এবং তা-ই তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।

৫. শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো আল্লাহর রাসূল যে দীন বা জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলা।

৬. শয়তানের সকল প্রলোভন, মিথ্যা ও অলীক ওয়াদা এবং সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহকেই একমাত্র অভিভাবক মেনে নিতে হবে। আর তা করতে হবে তাঁর রাসূলের দেখানো পথে।

৭. নৌ-পথে নৌকা-জাহাজের মাধ্যমে সফর করে আল্লাহর নিয়ামত-অনুগ্রহ খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করা আল্লাহর বিধানের বিরোধী নয়।

৮. মানুষের মৌলিকতা হলো তাওহীদে বিশ্বাস। একমাত্র শয়তানের প্ররোচনায়-ই মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। তার প্রমাণ হলো যখন মানুষ কঠিন মসীবতে পড়ে তখন সবকিছুকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে। তখন কোনো দেব-দেবী বা কোনো নেতা-নেত্রী কাউকেই স্মরণ করে না ; কারণ তারা জানে যে, কেউ-ই তাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

৯. মানুষ বিপদ থেকে বেঁচে গেলেই বৈষয়িক কার্যকারণকে বাঁচার কারণ বলে মনে করে আল্লাহর সাথে শিরক করে। এ ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১০. অতীতের জাতিসমূহ আল্লাহর নাফরমানী করে যেসব আসমানী গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তা থেকে নির্ভয় হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ, আজও দুনিয়াতে সেরূপ গযব এসে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে।

১১. আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে অধিক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো মানুষের একান্ত কর্তব্য।

১২. সকল প্রকার পবিত্র জীবনোপকরণের জন্যও আল্লাহর নিকট মানুষকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আর এ কৃতজ্ঞতা জানানোর একমাত্র উপায় হলো তার রাসূল কর্তৃক আনীত জীবন বিধানকে জীবনের সকল স্তরে বাস্তবায়ন করা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٧١﴾ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ

৭১. স্মরণীয় যেদিন আমি সব মানুষকে তাদের নেতাসহ ডাকবো, অতপর যার আমলনামা দেয়া হবে তার ডান হাতে

فَأُولَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٢﴾ وَمَن كَانَ

এবং তারা তাদের আমলনামা পড়বে,[৮৬] আর বিন্দুমাত্রও যুলম করা হবে না তাদের প্রতি। ৭২. আর যে ছিল

فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ○

এখানে (ইহকালে) অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ থাকবে বরং তার (অন্ধের) চেয়েও বেশী গুমরাহ হবে সঠিক পথ পাওয়ার ব্যাপারে।

﴿٧١﴾ يَوْمَ-যেদিন ; نَدْعُوا-আমি ডাকবো ; كُلَّ-সব ; أُنَاسٍ-মানুষকে ; بِإِمَامِهِمْ-(ب+امام+هم)-তাদের নেতাসহ ; فَمَنْ-(ف+من)-অতপর যার ; أُوتِيَ-দেয়া হবে ; كِتَٰبَهُ-(كتب+ه)-তার আমলনামা ; فَأُولَٰئِكَ-(ف+اولئك)-এবং তারা ; يَقْرَءُونَ-পড়বে ; كِتَٰبَهُمْ-(كتب+هم)-তাদের আমলনামা ; وَ-আর ; لَا يُظْلَمُونَ-তাদের প্রতি যুলম করা হবে না ; فَتِيلًا-বিন্দুমাত্রও। ﴿٧٢﴾ وَ-আর ; مَنْ-যে ; كَانَ-ছিল ; فِي هَٰذِهِ-এখানে (ইহকালে) ; أَعْمَىٰ-অন্ধ ; فَهُوَ-সে ; فِي ٱلْءَاخِرَةِ-(فى+ال+اخرة)-আখিরাতেও থাকবে ; أَعْمَىٰ-অন্ধ ; وَ-বরং ; أَضَلُّ-তার চেয়েও বেশী গুমরাহ হবে ; سَبِيلًا-সঠিক পথ পাওয়ার ব্যাপারে।

৮৬. নেক্‌কারদের আমলনামা বা দুনিয়ার জীবনের কর্মতালিকা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা তা আনন্দের সাথে হাতে নেবে এবং অন্যদেরকে দেখিয়ে তা পড়ে দেখতে বলবে। আর অসৎলোকদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। তারা তা হাতে নিয়ে পেছনে লুকাতে চেষ্টা করবে এবং বলবে যে, যদি আমরা আমাদের আমলনামা না-ই পেতাম তাহলে কতই না ভাল হতো। একথা কুরআন মাজীদের সূরা আল-হাক্কা-এর ১৯. থেকে ২৮ আয়াত এবং সূরা ইনশিক্বাক-এর ৭ থেকে ১৩ আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে।

⑦ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ

৭৩. আর তারাতো আপনাকে সেই ব্যাপারে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল, তা থেকে যা আমি আপনার প্রতি ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, যেন আপনি বানিয়ে বলেন

عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ

আমার পক্ষ থেকে তার (ওহীর) বিপরীত কিছু,[৮৭] আর তখন তারা আপনাকে বন্ধু বানিয়ে নিতো। ৭৪. আর যদি আমি আপনাকে মজবুত করে না রাখতাম

لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ

তবে আপনি হয়তোবা তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়তেন। ৭৫. তখন অবশ্যই আমি আপনাকে স্বাদ আস্বাদন করাতাম

ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

দুনিয়ার জীবনে দ্বিগুণ ও মৃত্যুর পরও দ্বিগুণ আযাবের, অতপর আপনি আমার মুকাবিলায় আপনার কোনো সাহায্যকারী-ই পেতেন না।[৮৮]

⑦৩ وَ-আর ; إِنْ كَادُوا-তারা তো চেয়েছিল ; لَيَفْتِنُونَكَ-আপনাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল ; عَنِ-থেকে ; الَّذِي-তা যা ; أَوْحَيْنَا-আমি ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; لِتَفْتَرِيَ-যেন আপনি বানিয়ে বলেন ; عَلَيْنَا-আমার পক্ষ থেকে ; غَيْرَهُ-তার (ওহীর) বিপরতী কিছু ; وَ-আর ; إِذًا-তখন ; لَاتَّخَذُوكَ-তারা আপনাকে বানিয়ে নিত ; خَلِيلًا-বন্ধু। ⑦৪ وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না ; أَنْ ثَبَّتْنَاكَ-আপনাকে আমি মজবুত করে রাখতাম ; لَقَدْ كِدْتَ-তবে হয়তোবা আপনি ; تَرْكَنُ-ঝুঁকে পড়তেন ; إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; شَيْئًا قَلِيلًا-কিছু না কিছু। ⑦৫ إِذًا-তখন ; لَأَذَقْنَاكَ-অবশ্যই আমি আপনাকে স্বাদ আস্বাদন করাতাম ; ضِعْفَ-দ্বিগুণ; الْحَيَاةِ-দুনিয়ার জীবনে ; وَ-ও ; ضِعْفَ-দ্বিগুণ ; الْمَمَاتِ-মৃত্যুর পরও ; ثُمَّ-অতপর ; لَاتَجِدُ-আপনি পেতেন না ; لَكَ-আপনার ; عَلَيْنَا-আমার মুকাবিলায় ; نَصِيرًا-কোনো সাহায্যকারী।

৮৭. কাফিররা নবী করীম স.-কে তাওহীদের দাওয়াত দান থেকে বিরত রাখার জন্য যেসব চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করেছিল, এখানে তার একটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তাঁকে লোভ-লালসা, ধোঁকা-প্রতারণা ও হুমকী-ধমকীর মাধ্যমে তাদের পৌত্তলিক সমাজের সাথে সন্ধি-চুক্তি করতে বাধ্য করার অপচেষ্টা করেছে। যাতে তিনি ওহীর সাথে নিজের মনগড়া কথা মিশিয়ে আল্লাহর কথা হিসেবে প্রচার করেন, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই অবশেষে ব্যর্থ হয়ে যায়।

٧٦ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

৭৬. আর তারা চেয়েছিল আপনাকে এ যমীন থেকে উৎখাত করে দিতে, যাতে আপনাকে বের করে দিতে পারে সেখান থেকে

وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٧٧ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

আর তখন আপনার পরে তারা (সেখানে) নিতান্ত কম সময় ছাড়া টিকে থাকতে পারতো না।[৮৯]
৭৭. এটাই স্থায়ী নিয়ম তাদের ব্যাপারেও যাদেরকে আমি পাঠিয়েছি আপনার আগে

مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

আমার রাসূলদের মধ্য থেকে, আর আপনি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবেন না।[৯০]

(৭৬) وَ-আর ; اِنْ كَادُوْا-যদি তারা পারতো ; لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ-তারা অবশ্যই আপনাকে উৎখাত করে দিত ; مِنَ الْاَرْضِ-এ যমীন থেকে ; لِيُخْرِجُوْكَ-যাতে আপনাকে বের করে দিতে পারে ; مِنْهَا-সেখান থেকে ; وَ-আর ; اِذًا-তখন ; لَايَلْبَثُوْنَ-তারা টিকে থাকতে পারতো না ; خِلٰفَكَ-(خلف+ك)-আপনার পরে ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-নিতান্ত কম সময়ে। (৭৭) سُنَّةَ-এটাই স্থায়ী নিয়ম ; مَنْ-তাদের ব্যাপারে যাদেরকে ; قَدْ ; اَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; قَبْلَكَ-(قبل+ك)-আপনার আগে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; رُسُلِنَا-আমার রাসূলদের ; وَ-আর ; لَاتَجِدُ-আপনি পাবেন না ; لِسُنَّتِنَا-আমার নিয়মের ; تَحْوِيْلًا-কোনো পরিবর্তন।

৮৮. আল্লাহ তাআলা এখানে এসব কাহিনীর সমালোচনা করে দুটো কথা বুঝাতে চেয়েছেন। প্রথমত, রাসূল যদি সত্যকে সত্য জানার পরও বাতিলের সাথে কোনো প্রকার সমঝোতা করতেন, তাহলে বাতিল সমাজ অবশ্যই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতো ; তার ফলে আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে দ্বিগুণ আযাব দিতেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সর্বশেষ নবী হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিজ শক্তির বলে বাতিলের সয়লাবকে কোনোক্রমেই মুকাবিলা করতে সক্ষম হতেন না—যতোক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করতেন। আসলে, নব করীম স. যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা সহকারে সত্য দীন ও সত্য নীতির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তা একমাত্র আল্লাহর দেয়া ধৈর্য ও দৃঢ়তারই ফল ছিল। নচেত কোনো মানুষের পক্ষেই নিজের নীতির উপর অটল থাকা সম্ভব ছিলনা।

৮৯. এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সত্যে পরিণত হয়েছিল। মুশরিক কাফিররা নবী-করীম স.-কে এর এক বছরের মধ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করে। অতপর মাত্র আট বছর যেতে না যেতেই তিনি

বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে আসেন। তারপরে কোনো মক্কাবাসীই মুশরিক হিসেবে সেখানে ছিল না। যারা ছিল তারা মুসলমান হয়েই থাকলো। মক্কা মুশরিক শূন্য হয়ে গেল। (অবশ্য) তারা স্বেচ্ছায়ই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

৯০. অর্থাৎ নবী-রাসূল পাঠানোর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা একটি স্থায়ী নীতিও পাঠিয়েছেন ; আর তাহলো যেসব জাতি নবী-রাসূলের উপর নির্যাতন করেছে যা তাঁদেরকে ও তাঁদের অনুসারীদেরকে হত্যা করেছে, সে জাতি খুব বেশীদিন সেখানে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারেনি। অতপর তাদেরকে হয়তো আল্লাহর আযাব ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা অন্য কোনো জাতি তাদের দেশ জয় করে নিয়ে তাদেরকে নিজ দাস বানিয়ে নিয়েছে অথবা সেই নবীর অনুসারীদের হাতেই তাদের পরাজয় ঘটেছে।

৮ রুকূ' (৭১-৭৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শেষ বিচারের দিন প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সামনে ডাকবেন। কেউ তাঁর সামনে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

২. যে বা যারা দুনিয়াতে যাদের নেতৃত্ব মেনে চলেছে তাদের সাথে সেসব নেতাদেরকেও ডেকে নেয়া হবে।

৩. দুনিয়াতে যারা অসৎলোকদেরকে নেতা মেনে নিয়ে তাদের কথামত চলেছে তারা তাদের সাথেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে বাধ্য হবে।

৪. আর যারা সৎলোকদেরকে নেতা মেনে নিয়ে তাদের কথামত চলেছে তারা তাদের সাথেই আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

নেককারদেরকে তাদের আমলনামা বা কর্মতালিকা তাদের ডানহাতে দেয়া হবে, তখন তারা তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে ; নিজেরা তা পড়বে এবং অন্যদেরকেও তা পড়ে দেখতে বলবে।

৬. দুনিয়াতে যারা আল্লাহর দীনের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকবে অর্থাৎ দীনের দাওয়াত শুনেও না শোনার ভান করবে–দেখেও না দেখার ভান করে উপেক্ষা করে চলে যাবে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে আখিরাতে অন্ধ করে উঠাবেন।

৭. যারা আল্লাহর দীনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে তারা আল্লাহর দীনের দিকে হিদায়াত পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অন্ধ যেমন আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে পারেনা, তারা দীনের আলো ও কুফরীর অন্ধকার বুঝতে সক্ষম হবে না।

৮. সত্য পথের পথিকরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হলেই বাতিল শক্তি খুশী হয় এবং তখনই তাদের বন্ধুত্ব লাভ সহজ হয়। সুতরাং বাতিল শক্তির বন্ধু হিসেবে যারা পরিচিত তারা অবশ্যই সত্যের দুশমন।

৯. বাতিলের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাহায্যের বিকল্প নেই। অতএব বাতিলের সকল কূট-কৌশল ব্যর্থ করে দীনের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১০. বাতিলের অনুকরণ-অনুসরণ করলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই আল্লাহর আযাবের শিকার হতে হবে। তখন আল্লাহর আযাব থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

১১. নবী-রাসূল এবং তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের অনুসারী ওলামায়ে কিরামের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন চালায়, তাঁদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে অথবা হত্যা করে, সেসব নরাধমদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম যার কোনো ব্যতিক্রম নেই।

১২. উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে আমাদেরকে সদা-সর্বদা সত্যের অনুসারী ওলামায়ে কিরামের সাথেই থাকতে হবে। তাঁদের দিক-নির্দেশনা অনুসারেই আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٧٨﴾ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ

৭৮. আপনি নামায কায়েম করুন[৯১] সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে[৯২] রাতের অন্ধকার[৯৩] পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পড়ুন।[৯৪]

إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

অবশ্যই ফজরে কুরআন পাঠে (ফেরেশতাদের) উপস্থিতি থাকে।[৯৫] ৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন,[৯৬] (এটা) আপনার জন্য অতিরিক্ত ;[৯৭]

﴿٧٨﴾ أَقِمْ-আপনি কায়েম করুন ; الصَّلٰوةَ-নামায ; لِدُلُوكِ-ঢলে যাওয়া থেকে ; الشَّمْسِ-সূর্য ; إِلٰى-পর্যন্ত ; غَسَقِ-অন্ধকার ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-এবং ; قُرْاٰنَ-কুরআন পড়া ; الْفَجْرِ-ফজরে ; إِنَّ-অবশ্যই ; قُرْاٰنَ-কুরআন পাঠে ; الْفَجْرِ-ফজরে ; كَانَ-থাকে ; مَشْهُوْدًا-উপস্থিতি। ﴿٧٩﴾ وَ-আর ; مِنَ-কিছু অংশে ; الَّيْلِ-রাতের ; فَتَهَجَّدْ-(ف+تهجد)-তাহাজ্জুদ পড়ুন; بِهٖ-তাতে; نَافِلَةً-(এটা) অতিরিক্ত ; لَكَ-আপনার জন্য ;

৯১. আগের রুকূ'তে নানাপ্রকার বিপদ-মসিবতের সয়লাভ-এর কথা উল্লেখ করার পর এখানে আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এরূপ বিপদ-মসীবতে একজন মু'মিনকে সুদৃঢ় ও অবিচল থাকতে হবে। আর তা একমাত্র সালাত আদায়ের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

৯২. 'দুলূকিশ শামস্' দ্বারা সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া বুঝানো হয়েছে। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের মত। তবে কেউ এর দ্বারা 'সূর্যাস্ত' অর্থ নিয়েছেন। প্রথমোক্ত মত-ই অধিক গ্রহণযোগ্য।

৯৩.'গাসাকিল লাইল' অর্থের ব্যাপারেও দুটো মত রয়েছে। কারো কারো মতে এর অর্থ রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে যাওয়া। এ অর্থ দ্বারা ইশার 'প্রথম সময়' বুঝা যাবে। আবার কারো কারো মতে এর অর্থ অর্ধরাত্রি। এ অর্থ দ্বারা ইশার শেষ সময় বুঝা যাবে।

৯৪. 'ফজরের কুরআন' দ্বারা 'ফজরের সালাত' বুঝানো হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও সালাতের অংশ বিশেষ উল্লেখ করেও সালাত বুঝানো হয়েছে। যেমন তাসবীহ, হামদ, যিকর, কিয়াম, রুকূ' ও সিজদা উল্লেখ করেও সালাত বুঝানো হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাত বুঝানোর জন্য صلوة শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, এসব অংশের সমন্বয়েই সালাত পূর্ণাংগ হয়। এ

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى

আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমূদে পৌছে দেবেন।[৯৮]
৮০. আর আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দাখিল করুন

عَسَىٰٓ-আশা করা যায় ; أَنْ يَّبْعَثَكَ-আপনাকে পৌছে দেবেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; مَقَامًا-মাকামে ; مَّحْمُودًا-মাহমুদে। ﴿٨٠﴾ وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলুন ; رَّبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; (ادخل+نى)-أَدْخِلْنِى-আমাকে দাখিল করুন ;

ইশারার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ স. সালাতের বর্তমান রূপ নির্ধারণ করেছেন যা মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

৯৫. ফজরের সালাত আদায়ে কুরআন পাঠে ফেরেশতাদের উপস্থিতির বিষয় হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রত্যেক নেক কাজেই ফেরেশতারা সাক্ষী থাকে, তারপর ফজরে কুরআন পাঠে তাদের উপস্থিতির কথা উল্লেখ-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কিরাম ফজরে লম্বা কিরায়াত পাঠ করতেন। আর তারপর থেকে ইমামগণ ফজরে লম্বা কিরায়াত পাঠ করে থাকেন, এটাকে মুস্তাহাব তথা উত্তম মনে করেন।

এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সময়সীমা মোটামুটি ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীতে সালাত আদায়ের সময়-সীমা ব্যাখ্যা করার জন্য জিবরাঈল আ. প্রেরিত হয়েছেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের সময়-সীমা রাসূলুল্লাহ স.-কে হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের প্রতি ইশারা করে আয়াত নাযিল হয়েছে।

৯৬. 'তাহাজ্জুদ' অর্থ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠা আর রাতের বেলা 'তাহাজ্জুদ' করার অর্থ রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে জেগে উঠে সালাত আদায় করা, এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে।

৯৭. 'নফল' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইতিপূর্বে যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নিধারণ করা হয়েছে তা ছিল ফরয সালাত। আর এখানে যা বলা হয়েছে তা হলো ফরযের অতিরিক্ত।

৯৮. 'মাকামে মাহমুদ' অর্থ 'প্রশংসিত মর্যাদা' অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকে এমন স্থানে পৌছে দেয়া হবে যার প্রশংসায় দুনিয়া ও আখিরাতের বাসিন্দারা পঞ্চমুখ হবে। আপনি তখন এক প্রশসংনীয় সত্তায় পরিণত হবেন। এখন যদিও আপনার বিরোধীরা আপনার নিন্দা করছে, আপনাকে গালাগালি করছে ; সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন সমগ্র সৃষ্টিকুল আপনার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠবে।

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ

যথার্থ দাখিল এবং আমাকে বের করুন যথার্থ বের করা ;[৯৯] আর দান করুন আমাকে আপনার পক্ষ থেকে

سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨١﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ

একটি সার্বভৌম সাহায্যকারী শক্তি।[১০০] ৮১. অতএব আপনি বলুন—সত্য এসে গেছে এবং বাতিল বিলীন হয়ে গেছে, নিশ্চিত বাতিলের

مُدْخَلَ-দাখিল ; صِدْقٍ-যথার্থ ; وَ-এবং ; أَخْرِجْنِي-আমাকে বের করুন ; مُخْرَجَ- বের করা ; صِدْقٍ-যথার্থ ; وَ-আর ; اجْعَلْ لِّي-দান করুন আমাকে ; مِنْ-থেকে ; لَّدُنْكَ-আপনার পক্ষ ; سُلْطٰنًا-একটি সার্বভৌম শক্তি ; نَّصِيْرًا-সাহায্যকারী। ﴿٨١﴾ وَ- অতএব ; قُلْ-আপনি বলুন ; جَاءَ-এসে গেছে ; الْحَقُّ-সত্য ; وَ-এবং ; زَهَقَ-বিলীন হয়ে গেছে ; الْبَاطِلُ-বাতিল ; إِنَّ-নিশ্চিত ; الْبَاطِلَ-বাতিলের ;

৯৯. এ দোয়ার মধ্যে হিজরতের ইংগিত পাওয়া যায়। এর দ্বারা এটাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সততা ও সত্যবাদিতা থেকে কোনো অবস্থায় বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। যদি দেশ থেকে দীনের কারণে হিজরত করতেও হয়, তথাপি সততা ও সত্যবাদিতার উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং সেজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আর যেখানেই যাবে সেখানেও সততা ও সত্যবাদিতার উপর মযবুতভাবে দাঁড়াতে হবে।

১০০. এখানে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নাফরমানীর সয়লাবকে মুকাবিলা করার জন্য ক্ষমতা তথা সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভ করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায় ক্ষমতা লাভের জন্য এভাবে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে যে, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সেই ক্ষমতা দান করো অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যে শক্তির সাহায্যে আমি বাতিলের অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়ে তোমার আইনকে বাস্তবায়ন করতে পারি। আল্লাহর রাসূলও এ মর্মেই ইরশাদ করেছেন যে, "আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে এমনসব জিনিস বন্ধ করতে পারেন, তা কুরআন দ্বারাও বন্ধ করা যায় না।"

এ আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে শুধুমাত্র ওয়ায-নসীহতের দ্বারা তা সম্ভব নয় ; বরং এর জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োজন। সুতরাং দীন কায়েমের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জন করতে চাওয়া দুনিয়াদারী নয়, বরং এটাই উত্তম দীন। আল্লাহ তাআলা এজন্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ তাঁর নবীকে দিয়েছেন। যারা এটাকে দুনিয়াপূজা আখ্যা দিয়ে এ থেকে বিরত রয়েছেন, তাঁরা দীনের মূল কাজ থেকেই বিরত রয়েছেন।

كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

বিলীন হওয়া।[১০১] ৮২. আর আমি কুরআনে এমন কিছু নাযিল করেছি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত

وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ

কিন্তু যালিমদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না।[১০২] ৮৩. আর আমি যখন নিয়ামত দান করি মানুষকে

اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ

তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পাশে সরে যায়, আর যখন তাকে দুর্ভাগ্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ হয়ে যায়। ৮৪. আপনি বলুন—প্রত্যেক

كَانَ زَهُوْقًا-বিলীন হওয়াটা।(৮২) وَ-আর ; نُنَزِّلُ-আমি নাযিল করেছি ; مِنَ الْقُرْاٰنِ-কুরআনে ; مَاهُوَ-যা ; شِفَاءٌ-আরোগ্য; وَّ-ও ; رَحْمَةٌ-রহমত ; لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য ; وَ-কিন্তু ; لَايَزِيْدُ-বৃদ্ধি করে না ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের ; اِلَّا-ছাড়া কিছু ; خَسَارًا-ক্ষতি।(৮৩) وَ-আর ; اِذَآ-যখন ; اَنْعَمْنَا-আমি নিয়ামত দান করি ; عَلَى الْاِنْسَانِ-মানুষকে ; اَعْرَضَ-সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; وَ-এবং ; نَاٰ-সরে যায় ; بِجَانِبِهٖ-(ب+جانب+ه)-তার পাশে ; وَ-আর ; اِذَا-যখন ; مَسَّهُ-(مس+ه)-তাকে স্পর্শ করে; الشَّرُّ-দুর্ভাগ্য ; كَانَ يَئُوْسًا-সে নিরাশ হয়ে যায়।(৮৪) قُلْ-আপনি বলুন ; كُلٌّ-প্রত্যেকে ;

১০১. 'সত্য এসে গেছে, বাতিল বিলীন হয়ে গেছে, বাতিলের বিলীন হওয়াটা নিশ্চিত'—এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে তখন মুসলমানরা চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করছিল। কিছু কিছু মুসলমান তখন হাবশায় হিজরত করেছিল। আর যারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল তারাও চরম নির্যাতন-নিপিড়নের মধ্যে বেঁচেছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবনও আশংকার মধ্যে ছিল। আর সত্য দীনের বিজয়ের লক্ষণ দেখা যাওয়ার কোনো আশাতো ছিলই না। এমতাবস্থায় এ ধরনের শুধুমাত্র মৌখিক বাহাদূরী ছাড়া কিছুই মনে করা যায় না ; কিন্তু মাত্র নয় বছর পরেই উক্ত ঘোষণা সত্যে পরিণত হলো। রাসূলুল্লাহ স. বিজয়ের বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কা'বাঘরে রক্ষিত তিনশত ষাটটি মূর্তিরূপে সুসজ্জিত বাতিলকে চিরদিনের জন্য নির্বাসন দিলেন। তিনি মূর্তিগুলোর উপর আঘাত হেনে সেই ঘোষণাটিই উচ্চারণ করলেন—"সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত আর অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।"

১০২. কুরআন মাজীদকে যারা নিজেদের জীবন বিধান ও পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নেবে, কুরআন তাদের জন্য এক রহমত বিশেষ, যা তার নৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক

يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۭ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلاً ○

তার নিজের নিয়মে কাজ করে, তবে তোমাদের প্রতিপালকই তাকে অধিক জানেন, যে সবচেয়ে সঠিক পথে চলছে।

يَعْمَلُ-কাজ করে ; عَلٰى شَاكِلَتِهٖ-(على+شاكلة+ه)-তার নিজের নিয়মে ; فَرَبُّكُمْ-(ف+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকই ; اَعْلَمُ-অধিক জানেন ; بِمَنْ-তাকে ; هُوَ-যে; اَهْدٰى-সবচেয়ে সঠিক ; سَبِيْلاً-পথে চলছে।

রোগের চিকিৎসাও বটে। আর যারা কুরআনের বিধানকে অমান্য করে প্রত্যাখ্যান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করে। কুরআন নাযিল হওয়ার আগে তারা যে অবস্থায় ছিল, অমান্য করার কারণে তারা আগের সেই অবস্থার উপরও থাকতে পারে না। কারণ আগে তাদের অপরাধ ছিল মূর্খতা জনিত মাত্র। মূর্খতাজনিত ক্ষতির মধ্যেই তারা নিমজ্জিত ছিল ; কিন্তু কুরআন নাযিল হয়ে তা যখন তাদের সামনে উপস্থিত হলো তখন তা তাদের জন্য 'হুজ্জত' তথা দলীল হয়ে গেল। কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা বাতিলপন্থী হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেল। তারা আগে শুধু মূর্খতাজনিত ক্ষতির মধ্যে ছিল আর এখন তারা সেই সাথে দুষ্কর্মের ক্ষতির মধ্যেও পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ স. এজন্যই ইরশাদ করেছেন, "কুরআন তোমার সপক্ষে বা বিপক্ষে দলীল।"

৯ রুকূ' (৭৮-৮৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. রুকূ'র শুরুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং এ নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ফরয। সময়ের আগে নামায পড়লে তা আদায় হবে না।

২. তাহাজ্জুদ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে মু'মিনের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। সকল নফল নামাযের চেয়ে তাহাজ্জুদ নামায ঈমানের মযবুতীর জন্য অধিক সহায়ক। সুতরাং সকল মু'মিন বান্দাহর কর্তব্য তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩. সত্যের পতাকাবাহীরা যদি ময়দানে সুদৃঢ় ও সক্রিয় থাকে তাহলে বাতিল অবশ্যই বিলীন হয়ে যাবে। আসলে বাতিলের বিলীন হওয়াটা একেবারে নিশ্চিত। এ জন্য শর্ত হলো সত্যপন্থীদের সক্রিয়তা।

৪. সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকল্প নেই। যারা এটাকে অস্বীকার করে এবং এটাকে দুনিয়াদারী মনে করে সত্যকে বিজয় করার আন্দোলন থেকে দূরে থাকে তারা বিভ্রান্ত।

৫. কুরআন মাজীদ মু'মিনদের জন্য রহমত এবং তাদের যাবতীয় রোগের শিফা। তবে এজন্য আমাদেরকে এ কিতাবের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে।

৬. কুরআন মাজীদের প্রতি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এ কুরআন তাদের অবিশ্বাসের অকাট্য দলীল। এর দ্বারা তাদের ক্ষতির মাত্রাই বৃদ্ধি পায়।

৭. আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল-কুরআনকে যথাযথভাবে না মানাই মানব জীবনের দুর্ভাগ্য, যা মানব জাতিকে হতাশার গভীরে নিমজ্জিত করে। সুতরাং দুর্ভাগ্য ও হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর কিতাবের পুরোপুরি বাস্তবায়ন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

(৮৫) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۚ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ

৮৫. আর তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ; আপনি বলে দিন রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে (আসে) কিন্তু তোমাদেরকেতো দেয়া হয়নি

مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (৮৫) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

জ্ঞানের অতি সামান্য অংশ ছাড়া।[১০৩] ৮৬. আর (হে নবী !) আমি যদি চাইতাম তাহলে আমি অবশ্যই তা কেড়ে নিতে পারতাম, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا (৮৬) اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَهٗ

অতপর আপনি নিজের জন্য আমার মুকাবিলার সে ব্যাপারে কোনো সাহায্যকারী পেতেন না। ৮৭. তবে আপনার প্রতিপালকের দয়া (তিনি যে তা নেননি); নিশ্চয়ই তাঁর দান

(৮৫) وَ-আর ; يَسْـَٔلُوْنَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ; عَنِ-সম্পর্কে ; الرُّوْحِ-রূহ ; قُلِ-আপনি বলে দিন ; الرُّوْحُ-রূহ ; مِنْ-থেকে ; اَمْرِ-আদেশ ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; وَ-কিন্তু ; مَآ اُوْتِيْتُمْ-তোমাদেরকেতো দেয়া হয়নি ; مِنَ ; الْعِلْمِ-জ্ঞানের ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-অতি সামান্য অংশ। (৮৬) وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; شِئْنَا-আমি চাইতাম ; لَنَذْهَبَنَّ-অবশ্যই আমি কেড়ে নিতে পারতাম ; بِالَّذِيْٓ-(ب+الذى)-তা, যা ; اَوْحَيْنَآ-আমি ওহী করেছি ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; ثُمَّ-অতপর ; لَا تَجِدُ-আপনি পেতেন না ; لَكَ-আপনার জন্য ; بِهٖ-সে ব্যাপারে ; عَلَيْنَا-আমার মুকাবিলায় ; وَكِيْلًا-কোনো সাহায্যকারী। (৮৭) اِلَّا-তবে ; رَحْمَةً-দয়া ; مِنْ رَّبِّكَ-(من+رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فَضْلَهٗ-(فضل+ه)-তাঁর দান ;

১০৩. 'রূহ' দ্বারা এখানে জিবরাঈল আ.-কে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদে আরও অনেক জায়গায় জিবরাঈল আ.-কে 'রূহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'রূহ' দ্বারা কোনো কোনো মুফাস্‌সির 'প্রাণ' বুঝালেও পূর্বোক্ত অর্থই এখানে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কেননা ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহের সাথে দ্বিতীয় অর্থটি অসামঞ্জস্যশীল। পূর্বেকার আয়াত সমূহে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লোকেরা জানতে চেয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে বহনকারী ফেরেশতা 'রূহ' কিভাবে

كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا

আপনার উপর অত্যন্ত বেশী ।[১০৪] ৮৮. আপনি বলে দিন—যদি সকল মানুষ ও জিন এর উপর একত্র হয় যে, তারা নিয়ে আসবে

بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

এ কুরআনের মতো (কিছু), তারা কখনো আনতে পারবে না এটার মতো (কিছু) যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারীও হয়।[১০৫]

كَانَ-ছিল ; عَلَيْكَ-আপনার উপর ; كَبِيرًا-অত্যন্ত বেশী। ﴿٨٨﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَئِنِ-যদি ; اجْتَمَعَتِ-একত্র হয় ; الْإِنْسُ-সকল মানুষ ; وَ-ও ; الْجِنُّ-জিন ; عَلَىٰ-এর উপর ; أَنْ-যে ; يَأْتُوا-তারা নিয়ে আসবে ; بِمِثْلِ-(ب+مثل)-মতো ; هَٰذَا-এই; الْقُرْآنِ-কুরআনের ; لَا يَأْتُونَ-তারা কখনো আনতে পারবে না ; بِمِثْلِهِ-(ب+مثل+ه)-এটার মতো ; وَلَوْ-যদিও ; كَانَ-হয় ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তারা একে ; لِبَعْضٍ-অন্যের ; ظَهِيرًا-সাহায্যকারী।

আসে। এ জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হয়েছে যে, সেই ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমেই কুরআন বহন করে নিয়ে আসে ।

১০৪. এখানে 'কুরআন কেড়ে নেয়ার' কথা যদিও রাসূলুল্লাহ স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কিন্তু কথাটি সেই কাফিরদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য যারা কুরআনকে রাসূলের রচিত অথবা কারো শেখানো কথা বলে মনে করতো। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এ কুরআন রাসূলের রচিত বা কোনো মানুষের শেখানো কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, আমি যদি এ কুরআন তাঁর নিকট থেকে কেড়ে নেই তাহলে তাঁর কোনো শক্তি নেই এরূপ কালাম রচনা করে অথবা অন্য কোনো শক্তি এরূপ কোনো কালাম রচনা করে পেশ করার।

১০৫. এই কুরআন যে কোনো মানুষের রচিত নয় তা কুরআন মাজীদের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষের পক্ষে এরূপ কালাম রচনা করা সম্ভব নয়। যারা এটাকে মানব রচিত মনে করে শুধু তারা নয়, বরং দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন চেষ্টা করে দেখুক তারা কেউ এরূপ একটি আয়াত রচনা করে পেশ করতে পারে কিনা।

কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ২৩ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩৮ আয়াত, সূরা হূদের ১৩ আয়াতেও এরূপ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। এসব আয়াতে কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার মূলকথা তিনটি।

প্রথমত, কুরআন আরবী ভাষায় রচিত হলেও এর বর্ণনা-ভঙ্গি, যুক্তি-প্রমাণ পেশ

(৮৯) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَاَبٰى

৮৯. আর নিসন্দেহে আমি মানুষের জন্য প্রত্যেকটি বিষয় দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করেছি ; কিন্তু (সেসব) অস্বীকার করেছে

اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا (৯০) وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا

অধিকাংশ মানুষ—কুফরী করা ছাড়া। ৯০. আর তারা বললো—আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য প্রবাহিত কর

مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا (৯১) اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ

যমীন থেকে একটি ঝর্ণা। ৯১. অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে,

(৮৯) وَ-আর ; لَقَدْ صَرَّفْنَا-নিসন্দেহে আমি বর্ণনা করেছি ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; فِىْ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ-(فى+هذا+القران)-এ কুরআনের মধ্যে ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেকটি বিষয় ;
مَثَلٍ-দৃষ্টান্ত দিয়ে ; فَاَبٰى-(ف+ابى)-কিন্তু অস্বীকার করেছে ; اَكْثَرُ-অধিকাংশ ;
النَّاسِ-মানুষ ; اِلَّا-ছাড়া ; كُفُوْرًا-কুফরী করা। (৯০) وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলল ; لَنْ
نُّؤْمِنَ-আমরা কখনো ঈমান আনবো না ; لَكَ-তোমার প্রতি ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ;
تَفْجُرَ-তুমি প্রবাহিত করো ; لَنَا-আমাদের জন্য ; مِنَ الْاَرْضِ-যমীনে ; يَنْۢبُوْعًا-
একটি ঝর্ণা। (৯১) اَوْ-অথবা ; تَكُوْنَ-হবে ; لَكَ-তোমার জন্য ; جَنَّةٌ-একটি বাগান ;
مِّنْ نَّخِيْلٍ-খেজুরের ; وَّ-ও ; عِنَبٍ-আংগুরের ;

করার ধরন, বিষয়বস্তু, আলোচনার ধারা, শিক্ষা ও গায়েবী জগতের খবরাদি ইত্যাদি বিষয় এক একটি মু'জিযা বিশেষ। কোনো মানুষের পক্ষে এরূপ একটি আয়াতও রচনা করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, তোমরা যারা জিনকে মা'বুদ মনে করে থাকো তারা তাদের জিন, মা'বুদকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে দেখো এরূপ একটি আয়াত রচনা করতে পারো কিনা।

দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ স. তোমাদের মাঝে তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কি নবুওয়াত পাওয়ার আগে তাঁর মুখে কখনো এরূপ একটি কথাও শুনেছো ? অবশ্যই শোননি। তাহলে চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ কোনো ব্যক্তির মধ্যে এরূপ পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে ?

তৃতীয়ত, মুহাম্মাদ স.-এর মুখে আল্লাহর কালাম ছাড়া ও তাঁর স্বাভাবিক কথাবার্তাও তোমরা শুনে থাক, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যও সুস্পষ্ট। তোমরা একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারো। সুতরাং কুরআন যে আল্লাহর বাণী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ

অতপর তুমি তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দেবে নদ-নদী প্রবাহিত করার মতো।
৯২. অথবা তুমি যেমন মনে করে থাকো—আসমানকে ফেলে দেবে

عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ

আমাদের (মাথার) উপর টুকরো টুকরো করে ; অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে
নিয়ে আসবে (আমাদের) সামনে। ৯৩. অথবা তোমার জন্য হবে

بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۚ وَلَنْ نُّؤْمِنَ

একটি স্বর্ণের ঘর, অথবা তুমি আকাশে উঠে যাবে ;
আর আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না

لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي

তোমার (আসমানে) উঠাকেও, যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করবে, যা আমরা পড়ে
দেখবো ; (হে নবী !) আপনি বলে দিন—আমার প্রতিপালক পবিত্র,

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

আমি কি (হই) একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া (অন্য কিছু) ?[১০৬]

-خِلٰلَهَا ; الْأَنْهٰرَ-নদ-নদী ; فَتُفَجِّرَ-(ف+تفجر)-অতপর প্রবাহিত করে দেবে ;
(خلل+ها)-তার মধ্য দিয়ে ; تَفْجِيرًا-প্রবাহিত করার মতো।(৯২) أَوْ-অথবা ; تُسْقِطَ-
তুমি ফেলে দেবে ; السَّمَآءَ-আসমানকে ; كَمَا-যেমন ; زَعَمْتَ-তুমি মনে করে
থাকো ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; كِسَفًا-টুকরো টুকরো করে ; أَوْ-অথবা ; تَأْتِيَ-
তুমি নিয়ে আসবে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; الْمَلٰٓئِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; قَبِيلًا-
সামনে।(৯৩) أَوْ-অথবা ; يَكُونَ-হবে ; لَكَ-তোমার জন্য ; بَيْتٌ-একটি ঘর ; مِّنْ-
زُخْرُفٍ-স্বর্ণের ; أَوْ-অথবা ; تَرْقٰى-তুমি উঠে যাবে ; فِي السَّمَآءِ-আসমানে ; وَ-
আর; لَنْ نُّؤْمِنَ-আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না ; لِرُقِيِّكَ-তোমার (আসমানে)
উঠাকেও ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; تُنَزِّلَ-তুমি নাযিল করবে ; عَلَيْنَا-আমাদের প্রতি ;
كِتٰبًا-একটি কিতাব ; نَّقْرَؤُهٗ-(نقرؤا+ه)-যা আমরা পড়ে দেখবো ; قُلْ-আপনি বলে
দিন ; سُبْحَانَ-পবিত্র ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; هَلْ كُنْتُ-আমি কি (হই) ; إِلَّا-
ছাড়া (অন্য কিছু) ; بَشَرًا-মানুষ ; رَّسُولًا-বাণী বাহক।

১০৬. কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে মু'জিযা দাবীর জবাবে এ সূরার ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগেকার লোকদের (মু'জিযার প্রতি) অবিশ্বাস-ই আমাকে মু'জিযা পাঠাতে নিষেধ করে। অর্থাৎ তোমরা যে তা সত্য মেনে নিয়ে ঈমান আনবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কেননা আগেকার লোকেরা মু'জিযাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের পরিণতি সুখকর হয়নি।

আর এখানে মু'জিযা দাবীর জবাবে বলা হয়েছে, আপনি বলে দিন যে, আমি কি আল্লাহর বাণীবাহক একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু? তোমরা আমার কাছে যেসব মু'জিযার দাবী করছো তা দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এসব মু'জিযা দেখানো একমাত্র আল্লাহর কুদরতের আয়ত্বাধীন। আর আমিতো তোমাদের কাছে আল্লাহ হওয়ার দাবী করছিনা, তাহলে কেন তোমরা আমার কাছে এসব অসম্ভব দাবী করছো। এর সাথে আমার রিসালাতের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার রিসালাতের সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য আমাকে একজন মানুষ হিসেবে আমার জীবন, নৈতিকতা ও আমার কাজকর্ম লক্ষ করে যাঁচাই করতে হবে। তাছাড়া আমার প্রতি নাযিলকৃত কুরআনই তো একটি শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

১০ রুকূ' (৮৫-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রূহ' তথা জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে শেষ নবী মুহাম্মাদ স.-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। এতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

২. মানুষকে যে জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছেন তা আল্লাহর অসীম জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

৩. মুহাম্মাদ স. নিজ ইচ্ছা বা যোগ্যতা বলে নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হননি, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দয়া করে তাঁকে নবীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন? সুতরাং কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় বা নিজ ক্ষমতা বলে নবী হতে পারে না। এটা একমাত্র আল্লাহর দান।

৪. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তার প্রমাণ হলো—আল্লাহর পক্ষ থেকে এ চ্যালেঞ্জ যে, দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিন পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে চেষ্টা করলেও কুরআন মাজীদের ক্ষুদ্রতম সূরার মতো একটি সূরাও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

৫. কুরআন নাযিলের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। কিয়ামত পর্যন্তও এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া সম্ভব হবে না।

৬. কুরআন মাজীদে মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই অত্যন্ত সহজভাবে উদাহরণ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মানবজাতি সহজভাবে তা থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে। অতএব যে কেউ ইচ্ছা করলেই কুরআন থেকে হিদায়াত বা দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারে।

৭. যারা চাইবে কুরআন মাজীদ থেকে পথের দিশা গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতকে সুখময় করে তুলতে পারবে, আর তা না হলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহান বরবাদ হয়ে যাবে।

৮. স্বয়ং কুরআন মাজীদ-ই একটি শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। সুতরাং তার সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো মু'জিযার প্রয়োজন নেই। এর জন্য অন্য মুজিযা দাবী করা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

৯. কোনো নবী-রাসূল আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া স্বেচ্ছায় কোনো মু'জিযা দেখাতে পারেন না। আল্লাহ চাইলেই কোনো নবী বা রাসূলের মাধ্যমে কোনো মুজিযা তথা অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ ঘটাতে পারেন।

১০. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট মু'জিযা দাবী করা কাফির-মুশরিকদের অজুহাত মাত্র। ঈমান আনার জন্য কোনো মু'জিযার প্রয়োজন ছিল না ; কেননা অসংখ্য মু'জিযা মানুষের আশে-পাশে ও নিজের অস্তিত্বে ছড়িয়ে আছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৭

٩٤ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰىٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوٓا

৯৪. আর যখন তাদের নিকট হিদায়াত এসে গেল তখন মানুষদেরকে ঈমান আনা থেকে এছাড়া কিছুই বিরত রাখেনি যে, তারা বলল—

أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُولًا ٩٥ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ

'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন ?'[১০৭] ৯৫. আপনি বলুন—'যদি দুনিয়াতে ফেরেশতাও থাকতো

يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا

তারা নিশ্চিন্তে চলাফেরাও করত। তাহলে অবশ্যই আমি তাদের প্রতি আসমান থেকে রাসূল হিসেবে ফেরেশতা নাযিল করতাম।[১০৮]

(৯৪) وَ-আর ; مَا مَنَعَ-কিছুই বিরত রাখেনি ; النَّاسَ-মানুষদেরকে ; أَنْ يُّؤْمِنُوٓا-ঈমান আনা থেকে ; إِذْ-যখন ; جَآءَ-এসে গেল ; هُمُ-তাদের নিকট ; الْهُدٰى-হিদায়াত ; إِلَّآ-এছাড়া ; أَنْ-যে ; قَالُوٓا-তারা বললো ; أَبَعَثَ-পাঠিয়েছেন কি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بَشَرًا-মানুষকে ; رَّسُولًا-রাসূল হিসেবে। (৯৫) قُلْ-আপনি বলুন ; لَّوْ-যদি ; كَانَ-থাকতো ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; مَلٰٓئِكَةٌ-ফেরেশতাও ; يَّمْشُونَ-তারা চলাফেরাও করতো ; مُطْمَئِنِّينَ-নিশ্চিন্তে ; لَنَزَّلْنَا-তাহলে অবশ্যই আমি নাযিল করতাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; مَلَكًا-ফেরেশতা ; رَّسُولًا-রাসূল হিসেবে।

১০৭. মানুষের মধ্যে সকল যুগে একদল মূর্খ লোক ছিল যারা কোনো মানুষকে নবী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা মনে করতো আমাদের মতো রক্ত মাংসে গড়া পরিবার পরিজন পরিচালনাকারী ও হাটে-বাজারে চলা-ফেরাকারী মানুষ নবী হতে পারে না। অপরদিকে নবী-রাসূলদের তিরোধানের পরে একদল জাহেল নবী-রাসূলদেরকে মানুষ বলে মেনে নিতে চাইলো না। তাদের মতে যিনি নবী তিনি মানুষ নন। এদের অতিভক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, তারা নবীকে খোদা বলতে শুরু করলো। আবার কেউ কেউ নবীকে খোদার পুত্র বলা আরম্ভ করলো। এসব যালিমদের কাছে নবুওয়াত ও মনুষত্বের একত্রে সমাবেশ হওয়াটা দুর্বোধ্য হয়েই থাকলো।

১০৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলে সেই ফেরেশতা নবীর দায়িত্ব ও কার্যক্রম

﴿٩٦﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

৯৬. আপনি বলে দিন—আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী—হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট ; নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাহদের সম্পর্কে অত্যন্ত খবরদার,

بَصِيرًا ﴿٩٧﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ

ভালদ্রষ্টা।[১০৯] ৯৭. আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন সে-ই হিদায়াত প্রাপ্ত ; আর যাদেরকে তিনি গুমরাহ করেন তাদের জন্য আপনি পাবেন না কখনো

أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا

কোনো অভিভাবক তিনি ছাড়া ;[১১০] আর কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখমণ্ডলে ভর দেয়া অবস্থায় অন্ধ

৯৬ قُلْ-আপনি বলে দিন ; كَفَىٰ-যথেষ্ট ; بِاللَّهِ-আল্লাহই ; شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে ; بَيْنِي-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; كَانَ بِعِبَادِهِ-(كان+ب+عباد+ه)-নিজ বান্দাহদের সম্পর্কে ; خَبِيرًا-অত্যন্ত খবরদার ; بَصِيرًا-ভাল দ্রষ্টা। ৯৭ وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يَهْدِ-হিদায়াত দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَهُوَ-(ف+هو)-সে-ই ; الْمُهْتَدِ-হিদায়াত প্রাপ্ত ; وَ-আর ; مَنْ-যাদেরকে ; يُضْلِلْ-তিনি গুমরাহ করেন ; فَلَنْ تَجِدَ-আপনি কখনো পাবেন না ; لَهُمْ-তাদের জন্য; أَوْلِيَاءَ-কোনো অভিভাবক ; مِنْ دُونِهِ-তিনি ছাড়া ; وَ-আর ; نَحْشُرُهُمْ-(نحشر+هم)-আমি তাদেরকে সমবেত করবো ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيَامَةِ-কিয়ামতের দিন ; عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ-(على+وجوه+هم)-তাদের মুখমণ্ডলে ভর দেয়া অবস্থায় ; عُمْيًا-অন্ধ করে ;

কিছুতেই পালন করতে সক্ষম হতো না। বড়জোর সে আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্দেশগুলো পৌঁছে দিতে পারতো ; কিন্তু নবীদের কাজতো শুধুমাত্র এতটুকুতে সীমিত ছিলনা ; তাঁদের কাজতো ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহর বিধানগুলো মানুষকে জানিয়ে দেয়ার সাথে সাথে সেসব বিধান নিজেদের জীবনেও বাস্তবায়ন করা এবং যারা তাঁদের দাওয়াত মেনে নেয় তাদেরকে সংগঠিত করে, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর বিধানের আলোকে একটি সমাজ গড়ে তোলাও তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এ কাজতো ফেরেশতাদের দ্বারা করানো সম্ভব ছিল না ; কেননা তখন প্রশ্ন তোলার সুযোগ সৃষ্টি হতো যে, এসব বিধান ফেরেশতাদের পক্ষে মানা সম্ভব হলেও মানুষদের পক্ষে তা অসম্ভব। অতএব এ কাজের জন্য মানুষ-নবীই একমাত্র যোগ্য হতে পারে।

১০৯. অর্থাৎ তোমাদের সার্বিক সংশোধন তথা পরিশুদ্ধির জন্য আমার চেষ্টা-সাধনা এবং তার জবাবে তোমাদের আমার বিরুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সব কিছু দেখছেন। চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ-ই করবেন। আর সেজন্য তাঁর জানা ও দেখাই যথেষ্ট।

وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ○

ও বোবা এবং বধির করে ;[১১১] তাদের ঠিকানা জাহান্নাম ; যখনই (আগুনের) তেজ কমে আসবে (তখনই) তাদের জন্য তা আমি উস্‌কে দিয়ে অধিক বাড়িয়ে দেবো।

⑱ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا

৯৮. এটাই তাদের বদলা, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল—আমরা যখন পরিণত হবো হাড়ে ও (হয়ে যাব) চূর্ণ-বিচূর্ণ

أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ⑲ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ

তখনও কি আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি হিসেবে আবার উঠানো হবে ? ৯৯. তারা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ্‌তো তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন

وَ-ও ; بُكْمًا-বোবা করে ; وَ-এবং ; صُمًّا-বধির করে ; مَأْوَاهُمْ-(ماوى+هم)-তাদের ঠিকানা ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; كُلَّمَا-যখনই ; خَبَتْ-তেজ কমে আসবে ; زِدْنَاهُمْ-(زدنا+هم)-তাদের জন্য আমি বাড়িয়ে দেবো ; سَعِيرًا-উস্‌কে দিয়ে। ⑱ ذَٰلِكَ-এটাই ; جَزَاؤُهُمْ-(جزاؤ+هم)-তাদের বদলা ; بِأَنَّهُمْ-(بان+هم)-কেননা তারা ; كَفَرُوا-অস্বীকার করেছিল ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايات+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-এবং ; قَالُوا-বলেছিল ; أَإِذَا كُنَّا-(ء+اذا+كنا)-আমরা কি যখন পরিণত হবো ; عِظَامًا-হাড়ে; وَ-ও ; رُفَاتًا-চূর্ণ-বিচূর্ণ ; أَإِنَّا-তখন আমাদেরকে ; لَمَبْعُوثُونَ-আবার উঠানো হবে ; خَلْقًا-সৃষ্টি হিসেবে ; جَدِيدًا-নতুন। ⑲ أَوَلَمْ يَرَوْا-তারা কি লক্ষ করে না যে ; أَنَّ اللَّهَ-আল্লাহতো ; الَّذِي-তিনিই যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ;

১১০. অর্থাৎ যাদের নিজেদের হঠকারিতা ও ভ্রান্ত নীতির কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে তাদেরকে গুমরাহীর দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তাদেরকে হিদায়াত দান করার সাধ্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। যে ব্যক্তি সত্য ও সততার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিথ্যার মায়াজালে জড়িয়ে থেকে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তাআলা তার এ মনোভাবের কারণে তার জন্য সেই সকল উপায়-উপকরণ লাভ করা সহজ করে দিয়েছেন যার ফলে সততা ও সত্যতার প্রতি তার মনে ঘৃণা এবং মিথ্যার প্রতি তার আসক্তি সৃষ্টি হয়েছে, এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করার সাধ্য কারো নেই। জোরপূর্বক কাউকে হিদায়াত করা আল্লাহর নীতি নয়।

১১১. অর্থাৎ তারা যেমন দুনিয়াতে সত্যকে দেখতো না, সত্য কথা শুনতো না এবং সত্য বলতো না, তেমনি অবস্থা ও বৈশিষ্ট সহকারে তাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

আসমান ও যমীন, তিনি তাদের মতো (সৃষ্টিকে পুনরায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তিনি তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন

اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝١٠٠ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ

একটি নির্দিষ্ট সময় যাতে কোনোই সন্দেহ নেই ; আসলে যালিমরা কুফরী ছাড়া সবই অস্বীকার করে। ১০০. (হে নবী!) আপনি বলে দিন—তোমরা যদি

تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ

আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হতে, তবে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা অবশ্যই তা ধরে রাখতে

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

মূলত মানুষ হলো বড়ই সংকীর্ণমনা।[১১২]

السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; قَادِرٌ-তিনি সক্ষম ; عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ-সৃষ্টি করতে ; مِثْلَهُمْ-(مثل+هم)-তাদের মতো ; وَ-এবং ; جَعَلَ-তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اَجَلًا-একটি নির্দিষ্ট সময় ; لَّا رَيْبَ-কোনোই সন্দেহ নেই ; فِيْهِ-যাতে ; فَاَبَى-আসলে অস্বীকার করে ; الظّٰلِمُوْنَ-যালিমরা ; اِلَّا -ছাড়া সবই ; كُفُوْرًا-কুফরী। ۝١٠٠ قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَوْ-যদি ; اَنْتُمْ-তোমরা ; تَمْلِكُوْنَ-মালিক হতে ; خَزَآئِنَ-ভাণ্ডারের ; رَحْمَةِ-রহমতের ; رَبِّيْٓ -আমার প্রতিপালকের ; اِذًا-তবে ; لَّاَمْسَكْتُمْ-তোমরা অবশ্যই ধরে রাখতে ; خَشْيَةَ-ভয়ে ; الْاِنْفَاقِ-খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ; وَ-মূলত; كَانَ الْاِنْسَانُ-মানুষ হলো ; قَتُوْرًا-বড়ই সংকীর্ণমনা।

১১২. মক্কার মুশরিকদের রাসূলের বিরোধিতার অন্যতম কারণ এটাও ছিল যে, তারা রাসূলকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নিলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে হয়, অথচ মুশরিকরা কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। যেসব লোক এতোই কৃপণ যে কোনো ব্যক্তির যথার্থ মর্যাদা দিতে তাদের মনে আঘাত লাগে, তাদেরকে আল্লাহ যদি তাঁর রহমতের ভাণ্ডারের মালিকও বানিয়ে দেন তাহলেও তারা কাউকে একটি কানাকড়ি দিতে রাজি হতো না।

১১ রুকূ' (৯৪-১০০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জাতির প্রতি দুনিয়ার সূচনা কাল থেকে যতোই নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছে তারা সবাই মানুষ ছিলেন।

২. মানুষের হিদায়াতের জন্য যে আদর্শ আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে তা বাস্তবায়ন করার জন্য মানুষ-ই যোগ্য। সুতরাং মানুষকেই নবী-রাসূল করে পাঠানো যুক্তিযুক্ত।

৩. মানুষের প্রকৃতি ও ফেরেশতাদের প্রকৃতি এক নয়; কেননা উভয়ের সৃষ্টিগত উপাদান এক নয়। আর তাই ফেরেশতাদেরকে নবী-রাসূল করে পাঠালে তারা কখনো মানুষদের প্রতি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সমর্থ হতো না।

৪. মানুষের মধ্যে যারা হিদায়াত পেতে আগ্রহী আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেন তাদেরকে কেউ গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট করতে পারে না।

৫. যারা হিদায়াত চায় না তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নীতি নয়।

৬. দুনিয়াতে যারা নবী-রাসূলদের দাওয়াতের প্রতি তথা তাঁদের আনীত জীবন ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে অর্থাৎ দেখেও না দেখার ভান করবে, শুনেও না শোনার ভান করবে এবং বুঝেও না বুঝার ভান করবে, কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ, বধির ও বোবা করে উঠাবেন।

৭. এসব লোকদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এদের শাস্তির মাত্রা কমবে না কখনো; জাহান্নামের আগুনের তেজ কমে আসলেই আল্লাহ তাআলা তা উস্কে দিয়ে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেবেন।

৮. এদের কঠোর শাস্তির কারণ হলো—এরা রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী ছিল। শুধু তাওহীদে বিশ্বাস দ্বারা আখিরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আখিরাতে মুক্তির জন্য তাওহীদে বিশ্বাসের সাথে সাথে রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করেই সে অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে।

৯. প্রথমবার যেহেতু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, অতএব দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও আল্লাহর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে। এটা বুঝার জন্য কোনো জ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজন নেই।

১০. দুনিয়াতে প্রত্যেকের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা আছে। সেই নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই প্রত্যেককে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। সময় শেষ হয়ে গেলে এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না।

১১. কাফির-মুশরিক ও তাদের অনুসরণকারীরা অহংকারী আর অহংকারীরা সংকীর্ণ মনের অধিকারী। তারা কখনো অন্যকে মর্যাদা দিতে জানে না। অন্যের মর্যাদা ও কৃতিত্বকে তারা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত থাকে। কারণ তারা শয়তানের অনুসারী, আর শয়তানতো চরম অহংকারী; যার ফলে সে আদম আ.-কে সিজদা করার ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১১

(১০১) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

১০১. আর আমি নিসন্দেহে মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দিয়েছিলাম,[১১৩] অতএব আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন—

اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○

যখন তিনি (মূসা) তাদের কাছে এসেছিলেন, তখন ফিরআউন তাঁকে বলেছিল—'হে মূসা! আমি অবশ্যই মনে করি তুমি নিশ্চিত যাদুগ্রস্ত।[১১৪]

(১০১) وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-আমি নিসন্দেহে দিয়েছিলাম ; مُوْسٰى-মূসাকে ; تِسْعَ-নয়টি ; اٰيٰت-মু'জিযা ; بَيِّنٰتٍ-প্রকাশ্য ; فَسْئَلْ-(ف+اسئل)-অতএব আপনি জিজ্ঞেস করুন ; بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে ; اِذْ-যখন ; جَآءَهُمْ-(جاء+هم)-তাদের কাছে এসেছিলেন ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন বলেছিল ; لَهٗ-তাকে ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; اِنِّىْ-আমি নিশ্চিত ; لَاَظُنُّكَ-(لاظن+ك)-আমি অবশ্য মনে করি ; يٰمُوْسٰى-হে মূসা ; مَسْحُوْرًا-যাদুগ্রস্ত।

১১৩. এখানে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট মক্কার কাফিরদের মু'জিযা দাবীর জবাবে বলা হয়েছে যে, তোমাদের পূর্বে ফিরআউন ও তার অনুসারীদেরকে এক-দুটি নয়, পরপর নয়টি মু'জিযা দেখানো হয়েছে, তখন তারা যা বলেছিল তা-ও তোমাদের জানা আছে এবং সেসব মু'জিযা অমান্যকারীদের পরিণতিও তোমাদের অজানা নয়।

মূসা আ.-কে যে নয়টি মু'জিযা দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল—এক ঃ 'আসা' বা লাঠি যা প্রয়োজনে অজগরে পরিণত হয়ে যেতো। দুই ঃ উজ্জ্বল হাত যা বগল থেকে বের করলে সাথে সাথে সূর্যের মতো আলো-ঝলমল হয়ে যেতো। তিন ঃ যাদুকরদের যাদুকে পরাজিত করে দেয়া। চার ঃ মূসা আ.-এর ঘোষণা অনুসারে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া। পাঁচ ঃ তুফান ও ঝড়ো হাওয়া। ছয় ঃ ফসল ধ্বংসকারী ফড়িং বা পঙ্গপাল। সাত ঃ উকুন। আট ঃ ব্যাঙের উপদ্রব। নয় ঃ রক্তের বিপদ নাযিল হওয়া।

১১৪. ফিরআউন যেমন মূসা আ.-কে 'যাদুগ্রস্ত' বলে অভিহিত করেছিল ঠিক একইভাবে মক্কার কাফিররাও রাসূলুল্লাহ স.-কে 'যাদুগ্রস্ত' বলে অভিযুক্ত করেছে। সত্য দীন-এর তাবলীগ ও দাওয়াত যারা দেন তাদের প্রতি যেসব অভিযোগ বিরোধীদের পক্ষ থেকে করা হয় তন্মধ্যে এটা অন্যতম। অনাগত ভবিষ্যতেও যারা নবী-রাসূলদের পদাংক অনুসরণ করবে, তাদের প্রতিও এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা হবে।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তিনি বললেন—"তুমিতো নিসন্দেহে জান যে, এসব (মু'জিযা) কেউ নাযিল করেন নি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক ছাড়া—প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ;[১১৫]

وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

আর হে ফিরআউন। আমিতো অবশ্য তোমাকে নিশ্চিত হতভাগা মনে করি।[১১৬] ১০৩. অতপর সে (ফিরআউন) তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) দেশ থেকে নির্মূল করার সংকল্প করলো,

فَأَغْرَقْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

তখন আমি তাকে ও যারা তার সাথে ছিল সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। ১০৪. তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম—

ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

"তোমরা যমীনে বাস করতে থাকো,[১১৭] অতপর যখন আখিরাতের ওয়াদা (পূরণের সময়) আসবে, তোমাদের সবাইকে একত্র করে হাজির করবো।

(১০২) قَالَ-তিনি বললেন ; لَقَدْ عَلِمْتَ-তুমিতো নিসন্দেহে জান যে ; مَآ أَنْزَلَ-কেউ নাযিল করেননি ; هٰٓؤُلَآءِ-এসব (মু'জিযা) ; اِلَّا-ছাড়া ; رَبُّ-প্রতিপালক ; السَّمٰوٰت-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْض-যমীনের ; بَصَآئِرَ-প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ; وَ-আর ; اِنِّىْ-আমিতো নিশ্চিত ; لَاَظُنُّكَ-(لاظن+ك)-আমি অবশ্য তোমাকে মনে করি ; يٰفِرْعَوْنُ-হে ফিরআউন ; مَثْبُوْرًا-হতভাগা। (১০৩) فَاَرَادَ-অতপর সে সংকল্প করলো ; اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ-তাদেরকে নির্মূল করার ; مِنَ-থেকে ; الْاَرْض-দেশ ; فَاَغْرَقْنٰهُ-(ف+اغرقنا+ه)-তখন আমি তাকে ডুবিয়ে দিলাম ; وَ-ও ; مَنْ-যারা ; مَّعَهٗ-(مع+ه)-তার সাথে ছিল ; جَمِيْعًا-সবাইকে। (১০৪) وَ-আর ; قُلْنَا-আমি বললাম ; مِنْۢ بَعْدِهٖ-তারপর ; لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে ; اسْكُنُوْا-তোমরা বাস করতে থাকো ; الْاَرْض-যমীনে ; فَاِذَا-অতপর যখন ; جَآءَ-আসবে ; وَعْدُ-ওয়াদা (পূরনের সময়) ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের ; جِئْنَا-হাজির করবো ; بِكُمْ-তোমাদের সবাইকে ; لَفِيْفًا-একত্র করে।

১১৫. অর্থাৎ কোনো জনপদের উপর দুর্ভিক্ষের বিপদ নেমে আসা, দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাঙ ছড়িয়ে পড়া, দেশের ফসলের সব গুদামে ঘুন পোকা লেগে যাওয়া, কোনো যাদুকরের যাদুর প্রভাবে হতে পারে না, হতে পারে না মানুষের শক্তির প্রভাবে। অতএব মানুষ মাত্রই এটা বুঝতে সক্ষম যে, এসব মু'জিযা বা নিদর্শন আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাযিল করেন নি। তাছাড়া মূসা আ. তো সকল বিপদ

(১০৫) وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۘ

১০৫. আর আমি এটাকে (কুরআনকে) সত্যসহ নাযিল করেছি এবং সত্যসহই নাযিল হয়েছে ; আর আমিতো আপনাকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে ছাড়া (অন্য দায়িত্ব দিয়ে) পাঠাইনি।[১১৮]

(১০৬) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

১০৬. আর আমি কুরআনকে আলাদা-আলাদা করে দিয়েছি, যাতে আপনি তা থেমে থেমে মানুষকে পড়ে শোনাতে পারেন এবং আমি এটাকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।[১১৯]

(১০৫) وَ-আর ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-আমি এটাকে নাযিল করেছি ; وَ-এবং ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহই ; نَزَلَ-তা নাযিল হয়েছে ; وَ-আর ; مَآ اَرْسَلْنٰكَ-(ما+ارسلنا+ك)-আমিতো আপনাকে পাঠাইনি ; اِلَّا-ছাড়া ; مُبَشِّرًا-সুসংবাদ দাতা হিসেবে ; وَّ-ও ; نَذِيْرًا-সতর্ককারী হিসেবে। (১০৬) وَ-আর ; قُرْاٰنًا-কুরআনকে ; فَرَقْنٰهُ-(فرقنا+ه)-তাকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি ; لِتَقْرَاَهٗ-যাতে আপনি তা পড়ে শোনাতে পারেন ; عَلَى النَّاسِ-মানুষকে ; عَلٰى مُكْثٍ-থেমে থেমে ; وَّ-এবং ; نَزَّلْنٰهُ-(نزلنا+ه)-আমি এটাকে নাযিল করেছি ; تَنْزِيْلًا-পর্যায়ক্রমে।

আসার আগেই ফিরআউনকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং দেখা গেছে মূসা আ. যা বলেছেন সেমতেই উল্লিখিত মহাবিপদ নেমে এসেছে।

১১৬. অর্থাৎ আমিতো যাদুগ্রস্ত নই ; বরং তুমিই হতভাগ্য। কারণ, এসব মু'জিযা দেখার পরও সত্য দীনের বিরোধীতায় তুমি যে হটকারিতা দেখিয়ে যাচ্ছো, তা তোমার দুর্ভাগ্যেরই প্রমাণ দেয়।

১১৭. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করে মক্কার কাফিরদের বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যেমন রাসূল ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার চিন্তায় মশগুল হয়ে আছো তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ফিরআউন মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে চেয়েছিল ; কিন্তু বাস্তবতা ছিল তার বিপরীত ফিরআউন ও তার দলবল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর মূসা আ. ও তাঁর সাথী বনী ইসরাঈল সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিন তোমরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর মুহাম্মদ স. ও তাঁর সাথীরাই আরবে টিকে থাকবে।

১১৮. অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হলো—লোকদের সামনে সত্য দীন পেশ করবেন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, যারা এ দীন মেনে চলবে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে, আর যারা এটা মানবে না তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হবে। যারা কুরআনের শিক্ষা-আদর্শকে যাঁচাই-বাছাই করে হক ও বাতিলকে জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজী নয় তাদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে কোনো না কোনো প্রকারে ঈমানদার বানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আপনার নয়।

(১০৭) قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ

১০৭. (হে নবী) আপনি বলে দিন—'তোমরা এর প্রতি ঈমান আনো বা ঈমান না আনো—এর আগে যাদেরকে (কিতাবের) জ্ঞান দেয়া হয়েছে[১২০]

اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا (১০৭) وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ

তাদেরকে যখন এটা (কুরআন) পড়ে শোনানো হয় তখন তারা নতমুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। ১০৮. আর বলে—পবিত্র

رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (১০৮) وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ

আমাদের প্রতিপালক—আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদাতো অবশ্যই কার্যকরী হয়।[১২১] ১০৯. আর তারা লুটিয়ে পড়ে নতমুখে

(১০৭) قُلْ-আপনি বলে দিন ; اٰمِنُوْا-তোমরা ঈমান আনো ; بِهٖٓ-এর প্রতি ; اَوْ-অথবা ; لَا تُؤْمِنُوْا-ঈমান না-ই আনো ; اِنَّ-অবশ্য ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; اُوْتُوا-দেয়া হয়েছে ; الْعِلْمَ-জ্ঞান (কিতাবের) ; مِنْ قَبْلِهٖٓ-(من+قبل+ه)-এর আগে ; اِذَا-যখন ; يُتْلٰى-পড়ে শোনানো হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; يَخِرُّوْنَ-তারা লুটিয়ে পড়ে ; لِلْاَذْقَانِ-নতমুখে ; سُجَّدًا-সিজদায়। (১০৮) وَ-আর ; يَقُوْلُوْنَ-বলে ; سُبْحٰنَ-পবিত্র ; رَبِّنَآ-আমাদের প্রতিপালক ; اِنْ كَانَ وَعْدُ-ওয়াদাতো ; رَبِّنَا-আমাদের প্রতিপালকের ; لَمَفْعُوْلًا-অবশ্যই কার্যকরী। (১০৯) وَ-আর ; يَخِرُّوْنَ-তারা লুটিয়ে পড়ে ; لِلْاَذْقَانِ-নতমুখে ;

১১৯. সমগ্র কুরআন মাজীদ লাইলাতুল কদরে একই সাথে নাযিল হয়েছে। অতপর রাসূলুল্লাহর নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছরে যখন যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে তখন ততটুকুই রাসূলুল্লাহর নিকট পৌঁছানো হয়েছে। আর এটাই ছিল মানুষের জন্য কল্যাণকর পন্থা। এ ব্যাপারেই কাফিরদের সংশয় ছিল যে, আল্লাহ যদি পয়গাম পাঠাতেন, তাহলে সমস্ত পয়গাম একসাথে পাঠালেন না কেন ? থেমে থেমে পাঠানোর কোনো প্রয়োজনতো আল্লাহর নেই। কেননা তাঁরতো চিন্তা-ভাবনা করে বলার কোনো দরকারই নেই। এর জবাব সূরা নহলের ১৪শ রুকূ'র প্রাথমিক আয়াতগুলোর ব্যাখায় উল্লিখিত হয়েছে।

১২০. অর্থাৎ যেসব আহলে কিতাব আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সুপরিচিত এবং তার ভাষার বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান রয়েছে।

১২১. অর্থাৎ অতীতকালের নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত সহীফা ও কিতাবাদিতে যে নবী ও রাসূলের আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে কুরআন শুনেই তারা বুঝতে পারে যে, সেই নবী ও রাসূল এসে গেছেন।

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝١٠٩ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ

কাঁদতে কাঁদতে এবং (কুরআন তিলাওয়াত) তাদের বিনয়কে বাড়িয়ে দেয়।[১২২] ১১০. আপনি বলে দিন—তোমরা 'আল্লাহ' বলেই ডাকো বা আর-রহমান বলেই ডাকো,

أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

যে নামেই তোমরা ডাকো, তাঁরতো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ;[১২৩] আর উচ্চ আওয়াজে পড়বেন না আপনার নিজের নামায (কিরায়াত) এবং

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝١١٠ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

খুব নিচু আওয়াজেও তা পড়বেন না বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করুন।[১২৪] ১১১. আর বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি

يَبْكُونَ-কাঁদতে কাঁদতে ; وَ-এবং ; يَزِيدُهُمْ-বাড়িয়ে দেয় তাদের (কুরআন তিলাওয়াত) ; خُشُوعًا-বিনয়কে।۝ قُلِ-আপনি বলে দিন ; ادْعُوا-তোমরা ডাকো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; أَوِ-অথবা ; ادْعُوا-ডাকো ; الرَّحْمَٰنَ-রহমানকে ; أَيًّا مَّا تَدْعُوا-যে নামেই ডাকো ; فَلَهُ-তাঁরতো রয়েছে ; الْأَسْمَاءُ-নামসমূহ ; الْحُسْنَىٰ-সুন্দর সুন্দর নাম ; وَ-আর ; لَا تَجْهَرْ-উচ্চ আওয়াজে পড়বেন না ; بِصَلَاتِكَ-আপনার নিজের নামায ; وَ-এবং ; لَا تُخَافِتْ-খুব নিচু আওয়াজেও পড়বেন না ; بِهَا-তা ; وَ-বরং ; ابْتَغِ-অবলম্বন করুন ; بَيْنَ ذَٰلِكَ-এতদুভয়ের মাঝামাঝি ; سَبِيلًا-পন্থা।۝ وَ-আর ; قُلِ-আপনি বলুন ; الْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ; الَّذِي-যিনি ;

১২২. কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই আহলে কিতাবের নেক চরিত্রের লোকদের এরূপ আচরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১২৩. মুশরিকরা সৃষ্টিকর্তার 'আল্লাহ' নামের সাথেই পরিচিত ছিল। 'রাহমান' গুণবাচক নামের সাথে তারা অপরিচিত ছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিল। তাদের আপত্তির জবাবেই আল্লাহ তাআলা একথাটি বলেছেন।

১২৪. নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ না করা এবং একেবারে নিঃশব্দে মনে মনে পাঠ না করার এ নির্দেশ তখনকার অবস্থায় ছিল যখন মক্কায় রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে নামাযের কিরায়াত পড়তেন এবং কাফিররা হট্টগোল করতে শুরু করতো। অনেক সময় তারা রাসূলুল্লাহ স. ও মুসলমানদেরকে গালাগাল করতে থাকতো। এমতাবস্থায় এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযে এতটা উচ্চ কণ্ঠে কিরায়াত পড়ো না যাতে কাফিররা শুনতে পায়, আবার না এতটা নিঃশব্দে পাঠ করবে যে, সাথের

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর রাজত্বে কোনোই অংশীদার নেই, আর তাঁর প্রয়োজন নেই কোনো

وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

অভিভাবকের যে তিনি দুর্বল,[১২৫] অতএব তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করুন— পূর্ণমাত্রার বড়ত্ব।

لَمْ يَتَّخِذْ-গ্রহণ করেননি ; وَلَدًا-সন্তান ; وَ-এবং ; لَمْ يَكُنْ-নেই ; لَهٗ-তাঁর ; شَرِيْكٌ-কোনোই শরীক ; فِي الْمُلْكِ-রাজত্বে ; وَ-এবং ; لَمْ يَكُنْ-প্রয়োজন নেই ; لَهٗ-তাঁর ; وَلِيٌّ-কোনো অভিভাবকের ; مِنَ الذُّلِّ-দুর্বলতায় ; وَ-অতএব ; كَبِّرْهُ-তার বড়ত্ব ঘোষণা করুন ; تَكْبِيْرًا-পূর্ণমাত্রার বড়ত্ব।

লোকেরাও শুনতে পায় না। অতপর মদীনায় হিজরতের পর যখন অবস্থার পরিবর্তন হলো, তখন আগের নির্দেশটির কার্যকারিতা থাকলো না। তবে পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে তৎকালীন মক্কার অবস্থার মতো অবস্থার মুখোমুখী হতে হয়, তখন এ নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য হবে।

১২৫. মুশরিকদের ধারণা যে, আল্লাহ তাআলা নিজ রাজত্বের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব বিভিন্ন দেবদেবী ও বুযর্গ লোকদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন। 'নাউযু বিল্লাহ' আল্লাহ সম্ভবত নিজ রাজত্বের দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তাই এ জন্য সাহায্যকারী হিসেবে এসব দেবদেবী ও বুযর্গ লোকদের খুঁজে নিয়েছেন। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ কোনোমতেই নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম নন যে, তার জন্য সাহায্যকারী বা অভিভাবক প্রয়োজন হতে পারে।

১২ রুকূ' (১০১-১১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যারা মু'জিযা তথা অলৌকিক ঘটনা দেখাকে ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে দিয়ে থাকে তারা কোনো সদুদ্দেশ্যে এ শর্ত দেয় না। কেননা আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের নিদর্শন মানুষের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এমনকি মানুষের নিজের শরীরেও বিরাজ করছে কুদরতের অস্তিত্ব।

২. মূসা আ.-এর কাছে ফিরআউনের নিদর্শন চাওয়া ঈমান আনার জন্য ছিল না ; বরং তা ছিল ঈমান না আনার জন্য একটা বাহানা মাত্র।

৩. আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে তারাই মূলত হতভাগা।

৪. আল্লাহর অনুগত মু'মিন বান্দাদেরকে যারা নির্মূল করার চেষ্টা করবে তারাই অবশেষে নির্মূল হয়ে যাবে। এটাই আল্লাহর চিরন্তন নীতি। তবে এ জন্য মু'মিনদেরকে সঠিক অর্থে মু'মিন হতে হবে।

৫. আল্লাহর সাক্ষ অনুযায়ী আখিরাতে আগে-পরের সকল মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

৬. আল্লাহর সাক্ষ মতে কুরআন মাজীদ সত্যসহ নাযিল হয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধির দাবী অনুসারে এ কিতাবই কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

৭. কুরআন মাজীদের বিধান ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনো বিধান বর্তমানেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আর কিয়ামত পর্যন্ত অন্য নবী বা অন্য কোনো কিতাব দুনিয়াতে আসবে না।

৮. আল্লাহর বিধান মেনে চললে মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলো আল্লাহ-ই মিটিয়ে দেন। যেমন, বনী ইসরাঈলের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিয়েছেন।

৯. মানুষকে জোরপূর্বক ঈমানদার বানানো আল্লাহর নীতি নয়। আর সেজন্যই তিনি তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দেননি ; বরং হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে। ঈমান গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন ; আর সেজন্যই তিনি তাঁর নবীকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

১০. 'লাওহে মাহফুয' থেকে কুরআন মাজীদ একই সাথে নাযিল হলেও নবী স.-এর নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছর ধরে প্রয়োজন অনুসারে তা তাঁর নবীর নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

১১. যুগে যুগে আল্লাহর কিতাব অমান্যকারীর সংখ্যা অধিক হলেও আল্লাহর কিতাব মান্যকারীর সংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। আর ভবিষ্যতেও আল্লাহর কিতাব মান্যকারীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য থাকবে না।

১২. আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে। এতে সন্দেহকারীর পরিণাম অবশ্যই ভয়াবহ হবে।

১৩. 'আল্লাহ' শব্দটি আল্লাহ তাআলার মূল নাম। এ ছাড়া তাঁর অনেক গুণবাচক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে যা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে।

১৪. আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তাঁর কোনো সঙ্গী-সাথী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক-এর প্রয়োজন নেই ; কেননা কোনো কাজেই তিনি অক্ষম নন।

১৫. আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু বা কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং তিনি কাউকে জন্ম দানও করেননি। সুতরাং তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততিরও প্রয়োজন নেই। তিনি এক ও লা-শরীক।

১৬. আমাদেরকে সদা-সর্বদা সকল অবস্থায় তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের ঘোষণা দিতে হবে।

❒

সূরা আল-কাহাফ
আয়াত ঃ ১১০
রুকূ' ঃ ১২

নামকরণ

সূরার ১০ম আয়াতের اذ اوى الفتية الى الكهف থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নামকরণের কারণ হলো—এটা সেই সূরা যাতে 'কাহাফ' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আল-কাহাফ মাক্কী জীবনের তৃতীয় পর্যায় তথা নবুওয়াতের ৫ম থেকে ১০ম বর্ষ পর্যন্ত সময়-কালের মধ্যে নাযিল হয়েছে। মাক্কী জীবনকে ৪টি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করলে এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়টা তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে মক্কার কুরাইশ কাফিররা ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা, প্রশ্ন আপত্তি, দোষারোপ, ভয় দেখানো, লোভ দেখানো ও বিরূপ প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমেই বিরোধীতা করে আসছিল। কিন্তু এ তৃতীয় পর্যায়ে এসে তারা মুসলমানদের উপর পূর্ণ শক্তিতে মার-পিট, যুলম-নির্যাতন ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি অমানবিক কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। ফলে বিরাট সংখ্যক মুসলমান দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরাট অংশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে। আর অবশিষ্ট মুসলমানকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স.-এর পরিবার পরিজনকেও 'আবুতালেব গিরিগুহা'য় অন্তরীণ অবস্থায় কাল কাটাতে হয়েছে। এসময় মুসলমানদের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

আর নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের এ কঠিন সময়েই রাসূলুল্লাহ স.-এর দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক—আবু তালিব ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. ইন্তিকাল করেন। যার ফলে মুসলমানদের জন্য মক্কায় বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ স.সহ মুসলমানরা মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। নবী জীবনের এ কঠিন সময় যখন কাফিরদের যুল্ম নির্যাতন তীব্র হয়ে উঠেছে কিন্তু তখনও আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হয়নি, তখন নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আসহাবে কাহাফের ঘটনা শুনিয়ে—আসহাবে কাহাফ ঈমান বাঁচানোর জন্য কি সব উপায় অবলম্বন করেছেন তা জানিয়ে তাদের সাহস-হিম্মত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াতের সত্যতা যাঁচাই করার উদ্দেশ্যে আহলি কিতাবদের শেখানো তিনটি প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট করেছিল। প্রশ্ন তিনটি ছিল ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। মক্কার লোকদের নিকট

তা প্রচলিত ছিল না। এ প্রশ্ন তিনটি করার উদ্দেশ্য ছিল—রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কোনো গায়েবী সূত্রের সংযোগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। প্রশ্ন তিনটি ছিল (১) আসহাবে কাহাফ কারা ? (২) খিযির আ. ও মূসা আ.-এর ঘটনার তাৎপর্য কি ? (৩) যুলকারনাইনের ঘটনা কি ? আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের জবানীতে এ তিনটি প্রশ্নের জবাব দানের সাথে সাথে তৎকালীন মক্কার কাফের-মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার সাথে এর সামঞ্জস্য দেখিয়ে দিয়েছেন। আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বক্তব্য হলো—

আসহাবে কাহাফ তাওহীদে বিশ্বাসী বর্তমান মুসলমানদের মতোই একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। আর তাদের জাতির লোকেরাও মক্কার বর্তমান কাফির মুশরিকদের মতো পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। তাওহীদে বিশ্বাসী এ ক্ষুদ্র দলটি তাদের জাতির প্রবল প্রতাপ ও শক্তির নিকট মাথা নতো করেনি। তারা তাদের ঈমান রক্ষার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে দেশ থেকে বের হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমানদেরও নীতি হবে আসহাবে কাহাফ-এর মতো। কোনো অবস্থাতেই বাতিল শক্তির সামনে মাথা নতো করা যাবে না। প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করতে হবে। এ কাহিনী পরকাল বিশ্বাসের সত্যতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। তারা যেমন আল্লাহর হুকুমে এক দীর্ঘকাল মৃত্যুর মহা নিদ্রায় নিমজ্জিত থেকে পুনর্জীবন লাভ করেছে তেমনি আল্লাহর কুদরতে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ কোনোরূপ অসম্ভব কিছু নয়। অথচ মক্কার কাফির মুশরিকরা এই পরকালকে অস্বীকার করছে।

সূরার শুরুতে আসহাবে কাহাফের কাহিনীর সূত্র ধরে ক্ষুদ্র নওমুসলিম জামায়াতের লোকদের প্রতি মক্কার কুরাইশ নেতাদের যুল্‌ম-নির্যাতন সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ স.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মক্কার এ যালেমদের সাথে কোনো প্রকার সমঝোতা করা যাবে না এবং নিজেদের এ গরীব সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে মুশরিক বড়লোকদের গুরুত্বও আদৌ স্বীকার করা যাবে না। অপরদিকে মুশরিকদেরকেও নসীহত করা হয়েছে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম-আয়েশে মেতে না উঠে পরকালের চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যই তোমাদের কাজ করা উচিত।

এ আলোচনার প্রসংগে খিযির ও মূসা আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের চোখের আড়ালে আল্লাহ তাআলার এ বিশাল জগতের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা চলছে অথচ তোমরা মনে করছো যে, এটা বুঝি মন্দ হয়ে গেল বা এটা এভাবে না হয়ে অন্যভাবে হলে বুঝি ভাল হতো ; কিন্তু তোমাদের চোখের পর্দা সরে গেলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, তোমরা যাতে খারাবী দেখতে পাও তাতেই রয়েছে কোনো না কোনো কল্যাণ।

অতপর যুলকারনাইনের কাহিনী উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভ করেই তোমরা এটাকে স্থায়ী ও অক্ষয় মনে করে নিয়েছো অথচ যুলকারনাইন এত বড় শাসক ও দিগ্বিজয়ী হয়েও নিজের অবস্থাকে কখনো ভুলে যাননি এবং নিজের মা'বুদের সামনে মাথা নতো করে দিয়েছেন। তিনি দুনিয়ার সর্বাধিক সুরক্ষিত প্রাচীর

তৈরী করেও মনে করতেন যে, আসল ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। আল্লাহর ইচ্ছা যতদিন থাকবে ততদিন এ প্রাচীর শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। আর যখন তাঁর ইচ্ছা অন্যরূপ হবে তখন এতে ফাটল ও ছিদ্র ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না।

এভাবে কাফিরদের প্রশ্নগুলোকে তাদের প্রতি উল্টে দিয়ে উপসংহারে সূরার প্রাথমিক কথাগুলো শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখিরাত নিসন্দেহে সত্য। তোমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত। এতে বিশ্বাস করে এর আলোকে তোমাদের জীবন গড়ে নিলে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত কল্যাণময় হবে, নচেৎ তোমাদের এ জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

❒

রুকূ'-১২ **১৮. সূরা আল কাহ্ফ-মাক্কী** আয়াত-১১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○

১. সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাহর জন্য আল-কিতাব নাযিল করেছেন এবং তার জন্য বক্রতা রাখেননি।[১]

② قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ

২. (এ কিতাব) সুপ্রতিষ্ঠিত যাতে করে তা তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দেয় এবং সুখবর দেয় মু'মিনদেরকে যারা

يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ③ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ○

নেক কাজ করে—অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম বদলা রয়েছে।

৩. তাতে তারা চিরদিন অবস্থানকারী।

④ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ⑤ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا

৪. আর তাদেরকেও সতর্ক করে দেয়, যারা বলে—আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।[২]

৫. এতে তাদের তো কোনো জ্ঞান-ই নেই, আর না ছিল

① اَلْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-সেই আল্লাহর ; الَّذِىْٓ-যিনি ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; عَلٰى-জন্য ; عَبْدِهٖ-(عبد+ه)-তাঁর বান্দাহর ; الْكِتٰبَ-আল-কিতাব ; وَ-এবং ; لَمْ يَجْعَلْ-রাখেননি ; لَهٗ-তার জন্য ; عِوَجًا-কোনো বক্রতা। ② قَيِّمًا-(এ কিতাব) সুপ্রতিষ্ঠিত ; لِيُنْذِرَ-যাতে সাবধান করে দেয় ; بَاْسًا-আযাব সম্পর্কে ; شَدِيْدًا-কঠিন ; مِنْ-থেকে ; لَدُنْهُ-(لدن+ه)-তাঁর পক্ষ ; وَ-এবং ; يُبَشِّرَ-সুখবর দেয় ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদেরকে ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَعْمَلُوْنَ-করে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; اَنَّ-অবশ্যই ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে; اَجْرًا-বদলা ; حَسَنًا-উত্তম। ③ مَاكِثِيْنَ-তারা অবস্থানকারী ; فِيْهِ-তাতে ; اَبَدًا-চিরদিন। ④ وَ-আর ; يُنْذِرَ-সতর্ক করে দেয় ; الَّذِيْنَ -তাদেরকেও যারা ; قَالُوا-বলে ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَلَدًا-সন্তান। ⑤ مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদেরতো ; مِنْ-কোনো ; عِلْمٍ-জ্ঞান-ই ; وَ-আর ; لَا-না ছিল ;

১. অর্থাৎ এমন কোনো কথা নেই যা বুঝতে পারা এবং সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব হতে পারে ; বরং এতে রয়েছে সত্য-সরল পথের দিক-নির্দেশনা। আর

لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ○

তাদের বাপ-দাদাদের[৩] তা-তো জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে বের হয় ; তারা (এতে) মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না।

⑥ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ○

৬. আপনিতো সম্ভবত তাদের পেছনে আক্ষেপ করতে করতে আপনার নিজের জীবন শেষকারী হয়ে যাবেন,[৪] তারা এ কথায় ঈমান না আনে।

لِاٰبَآئِهِمْ-(ل+ابا ء+هم)-তাদের বাপ-দাদাদের ; كَبُرَتْ-তা-তো জঘন্য ; كَلِمَةً-কথা ; تَخْرُجُ-যা বের হয় ; مِنْ-থেকে ; اَفْوَاهِهِمْ-(افواه+هم)-তাদের মুখ ; اِنْ يَّقُوْلُوْنَ-তারাতো বলে না ; اِلَّا-ছাড়া ; كَذِبًا-মিথ্যা।⑥ فَلَعَلَّكَ-(ف+لعل+ك)-আপনিতো সম্ভবত ; بَاخِعٌ-শেষকারী হয়ে যাবেন ; نَّفْسَكَ-(نفس+ك)-আপনার জীবন ; عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ-(على+اثار+هم)-তাদের পেছনে ; اِنْ-যদি ; لَّمْ يُؤْمِنُوْا-তারা ঈমান না আনে ; بِهٰذَا-(ب+هذا)-এ ; الْحَدِيْثِ-(ال+حديث)-কথায় ; اَسَفًا-আক্ষেপ করতে করতে।

এমন কোনো অযৌক্তিক কথাও নেই যা কোনো সত্য প্রিয় সত্যপথের সন্ধানী লোকের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

২. অর্থাৎ সেসব লোককে সতর্ক করে যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করে। ইয়াহুদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকদের বিশ্বাস এমনই ছিল।

৩. অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তান রয়েছে' বলে যারা বলে বেড়ায়—তারা এটা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে বা জেনে-শুনে বলে না ; বরং অন্ধ ভক্তির বাড়াবাড়ির ফলেই তারা এসব কথা বলে বেড়ায়। আর তাদের বাপদাদারাও যদি এমন কথা বলে থাকে তারাও অজ্ঞতার ফলেই বলে থাকবে। এটা যে কত বড় মূর্খতা এবং সকল জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক সম্পর্কে কত বড় বে-আদবীমূলক কথা তা বুঝার জ্ঞানও তাদের নেই।

৪. দীনের দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ স. কেমন ব্যতিব্যস্ত থাকতেন এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণ না করায় মানুষের জন্য কেমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতেন—এ আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. স্বয়ং ও তাঁর সংগী-সাথীদের উপর যে যুলম-নির্যাতন চলছিল, তার জন্য তিনি দুঃখিত ও ব্যথিত ছিলেন না ; বরং তিনি দুঃখিত ছিলেন এজন্য যে, মানুষকে গুমরাহী ও নৈতিক অধপতনের চরম লাঞ্ছনা থেকে তিনি মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা তা থেকে মুক্তি চাচ্ছে না। তিনি তো নিশ্চিত ছিলেন যে, এ অধপতনের পরিণাম অনিবার্য ধ্বংস ও আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া অন্যকিছু নয় ; তাই তিনি মানুষকে এ থেকে রক্ষা করার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন; কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ স.-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ করেই এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব লোক ঈমান না আনলে কি আপনি আপনার জীবন শেষ করে দেবেন ? আপনার

⑦ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ○

৭. আমি অবশ্যই যমীনে যা আছে তাকে তার (যমীনের) জন্য সাজ-সজ্জার উপকরণ করে দিয়েছি যেন আমি তাদেরকে (মানুষকে) পরীক্ষা করতে পারি—কে তাদের মধ্যে কাজে বেশী ভালো।

⑧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ⑤ ⑨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ

৮. আর আমি অবশ্যই এর (যমীনের) উপর যা কিছু আছে সবকিছুকে এক গাছপালাহীন মাঠ সমতল যমীন বানিয়ে দেব।[৫] ৯. হে নবী ! আপনি কি মনে করেন যে, গুহার অধিবাসীরা[৬]

⑦ اِنَّا-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছি ; مَا-যা আছে ; عَلَى الْأَرْضِ-(على+ال+ارض)-যমীনে ; زِيْنَةً-সাজ-সজ্জার উপকরণ ; لَّهَا-তার জন্য ; لِنَبْلُوَهُمْ-(لنبلو+هم)-যেন আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি ; اَيُّهُمْ-(اى+هم)-তাদের মধ্যে কে ; اَحْسَنُ-বেশী ভালো ; عَمَلًا-কাজে। ⑧ وَ-আর ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; لَجٰعِلُوْنَ-বানিয়ে দেবো ; مَا-যা কিছু আছে সবকিছুকে ; عَلَيْهَا-এর (যমীনের) উপর ; صَعِيْدًا-মাঠ (সমতল যমীন) ; جُرُزًا-গাছপালাহীন। ⑨ اَمْ-(হে নবী !) আপনি কি মনে করেন যে, حَسِبْتَ ; اَنَّ-নিশ্চিত ; اَصْحٰبَ-অধিবাসীরা ; الْكَهْفِ-(ال+كهف)-গুহার ;

কাজতো শুধু সুসংবাদ দেয়া ও সাবধান করে দেয়া। লোকদেরকে কার্যত মুসলমান বানিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব নয়। আপনি শুধু প্রচারকের দায়িত্বই পালন করুন। যে আপনার কথা মেনে নেবে, তাকে সুসংবাদ দেবেন এবং যে মানবে না, তাকে সতর্ক করে দেবেন।

৫. এখানে কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, এ যমীনের যেসব সাজ-সজ্জা ও দ্রব্য সম্ভার দেখে তোমরা মুগ্ধ হয়ে এটাকেই চিরস্থায়ী মনে করে বসে আছে—আসলে এটা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য। তোমরা বুঝতেই চাচ্ছনা এটা যে ক্ষণস্থায়ী। যারা তোমাদেরকে এটা বুঝাতে চাচ্ছে তাদের কথা তোমরা শুনতেই রাজী নও। তবে তোমাদের বুঝা উচিত যে, এসব জিনিস শুধুমাত্র আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জন্য দেয়া হয়নি; বরং এসব তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রী। এসবের মাধ্যমে তোমাদেরকে বসবাস করতে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে কে দুনিয়ার এ চাকচিক্য দেখে নিজের মূল লক্ষ উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে পথহারা হয়ে যায়, আর কে নিজের প্রতিপালকের বন্দেগী ও দাসত্বের কথা স্মরণ রেখে সঠিক ও নির্ভুল পথে অগ্রসর হয়। তোমাদের মনে রাখা উচিত যেদিন এ পরীক্ষার কাজ শেষ হবে সেদিন এসব সাজ-সজ্জা ও আরাম-আয়েশের উপাদান ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এ যমীন তখন গাছপালাহীন ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

৬. 'কাহাফ' শব্দের অর্থ প্রশস্ত গুহা আর 'গার' বলা হয় সংকীর্ণ গুহাকে। 'আসহাবে কাহাফ' অর্থ প্রশস্ত গুহার অধিবাসী।

وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ⑩ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ

এবং রাকীমের অধিবাসীরা[৭] আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অতি আশ্চর্য বিষয় ছিল ?[৮]
১০. যখন কয়েকজন যুবক গুহাতে আশ্রয় নিল।

فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

এবং তারা বললো—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন আর আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্মের সঠিক ব্যবস্থা করে দিন।

⑪ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ⑫ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ

১১. অতপর আমি তাদেরকে গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় বহু বছর রেখে দিলাম। ১২. তারপর আমি তাদেরকে পুনঃ জাগিয়ে উঠালাম।

وَ-এবং ; الرَّقِيْمِ-(ال+رقيم)-রাকীমের ; كَانُوْا-ছিল ; مِنْ-মধ্যে ; اٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলীর ; عَجَبًا-অতি আশ্চর্য বিষয়। ⑩ اِذْ-যখন ; اَوَى-আশ্রয় নিল ; الْفِتْيَةُ-(ال+فتية)-কয়েকজন যুবক ; اِلَى الْكَهْفِ-(الى+ال+كهف)-গুহাতে ; فَقَالُوْا-(ف+قالوا)-এবং তারা বললো ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক! اٰتِنَا-আমাদেরকে দান করুন ; مِنْ-থেকে ; لَّدُنْكَ-আপনার নিকট ; رَحْمَةً-রহমত ; وَّ-আর ; هَيِّئْ-ব্যবস্থা করে দিন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; مِنْ اَمْرِنَا-(من+امر+نا)-আমাদের কাজ-কর্মের ; رَشَدًا-সঠিক। ⑪ فَضَرَبْنَا-(ف+ضربنا)-অতপর আমি রেখে দিলাম ; عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ-(على+اذان+هم)-(তাদের কানের উপর)-ঘুমন্ত অবস্থায় ; فِى الْكَهْفِ-(فى+ال+كهف)-গুহায় ; سِنِيْنَ-বছর ; عَدَدًا-বহু। ⑫ ثُمَّ-তারপর ; بَعَثْنٰهُمْ-(بعثنا+هم)-পুনরায় জাগিয়ে উঠালাম ;

৭. 'আর-রাকীম' শব্দের অর্থে মতভেদ রয়েছে। মুফাসসিরীনদের কেউ কেউ এর দ্বারা সেই জনপদ অর্থ গ্রহণ করেছেন যেখানে 'আসহাবে কাহাফে'র ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ 'আর-রাকীম' দ্বারা সেই খোদাই করা পাথর (প্রস্তরলিপি) অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা গুহাবাসীদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গুহার মুখে স্থাপন করা হয়েছিল। তবে অধিকাংশের মতে এর অর্থ পাথরের স্মৃতিচিহ্ন তথা স্মারকলিপি হওয়াই গ্রহণযোগ্য।

৮. অর্থাৎ 'আসহাবে কাহাফ'-এর এ ঘটনাকে আল্লাহর কুদরতের পক্ষে অসাধ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। যে আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন ; চাঁদ-সুরুয ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি ও পরিচালনা করেছেন, কয়েকজন লোককে গুহার ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় দুই-তিনশত বছর রেখে দেয়া এবং যুবক অবস্থায় তাদেরকে আবার জাগ্রত করে তোলা তাঁর কুদরতের পক্ষে কিছুমাত্র আসাধ্য নয়।

لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

যাতে আমি জেনে নিতে পারি দু'দলের কোনটি তার সঠিক নির্ণয়কারী যা (সময়কাল) তারা অবস্থান করেছিল।

لِنَعْلَمَ-যাতে আমি জেনে নিতে পারি ; اَىُّ-কোনটি ; الْحِزْبَيْنِ-(ال+حزبين)-দু' দলের ; اَحْصٰى-সঠিক নির্ণয়কারী ; لِمَا-তার যা ; لَبِثُوا-তারা অবস্থান করেছিল ; اَمَدًا-সময়কাল।

১ম রুকূ' (১-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য সত্য-সরল পথের সন্ধান দানকারী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন ; তাই সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

২. আল-কুরআন তার প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতের খোশ খবর এবং তার প্রতি অবিশ্বাসীদের প্রতি আযাব ও গযবের ভয় প্রদর্শনকারী।

৩. জান্নাতবাসী মু'মিনরা অনন্তকাল জান্নাতে বসবাস করবে। তাদেরকে সেখান থেকে আর কখনো বের করে দেয়া হবে না।

৪. যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করে তারা মুশরিক। যেমন ইয়াহুদীরা উযায়ের আ.-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে এবং খৃষ্টানরা ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। সুতরাং এ দু'টো জাতিই মুশরিক।

৫. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা জঘন্য মিথ্যাবাদী। সুতরাং এদেরকে কোনোমতেই বিশ্বাস করা যাবে না।

৬. মুহাম্মাদ স. যেমন মানুষকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বানকারী তেমনি তাঁর ওয়ারিস তথা ওলামায়ে কিরামের দায়িত্বও মানুষের নিকট আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মানুষকে দীন তথা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করা তাদের দায়িত্ব নয়।

৭. দুনিয়াতে মানুষের জন্য প্রদত্ত সকল নিয়ামতই মানুষকে পরীক্ষা করার উপকরণ। যারা এসব নিয়ামত ভোগ-ব্যবহার করে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে তারা এ পরীক্ষায় সফল হবে।

৮. আল্লাহ তাআলা কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে দুনিয়ার সকল মানুষকে গাছ পালা ও তৃণ-লতাহীন মরুময় হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন—এ সত্যে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। যারা এতে অবিশ্বাস করবে তারা অবশ্যই কাফির। মৌখিক, আন্তরিক ও কার্যত এতে বিশ্বাস রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৯. পুনরুজ্জীবনের সত্যতার বাস্তব প্রমাণ আসহাবে কাহাফের ঘটনা। দুনিয়াতেই তাদেরকে যেমন কয়েকশত বছর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রেখে পুনর্জীবিত করা হয়েছে, তেমনি কিয়ামতের পর দুনিয়ার সকল মানুষকে একই সাথে পুনর্জীবিত করে ময়দানে হাশরে একত্রিত করা আল্লাহর কুদরতের পক্ষে কোনো ভাবেই অসম্ভব নয়।

১০. আল্লাহর রহমত পেতে হলে, আল্লাহর নিকট তা চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা রহমত দানের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত আছেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৫

⑬ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ

১৩. (হে নবী!) আমি তাদের ঘটনা আপনার কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ;[৯] তারাতো ছিল কয়েকজন যুবক—তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল

وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ⑬ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا

এবং আমি তাদেরকে সৎপথে এগিয়ে দিয়েছিলাম।[১০] ১৪. আর আমি তাদের মনকে মজবুত করে দিয়েছিলাম—যখন তারা উঠে দাঁড়ালো তখন তারা বললো—আমাদের প্রতিপালকতো

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ

আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আমরা কখনো তিনি ছাড়া কাউকে ইলাহ হিসেবে ডাকবোনা, (যদি ডাকি) নিসন্দেহে আমাদের বলাটা হবে।

⑬ نَحْنُ-আমি ; نَقُصُّ-বর্ণনা করছি ; عَلَيْكَ-(على+ك)-আপনার কাছে ; نَبَاَهُمْ-
(نبآ+هم)-তাদের ঘটনা ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সঠিকভাবে ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-
তারাতো ছিল ; فِتْيَةٌ-কয়েকজন যুবক ; اٰمَنُوْا-তারা ঈমান এনেছিল ; بِرَبِّهِمْ-(ب+
رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের প্রতি ; وَ-এবং ; زِدْنٰهُمْ-(زدنا+هم)-আমি তাদেরকে
এগিয়ে দিয়েছিলাম ; هُدًى-সৎপথে। ⑭ وَّ-আর ; رَبَطْنَا-আমি মযবুত করে
দিয়েছিলাম ; عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-(على+قلوب+هم)-তাদের মনকে ; اِذْ-যখন ; قَامُوْا-
তারা উঠে দাঁড়ালো ; فَقَالُوْا-(ف+قالوا)-তখন তারা বললো ; رَبُّنَا-(رب+نا)-
আমাদের প্রতিপালকতো ; رَبُّ-প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-
যমীনের ; لَنْ نَدْعُوَا-আমরা কখনো ডাকবো না ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তিনি
ছাড়া কাউকে ; اِلٰهًا-ইলাহ হিসেবে ; لَقَدْ قُلْنَا-নিসন্দেহে আমাদের বলাটা হবে ;

৯. আসহাবে কাহাফের সবিস্তার ঘটনা প্রাচীন তাফসীরকারদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ কাহিনীর সবচেয়ে প্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া যায় সিরিয়ার অধিবাসী জেমস সরুজী নামক খৃষ্টান পাদ্রীর উপদেশ মালাতে ; যা সুরিয়ানী ভাষায় রচিত। আমাদের প্রাচীন তাফসীরগুলোতে বর্ণিত ঘটনা পাদ্রী কর্তৃক রচিত উপদেশমালায় বর্ণিত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল-কাহাফের ১৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

إِذًا شَطَطًا ⑭ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ

তখন সত্যের বিপরীত। ১৫. (তারা পরস্পর বললো) এরাতো আমাদের জাতি তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া তারা অন্যকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ;

لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَٰنٍۭ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ⑮

তারা তাদের (মিথ্যা ইলাহদের) সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ কেন নিয়ে আসে না ; অতপর তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ?

⑯ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ

১৬. আর যখন তোমরা তাদের এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা তারা করে তাদের থেকে আলাদা হয়েই গিয়েছো, তখন তোমরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নাও,[১১] তোমাদের জন্য ছড়িয়ে দেবেন

اِذًا-তখন ; شَطَطًا-সত্যের বিপরীত। ⑮ هٰٓؤُلَآءِ-এরা তো ; قَوْمُنَا-(قوم+نا)-আমাদের জাতি ; اتَّخَذُوْا-তারা বানিয়ে নিয়েছে ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে ছাড়া অন্যকে ; اٰلِهَةً-ইলাহ ; لَوْلَا يَاْتُوْنَ-তারা কেন নিয়ে আসে না ; عَلَيْهِمْ-তাদের সম্পর্কে ; بِسُلْطٰنٍ-(ب+سلطن)-কোনো প্রমাণ ; بَيِّنٍ-সুস্পষ্ট ; فَمَنْ-(ف+من)-অতপর কে হতে পারে ; اَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنِ-(من+من)-তার চেয়ে যে ; افْتَرٰى-আরোপ করে ; عَلَى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা। ⑯ وَ-আর ; اِذِ-যখন ; اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ-(اعتزلتموا+هم)-তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েই গিয়েছো ; وَ-এবং ; مَا-যাদের ; يَعْبُدُوْنَ-পূজা তারা করে ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; فَاْوٗٓا-(ف+اوا)-তখন তোমরা আশ্রয় নাও ; اِلَى الْكَهْفِ-(الى+ال+كهف)-পাহাড়ের গুহায় ; يَنْشُرْ-ছড়িয়ে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;

১০. অর্থাৎ তারা যখন যথাযথভাবে ঈমান আনলো আল্লাহ তাদেরকে এ পথে অবিচল থাকার শক্তি সাহস ও দৃঢ়তা দিলেন। ফলে তারা কঠিন বিপদেও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেল, কিন্তু বাতিলের সামনে মাথা নতো করতে রাজী হলো না।

১১. যে সময়ে 'আসহাবে কাহাফ' দীন ও ঈমানের খাতিরে নিজেদের জনপদ থেকে পালিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, সে সময় তাদের কাওম মূর্তিপূজা ও যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। তারা সেখানে তাদের পূজ্য দেবীর এক বিরাট মন্দির তৈরী করেছিল। যে মন্দিরে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে সেখানে ভীড় জমাতো। সেখানকার যাদুবিদ্যার খবর সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রের কারবারে ইয়াহুদীদেরও এক বিরাট অংশ ছিল। শিরক, মূর্তীপূজা ও কুসংস্কারপূর্ণ এ পরিবেশে অল্পসংখ্যক মু'মিনের অবস্থা অত্যন্ত

رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ⑯ وَتَرَى

তোমাদের প্রতিপালক তাঁর রহমত থেকে এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ-কর্মকে সহজ সাধ্য করার ব্যবস্থা করে দেবেন। ১৭. আর তুমি দেখবে[১২]

الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ

সূর্যকে, যখন তা উদিত হয় তখন তাদের গুহা থেকে সরে যায় ডানদিকে, আর যখন তা অস্ত যায়

تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ

তখন তাদেরকে বামে রেখে অতিক্রম করে অথচ তারা তার (গুহার) বিরাট জায়গায় পড়েছিল,[১৩] এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর শামিল ;

رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; مِنْ رَّحْمَتِهٖ-(من+رحمة+ه)-তাঁর রহমত ; وَ-এবং ; يُهَيِّئْ-ব্যবস্থা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْ اَمْرِكُمْ-(من+امر+كم)-তোমাদের কাজ-কর্মকে ; مِّرْفَقًا-সহজসাধ্য। ⑰ وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখবে ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্যকে ; اِذَا-যখন ; طَلَعَتْ-তা উদিত হয় ; تَّزٰوَرُ-সরে যায় ; عَنْ-থেকে ; كَهْفِهِمْ-(كهف+هم)-তাদের গুহা থেকে ; ذَاتَ الْيَمِيْنِ-(ذات+ال+يمين)-ডান দিকে ; وَ-আর ; اِذَا-যখন ; غَرَبَتْ-তা অস্ত যায় ; تَّقْرِضُهُمْ-(تقرض+هم)-তাদেরকে অতিক্রম করে ; ذَاتَ الشِّمَالِ-(ذات+ال+شمال)-বামে রেখে ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; فِيْ فَجْوَةٍ-(فى+فجوة)-বিরাট জায়গায় পড়েছিল ; مِّنْهُ-তার (গুহার) ; ذٰلِكَ-এটা ; مِنْ-শামিল ; اٰيٰتِ-নিদর্শনাবলীর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

নাজুক হয়ে পড়েছিল। তারা এ অবস্থায় বলে উঠেছিল—"আমাদের উপর তাদের হাত পড়লে তারা আমাদেরকে শেষ করে দেবে অথবা জোরপূর্বক তাদের ধর্মে ফিরে-যেতে বাধ্য করবে।" এহেন পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।

১২. এখানে ১৬ আয়াতের শেষে পারস্পরিক এ প্রস্তাবের পর যে মূল কথাটি উহ্য রয়েছে তা হলো—অতপর তারা শহর থেকে বের হয়ে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো যাতে পাথরের আঘাতে নিহত হতে না হয় অথবা জোরপূর্বক শিরকী ধর্মে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৩. এ থেকে বুঝা যায় যে, পাহাড়ের গুহার মুখ উত্তরদিকে ছিল। সূর্যের আলো কোনো সময়ই গুহার ভেতরের দিকে পৌঁছত না এবং সেদিক দিয়ে যাতায়াতকারীরাও গুহার ভেতর কি আছে তা দেখতে পেতো না।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۟

যাকে আল্লাহ হিদায়াত দেন সে-ই একমাত্র হিদায়াত প্রাপ্ত আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন অতপর আপনি তার জন্য কখনও পথ প্রদর্শক অভিভাবক পাবেন না।

مَنْ-যাকে ; يَّهْدِ-হিদায়াত দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَهُوَ-(ف+هو)-সে-ই ; الْمُهْتَدِ-(ال+مهتد)-একমাত্র হিদায়াতপ্রাপ্ত ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يُّضْلِلْ-তিনি গুমরাহ করেন ; فَلَنْ تَجِدَ-(ف+لن تجد)-অতপর আপনি কখনো পাবেন না ; لَهٗ-তার জন্য; وَلِيًّا-অভিভাবক ; مُّرْشِدًا-পথ প্রদর্শক।

২ রুকূ' (১৩-১৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বান্দাহ যখন দৃঢ়তার সাথে ঈমানের পথে যাত্রা শুরু করে আল্লাহ তখন সে পথে দৃঢ় থাকার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং এগিয়ে যাওয়া সহজ করে দেন।

২. আল্লাহ সমস্ত আসমান-যমীন ও সমস্ত মাখলুকের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। অতএব আমাদেরকে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ মেনে নিয়ে তাঁরই আদেশ-নিষেধের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

৩. ঈমানী জীবন যাপনের প্রয়োজনে সবকিছু পরত্যাগ করাই ঈমানের দাবী।

৪. ঈমানের প্রশ্নে বাতিলের সাথে কোনো সমঝোতা বা আপোষ করা যাবে না।

৫. মু'মিনের সামনে যদি এমন পরিস্থিতি এসে পড়ে যে, ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে আসহাবে কাহাফের পথ অবলম্বন করতে হবে।

৬. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে, আসহাবে কাহাফের কাহিনী তার অকাট্য প্রমাণ।

৭. দীনের পথে হিদায়াত লাভ করার সৌভাগ্য তারাই লাভ করতে পারে, আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন।

৮. আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের হিদায়াত লাভে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৫

⑱ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

১৮. আর তুমি তাদেরকে (দেখলে) জাগ্রত মনে করবে অথচ তারা ঘুমন্ত ; এবং আমি তাদেরকে পাশ ফিরাতাম কখনো ডানে

وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ

আবার কখনো বামে ;[১৪] আর তাদের কুকুরটি তার সামনের পা দু'টো গুহার মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল ; তুমি যদি উঁকি দিয়ে দেখতে

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ⑲ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ

তাদের প্রতি (তবে) পেছন ফিরে অবশ্যই পালিয়ে আসতে এবং তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়তে।[১৫] ১৯. আর এভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম।[১৬]

⑱ وَ-আর ; تَحْسَبُهُمْ-(تحسب+هم)-তুমি তাদেরকে মনে করবে ; أَيْقَاظًا-জাগ্রত ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; رُقُودٌ-ঘুমন্ত ; وَ-এবং ; نُقَلِّبُهُمْ-(نقلب+هم)-আমি তাদেরকে পাশ ফেরাতাম ; ذَاتَ-কখনো ; الْيَمِينِ-(ال+يمين)-ডানে ; وَ-আবার ; ذَاتَ-কখনো ; الشِّمَالِ-(ال+شمال)-বাঁমে ; وَ-আর ; كَلْبُهُمْ-(كلب+هم)-তাদের কুকুরটি ; بَاسِطٌ-ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল ; ذِرَاعَيْهِ-(ذراعى+ه)-তার সামনের পা দু'টো ; بِالْوَصِيدِ-(ب+ال+وصيد)-গুহা মুখে ; لَوِ-যদি ; اطَّلَعْتَ-উঁকি দিয়ে দেখতে ; عَلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; لَوَلَّيْتَ-(তবে) অবশ্যই পেছন ফিরে আসতে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের থেকে ; فِرَارًا-পালিয়ে ; وَ-এবং ; لَمُلِئْتَ-ভীত হয়ে পড়তে ; مِنْهُمْ-তাদের ; رُعْبًا-ভয়ে। ⑲ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবে ; بَعَثْنَاهُمْ-(بعثنا+هم)-আমি তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম ;

১৪. অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ উঁকি দিয়ে দেখলে সময় সময় তাদের পাশ ফেরানোর কারণে তাদেরকে জাগ্রত মনে করতো, তারা যে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে আছে এটা মনেই করতো না।

১৫. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্য ভাগে এক অন্ধকার গুহার ভেতরে অবস্থানকারী কয়েকজন মানুষ ও গুহার মুখে বসে থাকা কুকুর দেখলে তাদেরকে আত্মগোপনকারী ডাকাত মনে করে

لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ

যেন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ; তাদের মধ্য থেকে এক কথক জিজ্ঞেস করলো "তোমরা কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলে ?" অন্যরা বললো "আমরা অবস্থান করেছি একদিন অথবা

بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم

একদিনের কিছু অংশ" তারা (পুনঃ) বললো, তোমরা যে (কতক্ষণ) অবস্থান করেছো তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন, এখন তোমাদের একজনকে পাঠাও

بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم

শহরে তোমাদের এ মুদ্রাসহ সে যেন যাঁচাই করে দেখে যে, কোন্‌টা উত্তম খাদ্য হিসেবে, অতপর তোমাদের জন্য নিয়ে আসে

بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ إِنَّهُمْ إِن

তা থেকে কিছু খাদ্য আর সে যেন সতর্ক থাকে এবং কাউকে তোমাদের সম্পর্কে কখনো জানতে না দেয়। ২০. নিশ্চয় তাদের নিকট যদি

لِيَتَسَاءَلُوا-যেন তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-একে অপরকে ; قَالَ-
জিজ্ঞেস করলো ; قَائِلٌ-এক কথক ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; كَمْ-
কতক্ষণ ; لَبِثْتُمْ-এ অবস্থায় ছিলে ; قَالُوا-অন্যরা বললো ; لَبِثْنَا-আমরা অবস্থান
করেছি ; يَوْمًا-একদিন ; أَوْ-অথবা ; بَعْضَ-কিছু অংশ ; يَوْمٍ-একদিনের ; قَالُوا-তারা
বললো ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-ভাল জানেন ; بِمَا لَبِثْتُمْ-
(ب+ما+لبثتم)-তোমরা যে (কতক্ষণ) অবস্থান করেছো তা ; فَابْعَثُوا-(ف+
ابعثوا)-এখন পাঠাও ; أَحَدَكُمْ-(احد+كم)-তোমাদের একজনকে ; بِوَرِقِكُمْ-(ب+
ورق+كم)-তোমাদের মুদ্রাসহ ; هَٰذِهِ-এই ; إِلَى الْمَدِينَةِ-(الى+ال+مدينة)-শহরে ;
فَلْيَنْظُرْ-(ف+لينظر)-সে যেন যাঁচাই করে দেখে যে ; أَيُّهَا-কোন্‌টা ; أَزْكَىٰ-উত্তম;
طَعَامًا-খাদ্য হিসেবে; فَلْيَأْتِكُمْ-(ف+ليات+كم)-অতপর তোমাদের জন্য নিয়ে আসে;
بِرِزْقٍ-(ب+رزق)-কিছু খাদ্য ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; وَ-আর ; لْيَتَلَطَّفْ-সে যেন
সতর্ক থাকে ; وَ-এবং ; لَا يُشْعِرَنَّ-কখনো জানতে না দেয় ; بِكُمْ-তোমাদের
সম্পর্কে ; أَحَدًا-কাউকে। (২০) إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয় তাদের নিকট ; إِنْ-যদি ;

লোকেরা অবশ্যই পালিয়ে যেতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের অবস্থান মানুষের নিকট গোপন থাকার এটাও অন্যতম প্রধান কারণ যে, ভেতরের অবস্থা জানার সাহস কারো হয়নি।

يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا

তোমাদের (অবস্থান) সম্পর্কে প্রকাশ হয়ে যায়, তোমাদেরকে তারা পাথর মেরে মেরেই ফেলবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আর তোমরা কখনো সফল হবে না

إِذًا أَبَدًا ﴿٢١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ

এরূপ ঘটলে। ২১. আর এভাবে আমি তাদের সম্পর্কে প্রকাশ করে দিলাম (শহর বাসীদের নিকট)[১৭] যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদাই সত্য এবং অবশ্যই

السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

কিয়ামত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই ;[১৮] যখন তারা (শহরবাসীরা) নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো তাদের (গুহাবাসীদের) বিষয় নিয়ে তখন তারা (শহরবাসীরা) বললো—তোমরা তৈরী করো

يَظْهَرُوا-প্রকাশ হয়ে যায় ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের (অবস্থান) সম্পর্কে ; يَرْجُمُوكُمْ-(يرجموا+كم)-পাথর মেরেই তোমাদেরকে মেরে ফেলবে ; أَوْ-অথবা ; يُعِيدُوكُمْ-(يعيدوا+كم)-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ; فِي مِلَّتِهِمْ-(فى+ملة+هم)-তাদের ধর্মে ; وَ-আর ; لَنْ تُفْلِحُوا-তোমরা সফল হবে না ; إِذًا-এরূপ ঘটলে ; أَبَدًا-কখনো। ﴿٢١﴾ وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; أَعْثَرْنَا-আমি প্রকাশ করে দিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের সম্পর্কে ; لِيَعْلَمُوا-যাতে তারা জানতে পারে ; أَنَّ وَعْدَ-(ان+وعد)-ওয়াদাই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; وَ-এবং ; أَنَّ-অবশ্যই ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; لَا-নেই ; رَيْبَ-সন্দেহ ; فِيهَا-সম্পর্কে ; إِذْ-যখন ; يَتَنَازَعُونَ-বিতর্ক করছিল ; بَيْنَهُمْ-নিজেদের মধ্যে ; أَمْرَهُمْ-(امر+هم)-তাদের বিষয় নিয়ে ; فَقَالُوا-(ف+قالوا)-তখন তারা বললো ; ابْنُوا-তোমরা তৈরি করো ;

১৬. অর্থাৎ তাদেরকে গুহার ভেতর নিদ্রিত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে শুইয়ে রাখা এবং দীর্ঘকাল পর আবার জাগিয়ে দেয়া আমার কুদরতের প্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই ছিলো।

১৭. সুরিয়ানী ভাষায় রচিত জনৈক পাদ্রীর উপদেশ বাণীর বর্ণনা অনুসারে আসহাবে কাহাফের যে লোকটি তাদের নিকট রক্ষিত পুরাতন মুদ্রা নিয়ে শহরে খাদ্য কেনার জন্য গিয়েছিল, তাকে এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও তার হাতের পুরাতন মুদ্রা যা তখন অচল হয়ে গেছে এসব দেখে লোকেরা তাকে শাসক কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করলো। কারণ লোকটির চাল-চলন ও বেশভুষা তাদের নিকট অত্যাশ্চর্য বলেই মনে হলো। সেখানে প্রমাণ হলো যে, এতো ঈসা আ.-এর সেই অনুসারীদের একজন যারা দুইশত বছর আগে তৎকালীন মূর্তিপূজক শাসক ও জাতির ভয়ে ঈমান রক্ষার জন্য দেশ থেকে

عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ

তাদের (গুহাবাসীদের) উপর একটি দেয়াল ; তাদের প্রতিপালকই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন ;[১৯] যারা নিজেদের মতে প্রাধান্য পেলো[২০] তারা বললো—

عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; بُنْيَانًا-একটি দেয়াল ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকই ; أَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের সম্পর্কে ; قَالَ-বললো ; الَّذِينَ-যারা ; غَلَبُوا-প্রাধান্য পেলো ; عَلَىٰ أَمْرِهِمْ-(على+امر+هم)-নিজেদের মতে ;

পালিয়ে গিয়েছিল। এ দুইশত বছরে যে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে তা তাদের জানা নেই। মূর্তিপূজক জাতি যে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এতদিনে সমাজ সভ্যতা যে আমূল বদলে গেছে তা-ও তাদের জানা নেই। শহরবাসীরা ও শাসক কর্তৃপক্ষ দুইশত বছর পর তাদের হঠাৎ আবির্ভাবে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। তারা তাকেসহ গুহার নিকট পৌঁছল। গুহায় অবস্থানকারী অন্যরা তাদের জাতির লোকদের পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদেরকে সালাম দিয়ে শুয়ে পড়লো এবং মৃত্যুবরণ করলো।

১৮. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে যে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ-সংশয় রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য আসহাবে কাহাফের এ ঘটনাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুরিয়ানী বর্ণনা অনুসারে আসহাবে কাহাফের পলায়নকালে এবং পরবর্তীতে খৃস্টধর্মের প্রসার লাভের পরও লোকদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় বিরাজমান ছিল। খৃস্টধর্মেও পরকাল সম্পর্কে হযরত ঈসা আ.-এর বরাতে যা প্রচলিত আছে তা নিতান্ত দুর্বল ছিল। এসব কারণে পরকাল অবিশ্বাসকারীদের দল শক্তিশালী ছিল। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে আসহাবে কাহাফের জীবিত হয়ে উঠার ঘটনা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভের বিশ্বাসকে সত্য ও অনস্বীকার্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯. একথাগুলো ছিল তৎকালীন খৃস্টান ধর্মের সৎলোকদের কথা। কথার ধরন থেকে এটাই বুঝা যায়। তাদের মত ছিল—এইলোকগুলো যেভাবে গুহার মধ্যে শুয়ে আছে তাদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও এবং গুহার মুখে একটি দেয়াল দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দাও। এদের সম্পর্কে এদের প্রতিপালকই ভালো জানেন—এরা কারা কোন্ মর্যাদার মানুষ তা আমাদের জানার কোনো সুযোগ নেই।

২০. 'আল্লাযীনা গালাবূ আলা আমরিহিম' বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা তৎকালীন খৃস্টান সমাজের কর্ণধার ছিল। খৃস্টান পাদ্রীরা এবং শাসকবৃন্দ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালীন খৃস্টান সৎলোকেরা এদের মুকাবিলায় ছিল। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের এ সময়কালে তাদের মধ্যে শিরক, ওলী-দরবেশ পূজা ও কবর পূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। আর এটা শুরু হয়েছিল গীর্জার দায়িত্বশীল পাদ্রী এবং শাসককূলের যৌথ প্রচেষ্টায়। ৪৩১ খৃস্টাব্দে সমগ্র খৃস্টান জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি সভা আহ্বান করে সেখানে ঈসা আ.-এর খোদা হওয়া এবং মরিয়ম আ.-কে খোদার মা হওয়ার আকীদা-বিশ্বাসকে গীর্জার মাধ্যমে সরকারী আকীদা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর তৎকালীন

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝٢١ سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ

আমরা অবশ্যই তাদের পাশে একটি মাসজিদ বানাবো।[২১] ২২. তারা কতেক বলবে—(তারা তিনজন ছিল), তাদের চতুর্থ ছিল তাদের কুকুর ;

وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

আর (তাদের) কতেক বলবে—(তারা) পাঁচ জন (ছিল), তাদের ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর' গায়েব সম্পর্কে আন্দায-অনুমান করে ; আর (তাদের) কতেক বলবে—(তারা) সতজন (ছিল)

لَنَتَّخِذَنَّ-আমরা অবশ্যই বানাবো ; عَلَيْهِمْ-তাদের পাশে ; مَّسْجِدًا-একটি মাসজিদ। سَيَقُولُونَ ۝٢٢-তারা কতেক বলবে ; ثَلٰثَةٌ-(তারা) তিনজন (ছিল) ; رَابِعُهُمْ-(رابع+هم)-তাদের চতুর্থ (ছিল) ; كَلْبُهُمْ-(كلب+هم)-তাদের কুকুর ; وَ-আর ; يَقُولُونَ-(তাদের) কতেক বলবে ; خَمْسَةٌ-(তারা) পাঁচজন (ছিল) ; سَادِسُهُمْ-(سادس+هم)-তাদের ষষ্ঠ ছিল ; كَلْبُهُمْ-(كلب+هم)-তাদের কুকুর ; رَجْمًا-আন্দাজ-অনুমান করে ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-গায়েব সম্পর্কে ; وَ-আর ; يَقُولُونَ-(তাদের) কতেক বলবে ; سَبْعَةٌ-(তারা) সাতজন (ছিল) ;

সমাজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বও এসব মুশরিকদের হাতেই ছিল। তারাই আসহাবে কাহাফের 'মাকবারা' তৈরি করে তার উপর ইবাদাতখানা বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

২১. এ আয়াত দ্বারা সৎলোকদের কবরের উপর মাসজিদ বানানো ও দালান-কোঠা তৈরি করার বৈধতা প্রমাণ করা একটি বিভ্রান্তি। মূলত এখানে আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে পরকাল সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পেশ করার পরও তৎকালীন খৃস্টান মুশরিক সমাজ যে এটাকে কবর পূজার সুযোগ মনে করে নিয়েছে তাদের সেই গুমরাহীর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কবরের উপর মাসজিদ বানানো, কবরে আলোক সজ্জা করা, মহিলাদের কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে। সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে ঃ

"আল্লাহ তাআলা কবর যিয়ারতকারী স্ত্রীলোক, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণকারী এবং বাতিদানকারী লোকদের উপর লা'নত করেছেন।"–তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

"সাবধান থাকিও তোমাদের আগের লোকেরা তাদের নবী-রাসূলদের কবরগাহকে ইবাদতের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, আমি এসব কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।"–মুসলিম

وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۥ قف

এবং তাদের অষ্টম (ছিল) তাদের কুকুর'[২২] (হে নবী !) আপনি বলুন—'আমার প্রতিপালকই ভাল জানেন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে, তাদের (সংখ্যা) একান্ত কম লোক ছাড়া কেউ জানে না ;

فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝

অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না সাধারণ আলোচনা ছাড়া এবং ওদের (গুহাবাসীদের) সম্পর্কে তাদের কারো নিকট কিছু জানতেও চাইবেন না।[২৩]

وَّ-এবং ; ثَامِنُهُمْ-(ثامن+هم)-তাদের অষ্টম (ছিল) ; كَلْبُهُمْ-(كلب+هم)-তাদের কুকুর ; قُلْ-আপনি বলুন ; رَبِّىْٓ-আমার প্রতিপালক ; اَعْلَمُ-ভাল জানেন ; بِعِدَّتِهِمْ-(ب+عدة+هم)-তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ; مَا يَعْلَمُهُمْ-(مايعلم+هم)-কেউ জানে না তাদের ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلٌ-একান্ত কম লোক ; فَلَا تُمَارِ-(ف+لاتمار)-অতএব আপনি বিতর্ক করবেন না ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাদের সম্পর্কে ; اِلَّا-ছাড়া ; مِرَآءً-আলোচনা ; ظَاهِرًا-সাধারণ ; وَّ-এবং ; لَاتَسْتَفْتِ-জানতেও চাইবেন না ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-ওদের (গুহাবাসীদের) সম্পর্কে ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের নিকট ; اَحَدًا-কারো।

"ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন ; তারা তাদের নবী-রাসূলদের কবরগাহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।"–বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও নাসাঈ।

উল্লেখিত সতর্কবাণীর পরও এ আয়াতের মাধ্যমে কবরে মাসজিদ বা ইমারত বানানোর দলীল পেশ করার চেষ্টা করা গুমরাহী ছাড়া আর কি হতে পারে ?

২২. এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআন মাজীদের নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্তও আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুল ও প্রামাণ্য কোনো তথ্য খৃস্টান সমাজে ছিল না। যা কিছু সর্ব সাধারণের নিকট প্রচলিত ছিল তা ছিল খৃস্টান সমাজে প্রচারিত কিংবদন্তী। তা শুধু খৃস্টানদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল।

২৩. 'আসহাবে কাহাফের' সংখ্যা কতজন ছিল সেই ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করতেও নবী স.-কে নিষেধ করার কারণ হলো—তাদের সংখ্যা নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটাননি ; বরং আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সেটাই মূল বিষয়। সুতরাং অনর্থক বিতর্ক বাদ দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করাই প্রয়োজন। আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা লাভ করতে পারি সেগুলো হলো—

(১) মু'মিন ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই সত্য দীন থেকে বিমুখ হতে ও বাতিলের সামনে মাথা নত করতে পারে না।

(২) মু'মিন ব্যক্তি কখনো দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। তার নির্ভরতা হবে একমাত্র আল্লাহর উপর।

(৩) সত্য দীন অনুসরণের ব্যাপারে বাহ্যিক পরিস্থিতি যতোই বিপরীত হোকনা কেন, অনুকূল পরিবেশের কোনো লক্ষণ না দেখা গেলেও সত্য দীনের পথে পা বাড়িয়ে দেয়া কর্তব্য।

(৪) এ থেকে এটাও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক আইনের বিপরীত কাজও আল্লাহ করতে পারেন; তিনি প্রাকৃতিক আইনের অধীন নন। প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করে যে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা তিনি ঘটাতে পারেন। যেমন তিনি আসহাবে কাহাফকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত দুইশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রেখে জাগ্রত করেছেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের নিদ্রাবস্থা তাদের নিকট কয়েক ঘন্টার মতো মনে হয়েছে।

(৫) এ থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্র করতে সক্ষম।

(৬) এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও আমরা পাই যে, জাহেল ও গোমরাহ লোকেরা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনকে নির্ভুল জ্ঞান লাভের মাধ্যম মনে না করে তাকে অধিক গোমরাহীর উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে পরকালে পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের মাঠে একত্রিত করা সম্পর্কে নিসন্দেহে বিশ্বাস লাভ না করে তাদেরকে পূজার একটা মোক্ষম উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ তারা ইতিপূর্বে পীর-ফকীর ও মাজার-কবর পূজার গোমরাহীতে অভ্যস্ত ছিল।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে মূলত উল্লিখিত শিক্ষাসমূহই গ্রহণ করাই কর্তব্য ছিল ; কিন্তু গোমরাহ লোকেরা তার পরিবর্তে তাদের সংখ্যা কতজন, তাদের নাম কি ছিল, তাদের কুকুরের কি নাম ছিল, তার গায়ের রং কি ছিল ইত্যাদি অনর্থক বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সেসব অনর্থক বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন।

৩ রুকূ' (১৮-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসহাবে কাহাফের ঘটনা আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।

২. আসহাবে কাহাফের ঘটনা দুনিয়াতে প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে সংঘটিত একটি সত্য ঘটনা।

৩. কুরআন মাজীদে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, কুরআন আল্লাহর বাণী। এ কিতাবে উল্লিখিত সকল কথাই আল্লাহর। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবকে সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে হিফাযত করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজ হাতে নিয়েছেন। সুতরাং আসহাবে কাহাফের ঘটনা নিসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের অংগ।

৪. এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই—মু'মিন কোনো অবস্থায়ই সত্য দীন থেকে বিমুখ হয়ে বাতিলের সামনে মাথা নত করতে পারে না।

৫. সকল অবস্থায় মু'মিনের ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর থাকবে। দুনিয়ার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম বা দ্রব্য ও সামগ্রীর উপর থাকবে না।

৬. পরিবেশ-পরিস্থিতি দীনের যতই বিপরীত হোক না কেন এবং অনুকূল পরিবেশের কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও সত্য দীনের পথে পা বাড়িয়ে দেয়া সত্যিকার মু'মিনের কর্তব্য।

৭. আল্লাহ তাআলা কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নন। তিনি প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন সাধন করে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতে পারেন।

৮. আসহাবে কাহাফের ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির আগের ও পরের সকল মানুষকে পুনর্জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৯. গুমরাহ লোকেরা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ না করে তা থেকে গুমরাহীর উপকরণ খুঁজে বের করে। যেমন আসহাবে কাহাফের জাতির লোকেরা এ ঘটনা থেকে কবর পূজার উপকরণ খুঁজে পেয়েছে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৯

(২৩) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (২৪) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ

২৩. আর আপনি কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো বলবেন না—"নিশ্চয়ই আমি আগামী কাল এটা করবো।" ২৪. 'আল্লাহ চাহেতো' (কথাটি বলা) ছাড়া ;

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ

আর স্মরণ করবেন আপনার প্রতিপালককে যদি আপনি ভুলে যান এবং বলবেন—আশা করা যায় আমার প্রতিপালক আমাকে অধিকতর নিকটবর্তী পথ দেখাবেন

مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (২৫) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ○

সত্যের—এর চেয়েও।[২৪] ২৫. আর তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করেছিল—তারা কেউ কেউ আরও নয় (বছর) অধিক বাড়িয়েছে।[২৫]

(২৩) وَ-আর ; لَا تَقُولَنَّ-আপনি কখনো বলবেন না ; لِشَايْءٍ-কোনো জিনিস সম্পর্কে ; إِنِّي-নিশ্চয়ই আমি ; فَاعِلٌ-করবো ; ذَٰلِكَ-এটা ; غَدًا-আগামী কাল। (২৪) إِلَّا-ছাড়া ; أَنْ يَشَاءَ-চাহেতো ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; اذْكُرْ-স্মরণ করবেন ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালককে ; إِذَا-যদি ; نَسِيتَ-আপনি ভুলে যান ; وَ-এবং ; قُلْ-বলবেন ; عَسَىٰ-আশা করা যায় ; أَنْ يَهْدِيَنِ-আমাকে পথ দেখাবেন ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; لِأَقْرَبَ-অধিকতর নিকটবর্তী ; مِنْ-চেয়েও ; هَٰذَا-এর ; رَشَدًا-সত্যের। (২৫) وَ-আর ; لَبِثُوا-তারা অবস্থান করেছিল ; فِي كَهْفِهِمْ-(فى+كهف+هم)-তাদের গুহায় ; ثَلَاثَ-তিন ; مِائَةٍ-শত ; سِنِينَ-বছর ; وَ-আর ; ازْدَادُوا-আরও অধিকতর বাড়িয়েছে ; تِسْعًا-নয় (বছর)।

২৪. অর্থাৎ 'কালই অমুক কাজ করবো'—এভাবে কোনো কথা বলবেনা। কারণ, তোমরা জান না যে, কালই কাজটি করতে পারবে কি পারবে না। তোমরা তো গায়েব জান না এবং নিজেদের কাজকর্মে তোমরা এমন স্বাধীন নও যে, যা করতে চাইবে তা করতে সক্ষম হবে। কখনো যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়েও যায়, সাথে সাথেই আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং 'ইনশাআল্লাহ' বলবে। আবার তোমরা এটাও জান না—যে কাজ তোমরা করবে বলে ওয়াদা করছো তাতে তোমাদের কোনো কল্যাণ আছে, না অন্য কোনো কাজে তোমাদের কল্যাণ আছে। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে এভাবেই

㉖قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ

২৬. আপনি বলুন—'আল্লাহ-ই ভাল জানেন তারা কতো (দিন) অবস্থান করেছিল ; আসমান ও যমীনের গায়েবের ইল্মতো তাঁরই রয়েছে ; তিনি সে সম্পর্কে কতোই না ভাল দ্রষ্টা ও কতোইনা ভাল শ্রোতা ;

مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۡ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ㉗ وَاتْلُ

তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না। ২৭. আর আপনি পাঠ করে শুনিয়ে দিন[২৬]

مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ

আপনার প্রতিপালকের কিতাব থেকে যা আপনার নিকট ওহী করা হয়েছে ; তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই ; আর কখনো পাবেন না আপনি

مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ㉘ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

তাঁকে ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল।[২৭] ২৮. আর আপনি সবর করুন—আপনার নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে

㉖قُلْ-আপনি বলুন ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; اَعْلَمُ-ভাল জানেন ; بِمَا-কতো (দিন) ; لَبِثُوْا-তারা অবস্থান করেছিল ; لَهٗ-তারই রয়েছে ; غَيْبُ-গায়েবের ইল্ম ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; اَبْصِرْ-তিনি কতই না ভাল দ্রষ্টা ; بِهٖ-সে সম্পর্কে ; وَ-ও ; اَسْمِعْ-কতোই না ভাল শ্রোতা ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তিনি ছাড়া ; مِنْ وَّلِيٍّ-(من+ولى)-কোনো অভিভাবক ; وَ-এবং ; لَا يُشْرِكُ-তিনি শরীক করেন না ; فِيْ حُكْمِهٖ-(فى+حكم+ه)-নিজ কর্তৃত্বে ; اَحَدًا-কাউকে। ㉗وَ-আর ; اتْلُ-আপনি পাঠ করে শুনিয়ে দিন ; مَآ-যা ; اُوْحِيَ-ওহী করা হয়েছে ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مِنْ-থেকে ; كِتَابِ-কিতাব ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَا مُبَدِّلَ-কেউ নেই পরিবর্তনকারী ; لِكَلِمٰتِهٖ-(ل+كلمت+ه)-তাঁর বাণীর ; وَ-আর ; لَنْ تَجِدَ-আপনি কখনো পাবেন না ; مِنْ دُوْنِهٖ-তাঁকে ছাড়া ; مُلْتَحَدًا-কোনো আশ্রয়স্থল। ㉘وَ-আর ; اصْبِرْ-আপনি সবর করুন ; نَفْسَكَ-আপনার নিজেকে ; مَعَ-সাথেই ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يَدْعُوْنَ-ডাকে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ;

তোমাদের কথা বলা উচিত যে, আল্লাহ চানতো আমার আল্লাহ এ ব্যাপারে সঠিক কথা বা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে সাহায্য করবেন।

بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ

সকালে ও সন্ধ্যায়, তারা আশা করে তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি, আর আপনি আপনার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেবেন না তাদের থেকে ; আপনি কি চান

زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ

দুনিয়ার জীবনের সাজ-সজ্জা ;[২৮] আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না[২৯] আমি গাফেল করে দিয়েছি যার মনকে, আমার স্মরণ থেকে এবং সে অনুসরণ করে

بِالْغَدٰوةِ-(ب+ال+غدوة)-সকালে ; وَ-ও ; الْعَشِيِّ-সন্ধ্যায় ; يُرِيْدُوْنَ-তারা আশা করে ; وَجْهَهٗ-(وجه+ه)-তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি ; وَ-আর ; لَاتَعْدُ-ফিরিয়ে নেবেন না ; عَيْنٰكَ-(عينا+ك)-আপনার দৃষ্টিকে ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; تُرِيْدُ-আপনি কি চান ; زِيْنَةَ-সাজ-সজ্জা ; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; لَاتُطِعْ-আপনি আনুগত্য করবেন না ; مَنْ-তার ; اَغْفَلْنَا-গাফেল করে দিয়েছি ; قَلْبَهٗ-যার মনকে ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِنَا-আমার স্মরণ ; وَ-এবং ; اتَّبَعَ-সে অনুসরণ করে ;

২৫. অর্থাৎ গুহাবাসীরা কতজন ছিল এবং তাদের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ কতো দিন ছিল তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তারা তিনজন/পাঁচজন/সাতজন ছিল এবং তাদের অবস্থানকাল তিনশত বছর বা তিনশত নয় বছর ছিল বলে এ লোকেরা মন্তব্য করছে, এর কোনোটাই সঠিক নয়। এ ব্যাপারে বিতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই।

২৬. এখান থেকে যে বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে তা হলো—তৎকালীন মক্কার মুসলমানদের অবস্থার পর্যালোচনা।

২৭. এখানে বাহ্যত নবী করীম স.-কে সম্বোধন করা হলেও মূলত মক্কার কাফিরদেরকে লক্ষ করে কথাগুলো বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কালামে নিজেদের ইচ্ছা মতো রদবদল, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কোনো ইখতিয়ার স্বয়ং রাসূলের নেই। তাঁর কাজতো শুধু এতটুকু যে, তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব এসেছে তা পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেয়া। তোমরা যদি মানতে চাও তাহলে গোটা দীনকেই মেনে নিতে হবে ; আর যদি মানতে প্রস্তুত না থাকো তাহলে তারও তোমাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ কালামে তোমাদের ইচ্ছামত কোনো প্রকার বাড়ানো ও কমানোর ক্ষমতা বা সুযোগ কাউকে দেয়া হয়নি। একথাগুলো এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফিররা দাবী করে আসছিল যে, আমরাতো তোমার সবকথাই মেনে নেবো, তবে তোমাকেও আমাদের বাপদাদার ধর্মের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু মেনে নিতে হবে। এটা যদি মেনে নাও তাহলে উভয় ধর্মের মধ্যে একটা সমঝোতার পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের

هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ

নিজের খেয়াল খুশির এবং তার কাজই হলো সীমালংঘন।[৩০] ২৯. আর আপনি বলুন—সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই (এসেছে) অতএব যে চায়

فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ

ঈমান আনুক এবং যে চায় কুফরী করুক ;[৩১] নিশ্চয়ই আমি তৈরি করে রেখেছি যালিমদের জন্য আগুন— ঘিরে রেখেছে তাদেরকে

هَوٰىهُ-নিজের খেয়াল-খুশির ; وَ-এবং ; كَانَ-হলো ; اَمْرُهٗ-তার কাজই ; فُرُطًا-সীমালংঘন। ﴿২৯﴾ وَ-আর ; قُلْ-আপনি বলুন ; الْحَقُّ-সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকেই ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যে ; شَاءَ-চায় ; فَلْيُؤْمِنْ-(ف+ليؤمن)-ঈমান আনুক ; وَ-এবং ; مَنْ-যে ; شَاءَ-চায় ; فَلْيَكْفُرْ-(ف+ليكفر)-কুফরী করুক ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; اَعْتَدْنَا-তৈরি করে রেখেছি ; لِلظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের জন্য ; نَارًا-আগুন ; اَحَاطَ-ঘিরে রেখেছে ; بِهِمْ-তাদেরকে ;

বন্ধন মযবুত হবে। কাফিরদের এরূপ দাবীর কথা কুরআন মাজীদে সূরা ইউনুসের ১৫ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ ـ

"আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় তখন যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার আশা করে না তারাতো বলে এর পরিবর্তে অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকেই রদবদল করে নাও।"

২৮. অর্থাৎ এ কাফিররা যে আপনাকে—ত্যাগী-নিষ্ঠাবান, দরিদ্র মুসলমানদেরকে আপনার সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে দাবী করছে আপনি তাদের কথা অনুসারে কখনো কাজ করবেন না। কারণ, এরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আপনার চারপাশে জমায়েত হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় এরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে ; তাদেরকে আপনার সাথী হিসেবে গ্রহণ করেই আপনার মনকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করুন ; তাদের দিক থেকে দৃষ্টি কখনো অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবেন না। নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ সাথীদের পরিবর্তে দুনিয়ার জাঁক জমকপূর্ণ স্বার্থ পূজারী লোকদেরকে আপনার চারপাশে ভিড় জমানোর সুযোগ দেয়া কখনো উচিত হবে না। কারণ আল্লাহ বাহ্যিক জাঁকজমক কখনো পসন্দ করেন না। এদের পরিবর্তে নিষ্ঠাবান দরিদ্র মুসলমানরাই তাঁর নিকট অধিক মর্যাদার পাত্র।

২৯. অর্থাৎ তাদের কথা মেনে চলবেন না। তাদের নিকট মাথা নত করবেন না। তাদের ইচ্ছে পূরণ করবেন না। তাদের কথামত কাজ করবেন না। 'লা তু'তি' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইতায়াত' শব্দটি দ্বারা উল্লিখিত সকল অর্থই বুঝায়।

سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ

যার শিখা ;[৩২] আর তারা যদি পানি চায়, তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা তেলের গাদের মতো, তা[৩৩] তাদের চেহারাগুলোকে ঝলসে দেবে

بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(তা) কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল হিসেবে। ৩০. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে

سُرَادِقُهَا-(سرادق+ها)-যার শিখা ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَسْتَغِيثُوا-তারা পানি চায় ; يُغَاثُوا-তাদেরকে দেয়া হবে ; بِمَاءٍ-এমন পানি ; كَالْمُهْلِ-(ك+ال+مهل)-যা তেলের গাদের মতো ; يَشْوِي-তা ঝলসে দেবে ; الْوُجُوهَ-চেহারাগুলোকে ; بِئْسَ-কতোই না নিকৃষ্ট ; الشَّرَابُ-পানীয় ; وَ-এবং ; سَاءَتْ-তা বড়ই নিকৃষ্ট ; مُرْتَفَقًا-আশ্রয়স্থল হিসেবে। ৩০ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-কাজ করেছে ; الصَّالِحَاتِ-নেক ;

৩০. 'ফুরুতা' শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। এর তাৎপর্য হলো—সত্য দীনকে পেছনে ফেলে ও নৈতিক সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেতাই কাজ করা। অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে নিজের ইচ্ছার গোলাম হয়ে চলা। এমন ব্যক্তির সব কাজই সামঞ্জস্যহীন হয়। জীবনের কোনো দিকেই সে সীমার বাঁধনে থাকতে চায় না। এমন লোকের অনুসারীরাও কোনো ব্যাপারে সীমা রক্ষা করতে পারে না এবং যার অনুসরণ করে সে পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে অনুসারীরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

৩১. অর্থাৎ 'আসহাবে কাহাফের' ঈমান যেমন দৃঢ় ও মযবুত ছিল, সকল যুগের মু'মিন বান্দাহদের ঈমান তেমনি হওয়া উচিত। এখানে নবী কারীম স.-কে লক্ষ করে সে কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—এ মুশরিক সত্য দীনের দুশমনদের সাথে কোনো প্রকার সমঝোতার প্রশ্নই উঠেনা। যে মহাসত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে এসেছে, আপনার দায়িত্ব হলো তাদেরকে তা শুনিয়ে দেয়া। তারা যদি তা মেনে নেয় তাতে তাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি না মানে তাহলে তার মন্দ পরিণতি তারাই ভোগ করবে। আর যারা সত্য দীনকে মেনে নিয়েছে তারা কম বয়সী যুবক, সহায়-সম্পদহীন, গরীব-মিসকীন, ক্রীতদাস বা শ্রমিক-মজুর যা-ই হোক না কেন, তারা অবশ্যই তাদের ঈমানের কারণে মর্যাদার পাত্র। তারাই এখানে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। অপরদিকে দীনের দুশমন, বিত্তশালী সরদার, মাতব্বর তাদের কোনো স্থানই এখানে হতে পারে না। দুনিয়ার জাঁকজমক ও বাহাদুরী তাদের যতোই থাকুক আসলে তারা আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল ও নফসের দাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩২. অর্থাৎ যারা সত্য দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা অবশ্যই যালেম। তারা

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

আমিতো তার কর্মফল বরবাদ করি না, যে কাজের দিক থেকে উত্তম। ৩১. তাদের জন্যই রয়েছে অনন্তকাল বাসোপযোগী জান্নাত

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাদেরকে সেখানে সাজানো হবে সোনার বালা দিয়ে[৩৪]

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا

এবং তারা মিহি ও মোটা সবুজ রেশমের পোশাক পরবে, তারা সেখানে হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে

عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

উঁচু আসনে বালিশে, কতোই না চমৎকার বদলা এবং কতো সুন্দর আশ্রয়।[৩৫]

اِنَّا-আমিতো ; لَاَنُضِيعُ-বরবাদ করি না ; اَجْرَ-কর্মফল ; مَنْ-তার যে ; اَحْسَنَ-উত্তম ; عَمَلًا-কাজের দিক থেকে। ﴿٣١﴾ اُولٰئِكَ لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে ; جَنّٰتُ-জান্নাত ; عَدْنٍ-অনন্তকাল বাসোপযোগী ; تَجْرِىْ-প্রবাহিত ; مِنْ تَحْتِهِمُ-যার তলদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; يُحَلَّوْنَ-তাদেরকে সাজানো হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; مِنْ اَسَاوِرَ-বালা দিয়ে ; مِنْ ذَهَبٍ-সোনার ; وَّ-এবং ; يَلْبَسُوْنَ-তারা পরবে; ثِيَابًا-পোশাক ; خُضْرًا-সবুজ ; مِّنْ سُنْدُسٍ-মিহি রেশমের ; وَّ-ও ; اِسْتَبْرَقٍ-মোটা রেশমের ; مُتَّكِئِيْنَ-তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; عَلَى الْاَرَائِكِ-উঁচু আসনে বালিশে ; نِعْمَ-কতোই না চমৎকার ; الثَّوَابُ-বদলা ; وَ-এবং ; حَسُنَتْ-কতো সুন্দর ; مُرْتَفَقًا-আশ্রয়।

এখন থেকেই জাহান্নামের আওতার মধ্যে পড়ে গেছে এবং জাহান্নামের শিখা তাদেরকে এখন থেকেই ঘিরে ফেলেছে।

৩৩. 'কালমুহলি' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন অর্থ বুঝানো হয়েছে। কারো মতে এর 'অর্থ তৈলপাত্রের তলানী', কারো মতে এর অর্থ 'আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা' আবার কারো মতে গলিত ধাতু। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ পূঁজ ও রক্ত।

৩৪. আগের কালের রাজা বাদশাহরা যেমন স্বর্ণের কংকন পরতেন, তেমনি জান্নাত-বাসীদের কংকন পরানোর কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে জান্নাতে রাজা-

বাদশাহদের পোশাক পরিধান করানো হবে। একজন ঈমানদার ও নেককার ব্যক্তি রাজা-বাদশাহদের মর্যাদায় ভুষিত হবে—দুনিয়াতে সে শ্রমিক মজুর যা-ই থাকুক না কেন। অপর দিকে একজন কাফের ও ফাসেক দুনিয়াতে সে রাজা-বাদশাহ থাকলেও সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

৩৫. 'আরায়েক শব্দটি 'আরীকা' শব্দের বহুবচন । 'আরীকা' এমন আসনকে বলা হয় যার উপর গদী বসানো হয়েছে।

৪ রুকূ' (২৩-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সাথে সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বলতে হবে। যেমন–ইনশাআল্লাহ আমি আগামীকাল অমুক কাজ করবো।

২. অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছে—প্রকাশ করার সাথে 'আল্লাহর রহমতে' বলতে হবে। যেমন–'আল্লাহর রহমতে আমি অমুক কাজটি করতে পেরেছি।

৩. কোনো বিষয়ে নিশ্চিত জানা না থাকলে বলতে হবে—'এ সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন'।

৪. আসমান-যমীনের সমস্ত (গায়েবী ইল্‌ম) অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে।

৫. আল্লাহ সবকিছুই শোনেন এবং সব কিছুই দেখেন। তাঁর দেখার বাইরে এবং তাঁর শোনার বাইরে কিছুই নেই।

৬. যাদের কোনো অভিভাবক নেই, তাদেরও অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ।

৭. রাসূলের দায়িত্ব ছিল ওহীর মাধ্যমে আগত আল্লাহর বাণী আল কুরআন মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। রাসূলের ওয়ারিশ তথা ওলামায়ে কিরামের দায়িত্বও আল্লাহর কালাম মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া।

৮. আল্লাহর কালামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই। তাঁর কালামের হিফাযত তিনিই করবেন। তিনি তাঁর কালামের হিফাযত কিভাবে করবেন তা তিনিই জানেন।

৯. সকল অবস্থায় মু'মিনের শেষ আশ্রয় স্থল একমাত্র আল্লাহ।

১০. মু'মিনের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী মু'মিনরা-ই হতে পারে। ইয়াহুদী বা নাসারা তথা খৃষ্টানরা মু'মিনের বন্ধু বা সাহায্যকারী কখনো হতে পারে না।

১১. অর্থ-বিত্তের অধিকারী ফাসেক-ফাজের আল্লাহর দীনের বিরোধী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সম্পদ নয়। মুসলিম উম্মাহর সম্পদ তারাই যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ; যদিও তারা গরীব মিসকীন বা শ্রমজীবি মানুষ হোকনা কেন।

১২. আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার পর তাদের ঈমান আনা বা না আনার জন্য রাসূল দায়ী নন।

১৩. সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর যারা তা অমান্য করবে তারা অবশ্যই যালিম। তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করে রাখা হয়েছে।

১৪. জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পানি চাইলে তাদেরকে তৈল পাত্রের তলানীতে পড়ে থাকা গাদের মতো পানি দেয়া হবে। যা তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসে দেবে।

১৫. মু'মিনের কোনো নেক আমল-ই আল্লাহ তাআলা বরবাদ করেন না। অপরদিকে কাফিররা যতো ভাল কাজই করুক তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না।

১৬. ঈমান ও নেক আমল-ই মাগফিরাত তথা আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপায়, আর আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে পারাই জান্নাতে যাওয়ার উপায়।

১৭. যারা জান্নাতবাসী হবে তাদের সেই বাসস্থান হবে চিরস্থায়ী। জান্নাত থেকে তাদের কখনো বের হতে হবে না।

১৮. জান্নাতবাসীদেরকে রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে সাজানো হবে এবং রাজকীয় আসনে তাদেরকে বসানো হবে।

১৯. জান্নাতের সুখের কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই। যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং না কোনো কল্পনাশক্তি তা কল্পনা করে বুঝতে সক্ষম।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১৩

﴿٣٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ

৩২. আর (হে নবী!) আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ তুলে ধরুন[৩৬] যাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং

حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ

সে দু'টোকে আমি খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম, আর সে দু'টোর মাঝে আমি ফসলের ক্ষেত করে দিয়েছিলাম। ৩৩. উভয় বাগানই পূর্ণরূপে তাদের ফল দিতে লাগলো এবং

لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ

তাতে কিছুমাত্রও কম হতো না ; আর এ দু'টোর মাঝ দিয়ে আমি নহর বইয়ে দিয়েছিলাম। ৩৪. আর ছিল তার আরও ফল-ফসল ; অতপর সে বললো

لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ

তার সাথীকে এমতাবস্থায় যে, সে তার সাথে কথা বলছিল—'আমি তোমার চেয়ে ধন-সম্পদে বেশি এবং জনশক্তিতেও শক্তিশালী।' ৩৫. তারপর সে ঢুকলো

(৩২) وَ-আর ; اضْرِبْ-তুলে ধরুন ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; مَثَلًا-উদাহরণ ; رَجُلَيْنِ-দু' ব্যক্তির ; جَعَلْنَا-আমি দিয়েছিলাম ; لِأَحَدِهِمَا-তাদের একজনকে ; جَنَّتَيْنِ-দু'টো বাগান ; مِنْ أَعْنَابٍ-আংগুরের ; وَّ-এবং ; حَفَفْنٰهُمَا-সে দু'টোকে ঘিরে দিয়েছিলাম আমি ; بِنَخْلٍ-খেজুর গাছ দিয়ে ; وَّ-আর ; جَعَلْنَا-আমি করে দিয়েছিলাম ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-সে দু'টোর মাঝে ; زَرْعًا-ফসলের ক্ষেত। (৩৩) كِلْتَا-উভয় ; الْجَنَّتَيْنِ-বাগান-ই ; اٰتَتْ-দিতে লাগলো ; اُكُلَهَا-(اكل+ها)-তাদের ফল ; وَ-এবং ; لَمْ تَظْلِمْ-কম হতো না ; مِنْهُ-তাতে ; شَيْئًا-কিছুমাত্রও ; وَّ-আর ; فَجَّرْنَا-আমি বইয়ে দিয়েছিলাম; خِلٰلَهُمَا-সে দু'টোর মাঝ দিয়ে ; نَهَرًا-নহর। (৩৪) وَّ-আর ; كَانَ-ছিল ; لَهُ-তার ; ثَمَرٌ-আরও ফল-ফসল ; فَقَالَ-(ف+قال)-অতপর সে বললো ; لِصَاحِبِهِ-(ل+صاحب+ه)-তার সাথীকে ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُوَ-সে ; يُحَاوِرُهُ-(يحاور+ه)-তার সাথে কথা বলছিলো ; اَنَا-আমি ; اَكْثَرُ-বেশী ; مِنْكَ-তোমার চেয়ে ; مَالًا-ধন-সম্পদে; وَّ-এবং; اَعَزُّ-শক্তিশালী; نَفَرًا-জনশক্তিতে। (৩৫) وَ-তারপর; دَخَلَ-সে ঢুকলো;

جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ۙ

তার বাগানে[৩৭] নিজের উপর যুল্‌মকারী অবস্থায় ; সে বললো—'আমি মনে করি না এগুলো (বাগান) কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে।'

﴿٣٦﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا

৩৬. আর কিয়ামত সংঘটিত হবে বলেও আমি মনে করি না ; আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই এগুলোর চেয়েও উত্তম স্থান পেয়ে যাবো[৩৮]

مُنْقَلَبًا ﴿٣٧﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ

ফিরে যাওয়ার স্থান হিসেবে। ৩৭. তার সাথী ও তাকে এমতাবস্থায় যে, সেও তার সাথে কথা বলছিল—বললো 'তুমি কি তাঁর সাথে কুফরী করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٨﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ

মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, তারপর তোমাকে পরিণত করেছেন পূর্ণাঙ্গ মানুষে।[৩৯] ৩৮. কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) তিনিইতো আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি অংশীদার বানাই না।

جَنَّتَهٗ-(جنة+ه)-তার বাগানে ; وَ-অবস্থায় ; هُوَ-সে ; ظَالِمٌ-যুল্‌মকারী ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-তার নিজের উপর ; قَالَ-সে বললো ; مَآ اَظُنُّ-আমি মনে করি না ; اَنْ-যে ; تَبِيْدَ-ধ্বংস হয়ে যাবে ; هٰذِهٖٓ-এগুলো ; اَبَدًا-কখনো। ﴿٣٦﴾ وَ-আর ; مَآ اَظُنُّ-আমি মনে করি না ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; قَآئِمَةً-সংঘটিত হবে; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি; رُّدِدْتُّ-আমাকে ফিরিয়ে নেয়াও হয় ; اِلٰى-কাছে ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালকের ; لَاَجِدَنَّ-তাহলেও আমি অবশ্যই পেয়ে যাবো ; خَيْرًا-উত্তম ; مِّنْهَا-এগুলোর চেয়েও ; مُنْقَلَبًا-ফিরে যাওয়ার স্থান হিসেবে। ﴿٣٧﴾ قَالَ-বললো ; لَهٗ-তাকে; صَاحِبُهٗ-(صاحب+ه)-তার সাথীও ; وَ-এমতাবস্থায় ; هُوَ-সেও ; يُحَاوِرُهٗٓ-তার সাথে কথা বলছিল ; اَكَفَرْتَ-তুমি কি কুফরী করছো ; بِالَّذِىْ-(ب+الذى)-তাঁর সাথে যিনি; خَلَقَكَ-(خلق+ك)-তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; تُرَابٍ-মাটি ; ثُمَّ-অতপর ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-শুক্র ; ثُمَّ-তারপর ; سَوّٰىكَ-(سوى+ك)-তোমাকে পরিণত করেছেন ; رَجُلًا-পূর্ণাংগ মানুষে। ﴿٣٨﴾ لٰكِنَّا۠-কিন্তু ; هُوَ-তিনিতো ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; لَآ اُشْرِكُ-আমি অংশীদার বানাই না ;

৩৬. এখানে মক্কার অহংকারী লোকদের অবস্থা বুঝানোর জন্য উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। সকল যুগেই এ ধরনের লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা অহংকার বশত গরীব ঈমানদার বান্দাহদেরকে হেয় চোখে দেখে থাকে।

بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ

আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে। ৩৯. আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন বললে না কেন—'আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়) ; কারো কোনো ক্ষমতা নেই—

إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ

আল্লাহ ছাড়া'[৪০] যদি তুমি আমাকে হীন চোখে দেখ আমি তোমার চেয়ে সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে নীচে। ৪০. তবে আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে দান করবেন

خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু ; এবং তিনি সেগুলোর উপর পাঠাবেন আসমান থেকে কোনো আকস্মিক বিপদ ফলে তা গাছপালা শূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে থাকবে।

بِرَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের সাথে ; أَحَدًا-কাউকে। ৩৯ وَ-আর ; لَوْلَآ-কেন, না ; إِذْ-যখন ; دَخَلْتَ-তুমি প্রবেশ করছিলে ; جَنَّتَكَ-(جنة+ك)-তোমার বাগানে ; قُلْتَ-বললে ; مَا-যা ; شَآءَ-চান ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَا-নেই কারো ; قُوَّةَ-কোনো ক্ষমতা ; إِلَّا-ছাড়া ; بِاللّٰهِ-আল্লাহ ; إِنْ-যদি ; تَرَنِ-আমাকে হীনচোখে দেখ ; أَنَا-আমি ; أَقَلَّ-নীচে ; مِنْكَ-তোমার চেয়ে ; مَالًا-সম্পদে ; وَ-ও ; وَلَدًا-সন্তান-সন্ততিতে। ৪০ فَعَسٰى-(ف+عسى)-তবে আশা করি ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; أَنْ يُّؤْتِيَنِ-আমাকে দান করবেন ; خَيْرًا-উত্তম কিছু ; مِّنْ-চেয়ে ; جَنَّتِكَ-(جنة+ك)-তোমরা বাগানের ; وَ-এবং ; يُرْسِلَ-তিনি পাঠাবেন ; عَلَيْهَا-সেগুলোর উপর ; حُسْبَانًا-আকস্মিক কোনো বিপদ ; مِنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-(ال+سماء)-আসমান ; فَتُصْبِحَ-ফলে সেগুলো পরিণত হয়ে যাবে ; صَعِيدًا-ময়দানে ; زَلَقًا-গাছপালা শূন্য।

৩৭. অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিজের বাগানকে জান্নাতের সমতুল্য মনে করেছিল। সংকীর্ণ মন-মানসিকতার লোকেরা সামান্য ধন-সম্পদ লাভ করতে পেরেই ভুল ধারণার মধ্যে পড়ে যায়। তারা জান্নাত তো দুনিয়াতেই পেয়ে গেছে। অতএব মৃত্যুর পরের জান্নাতের জন্য চিন্তা করার দরকারই বা কি ?

৩৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যদি কোনো জীবন থেকেই থাকে, সেখানেও এখানকার মতো বা এর চেয়েও সুখময় জীবন লাভ করবো। কারণ এখানকার আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, আমি আল্লাহর প্রিয়তর বান্দাহ।

৩৯. কেউ যদি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সে যেমন কাফির তেমনি যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ একজন আছেন বলে মানে, কিন্তু আল্লাহকে নিজের মালিক, মুনীব, আইনদাতা ও পরিচালক হিসেবে মানেনা সেও কাফির। যেমন উল্লেখিত উদাহরণে

﴿٤١﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤٢﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ

৪১. অথবা যমীনের তলদেশে নেমে তার পানি শুকিয়ে যাবে অতপর তুমি কখনো তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে না। ৪২. অবশেষে তার ফল-ফসল বিপর্যয়ের আওতাভুক্ত হয়ে গেল এবং সে কচলাতে লাগল

كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

তার দু' হাত সে জন্য, যা সে খরচ করেছিল তাতে এবং তা (বাগানটি) উল্টে পড়ে রইলো মাচানের উপর আর বলতে লাগলো—

يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٣﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

'হায়, আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করতাম। ৪৩. আর আল্লাহ্ ছাড়া তার এমন কোনো দলও ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারে।

(৪১) اَوْ-অথবা ; يُصْبِحَ-যাবে ; مَاؤُهَا-(ماء+ها)-তার পানি ; غَوْرًا-যমীনের তলদেশে নেমে শুকিয়ে ; فَلَنْ تَسْتَطِيعَ-অতপর তুমি সক্ষম হবে না ; لَهُ-তার ; طَلَبًا-খুঁজে বের করতে। (৪২) وَ-অবশেষে ; اُحِيطَ-বিপর্যয়ের আওতাভুক্ত হয়ে গেলো ; بِثَمَرِهِ-(ب+ثمر+ه)-তার ফল-ফসল ; فَاَصْبَحَ-(ف+اصبح)-এবং সে লাগলো ; يُقَلِّبُ-কচলাতে ; كَفَّيْهِ-(كفى+ه)-তার দু'হাত ; عَلٰى-সে জন্য ; مَآ-যা ; اَنْفَقَ-সে খরচ করেছিল ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতে ; وَ-এবং ; هِىَ-তা (বাগানটি) ; خَاوِيَةٌ-উল্টে পড়ে রইলো ; عَلٰى-উপর ; عُرُوْشِهَا-(عروش+ها)-তার মাচানের ; وَ-আর ; يَقُوْلُ-সে বলতে লাগলো ; يٰلَيْتَنِىْ-হায় ! আমি যদি ; لَمْ اُشْرِكْ-শরীক না করতাম ; بِرَبِّىْ-(ب+رب+ى)-আমার প্রতি পালকের সাথে ; اَحَدًا-কাউকে। (৪৩) وَ-আর ; لَمْ تَكُنْ-ছিল না ; لَّهٗ-তার ; فِئَةٌ-এমন কোনো দলও ; يَّنْصُرُوْنَهٗ-(ينصرون+ه)-তাঁকে যারা সাহায্য করতে পারে ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ;

বাগানসমূহের মালিক আল্লাহর অস্তিত্বেতো বিশ্বাসী ছিল ; কিন্তু সে অহংকার বশত মনে করেছিল যে, "আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারও দানকরা জিনিস নয়—আমি আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতা বলে এসব অর্জন করেছি। এসব কিছু আমার নিকট থেকে কেড়ে নেয়ার কেউ নেই। কারো কাছে এ সবের হিসেবও দিতে হবে না।" এ ব্যক্তির এসব কাজকেও কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং শুধুমাত্র এক আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি-ই ঈমান নয়।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ যা চাইবেন তা-ই হবে। আমার বা অপর কারো কোনো শক্তি-ক্ষমতা নেই। কারো শক্তি, ক্ষমতা বা যোগ্যতা যদি কিছু থেকে থাকে তা আল্লাহরই দান।

وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

এবং সেও সাহায্য গ্রহণকারী হিসেবে থাকলো না। ৪৪. এসব ক্ষেত্রে সাহায্য করাতো একমাত্র প্রকৃত ইলাহ আল্লাহর কাজ, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দানে এবং (তিনিই) শ্রেষ্ঠ প্রতিফল দানে।

وَ-এবং ; مَا كَانَ-সেও থাকলো না ; مُنْتَصِرًا-সাহায্য গ্রহণকারী হিসেবে। ﴿٤٤﴾ هُنَالِكَ-এসব ক্ষেত্রে ; الْوَلَايَةُ-সাহায্য করাতো ; لِلَّهِ-আল্লাহর কাজ ; الْحَقِّ-একমাত্র প্রকৃত ইলাহ ; هُوَ-তিনিই ; خَيْرٌ-শ্রেষ্ঠ ; ثَوَابًا-পুরস্কার দানে ; وَ-এবং ; خَيْرٌ-শ্রেষ্ঠ ; عُقْبًا-প্রতিফল দানে।

৫ রুকূ' (৩২-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ফল-ফসল ও সন্তান-সন্ততি যা কিছু মানুষ মালিক হয়ে থাকে তা একমাত্র আল্লাহর দান।

২. যেহেতু এসব নিয়ামত আল্লাহ-ই দেন, সুতরাং তিনি তা ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারেন। অতএব এসব নিয়ে গর্ব অহংকার করা, এসবকে চিরস্থায়ী মনে করা কোনোমতেই উচিত নয়।

৩. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য যেমন আল্লাহর সন্তোষের মাপকাঠি নয়, তেমনি দারিদ্র ও সন্তান-সন্ততি হীনতাও আল্লাহর অসন্তোষের পরিচায়ক নয়।

৪. পরকালকে অবিশ্বাস করা অথবা তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় মনের মধ্যে স্থান দেয়া কুফরী।

৫. মানুষের সৃষ্টি প্রথমত সরাসরি মাটি থেকে। অতপর মাটি থেকে উদ্ভূত খাদ্য দ্রব্যাদির সার-নির্যাস শুক্র থেকে মানব সৃষ্টির ধারা চলে আসছে।

৬. আল্লাহর যাত ও সিফাত তথা মূল সত্তা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে কাউকে অংশীদার বানানো শিরক। আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুল্‌ম।

৭. আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর বা কৃতজ্ঞতা দ্বারা আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। আর তার না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতার ফলে তিনি তা কেড়ে নিতে পারেন এবং পরকালেও কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করতে পারেন।

৮. আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। এতে কোনো প্রকার রদবদলের ক্ষমতা কারো নেই—কিছুর নেই।

৯. আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর সাধ্য কারো নেই। একমাত্র আল্লাহ-ই সকল অবস্থায় মানুষকে সকল বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী বলে মনে করা শিরক। আর শিরক হচ্ছে বড় যুল্‌ম।

১০. ভাল কাজের জন্য যথোপযুক্ত পুরস্কার দান এবং তার যথাযথ বিনিময় দান একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাও একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৫

৪৫ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ

৪৫. আর (হে নবী!) আপনি তাদের নিকট দুনিয়ার জীবনের উপমা তুলে ধরুন—(তা হলো) পানির মতো—যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, অতপর তার সাহায্যে ঘন হয়ে ওঠে

نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

যমীনের উদ্ভিদরাজী ; তারপর তা শুকিয়ে এমন ভঙ্গুর হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ; আল্লাহ রয়েছেন প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী।[৪১]

৪৬ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের (সাময়িক) সাজ-সজ্জা মাত্র, আর আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক কাজই হলো উত্তম,

৪৫ وَ-আর ; اضْرِبْ-আপনি তুলে ধরুন ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের নিকট ; مَثَلَ-উপমা; الْحَيٰوةِ-(ال+حيوة)-জীবনের ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; كَمَاءٍ-(ك+ماء)-(তা হলো) পানির মতো ; أَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-যা আমি বর্ষণ করি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান থেকে ; فَاخْتَلَطَ-(ف+اختلط)-অতপর ঘন হয়ে উঠে ; بِهٖ-তার সাহায্যে ; نَبَاتُ-উদ্ভিদ রাজী ; الْأَرْضِ-যমীনের ; فَأَصْبَحَ-(ف+اصبح)-তারপর হয়ে যায় যে ; هَشِيمًا-এমন ভঙ্গুর ; تَذْرُوهُ-(تذروا+ه)-তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ; الرِّيٰحُ-বাতাস ; وَ-আর ; كَانَ-রয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ-প্রতিটি ; شَيْءٍ-জিনিসের; مُقْتَدِرًا-ক্ষমতাশালী। ৪৬ الْمَالُ-(ال+مال)-ধন-সম্পদ; وَ-ও ; الْبَنُونَ-(ال+بنون)-সন্তান-সন্ততি ; زِينَةُ-সাজ-সজ্জা ; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; الْبٰقِيٰتُ-স্থায়ী ; الصّٰلِحٰتُ-নেককাজই ; خَيْرٌ-উত্তম ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ;

৪১. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পদ বা সুখ শান্তি কোনোটাকে স্থায়ী মনে করার কোনো কারণ নেই। যেমন দুনিয়াতে জীবনও স্থায়ী নয়, কেননা জীবনের সাথে সাথে মৃত্যু জড়িয়ে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেমন জীবন দান করেন তেমনি তিনি মৃত্যুও দান করেন। তিনি উন্নতি যেমন দেন, অবনতিও তিনিই দান করেন। বসন্তের প্রাণচাঞ্চল্য তাঁর

ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَٰهُمْ

প্রতিফলের দিক থেকে এবং আশা-আকাঙ্খার দিক থেকেও উত্তম। ৪৭. আর (স্মরণ করুন) যেদিন আমি চলমান করে দেবো পাহাড়সমূহকে[৪২] এবং আপনি যমীনকে দেখবেন খোলা মাঠ,[৪৩] আর আমি তাদেরকে একত্রিত করবো,

فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا

অতপর আমি তাদের কাউকেই ছাড়বো না।[৪৪] ৪৮. আর তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আপনার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে, (বলা হবে)—তোমরাতো সবাই আমার কাছে এসে গেছো, যেমন

خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ

আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম,[৪৫] বরং তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের জন্য কখনো ওয়াদাকৃত সময় ঠিক করে দেইনি। ৪৯. আর রেখে দেয়া হবে

ثَوَابًا-প্রতিফলের দিক থেকে ; وَّ-এবং ; خَيْرٌ-উত্তম ; أَمَلًا-আশা-আকাঙ্খার দিক থেকেও।(৪৭) وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; نُسَيِّرُ-আমি চলমান করে দেবো ; الْجِبَالَ-পাহাড়সমূহকে ; وَ-এবং ; تَرَى-আপনি দেখবেন ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; بَارِزَةً-খোলা মাঠ ; وَّ-আর ; حَشَرْنَٰهُمْ-(حشرنا+هم)-আমি তাদেরকে একত্রিত করবো ; فَلَمْ نُغَادِرْ-(ف+لم نغادر)-অতপর আমি ছাড়বো না ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের ; أَحَدًا-কাউকেই।(৪৮) وَ-আর ; عُرِضُوا-তাদেরকে উপস্থিত করা হবে ; عَلَىٰ-সামনে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; صَفًّا-সারিবদ্ধভাবে ; لَقَدْ جِئْتُمُونَا-তোমরাতো সবাই আমার কাছে এসে গেছো ; كَمَا-যেমন ; خَلَقْنَٰكُمْ-(خلقنا+كم)-আমি সৃষ্টি করেছিলাম তোমাদেরকে ; أَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ; بَلْ-বরং ; زَعَمْتُمْ-তোমরা মনে করতে ; أَلَّن نَّجْعَلَ-যে, আমি কখনো ঠিক করে দেইনি ; لَكُم-তোমাদের জন্য ; مَّوْعِدًا-ওয়াদাকৃত সময়।(৪৯) وَ-আর ; وُضِعَ-রেখে দেয়া হবে ;

আদেশে আসে, শীতের অবক্ষয়ও তাঁর আদেশে আসে, আল্লাহর আদেশে যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ তোমরা লাভ করে থাক, তাকে চিরস্থায়ী মনে করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেওনা, কেননা সেই আল্লাহর হুকুমেই এসব কিছু তোমাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা দিতে যেমন সক্ষম তেমনি নিতেও সক্ষম।

৪২. পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে যখন আল্লাহ তাআলা অকেজো করে দেবেন তখন পাহাড়গুলো শূন্যে মেঘের মতো উড়তে থাকবে। যেমন সূরা নমলের ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমরা পাহাড়গুলোকে দেখে অচল অবিচল মনে করছো, অথচ সেগুলো এমনভাবে চলাচল করবে, যেমন মেঘ শূন্য আকাশে উড়ে।"

الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا

আমলনামা এবং আপনি দেখবেন অপরাধীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত তার কারণে যা রয়েছে তাতে (আমলনামায়) এবং তারা বলবে—"হায় আফসোস !

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ

কেমন এ আমলনামা ! (এতো) বাদ দেয়নি কোনো ছোট আমল, আর না কোনো বড় আমল বরং তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে ;

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

আর তারা হাজির পাবে যা তারা আমল করেছে ; এবং আপনার প্রতিপালক যুল্ম করবেন না কারো প্রতি ।[৪৬]

- الْكِتٰبُ-আমলনামা ; فَتَرَى-(ف+ترى)-এবং আপনি দেখবেন ; الْمُجْرِمِيْنَ- অপরাধীদেরকে ; مُشْفِقِيْنَ-ভীত সন্ত্রস্ত ; مِمَّا-তার কারণে যা আছে ; فِيْهِ-তাতে (আমল নামায়) ; وَ-এবং ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলবে ; يٰوَيْلَتَنَا-হায়! আফসোস ; مَالِ- কেমন ; هٰذَا-এ ; الْكِتٰبِ-আমলনামা ; لَا يُغَادِرُ-বাদ দেয়নি ; صَغِيْرَةً-কোনো ছোট আমল ; وَّ-আর ; لَا كَبِيْرَةً-না কোনো বড় আমল ; اِلَّآ-বরং ; اَحْصٰهَا-(احصى+ها)- তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে ; وَ-আর ; وَجَدُوْا-তারা পাবে ; مَا-যা ; عَمِلُوْا-তারা আমল করেছে ; حَاضِرًا-হাজির ; وَ-এবং ; لَا يَظْلِمُ-যুল্ম করবেন না ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; اَحَدًا-কারো প্রতি ।

৪৩. অর্থাৎ যমীনের উপর কোনো গাছপালা, বাড়ীঘর ও দালান-কোঠা কিছুই থাকবে না, পুরো যমীনটাই উষর মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়ে যাবে।

৪৪. অর্থাৎ আদম আ. থেকে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে আসবে, এমনকি যে শিশুটি মায়ের পেট থেকে যমীনে পড়ে একবার শ্বাস গ্রহণ করেই মারা গেছে তাকে ও তাকে সহ সকল মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে।

৪৫. এখানে পরকাল অমান্যকারীদেরকে হাশরের ময়দানে লক্ষ্য করে বলা হবে যে, তোমরা চেয়ে দেখো নবী-রাসূলগণের দেয়া আগাম সংবাদসমূহ সত্যে পরিণত হলো কিনা ? তারা যে তোমাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা প্রথমবার যেমন সৃষ্টি হয়েছো, ঠিক তেমনিই তোমাদেরকে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করা হবে। তখনতো তোমরা সেসব কথা অবিশ্বাস করেছিলে, এখন বলো তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা ?

৪৬. অর্থাৎ এমন কখনো হবে না যে, আল্লাহ তাআলা অপরাধ করা ছাড়াই কাউকে আযাব দিয়ে দেবেন অথবা ছোট অপরাধের জন্য বড় শাস্তি দিয়ে দেবেন। অথবা বিনা অপরাধে তার আমলনামায় অপরাধের হিসাব লিখে দিয়ে তা পূর্ণ করে দেবেন।

৬ রুকূ' (৪৫-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে জীবন ও মৃত্যু একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোর বিপরীতে যেমন অন্ধকার রয়েছে এবং দিনের বিপরীতে যেমন রয়েছে রাত, ঠিক তেমনি জীবনের বিপরীতেও মৃত্যু রয়েছে। সুতরাং দুনিয়াতে জীবন স্থায়ী নয়—মৃত্যু অনিবার্য।

২. আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়ার ধন-জন কোনোটারই মূল্য নেই, মূল্য রয়েছে স্থায়ী নেক আমলের। আখিরাতে নেক আমলের দিক থেকে যে অগ্রগামী, সে প্রকৃতই ধনী ; আর এদিক থেকে যে পেছনে সে প্রকৃতই গরীব।

৩. নেক কাজের প্রতিফল অবশ্যই উত্তম হবে। নেক কাজ করে উত্তম ফল লাভের আকাঙ্খা করাও উত্তম আকাঙ্খা।

৪. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর এ দুনিয়ার যমীনেই ময়দানে হাশর হবে। হাশর ময়দানে প্রথম মানুষ আদম আ. থেকে নিয়ে কিয়ামতের এক মুহূর্ত আগে জন্ম নেয়া মানব শিশুটি পর্যন্ত সবাইকে একত্রিত করা হবে।

৫. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অকেজো করে দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর সবকিছুই শূন্যলোকে উড়তে থাকবে। এমনকি পাহাড়-পর্বতগুলোও মেঘমালার মতো উড়তে থাকবে।

৬. পুনর্জীবন লাভকে অবিশ্বাসকারীরা অবশ্যই কাফির। আর কাফিরদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

৭. মানুষের সকল কাজের রেকর্ড তার আমলনামায় সংরক্ষিত হচ্ছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে তার আমলনামা দেয়া হবে। নেককাররা তাদের আমলনামা পেয়ে আনন্দিত হবে। আর অপরাধীরা আমলনামা হাতে পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

৮. মানুষের সকল ছোট-বড় ও ভাল-মন্দ কাজের রেকর্ডই আমল নামায় সংরক্ষিত থাকবে এবং এতে এক বিন্দু বিসর্গ বিষয়ও বাদ থাকবে না।

৯. কারো আমলনামায় এমন কিছু থাকবে না যা সে করেনি এবং তাতে কম বেশী করা হবে না। কারো প্রতি এক বিন্দু যুলম করা হবে না ; যেহেতু আল্লাহ সকল বিচারকের বিচারক।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-৪

৫০ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

৫০. আর (স্মরণ করুন) আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম—'তোমরা আদমকে সিজদা করো' তখন সবাই সিজদা করলো ইবলীস' ছাড়া ;[৪৭] সে ছিল জিনদের মধ্য থেকে ;

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ

তাই সে তার প্রতিপালকের আদেশের অবমাননা করলো ;[৪৮] তবুও কি তোমরা আমাকে ছাড়া তাকে ও তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিয়েছো ; অথচ তারাতো তোমাদের

৫০ وَ-আর ; اِذْ-যখন ; قُلْنَا-আমি বললাম ; لِلْمَلٰئِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; اسْجُدُوْا-তোমরা সিজদা করো ; لِاٰدَمَ-আদমকে ; فَسَجَدُوْٓا-(ف+سجدوا)-তখন সবাই সিজদা করলো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اِبْلِيْسَ-ইবলীস ; كَانَ-সে ছিল ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْجِنِّ-জিন জাতির ; فَفَسَقَ-(ف+فسق)-তাই সে অবমাননা করলো ; عَنْ اَمْرِ-আদেশের ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ-(ا+ف+تتخذون+ه)-তবুও কি তোমরা তাকে গ্রহণ করে নিয়েছো ; وَ-ও ; ذُرِّيَّتَهٗ-(ذرية+ه)-তার বংশধরদেরকে ; اَوْلِيَآءَ-বন্ধুরূপে ; مِنْ دُوْنِيْ-আমাকে ছাড়া ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারাতো ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;

৪৭. এখানে আদম আ. ও ইবলীস সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখ করে গুমরাহ লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা অসীম দয়াবান আল্লাহ তাআলা এবং মানব কল্যাণকামী নবী-রাসূলদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদের চির দুশমন ইবলীসের ফাঁদে আটকে পড়ছে। অথচ এ ইবলীস মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে তাদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে আসছে।

৪৮. ইবলীসের পক্ষে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, "তারা আল্লাহর না-ফরমানী করে না, তারা তা-ই করে আল্লাহ যে নির্দেশ তাদেরকে দেন।" অন্যত্র বলা হয়েছে—

"তারা অহংকার ও অমান্য করে না। তাদের উপর তাদের প্রতিপালক রয়েছেন তাঁকে তারা ভয় করে। আর তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তা-ই করে।" ইবলীস যে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, জিনেরা মানুষের মতোই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগতভাবে আল্লাহর অনুগত

عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

দুশমন ; এটা যালিমদের জন্য খুব নিকৃষ্ট বদলা। ৫১. আমিতো তাদেরকে ডাকিনি আসমান ও যমীন বানানোর সময়

وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُوْلُ

আর না (ডেকেছি) স্বয়ং তাদেরকে বানানোর সময় ;[৫১] আর আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণকারীও নই। ৫২. আর (স্মরণীয়) যেদিন তিনি (আল্লাহ) বলবেন—

نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

'তোমরা তাদেরকে ডাকো, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে' ;[৫৩] তখন তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা (শরীকরা) তাদের ডাকে সাড়া দেবে না, আর আমি রেখে দেবো

عَدُوٌّ-দুশমন ; بِئْسَ-খুব নিকৃষ্ট ; لِلظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের জন্য ; بَدَلًا-বদলা। ﴿٥١﴾ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ-(ما اشهدت+هم)-আমিতো তাদেরকে ডাকিনি ; خَلْقَ-বানানোর সময় ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; وَ-আর ; لَا-না ; خَلْقَ-বানানোর সময় ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-স্বয়ং তাদেরকে ; وَ-আর ; مَا كُنْتُ-আমি নই ; مُتَّخِذَ-গ্রহণকারীও ; الْمُضِلِّيْنَ-বিভ্রান্তকারীদেরকে ; عَضُدًا-সাহায্যকারী হিসেবে। ﴿٥٢﴾ وَ-আর ; يَوْمَ-(স্মরণীয়) যেদিন ; يَقُوْلُ-তিনি বলবেন ; نَادُوْا-তোমরা ডাকো ; شُرَكَآءِيَ-(شركاء+ى)-আমার শরীক ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যাদেরকে ; زَعَمْتُمْ-তোমরা মনে করতে ; فَدَعَوْهُمْ-(ف+دعوا+هم)-তখন তারা তাদেরকে ডাকবে ; فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا-(ف+لم يستجيبوا)-কিন্তু তারা সাড়া দেবে না ; لَهُمْ-তাদের ডাকে ; وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি রেখে দেবো ;

বানিয়ে দেয়া হয়নি ; বরং কুফর, ঈমান, আনুগত্য ও নাফরমানী করার স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ সত্য কথাটিকে এখানে উদঘাটিত করা হয়েছে। সুতরাং ইবলীস যে ফেরেশতা ছিল না তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আদমকে সিজদা করার আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল ফেরেশতাদের প্রতি আর ইবলীসতো ফেরেশতা ছিল না, তাহলে সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে এটা কিভাবে সঠিক হতে পারে? এর জবাবে বলা যায় যে, ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করার হুকুম করার অর্থ হলো যমীনে আল্লাহর যতো মাখলুক-ই রয়েছে সবই মানুষের অনুগত হয়ে যাবে। আর সে জন্যই ফেরেশতাদের সাথে সাথে দুনিয়ার সকল মাখলুকই আদমের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু একমাত্র সৃষ্টি ইবলীস-ই আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে।

بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا

তাদের উভয়ের মাঝে ধ্বংসকর স্থান (জাহান্নাম)।[৫১] ৫৩. আর অপরাধীরা আগুন (জাহান্নাম) দেখতে পাবে তখন তারা ধারণা করতে পারবে যে, অবশ্যই তাদেরকে তাতে পড়তেই হবে,

وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۟

এবং তারা পাবে না তা থেকে বাঁচার মতো আশ্রয়স্থল।

بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের উভয়ের মাঝে ; مَّوْبِقًا-ধ্বংসকর স্থান (জাহান্নাম)। ৫৩ وَ- আর ; رَاَ-দেখতে পাবে ; الْمُجْرِمُوْنَ-অপরাধীরা ; النَّارَ-আগুন (জাহান্নাম) ; فَظَنُّوْٓا-(ف+ظنوا)-তখন তারা ধারণা করতে পারবে ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; مُّوَاقِعُوْهَا-(مواقعوا+ها)-তাতে তাদেরকে পড়তেই হবে ; وَ-এবং ; لَمْ يَجِدُوْا-তারা পাবে না ; عَنْهَا-(عن+ها)-তা থেকে ; مَصْرِفًا-বাঁচার মত আশ্রয়স্থল।

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, তিনিইতো ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য সত্তা। শয়তানতো কোনো যুক্তিতেই মানুষের ইবাদাত পেতে পারে না। কারণ, শয়তানতো নিজেই আল্লাহর সৃষ্ট জীবমাত্র।

৫০. খোদায়ীর ব্যাপারে আল্লাহর শরীক বানানোর অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং তাঁর হিদায়াতকে বাদ দিয়ে অন্য কারো হুকুম-আহকাম ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নেয়া। মুখে তাকে আল্লাহর শরীক বলে স্বীকার না করলেও কার্যত যদি তার পায়রুবী করে জীবন-যাপন করে সেটাকেই কুরআন মাজীদ শিরক বলে ঘোষণা করেছে। মানুষ শয়তানকে মুখে মুখে অভিশাপ দেয় কিন্তু কার্যত শয়তানের আনুগত্য করে এটা অবশ্যই শিরক।

৫১. এ আয়াতের অপর একটি অর্থ মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, তাহলো— "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবো" অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও আখিরাতে তাদের মধ্যে কঠিন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

৭ রুকূ' (৫০-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আদম আ.-কে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানোর উদ্দেশ্য হলো যমীনের যতো সৃষ্টি আল্লাহর রয়েছে সবই মানুষের অনুগত থাকবে। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, আর দুনিয়ার সকল সৃষ্টি-ই মানুষের জন্য।

২. ইবলীস 'জিন' নামক সৃষ্টির অন্তর্গত, সুতরাং সে-ও মানুষের অনুগত হয়ে যাবে, যদি মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে।

৩. ইবলীস মানুষের চিরশত্রু। সুতরাং তার বংশধর তথা আনুগত্যকারী জিন ও মানুষ মানব জাতির চিরশত্রু। অতএব ইবলীস ও তার অনুগতদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

৪. আল্লাহ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তিনি ইবলীসেরও স্রষ্টা। সুতরাং যিনি সর্বস্রষ্টা তিনিইতো ইবাদাত পাওয়ার যথার্থ অধিকারী। শয়তানের পূজারীরা অবশ্যই যালিম।

৫. আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজে কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোনো কাজে উপাদান বা কার্যকারণের মুখাপেক্ষীও নন। তিনি যা করতে চান তা তার ইচ্ছা করার সাথে সাথেই হয়ে যায়।

৬. হাশরের মাঠে মুশরিকদেরকে বলা হবে—তোমরা আমার সাথে যাদেরকে শরীক করেছিলে, তাদেরকে ডাকো, তারা ডাকবে কিন্তু সেসব মিথ্যা মা'বুদগুলো তাদের ডাকে সাড়া দেবেনা।

৭. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের উভয় দলের মাঝে জাহান্নামকে রেখে দেবেন যাতে তারা তাদের শেষ ঠিকানা জেনে নিতে পারে এবং তাদের কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি হতে থাকে।

৮. পরকালে এসব যালিমরা বাঁচার মতো কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-২০
আয়াত সংখ্যা-৬

۝٥٤ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ

৫৪. আর আমি নিসন্দেহে এ কুরআনে মানুষের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছি প্রত্যেক বিষয় উদাহরণ দিয়ে ; কিন্তু মানুষ

اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٥ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰى

অধিকাংশ ব্যাপারেই ঝগড়াটে। ৫৫. আর মানুষকে কিছুই বাধা দেয়নি ঈমান আনতে—যখন তাদের কাছে হিদায়াত এসেছে—

وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইতে এছাড়া যে, তাদের সাথে পূর্ববর্তীদের মতো ব্যবহার করা হোক অথবা আযাব তাদের সামনে এসে পড়ুক।[৫২]

۝٥٦ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৫৬. আর আমিতো রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে ছাড়া পাঠাই না[৫৩] কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ঝগড়া করে

۝٥٤ وَ-আর ; لَقَدْ صَرَّفْنَا-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ; فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ-(فى+هذا+ال+قران)-এ কুরআনে ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক বিষয় ; مَثَلٍ-উদাহরণ দিয়ে ; وَ-কিন্তু ; كَانَ الْاِنْسَانُ-(كان+ال+انسان)-মানুষ হলো ; اَكْثَرَ শَيْءٍ-অধিকাংশ ব্যাপারেই ; جَدَلًا-ঝগড়াটে। ۝٥٥ وَ-আর ; مَا مَنَعَ-কিছুই বাধা দেয়নি ; النَّاسَ-মানুষকে ; اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا-ঈমান আনতে ; اِذْ-যখন ; جَاۤءَ-এসেছে ; هُمُ-তাদের কাছে ; الْهُدٰى-হিদায়াত ; وَ-এবং ; يَسْتَغْفِرُوْا-ক্ষমা চাইতে ; رَبَّهُمْ-(رب+)-তাদের প্রতিপালকের কাছে ; اِلَّآ-এছাড়া যে, ; اَنْ تَاْتِيَهُمْ-(ان تاتى+هم)-তাদের সাথে করা হোক ; سُنَّةُ-ব্যবহার ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তীদের মতো ; اَوْ-অথবা ; يَاْتِيَهُمْ-(ياتى+هم)-এসে পড়ুক তাদের ; الْعَذَابُ-আযাব ; قُبُلًا-সামনে। ۝٥٦ وَ-আর ; مَا نُرْسِلُ-আমি তো পাঠাই না ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলগণকে ; اِلَّا-ছাড়া ; مُبَشِّرِيْنَ-সুসংবাদ দাতারূপে ; وَ-ও ; مُنْذِرِيْنَ-সতর্ককারী রূপে ; وَ-কিন্তু ; يُجَادِلُ-তারা ঝগড়া করে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ;

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ○

অর্থহীন কথা নিয়ে যাতে তার দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, আর তারা আমার আয়াতগুলোকে এবং যে ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে তাকে মস্করা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

৫৭ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ط

৫৭. তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে হতে পারে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিয়ে নেয়, এবং সে আগে যা করেছে তা ভুলে যায় ;

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَإِنْ تَدْعُهُمْ

আমি অবশ্যই তাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে এবং তাদের কানেও বধিরতা (দিয়েছি) ; আপনি যদি তাদেরকে ডাকেন

بِالْبَاطِلِ-(ب+ال+باطل)-অনর্থক কথা নিয়ে ; لِيُدْحِضُوا-যাতে তারা ব্যর্থ করে দিতে পারে ; بِهِ-তার দ্বারা ; الْحَقَّ-সত্যকে ; وَ-আর ; اتَّخَذُوا-তারা গ্রহণ করে থাকে ; آيَاتِي-আমার আয়াতগুলোকে ; وَ-এবং ; مَا-যে ; أُنْذِرُوا-ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে ; هُزُوًا-মস্করা। ৫৭ وَ-আর ; مَنْ-কে হতে পারে ; أَظْلَمُ-বেশী যালিম ; مِمَّنْ-তার চেয়ে যাকে ; ذُكِّرَ-উপদেশ দেয়া হয় ; بِآيَاتِ-আয়াতের সাহায্যে ; رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের ; فَأَعْرَضَ-(ف+اعرض)-কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; عَنْهَا-তা থেকে ; وَ-এবং ; نَسِيَ-সে ভুলে যায় ; مَا-যা ; قَدَّمَتْ-আগে করেছে ; يَدَاهُ-(يد+ه)-তার হাত; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنَا-ফেলে রেখেছি ; عَلَىٰ-উপর ; قُلُوبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের দিলের ; أَكِنَّةً-পর্দা ; أَنْ يَفْقَهُوهُ-(ان يفقهوا+ه)-যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে ; وَ-এবং ; فِي آذَانِهِمْ-(فى+اذن+هم)-তাদের কানেও ; وَقْرًا-বধিরতা (দিয়েছি) ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَدْعُهُمْ-(تدع+هم)-আপনি তাদেরকে ডাকেন ;

৫২. অর্থাৎ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য যতো ধরনের যুক্তি-প্রমাণ ও উপদেশ-নসীহত পেশ করা প্রয়োজন, কুরআন মাজীদ তার কিছুই বাকী রাখেনি। এখন শুধু বাকী আছে, যে আযাব দিয়ে অতীতের জাতিসমূহকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং যে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সত্যকে প্রমাণ করে দেয়া।

৫৩. অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকে আমি এজন্য পাঠাইনি যে, তারা মানুষের উপর আযাব ডেকে আনবে, বরং তাদেরকে পাঠানো হয় চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা নবীর সাবধানবাণী ও সতর্কীকরণ

إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ

হিদায়াতের দিকে তবে তারা কখনো হিদায়াতের পথে আসবে না।[৫৪] ৫৮. আর আপনার প্রতিপালকতো পরম ক্ষমাশীল দয়াবান ;

لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ

তিনি যদি তাদেরকে সেজন্য পাকড়াও করতে চাইতেন যা তারা কামাই করেছে, তাহলে তৎক্ষণাত তাদের জন্য আযাব দিয়ে দিতেন ; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি ওয়াদাকৃত সময়

لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

যা থেকে তারা কখনো পালানোর জায়গা পাবে না।[৫৫] ৫৯. আর ঐ জনপদগুলো[৫৬] যখন তারা যুল্‌ম করেছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম

اِلٰى-দিকে ; الْهُدٰى-হিদায়াতের ; فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا-তবে তারা হিদায়াতের পথে আসবে না ; اِذًا-তখন ; اَبَدًا-কখনো। ৫৮-وَ-আর ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালকতো ; الْغَفُوْرُ-পরম ক্ষমাশীল ; ذُو الرَّحْمَةِ-দয়াবান ; لَوْ-যদি ; يُؤَاخِذُهُمْ-(يؤاخذ+هم)-তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন ; بِمَا-সে জন্য যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছে ; لَعَجَّلَ-তাহলে তৎক্ষণাত দিয়ে দিতেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; الْعَذَابَ-আযাব ; بَلْ-কিন্তু ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَوْعِدٌ-একটি ওয়াদাকৃত সময় ; لَنْ يَّجِدُوْا-কখনো তারা পাবে না ; مِنْ-থেকে ; دُوْنِهٖ-তা ছাড়া ; مَوْئِلًا-পালানোর জায়গা। ৫৯-وَ-আর ; تِلْكَ-ঐ ; الْقُرٰى-জনপদগুলো ; اَهْلَكْنٰهُمْ-(اهلكنا+هم)-আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ; لَمَّا-যখন ; ظَلَمُوْا-তারা যুল্‌ম করেছিল ;

থেকে কোনো ফায়দা-ই লাভ করে না, উপরন্তু যে আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য নবী-রাসূলগণ চেষ্টা-সাধানা করে গিয়েছেন সেই আযাবে নিপতিত হওয়ার জন্য এসব নির্বোধ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

৫৪. অর্থাৎ যেসব লোক দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-নসীহতের মুকাবিলায় ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে এবং মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির দ্বারা প্রকৃত সত্যের মুকাবিলা করে ; আর নিজের মন্দ কাজের মন্দ পরিণতি নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকের দিলের উপর মোহর মেরে দেন এবং সে যেন সত্যের আওয়াজ শুনতে না পায় সেজন্য তার কানেও ছিপি এঁটে দেন। এমন লোক ধ্বংসের শেষ সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত বুঝতেই পারে না যে, সে ধ্বংসের পথে চলছে।

৫৫. আল্লাহ্ তাআলা যে সবচেয়ে বেশী দয়াবান তার প্রমাণ এই যে, কেউ কোনো অপরাধ করলে তাৎক্ষণিক তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর নীতি নয়।

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

এবং তাদের ধ্বংসের জন্যও আমি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম।

وَ-এবং ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছিলাম ; لِمَهْلِكِهِمْ-(لِ+مهلك+هم)-তাদের ধ্বংসের জন্যও ; مَوْعِدًا-সময় নির্ধারণ।

তিনি অপরাধীকে সংশোধনের জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কিন্তু যারা আল্লাহর দয়ার এ নীতিকে ভুল অর্থে গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, তাদেরকে অপরাধের জন্য জবাবদিহী করতে হবে না। এসব লোকই আসলেই মূর্খতা ও বোকামীর পরিচয় দেয়।

৫৬. এখানে যেসব জনপদের দিকে ইংগীত করা হয়েছে সেসব জনপদের অবস্থান স্থলের নিকট দিয়ে আরবের লোকেরা যাতায়াত করতো। কুরাইশ বংশের লোকেরাও যাতায়াতের সময় এসব এলাকা নিজেদের চোখে দেখতে পেতো। তাছাড়া আরবের সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিল। এসব এলাকা ছিল আদ, সামূদ, লূত ও সাবা জাতির ধ্বংসাবশিষ্ট বসতি।

৮ রুকূ' (৫৪-৫৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন মাজীদে যুক্তি-প্রমাণ ও উপমা-উদাহরণ দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হিদায়াতের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট।

২. যারা কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত গ্রহণ না করে অনর্থক বিতর্ক তোলার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে হিদায়াত লাভ করা সম্ভব হয়না। কারণ এমন লোকদের দিলে আল্লাহ পর্দা ফেলে দেন এবং তাদের কানেও বধিরতা সৃষ্টি করে দেন যাতে তারা হিদায়াতের বাণী শুনতে ও বুঝতে না পারে।

৩. নবী-রাসূলগণ দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশী মানব-দরদী ছিলেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল ঈমান ও নেক আমলের জন্য সুসংবাদ দান এবং কুফর ও বদ আমলের জন্য আযাবের ভয় দেখানো। তবে তাঁদের এ ভয় দেখানো মানব-দরদ থেকে উৎসারিত।

৪. দীনের ব্যাপারে অর্থহীন কথা নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া মুখলেস-মু'মিনের কাজ নয়। সুতরাং দীনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অর্থহীন বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে।

৫. আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-তামাশা করা কুফরী। এ ধরনের কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানের দাবী।

৬. যারা আল্লাহর কালাম থেকে হিদায়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয় ; বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না। আল্লাহ এমন লোকের দিলের উপর পর্দা ফেলে দেন এবং তাদের কানে বধিরতা দিয়ে দেন, যেন তারা আল্লাহর কালাম শুনতে ও বুঝতে সক্ষম না হয়।

৭. যারা আল্লাহর কালাম থেকে হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী, কেবলমাত্র তাদেরকেই আল্লাহর কালাম শোনা ও বুঝার ক্ষমতা দান করেন।

৮. কাফির-মুশরিকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও এবং আযাব না দেয়াও আল্লাহর অসীম দয়ার পরিচায়ক।

৯. শিরক ও কুফরীর জন্য প্রাপ্য আযাবকে বিলম্বিত করে সংশোধনের জন্য সুযোগ দানও আল্লাহর অসীম দয়াশীলতার পরিচয় বহন করে।

১০. আল্লাহ অতীতের অনেক জাতিকে তাদের অবাধ্যতার জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে ধ্বংস করে দিয়েছেন ; কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী এ ধরনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ স.-এর দোয়ার বরকতে হয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-২১
আয়াত সংখ্যা-১১

⑥০ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ○

৬০. আর (স্মরণীয়) যখন মূসা তাঁর যুবক সঙ্গীকে বললেন—'আমি থামবো না যে পর্যন্ত না দু' সাগরের সংযোগস্থলে আমি পৌঁছি ; নচেৎ আমি যুগযুগ চলতেই থাকবো।[৫৭]

(৬০) وَ-আর ; إِذْ-যখন ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; لِفَتَاهُ-তার যুবক সঙ্গীকে ; لَا أَبْرَحُ-আমি থামবো না ; حَتَّىٰ-যে পর্যন্ত না ; أَبْلُغَ-আমি পৌঁছি ; مَجْمَعَ-সংযোগস্থলে ; الْبَحْرَيْنِ-দু' সাগরের ; أَوْ-নচেৎ ; أَمْضِيَ-আমি চলতেই থাকবো ; حُقُبًا-যুগ যুগ ধরে।

৫৭. কুরআন মাজীদে মূসা আ.-এর এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, কাফির ও মু'মিন উভয় শ্রেণীর মানুষ যেন এক মহাসত্য সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়। আর তা হলো—মানুষ বাহ্যিক চোখে দুনিয়াতে যা কিছু ঘটতে দেখে, তা থেকে তারা ভুল তাৎপর্য গ্রহণ করে থাকে। কারণ এসব ঘটনার মূল কারণগুলো তাদের সামনে না থাকার জন্য তারা এমন ভুলের মধ্যে পড়ে যায় ; আসলে এসব ঘটনার মূলে আল্লাহ তাআলার বিরাট কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমন আমরা দেখি দুনিয়াতে যালেম লোকেরা দৈনন্দিন উন্নত হতে থাকে ; তারা আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্ফুর্তির মধ্যে থাকে। নাফরমান লোকদের উপর আল্লাহর নিয়ামত অধিক হারে বর্ষিত হতে থাকে। অপর দিকে ফরমাবরদার আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের উপর বিপদ-মসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা অত্যন্ত দুরাবস্থার মধ্যে দিন গুজরান করতে থাকে। কাফির-যালিমদের সচ্ছল অবস্থা এবং নেককার লোকদের দুরাবস্থা দিন-রাত মানুষ চোখের সামনে দেখতে পায়। কিন্তু এর নিগূঢ় মর্ম-বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব না হওয়ার কারণেই তাদের মনে নানা প্রশ্ন ও বিভিন্ন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কাফির ও যালিম লোকেরা মনে করে যে, "দুনিয়াটা এমনি এমনি পরিচালিত হচ্ছে। এর পরিচালক কেউ নেই, অথবা কেউ থাকলেও সে অকর্ম হয়ে আছে। অতএব এখানে যা ইচ্ছা তা-ই করা যেতে পারে। জিজ্ঞেস করার বা বাধা দান করার কেউ নেই।" আবার ঈমানদার লোকেরা এসব দেখে মনভাংগা হয়ে যায়। অনেক সময় এমত কঠিন পরীক্ষায় পড়ে তাদের ঈমান পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। মূসা আ.-এর অনুসারী মু'মিনদের এরকম অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে কুদরতের এ বিরাট কারখানার পর্দা তুলে একটুখানি দৃশ্য দেখিয়েছিলেন। যেন তিনি জানতে পারেন যে, এখানে দিবা রাত্রি যাকিছু ঘটে তা কেমন করে ও কোন কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঘটে থাকে এবং ঘটনার বাহ্যিক দিক তার মূল ব্যাপার থেকে কেমনতর ভিন্ন হয়ে থাকে তা-ও যেন মূসা আ.-এর সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

⑥১ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬১. অতপর (চলতে চলতে) তাঁরা যখন সেই দু'য়ের সংযোগস্থলে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন, তখন সে (মাছটি) সাগরে তার পথ বানিয়ে নিল সুড়ঙ্গের মতো করে।

⑥২ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

৬২. তারপর তাঁরা উভয়ে যখন (স্থানটি) অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন তিনি (মূসা) তাঁর সাথীকে বললেন। আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরাতো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

⑥৩ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ

৬৩. সে (সাথী) বললো—আপনি কি খেয়াল করেছেন—আমরা যখন পাথরটির কাছে থেমেছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম ; আর আমাকে তা কিছুই ভুলিয়ে দেয়নি

⑥১ فَلَمَّا-অতপর যখন তারা ; بَلَغَا-উভয়ে পৌঁছলেন ; مَجْمَعَ-সংযোগস্থলে ; بَيْنِهِمَا-সেই দু'য়ের ; نَسِيَا-তাঁরা ভুলে গেলেন ; حُوتَهُمَا-(حوت+هما)-তাঁদের মাছের কথা ; فَاتَّخَذَ-তখন বানিয়ে নিল সে (মাছটি) ; سَبِيلَهُ-(سبيل+ه)-তার পথ ; فِى الْبَحْرِ-সাগরে ; سَرَبًا-সুড়ঙ্গের মতো করে। ⑥২ فَلَمَّا-তারপর যখন ; جَاوَزَا-তারা উভয়ে (স্থানটি) অতিক্রম করে এগিয়ে গেল ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لِفَتٰىهُ-(ل+فتى+ه)-তাঁর যুবক সাথীকে ; اٰتِنَا-নিয়ে এসো ; غَدَاءَ نَا-আমাদের নাশতা ; لَقَدْ لَقِيْنَا-নিসন্দেহে আমরা হয়ে পড়েছি ; مِنْ سَفَرِنَا-আমাদের সফরে ; هٰذَا-এ ; نَصَبًا-ক্লান্ত। ⑥৩ قَالَ-সে (সাথী) বললো ; اَرَءَيْتَ-আপনি কি খেয়াল করেছেন ; اِذْ-যখন ; اَوَيْنَا-আমরা থেমেছিলাম ; اِلَى الصَّخْرَةِ-পাথরটির কাছে ; فَاِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; نَسِيْتُ-ভুলেই গিয়েছিলাম ; الْحُوْتَ-মাছটির কথা ; وَ-আর ; مَا اَنْسٰنِيْهُ-(ما انسى+نى+ه)-আমাকে তা কিছুই ভুলিয়ে দেয়নি ;

বনী ইসরাঈলের লোকেরা তৎকালীন যালিম শাসক ফিরআউনের অত্যাচারে যে অস্থিরতার মধ্যে পড়ে বলে উঠেছিল যে, "হে আল্লাহ এ যালিমদের উপর তোমার নিয়ামত বর্ষণ এবং আমাদের উপর তাদের এ অত্যাচার আর কতোদিন চলবে।" তেমনি এক অবস্থার মধ্যে রাসূলুল্লাহর নবুওয়াতের প্রথম দিকের মুসলমানরাও দিন যাপন করছিল। ফিরআউনের অত্যাচারে সে সময় মূসা আ. পর্যন্ত বলে উঠেছিল যে, "হে আমাদের রব, তুমি ফিরআউন ও তার দরবারের লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের বড় শান-শওকত, জাকজমক, চাকচিক্য, ও ধন-মাল দান করেছো। হে পরওয়ারদিগার, এটা কি এজন্য যে, তারা দুনিয়াবাসীকে তোমার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে" মক্কার মুসলমানদের উপরও কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা তেমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আর

إِلَّا الشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ○

তা স্মরণ রাখতে শয়তান ছাড়া ; আর সে মাছটিও আশ্চর্যজনকভাবে সাগরে নিজের পথ বানিয়ে নিল।

﴿٦٤﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا

৬৪. তিনি (মূসা) বললেন—'ওটাইতো তা, যা আমরা খুঁজছিলাম।'[৫৮] তারপর তাঁরা পেছনে চললেন নিজেদের পায়ের ছাপ ধরে। ৬৫. তখন তাঁরা সাক্ষাত পেলেন এক বান্দাহর

مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾ قَالَ لَهُ

আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে, যাকে আমি আমার তরফ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং তাঁকে আমি আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম।[৫৯] ৬৬. বললেন তাঁকে

اِلاَّ-ছাড়া ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; اَنْ اَذْكُرَهُ-তা স্মরণ রাখতে ; وَ-আর ; اتَّخَذَ-সে (মাছটিও) বানিয়ে নিলো ; سَبِيْلَهُ-(سبيل+ه)-তার পথ ; فِى الْبَحْرِ-সাগরে ; عَجَبًا-আশ্চর্যজনকভাবে।﴿٦٤﴾ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; ذٰلِكَ-ওটাইতো ; مَا-তা, যা ; كُنَّا نَبْغِ-আমরা খুঁজছিলাম ; فَارْتَدَّا-(ف+ارتدا)-তারপর তাঁরা পেছনে চললেন ; عَلٰى اٰثَارِهِمَا-নিজেদের ছাপ ধরে ; قَصَصًا-পায়ের ছাপ।﴿٦٥﴾ فَوَجَدَا-তখন তাঁরা সাক্ষাত পেলেন ; عَبْدًا-এক বান্দাহর ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِنَا-(عباد+نا)-আমার বান্দাহদের; اٰتَيْنٰهُ-যাকে আমি দান করেছিলাম ; رَحْمَةً-রহমত ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِنَا-আমার তরফ ; وَ-এবং ; عَلَّمْنٰهُ-(علمنا+ه)-তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ; مِنْ-থেকে ; لَدُنَّا-আমার পক্ষ ; عِلْمًا-এক বিশেষ জ্ঞান।﴿٦٦﴾ قَالَ-বললেন ; لَهُ-তাঁকে ;

সে জন্যই এ ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা বাহ্যিক চোখে যা দেখছো, মূলত ব্যাপারটা এমন নয়। কাফির বেঈমানদের দুনিয়ার চাকচিক্য ও জৌলুস দেখে তোমরা মনভাংগা হয়ো না। এর পরিণাম অবশ্যই মন্দ। আর তোমাদের উপর যেসব বিপদ-মসীবত ও দরিদ্রতার সয়লাব-এর পরিণাম অবশ্যই কল্যাণকর। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যস্থলের নিশানা এমনটিই বলা হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, মূসা আ.-এর এ সফর আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের নিকট রক্ষিত মাছটি যেখানে অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেখানেই তোমাদের সাথে সেই বান্দাহর সাক্ষাত ঘটবে, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তোমাকে পাঠানো হচ্ছে।

৫৯. এখানে বর্ণিত আল্লাহর সেই বান্দাহর নাম হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে 'খিজির'।

مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ

মূসা—'আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনি আমাকে শেখাবেন তা থেকে, সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে' ? ৬৭. তিনি বললেন—'আপনি নিশ্চিত

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ۝

সবর করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। ৬৮. আর কিভাবেই আপনি সে সম্পর্কে সবর করবেন, যা আপনার জানার আওতাধীন নয়।'

﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

৬৯. তিনি (মূসা) বললেন—'ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"

﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭০. তিনি বললেন—অতপর আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান, তবে আমাকে কোনো বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলি।

مُوسَىٰ-মূসা ; (هل+اتبع+ك)-هَلْ أَتَّبِعُكَ-আমি কি আপনার অনসরণ করতে পারি ; عَلَىٰٓ-এ শর্তে ; أَنْ تُعَلِّمَنِ-আপনি আমাকে শেখাবেন ; مِمَّا-তা থেকে, যে ; عُلِّمْتَ-আপনাকে শেখানো হয়েছে ; رُشْدًا-সত্যের জ্ঞান। ৬৭ قَالَ-তিনি বললেন ; إِنَّكَ- আপনি নিশ্চিত ; لَنْ تَسْتَطِيعَ-থাকতে পারবেন না ; مَعِيَ-আমার সাথে ; صَبْرًا-সবর করে। ৬৮ وَ-আর ; كَيْفَ-কিভাবেই ; تَصْبِرُ-আপনি সবর করবেন ; عَلَىٰ مَا-সে সম্পর্কে যা ; لَمْ تُحِطْ-আপনার আওতাধীন নয় ; بِهِ-সে সম্পর্কে ; خُبْرًا-জানার। ৬৯ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; سَتَجِدُنِيٓ-নিশ্চিত আপনি আমাকে পাবেন ; إِنْ شَآءَ اللَّهُ-ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) ; صَابِرًا-ধৈর্যশীল ; وَ-এবং ; لَآ أَعْصِي-আমি অমান্য করবো না ; لَكَ-আপনার ; أَمْرًا-কোনো আদেশ। ৭০ قَالَ-তিনি বললেন ; (ف+ان+اتبعت+نى)-فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي-অতপর আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান ; (ف+لاتسئل+نى)-فَلَا تَسْـَٔلْنِي-তবে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না ; عَنْ شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে কিছু ; حَتَّىٰ-যে পর্যন্ত না ; أُحْدِثَ-আমি বলি ; لَكَ-আপনাকে ; مِنْهُ-সে বিষয়ে ; ذِكْرًا-প্রকাশ্যে।

কুরআন মাজীদে হযরত মূসা আ.-এর সফর সাথীর নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে তাঁর নাম ছিল 'ইউশা ইবনে নূন'।

৯ রুকূ' (৬০-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মূসা আ.-এর এ ঘটনা উল্লেখ করার কারণ হলো দুনিয়াবাসীকে এক মহাসত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যে, তোমরা বাহ্যিক চোখে যা দেখ তার অন্তরালে কুদরতের এমন মহা বিস্ময় লুকিয়ে আছে যা তোমরা জানো না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কুদরতেই সৃষ্টিজগতের সবকিছু আবর্তিত হয়। আর বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে আল্লাহর কল্যাণময় ইচ্ছা-ই কার্যকর।

২. আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.-কে তাঁর কুদরতের খানিকটা ঝলক দেখিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের বর্তমান দুদর্শাগ্রস্ত অবস্থার পরিণাম অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যময়। সুতরাং বর্তমান অবস্থার জন্য হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩. দুনিয়াতে কাফির, মুশরিক ও যালিমদের বিলাসপূর্ণ সচ্ছল জীবনের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ। অপরদিকে আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের দুঃখ-দরিদ্রতাপূর্ণ জীবনের পরিণাম ফল শুভ।

৪. মূসা আ.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউনের যুলম-নির্যাতন যেমন নেমে এসেছিল, তেমনি মুহাম্মাদ স.-এর নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের উপরও কুরাইশদের যুলম-নির্যাতন নেমে এসেছিল। আর সে অবস্থায় এ ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. ও মুসলমানদেরকে উপরোক্ত মহাসত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১২

فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰىٓ إِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ ⑦١

৭১. অতপর তারা দু'জন চললেন, অবশেষে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি (লোকটি) তাতে ছিদ্র করে দিলেন ; তিনি (মূসা) বললেন—"আপনি কি এতে এজন্য ছিদ্র করে দিলেন যে, এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেবেন ?

لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ⑦٢ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

নিসন্দেহে আপনি একটি গুরুতর কাজ করেছেন।" ৭২. তিনি (লোকটি) বললেন—"আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে সবর করতে সক্ষম হবেন না।"

⑦٣ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ○

৭৩. তিনি (মূসা) বললেন—"আমাকে সেজন্য পাকড়াও করবেন না যা আমি ভুলে গিয়েছি এবং আমার কাজে আমার প্রতি এতোটা কঠোরতা আরোপ করবেন না।"

⑦١ فَانْطَلَقَا-(ف+انطلقا)-অতপর তাঁরা দু'জন চললেন ; حَتّٰى-অবশেষে ; اِذَا-যখন ; رَكِبَا-আরোহণ করলেন ; فِى السَّفِيْنَةِ-নৌকায় ; خَرَقَهَا-(خرق+ها)-তিনি (লোকটি) তাতে ছিদ্র করে দিলেন ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; اَخَرَقْتَهَا-(ا+خرقت+ها)-আপনি কি এতে ছিদ্র করে দিলেন ; لِتُغْرِقَ-এজন্য যে, আপনি ডুবিয়ে দেবেন ; اَهْلَهَا-(اهل+ها)-এর আরোহীদেরকে ; لَقَدْ جِئْتَ-নিসন্দেহে আপনি করেছেন ; شَيْـًٔا-কাজ ; اِمْرًا-গুরুতর। ⑦٢ قَالَ-তিনি (লোকটি) বললেন ; اَلَمْ اَقُلْ-আমি কি বলিনি ; اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চিত আপনি ; لَنْ تَسْتَطِيْعَ-সক্ষম হবেন না ; مَعِىَ-আমার সাথে ; صَبْرًا-সবর করতে। ⑦٣ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لَاتُؤَاخِذْنِىْ-আমাকে পাকড়াও করবেন না ; بِمَا-সেজন্য যা ; نَسِيْتُ-আমি ভুলে গিয়েছি ; وَ-এবং ; لَاتُرْهِقْنِىْ-আমার প্রতি আরোপ করবেন না ; مِنْ اَمْرِىْ-আমার কাজে ; عُسْرًا-কঠোরতা।

⑰ فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰى إِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهُ ٝ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط

৭৪. অতপর তাঁরা উভয়ে চলতে থাকলেন, এমনকি তাঁরা যখন একটি বালককে দেখলেন তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন ; তিনি (মূসা) বললেন—"আপনি কি একটি নির্দোষ জীবনকে হত্যা করলেন কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়া ?

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ○

নিসন্দেহে আপনি এক মহা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন।"

⑰ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৭৫. তিনি (লোকটি) বললেন—"আমি কি আপনাকে বলিনি যে, নিশ্চয় আপনি কিছুতেই আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না ?"

⑰ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِي ج قَدْ بَلَغْتَ

৭৬. তিনি (মূসা) বললেন—"এরপরও আমি যদি আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে আর সাথে রাখেবেন না, নিশ্চয় আপনি পৌছে গেছেন

مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا ⑰ فَانْطَلَقَا ٝ حَتّٰى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا

আমার পক্ষ থেকে ওযরের শেষ সীমায়।৭৭. অতপর তাঁরা উভয়ে চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন তাঁরা এক গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে এলেন—তাঁরা তার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন

⑭ فَانْطَلَقَا-অতপর তারা উভয়ে চলতে থাকলেন ; حَتّٰى-এমনকি ; إِذَا-যখন ; لَقِيَا-দেখলেন ; غُلٰمًا-একটি বালককে ; فَقَتَلَهُ-তিনি তাকে হত্যা করলেন ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; أَقَتَلْتَ-আপনি কি হত্যা করলেন ; نَفْسًا-একটি জীবনকে ; زَكِيَّةً-নির্দোষ ; بِغَيْرِ-ছাড়া ; نَفْسٍ-প্রাণের বিনিময় ; لَقَدْ جِئْتَ-নিসন্দেহে আপনি করে ফেলেছেন ; شَيْئًا-কাজ ; نُّكْرًا-মহা অন্যায়।⑮ قَالَ-তিনি (লোকটি) বললেন ; أَلَمْ أَقُلْ-আমি কি বলিনি ; لَكَ-আপনাকে ; إِنَّكَ-নিশ্চিত আপনি ; لَنْ تَسْتَطِيعَ-কিছুতেই আপনি পারবেন না ; مَعِيَ-আমার সাথে ; صَبْرًا-সবর করে।⑯ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; إِنْ-যদি ; سَأَلْتُكَ-আপনাকে প্রশ্ন করি ; عَنْ شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে ; بَعْدَهَا-এরপরও ; فَلَا تُصٰحِبْنِي-তাহলে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না ; قَدْ بَلَغْتَ-নিসন্দেহে আপনি পৌছে গেছেন ; مِنْ لَّدُنِّي-আমার পক্ষ থেকে ; عُذْرًا-ওযরের শেষ সীমায়।⑰ فَانْطَلَقَا-অতপর তাঁরা উভয়ে চলতে লাগলেন ; حَتّٰى-অবশেষে ; إِذَا-যখন ; أَتَيَا-তাঁরা উভয়ে এলেন ; أَهْلَ-বাসিন্দাদের কাছে ; قَرْيَةِ-এক গ্রামের ; اسْتَطْعَمَا-তাঁরা উভয়ে খাদ্য চাইলেন ; أَهْلَهَا-অধিবাসীদের কাছে ;

فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ

কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো, তখন তাঁরা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলো এবং তিনি (লোকটি) তা দাঁড় করিয়ে দিলেন ;

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ

তিনি (মূসা) বললেন—"আপনি যদি চাইতেন, এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অবশ্যই নিতে পারতেন।" তিনি (লোকটি) বললেন—এটাই সম্পর্ক ছিন্ন আমার মধ্যে

وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ

ও আপনার মধ্যে ; আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি সেসবের মূলতত্ত্ব যে সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেন নি। ৭৯. নৌকাটির ব্যাপার

فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ

তা ছিল কিছু গরীব মানুষের তারা সাগরে কাজ করতো, আমি সেটা খুঁত বিশিষ্ট করে দিতে চাইলাম, কেননা,

فَاَبَوْا-(ف+ابوا)-কিন্তু তারা অস্বীকার করলো ; اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا-তাদের মেহমানদারী করতে ; فَوَجَدَا-(ف+وجدا)-তখন তাঁরা পেলেন ; فِيْهَا-সেখানে ; جِدَارًا -একটি দেয়াল ; يُّرِيْدُ-উপক্রম হলো ; اَنْ يَّنْقَضَّ-যা ভেঙ্গে পড়ার ; فَاَقَامَهٗ-(ف+اقام+ه)-এবং তিনি তা দাঁড় করিয়ে দিলেন ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لَوْ-যদি ; شِئْتَ-আপনি চাইতেন ; لَتَّخَذْتَ-অবশ্যই নিতে পারতেন ; عَلَيْهِ-এর বিনিময়ে ; اَجْرًا-কিছু পারিশ্রমিক। ﴿٧٧﴾ قَالَ-তিনি (লোকটি) বললেন ; هٰذَا-এটাই ; فِرَاقُ-সম্পর্ক ছিন্ন ; بَيْنِيْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنِكَ-(بين+ك)-আপনার মধ্যে ; سَاُنَبِّئُكَ-(س+انبأ+ك)-আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি ; بِتَاْوِيْلِ-মূলতত্ত্ব ; مَا -যে সম্পর্কে ; لَمْ تَسْتَطِعْ-আপনি পারেননি ; عَلَيْهِ-সে সবের ; صَبْرًا-সবর করতে। ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ-(اما+ال+سفينة)-নৌকাটির ব্যাপার ; فَكَانَتْ-(ف+كانت)-তা ছিল ; لِمَسٰكِيْنَ-কিছু গরীব মানুষের ; يَعْمَلُوْنَ-তারা কাজ করতো ; فِي الْبَحْرِ-(فى+ال+بحر)-সাগরে ; فَاَرَدْتُّ-আমি চাইলাম ; اَنْ اَعِيْبَهَا-(ان اعيب+ها)-সেটা খুঁত বিশিষ্ট করে দিতে ; وَ-কেননা ; كَانَ-ছিল ;

وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ

তাদের পেছনে ছিল এক বাদশাহ, যে সব (নিখুঁত) নৌকা নিয়ে নিত জোর করে।
৮০. আর বালকটির ব্যাপার—তার মাতাপিতা ছিল

مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا

মু'মিন ; আমি আশংকা করলাম যে, সে (বালকটি) তাদেরকে কষ্ট দেবে অবাধ্য হয়ে ও কুফরী করে। ৮১. অতএব আমি চাইলাম যে, তাদেরকে বদলে দিয়ে দেবেন

رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ

তাদের প্রতিপালক তার চেয়ে উত্তম (সন্তান) পবিত্রতার দিক থেকে এবং অধিক নিকটবর্তী দয়ার দিক থেকে। ৮২. আর দেয়ালটির ব্যাপার—তা ছিল

لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ

শহরের দু'জন ইয়াতীম বালকের এবং তার নীচে রয়েছে তাদের জন্য
লুকানো ধন-সম্পদ আর ছিল

وَرَآءَهُمْ-(وراء+هم)-তাদের পেছনে ; مَّلِكٌ-এক বাদশাহ ; يَّأْخُذُ-যে নিয়ে নিত ; كُلَّ-সব ; سَفِيْنَةٍ-(নিখুঁত) নৌকা ; غَصْبًا-জোর করে। ⑧০ وَ-আর ; اَمَّا الْغُلٰمُ-বালকটির ব্যাপার ; فَكَانَ-(ف+كان)-ছিল ; اَبَوٰهُ-(ابوا+ه)-তার মাতা-পিতা ; مُؤْمِنَيْنِ-মু'মিন ; فَخَشِيْنَآ-(ف+خشينا)-আমি আশংকা করলাম ; اَنْ-যে ; يُّرْهِقَهُمَا-সে তাদেরকে কষ্ট দেবে ; طُغْيَانًا-অবাধ্য হয়ে ; وَّ-ও ; كُفْرًا-কুফরী করে। ৮১ فَاَرَدْنَآ-(ف+اردنا)-অতএব আমি চাইলাম ; اَنْ-যে, يُّبْدِلَهُمَا-(يبدل+هما)-তাদেরকে বদলে দিয়ে দেবেন ; رَبُّهُمَا-(رب+هما)-তাদের প্রতিপালক ; خَيْرًا-উত্তম (সন্তান) ; مِّنْهُ-(من+ه)-তার চেয়ে ; زَكٰوةً-পবিত্রতার দিক থেকে ; وَّ-এবং ; اَقْرَبَ-অধিক নিকটবর্তী ; رُحْمًا-দয়ার দিক থেকে। ৮২ وَ-আর ; اَمَّا الْجِدَارُ-দেয়ালটির ব্যাপার ; فَكَانَ-তা ছিল ; لِغُلٰمَيْنِ-দু'জন বালকের ; يَتِيْمَيْنِ-ইয়াতীম ; فِى الْمَدِيْنَةِ-শহরের ; وَ-এবং ; كَانَ-রয়েছে ; تَحْتَهٗ-(تحت+ه)-তার নীচে ; كَنْزٌ-লুকানো ধন-সম্পদ ; لَّهُمَا-তাদের জন্য ; وَ-আর ; كَانَ-ছিল ;

أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

তাদের পিতা একজন নেককার লোক, তাই আপনার প্রতিপালক চাইলেন যে, তারা যৌবনে উপনীত হোক এবং বের করে নিক

كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ

তাদের লুকানো সম্পদ—(এ ছিল) আপনার প্রতিপালকের দয়া ; আর আমি এসব কিছু নিজ ইচ্ছা থেকে করিনি।

ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

এটাই সেসবের ব্যাখ্যা যাতে আপনি সবর করতে পারেননি।[৬০]

أَبُوهُمَا-(ابو+هما)-তাদের পিতা ; صَالِحًا-একজন নেককার লোক ; فَأَرَادَ-(ف+اراد)-তাই চাইলেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; أَنْ يَبْلُغَا-যে, তারা উপনীত হোক ; أَشُدَّهُمَا-(اشد+هما)-তাদের যৌবনে ; وَ-এবং ; يَسْتَخْرِجَا-বের করে নিক ; كَنزَهُمَا-(كنز+هما)-তাদের লুকানো সম্পদ ; رَحْمَةً-দয়া ; مِنْ رَبِّكَ-(من+رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; مَا فَعَلْتُهُ-(مافعلت+ه)-আমি এসব করিনি ; عَنْ-থেকে ; أَمْرِي-নিজ ইচ্ছা ; ذَٰلِكَ-এটাই ; تَأْوِيلُ-ব্যাখ্যা ; مَا-সে সবের ; لَمْ تَسْطِعْ-আপনি করতে পারেননি ; عَلَيْهِ-যাতে ; صَبْرًا-সবর।

৬০. কুরআনে বর্ণিত এ কাহিনীতে উল্লেখিত ব্যক্তি যার নাম হাদীসে হযরত খিযির আ. বলে উল্লিখিত হয়েছে—তিনি মানুষ ছিলেন, না-কি ফেরেশতা, অথবা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্য হতে এক সৃষ্টি ছিলেন যারা শরীআত পালনে বাধ্য নয়—এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। তবে আগের কালের মুফাসসিরীনে কেরামের অনেকের মতে, তিনি মানুষ ছিলেন না ; কেননা, তিনি যে তিনটি কাজ করেছেন তার প্রথম দুটি কাজকে আল্লাহর শরীআত অনুমোদন দেয় না। অথচ মানুষ হলে আল্লাহর শরীআত মানা তাঁর উপর অবশ্য কর্তব্য। কোনো নবীর শরীআতেই এমন কাজকে অনুমোদন দেয় না যে, একজনের একটা নৌকাকে খুঁতযুক্ত করে দেয়া এবং একটা নিরপরাধ বালককে হত্যা করে ফেলা। যদি বলা হয়, তিনি ইলহামের মাধ্যমে এ কাজের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে জেনে একাজ করেছেন—কিন্তু শরীআত ইলহামের ভিত্তিতে বাহ্যিক শরীআতের বিরোধী কোনো অপরাধমূলক কাজকে অনুমোদন করে না। তবে তাঁকে যদি মানব জাতির বাইরে ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া যায়, যাদের উপর শরীআতের বিধান কার্যকর নয় এবং তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা প্রয়োগ করেন, তাহলেই খিযির আ.-এর প্রথমোক্ত কাজ দু'টির বৈধতা মেনে নেয়া যায় এবং কোনো সংশয় থাকে না। আর

কুরআন মাজীদেও তাঁকে মানুষ বলে উল্লেখ করেনি। কুরআনে তাঁকে আমার বান্দাহদের মধ্যে এক বান্দাহ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানুষ ছাড়াও 'বান্দাহ' শব্দের প্রয়োগ অন্যদের জন্যও হয়ে থাকে। আর হাদীসেও 'রাজুলুন' তথা 'এক ব্যক্তি' উল্লিখিত হয়েছে। আর 'রাজুলুন' শব্দেও মানুষ ছাড়া অন্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং খিযির আ.-কে মানবজাতির বাইরে আল্লাহর কোনো বিশেষ সৃষ্টি বলে মেনে নিলেই কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না।

১০ রুকূ' (৭১-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মূসা আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্য জগতের অন্তরালে তাঁর কুদরতের কার্যকারিতার খানিকটা জানিয়ে দিলেন।

২. আমরাও এ কাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, প্রকাশ্যভাবে দুনিয়াতে ঘটমান যা কিছু আমরা দেখি, তার প্রত্যেকটির অন্তরালে আল্লাহর কল্যাণেচ্ছা কার্যকর রয়েছে। যা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৩. হযরত খিযির আ.-এর তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দু'টি কাজকে আল্লাহর দেয়া শরীআত অনুমোদন দেয় না ; কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে খিযির আ. মানুষ ছিলেন না, তাই শরয়ী বিধান তাঁর উপর কার্যকর নয়। তিনি এমন এক সৃষ্টি যারা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর করে থাকেন। এটা তাঁর এ উক্তি—"আমি নিজের ইচ্ছায় এসব কিছু করিনি।" থেকেই প্রমাণিত হয়।

৪. বর্তমান সময়কালেও আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত এমন অনেক ঘটনা-ই ঘটে চলছে যার অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা আমাদের বোধগম্য হয়না ; কারণ আমাদের জ্ঞান একেবারে সীমিত। এ সসীম জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর অসীম কুদরতকে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৫. আম্বিয়ায়ে কিরাম-ই আল্লাহর কিছুটা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে তাঁর কুদরত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পেরেছেন। সুতরাং নির্ভুল জ্ঞান নবী-রাসূলদের নিকট থেকেই লাভ করা সম্ভব।

অতএব আমাদেরকে তাঁদের-ই অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই।

৬. নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যমেই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। আর নির্ভুল জ্ঞানের উৎস হলো ওহী। সুতরাং ওহীর জ্ঞান থেকে আলো সংগ্রহ করেই জীবন-যাপন করতে হবে। আর তখনই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ কতে পারবো।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৯

৮৩ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ○

৮৩. আর তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে,[৬১] আপনি বলে দিন—'আমি এখনই তোমাদের কাছে তার বিবরণ পেশ করছি।'[৬২]

৮৪ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ৮৫ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ○

৮৪. নিশ্চয়ই আমি তাকে যমীনে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রচুর উপকরণ। ৮৫. অতপর সে এক পথে চলতে থাকলো।

৮৩ وَ-আর ; يَسْـَٔلُونَكَ-তারা জিজ্ঞেস করে ; عَنْ-সম্পর্কে ; ذِى الْقَرْنَيْنِ- যুলকারনাইন ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; سَاَتْلُوا-আমি এখনই পেশ করছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের কাছে ; مِنْهُ-তার ; ذِكْرًا-বিবরণ। ৮৪ اِنَّا-নিশ্চয় আমি ; مَكَّنَّا- আধিপত্য দান করেছি ; لَهُ-তাকে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; اٰتَيْنٰهُ-তাকে দিয়েছিলাম ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেকটি ; شَىْءٍ-বিষয়ের ; سَبَبًا-প্রচুর উপকরণ। ৮৫ فَاَتْبَعَ-(ف+اتبع)- অতপর সে চলতে থাকলো ; سَبَبًا-এক পথে।

৬১. যুলকারনাইনের কাহিনীও আসহাবে কাহাফ ও খিযির আ.-এর কাহিনীর মতোই মক্কার কাফিরদের প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ তিনটি কাহিনী সম্পর্কে মক্কার কাফিররা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদীদের পরামর্শে নবী কারীম স.-কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল।

৬২. এ আয়াতে 'যুলকারনাইন' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'যুলকারনাইন' শব্দের অর্থ–'দু' শিংধারী'। এটা একটা উপাধী। এ উপাধী কার ছিল এবং যুলকারনাইন কে ছিলেন এ সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে কুরআন মাজীদের বর্ণনা মতে যুলকারনাইন সম্পর্কে নবী স.-কে প্রশ্ন করার জন্য ইয়াহুদীরাই মক্কার কাফিরদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল। সুতরাং 'দু' শিংধারী' বলতে ইয়াহুদীরা কাকে বুঝিয়েছে তা তাদের সাহিত্য পাঠে জানা যেতে পারে।

অতপর যে কয়জন বাদশাহর যুলকারনাইন হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে কার সাথে কুরআন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল রয়েছে তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে দেখতে হবে সে কয়েকজনের মধ্যে কার সাম্রাজ্য পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল।

﴿٨٦﴾ حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ

৮৬. এমন কি যখন সে পৌছল সূর্যের অস্ত যাওয়ার স্থানে,[৬৩] সে তাকে দেখতে পেল যে, তা ডুবে যাচ্ছে একটি কাদাময় ডোবায়[৬৪]

وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ

এবং সে তার নিকটে এক জাতির সাক্ষাত পেল ; আমি বললাম—হে যুলকারনাইন, হয়তো (এদের) তুমি শাস্তি দেবে অথবা

اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ

তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।[৬৫] ৮৭. সে বললো—যে কেউ যুল্‌ম করবে, আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেবো তারপর

৮৬ حَتّٰى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌছল ; مَغْرِبَ-অস্ত যাওয়ার স্থানে ; الشَّمْسِ
-সূর্যের ; وَجَدَهَا-সে তাকে দেখতে পেল ; تَغْرُبُ-তা ডুবে যাচ্ছে ; فِىْ عَيْنٍ-একটি
ডোবায় ; حَمِئَةٍ-কাদাময় ; وَ-এবং ; وَجَدَ-সে সাক্ষাত পেল ; عِنْدَهَا-তার নিকটে ; قَوْمًا
-এক জাতির ; قُلْنَا-আমি বললাম ; يٰذَا الْقَرْنَيْنِ-হে যুলকারনাইন ; اِمَّآ-হয়তো ; اَنْ
-تُعَذِّبَ-(এদের) শাস্তি দেবে তুমি ; وَاِمَّآ-অথবা ; اَنْ تَتَّخِذَ-আচরণ করবে ; فِيْهِمْ-
তাদের সাথে ; حُسْنًا-উত্তম। ৮৭ قَالَ-সে বললো ; اَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্‌ম
করবে ; فَسَوْفَ-অবশ্যই ; نُعَذِّبُهٗ-(نعذب+ه)-আমি তাকে শাস্তি দেবো ; ثُمَّ-তারপর ;

এরপর দেখতে হবে—এদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইয়াজূজ ও মাজূজের আক্রমণ থেকে তার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় সুদৃঢ় দেয়াল তৈরি করেছিল এবং ইয়াজূজ-মাজূজ কাদেরকে বলা হতো।

অবশেষে দেখতে হবে এদের মধ্যে কে আল্লাহভীরু ও ন্যায়বিচারক ছিলেন। এসব বিষয়গুলো বিবেচনার পর জানা যায় যে, ঐ বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় পারস্য সম্রাট খসরুর মধ্যে। তাঁর উত্থান হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৪৯ সালের কাছাকাছি সময়ে। তবে তাঁকে 'যুলকারনাইন' হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য আরো অধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন।

৬৩. 'সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে—সেদিকে যতটুকু যাওয়া সম্ভব ছিল ততটুকু। অর্থাৎ যুলকারনাইন পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করে স্থলভাগের শেষ সীমায় পৌছেছিল। এরপরেই ছিল জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্র।

৬৪. অর্থাৎ সমুদ্রের ঘোলা-কালো পানিতে সূর্যাস্তের দৃশ্যকে মনে হয় যেন সূর্য্য কাদাময় জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছে। 'যুলকারনাইন' দ্বারা যদি সম্রাট খসরু-কে বুঝানো হয়ে

يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا

তাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে তার প্রতিপালকের কাছে এবং তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। ৮৮. আর যে কেউ ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে

فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ; এবং আমরা অবশ্যই আমাদের আচরণে তার সাথে সহজ কথা বলবো। ৮৯. তারপর সে আর এক পথে চললো।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ

৯০. এমন কি সে যখন পৌছল সূর্য উদয়ের স্থলে, সে দেখতে পেল তাকে (সূর্যকে), তা উদয় হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর হতে

لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ

যাদের জন্য আমি রাখিনি কোনো আবরণ সেটা (সূর্য) ছাড়া।[৬৬] ৯১. এরূপই (প্রকৃত ঘটনা) ; আর নিসন্দেহে আমি অবগত হয়েছি যা ছিল তার নিকট

يُرَدُّ-তাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ; الى-কাছে ; رَبِّهِ-তার প্রতিপালকের ; فَيُعَذِّبُهُ-(ف+يعذب+ه)-এবং তিনি তাকে শাস্তি দেবেন ; عَذَابًا-শাস্তি ; نُكْرًا-কঠোর। ﴿٨٨﴾ وَ-আর; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; أَمَنَ-ঈমান আনবে ; وَ-এবং ; عَمِلَ-আমল করবে ; صَالِحًا-নেক ; فَلَهُ-তার জন্য রয়েছে ; جَزَاءً-পুরস্কার ; الْحُسْنَى-উত্তম ; وَ-এবং ; سَنَقُولُ-আমরা অবশ্যই বলবো ; لَهُ-তার সাথে ; مِنْ أَمْرِنَا-আমাদের আচরণে ; يُسْرًا-সহজ। ﴿٨٩﴾ ثُمَّ-তারপর ; اَتْبَعَ-সে চললো ; سَبَبًا-আর এক পথে। ﴿٩٠﴾ حَتَّى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌছল ; مَطْلِعَ-উদয়ের স্থলে ; الشَّمْسِ-সূর্য ; وَجَدَهَا-(وجد+ها)-সে দেখতে পেল তাকে (সূর্যকে) ; تَطْلُعُ-তা উদয় হচ্ছে ; عَلَى-উপর হতে ; قَوْمٍ-এক সম্প্রদায়ের ; لَمْ نَجْعَلْ-আমি রাখিনি ; لَهُمْ-যাদের জন্য ; مِنْ دُونِهَا-সেটা (সূর্য) ছাড়া ; سِتْرًا-কোনো আবরণ। ﴿٩١﴾ كَذَٰلِكَ-এরূপই (প্রকৃত ঘটনা) ; وَ-আর ; قَدْ اَحَطْنَا-নিসন্দেহে আমি অবগত হয়েছি ; بِمَا-যা ছিল ; لَدَيْهِ-তার নিকট ;

থাকে, তাহলে স্থলভাগের এ শেষ সীমা হলো এশিয়া মাইনর-এর পশ্চিম কূল। এখানে সাগর ছোট ছোট দ্বীপ দ্বারা বিভক্ত হয়ে গেছে। কুরআন মাজীদের আয়াতে 'বাহার' তথা সাগর না বলে 'আইন' তথা ছোট জলাশয় বলে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

৬৫. এখানে যে কথাটি আল্লাহ তাআলা যুলকারনাইনকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেছেন তা ওহী বা ইলহামের সাহায্যে বলেছেন—এমন মনে করা এবং যুলকারনাইনের

خُبْرًا ﴿٩٢﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ

বৃত্তান্ত। ৯২. আবার সে এক পথে চললো। ৯৩. এমনকি (চলতে চলতে) সে যখন পৌঁছল দুই পর্বত-দেয়ালের মধ্যবর্তী জায়গায়,[৬৭] সে সেখানে পেলো

مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾ قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ

এতোদুভয় ছাড়া এক জাতিকে যারা কোনো কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না।[৬৮] ৯৪. তারা বললো—হে যুলকারনাইন

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ[৬৯] যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আমরা কি আপনাকে ব্যবস্থা করে দেবো

خُبْرًا-বৃত্তান্ত। ﴿٩٢﴾ ثُمَّ-আবার ; اَتْبَعَ-সে চললো ; سَبَبًا-এক পথে। ﴿٩٣﴾ حَتّٰى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌঁছল ; بَيْنَ-মধ্যবর্তী জায়গায় ; السَّدَّيْنِ-দুই পর্বত-দেয়ালের ; وَجَدَ-সে পেলো ; مِنْ دُوْنِهِمَا-(من+دون+هما)-এতোদুভয় ছাড়া ; قَوْمًا- এক জাতিকে ; لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ-যারা একেবারেই বুঝতে চাইতো না ; قَوْلًا-কোনো কথা। ﴿٩٤﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; يٰذَا الْقَرْنَيْنِ-হে যুলকারনাইন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; يَاْجُوْجَ-ইয়াজূজ ; وَ-ও ; مَاْجُوْجَ-মাজূজ ; مُفْسِدُوْنَ-অশান্তি সৃষ্টি করছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; فَهَلْ نَجْعَلُ-(ف+هل+نجعل)-আমরা কি দেবো ; لَكَ-আপনাকে ;

নবী হওয়ার কথা মেনে নেয়া আবশ্যক নয় ; কারণ যুলকারনাইনের প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশ সমসাময়িক কোনো নবীর মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা এটা তখনকার অবস্থার দাবীও হতে পারে। কেন না যুলকারনাইন ছিলেন বিজয়ী। বিজিত জাতি ছিল তাঁর অধীন। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর মনে এ প্রশ্নটি জাগিয়ে দিতে পারেন যে, এখন তোমার পরীক্ষার সময় এ জাতির লোকেরা তোমরা কাছে নিতান্ত অসহায়। তুমি ইচ্ছা করলে তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাতে পারো আর চাইলে তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে পারো।

৬৬. অর্থাৎ যুলকারনাইন দেশের পর দেশ জয় করে এমন এক অঞ্চলে পৌঁছে ছিলেন যা ছিল সভ্য জগতের শেষ সীমা। যে অঞ্চলের বাসিন্দারা এমন বর্বর ছিল যারা বসবাসের জন্য ঘর বাড়ী বা তাঁর ব্যবহারও জানতোনা। ফলে তারা সূর্যের তাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষার ব্যবস্থা করতেও সক্ষম ছিল না।

৬৭. উল্লিখিত দু'পাহাড়ের অপর পার্শ্বেই ইয়াজূজ-মাজূজের অঞ্চল। সুতরাং এ দু'পাহাড় দ্বারা যথাসম্ভব ককেশিয়ার সেই পর্বতমালাই বুঝানো হয়ে থাকবে যার অবস্থান হলো কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মাঝখানে।

خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ

কিছু খরচের ? যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে তৈরি করে দেবেন একটি দেয়াল। ৯৫. সে বললো—এতে আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন

رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

আমার প্রতিপালক তা-ই উত্তম, অতএব তোমরা আমাকে শুধুমাত্র শক্তি দিয়ে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি মযবুত দেয়াল তৈরি করে দেবো।[70]

خَرْجًا-কিছু খরচ ; عَلَىٰٓ أَنْ تَجْعَلَ-যাতে আপনি তৈরি করে দেবেন ; بَيْنَنَا-(بين+نا)-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; سَدًّا-একটি দেয়াল।⑮ قَالَ-সে বললো ; مَا مَكَّنِّى-(ما+مكنى)-যে ক্ষমতা দিয়েছেন ; فِيهِ-এতে ; رَبِّى-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; خَيْرٌ-তা-ই উত্তম ; فَأَعِينُونِى-(ف+اعينوا+نى)-অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য করো ; بِقُوَّةٍ-শক্তি দিয়ে ; أَجْعَلْ-আমি তৈরি করে দেবো ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; رَدْمًا-একটি মযবুত দেয়াল।

৬৮. অর্থাৎ যুলকারনাইনের কাছে তাদের ভাষা দুর্বোধ্য ছিল। কারণ তারা ছিল একান্তই জংলী ও বর্বর। এমনকি যুলকারনাইনের সংগী-সাথী কেউ-ই তাদের ভাষা বুঝতে সক্ষম ছিল না।

৬৯. 'ইয়াজূজ-মাজূজ' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। তবে হাদীস থেকে যা জানা যায় তা হলো—এরা হযরত নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াফেস-এর বংশধর। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে এদের আবাসস্থল ছিল এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। এরা প্রাচীনকাল থেকে সভ্যদেশসমূহে প্রায়ই আক্রমণ চালিয়ে লুঠতরাজ করতো। কুরআন মাজীদের বর্ণনা মতে—এদের লুটতরাজ থেকে নিজ এলাকাকে নিরাপদ করার জন্য যুলকারনাইন এদের আগমনের পথকে লোহা ও গলিত তামার তৈরি দেয়াল দ্বারা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ইয়াজূজ-মাজূজ নামক বর্বর জাতিটি হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আবদ্ধ থাকবে। অতপর তারা মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের সয়লাবে ধ্বংস হবে অনেক জনপদ। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব তথ্য যুলকারনাইনের দেয়াল ও ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে জানা যায় সে সবের প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক এবং এসবের বিরোধিতা করা জায়েয নয়। যুলকারনাইনের দেয়াল কোথায় অবস্থিত, ইয়াজূজ-মাজূজ কোন জাতি ? তারা কোথায় বসবাস করে—এসব ভৌগলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোনো

⑯ اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও ; অবশেষে যখন দু'পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে সমান হয়ে গেল, সে বললো—

انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ

তোমরা হাপরে দম দিতে থাক ; এমনকি যখন তা আগুনের মতো করে ফেললো তখন সে বললো, তোমরা আমার নিকট গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই।

⑰ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ⑱ قَالَ هٰذَا

৯৭. অতপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রমও করতে পারলো না। আর তাতে কোনো ছিদ্র করতেও পারলো না। ৯৮. সে (যুলকারনাইন) বললো—এটা

⑯ اٰتُوْنِيْ-তোমরা আমাকে এনে দাও ; زُبَرَ-পাত ; الْحَدِيْدِ-লোহার ; حَتّٰى-অবশেষে ; اِذَا-যখন ; سَاوٰى-সমান হয়ে গেল ; بَيْنَ-মাঝের ; الصَّدَفَيْنِ-দু' পাহাড়ের ফাঁকা জায়গা ; قَالَ-সে (যুলকারনাইন) বললো ; انْفُخُوْا-তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো ; حَتّٰى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; جَعَلَهٗ-(جعل+ه)-তা করে ফেললো ; نَارًا-আগুনের মতো ; قَالَ-সে বললো ; اٰتُوْنِيْ-তোমরা নিয়ে এসো আমার নিকট ; اُفْرِغْ-আমি ঢেলে দেই ; عَلَيْهِ-এর উপর ; قِطْرًا-গলিত তামা। ⑰ فَمَا اسْطَاعُوْا-(ف+ما استطاعوا)-অতপর তারা পারলো না ; اَنْ يَّظْهَرُوْهُ-তা অতিক্রম করতে ; وَ-আর ; مَا اسْتَطَاعُوْا-পারলো না ; لَهٗ-তাতে ; نَقْبًا-কোনো ছিদ্র করতেও। ⑱ قَالَ-সে (যুলকারনাইন) বললো ; هٰذَا-এটা ;

আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভরশীল নয়। তবে এ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য এবং বিরোধীদের অপবাদ খণ্ডনের জন্য ওলামায়ে কিরাম যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা কুরআন মাজীদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। তাফহীমুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন, ইবনে কাসীর প্রভৃতি তাফসীর-এ সূরা কাহাফের আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনাগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

৭০. অর্থাৎ শাসক হিসেবে একাজের দায়িত্ব আমার। তোমাদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করাও আমার দায়িত্ব। আর এ জন্য তোমাদের কোনো আর্থিক প্রয়োজন হবে না তোমরা শুধুমাত্র জনশক্তি দিয়ে আমার কাজে সাহায্য করবে। দেশের ধনভাণ্ডার যা আল্লাহ তাআলা আমার দায়িত্বে দিয়েছেন তা-ই এর জন্য যথেষ্ট।

رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ

আমার প্রতিপালকের দয়া ; অতপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হবে, তখন তিনি এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন ;[৭১]

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ

আর আমার প্রতিপালকের ওয়াদাই সত্য।[৭২] ৯৯. আর আমি যেদিন ছেড়ে দেবো,[৭৩] তাদের এক দলকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে তরঙ্গের মতো

فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ

অন্যদলের উপর এবং ফুঁক দেয়া হবে শিঙ্গায়, অতপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো একত্র করার মতো। ১০০. আর আমি জাহান্নামকে হাজির করবো

يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ

কাফিরদের জন্য সেদিন প্রত্যক্ষভাবে। ১০১. তাদের—যাদের চোখ ছিল পর্দায় ঢাকা

رَحْمَةٌ-দয়া ; مِنْ رَّبِّىْ-আমার প্রতিপালকের ; فَاِذَا-অতপর যখন ; جَآءَ-পূর্ণ হবে ; وَعْدُ-ওয়াদা ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালকের ; جَعَلَهٗ-(جعل+ه)-তিনি করে দেবেন এটাকে ; دَكَّآءَ-চূর্ণ-বিচূর্ণ ; وَ-আর ; كَانَ-হয়ে থাকে ; وَعْدُ-ওয়াদা-ই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালকের ; حَقًّا-সত্য।৯৮ وَ-আর ; تَرَكْنَا-আমি ছেড়ে দেবো ; بَعْضَهُمْ-(بعض+هم)-তাদের এক দলকে ; يَوْمَئِذٍ-যেদিন ; يَّمُوْجُ-তরঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ; فِىْ بَعْضٍ-অন্য দলের উপর ; وَّ-এবং ; نُفِخَ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِى الصُّوْرِ-শিঙ্গায় ; فَجَمَعْنٰهُمْ-(ف+جمعنا+هم)-অতপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো ; جَمْعًا-একত্র করার মতো।১০০ وَّ-আর ; عَرَضْنَا-আমি হাজির করবো ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামকে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِّلْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের জন্য ; عَرْضَا-প্রত্যক্ষভাবে।১০১ الَّذِيْنَ-তাদের ; كَانَتْ-ছিল ; اَعْيُنُهُمْ-(اعين+هم)-তাদের চোখ ; فِىْ غِطَآءٍ-পর্দায় ঢাকা ;

৭১. অর্থাৎ আমিতো আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে দেয়ালটিকে মযবুত করে তৈরি করলাম। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের একটা মেয়াদ তো আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেই মেয়াদ একমাত্র তিনিই জানেন যিনি তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৭২. এখানে যুলকারনাইনের কাহিনী শেষ হয়েছে। যুলকারনাইনের এ বক্তব্যের দ্বারা যে জিনিসটি বুঝানো হয়েছে তাহলো—মক্কার কাফিররা আহলি কিতাবের লোকদের

عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝

আমার স্মরণ থেকে এবং তারা সক্ষম ছিলনা শুনতেও।

عَنْ-থেকে ; ذِكْرِيْ-আমার স্মরণ ; وَ-এবং; كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-তারা সক্ষম ছিল না ; سَمْعًا-শুনতেও।

থেকে যুলকারনাইনের শান-শওকত ও শক্তির যে বিবরণ শুনেছে তিনি শধু তাই ছিলেন না তথা তিনি শুধু দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, তিনি তাওহীদ এবং আখিরাতেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইনসাফ ও সুবিচারের নীতি অবলম্বন করে শাসন করেছেন।

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের সত্য ওয়াদার কথা একটু আগেই যুলকারনাইনের কথায় এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মূল কথার উপর এ বাক্যাংশটি বাড়ানো হয়েছে।

১১ রুকূ' (৮৩-১০১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যুলকারনাইন ছিলেন দিগ্বিজয়ী বাদশাহ। কুরআন মাজীদের আলোচনা থেকে তাঁর নবী হওয়ার বিষয় সুস্পষ্ট নয়। আর হাদীস থেকেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যতটুকু আলোচনা রয়েছে। ততটুকুর উপর ঈমান রাখতে হবে।

২. যুলকারনাইন দিগ্বিজয়ী বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথে একজন আল্লাহভীরু ন্যায়বিচারক শাসক ছিলেন—একথা সুস্পষ্ট। সুতরাং এতটুকু পর্যন্ত বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য।

৩. তিনি পশ্চিমে মানব বসতির শেষসীমা পর্যন্ত তার শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। উত্তরে সভ্য জগতের শেষ সীমা পর্যন্ত জয় করে নিয়েছিলেন। এর পরেই ছিল মানবজাতির একাংশ অসভ্য বর্বর ইয়াজূজ-মা'জূজের আবাসস্থল।

৪. ইয়াজূজ-মাজূজ ছিল নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াফেসের বংশধর। এদেরকে যুলকারনাইন আবদ্ধ করে রেখেছেন এবং এরা ঈসা আ.-এর পুনরায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আবদ্ধ থাকবে।

৫. অতপর আল্লাহর ইচ্ছায় যুলকারনাইনের তৈরি দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে ঈমানদারদের দোয়ায় এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. ভৌগলিক কোনো আলোচনার ওপর ইসলামের কোনো আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভরশীল নয়। যদি তা হতো আল্লাহ তাআলা তা কুরআন মাজীদেই সুস্পষ্ট করে দিতেন।

৭. স্মরণীয় যে, আসহাবে কাহাফ মূসা আ. ও খিযির আ.-এর ঘটনা এবং অবশেষে যুলকারনাইনের আলোচনা এগুলো শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের পরামর্শে কাফিরদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. আল্লাহর দুনিয়াতে আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরেও এমন কিছু রয়েছে যা জানার আমাদের কোনো সুযোগ নেই। তবে আল্লাহ যদি চান তাহলে হয়তো কোনোদিন এসব রহস্য উদঘাটন হতেও পারে।

৯. যুলকারনাইন সম্পর্কে ইয়াহুদীদের মধ্যে যা প্রচলিত রয়েছে তার সত্যতার বিষয়ও সন্দেহমুক্ত নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে বিতর্কে না যাওয়াই মু'মিনদের উচিত।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٠٢﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي

১০২. তাহলে যারা কুফরী করে তারা[৭৪] কি মনে করে যে, তারা আমাকে ছাড়া আমার বান্দাহদেরকেই বানিয়ে নেবে

أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٣﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

অভিভাবক ?[৭৫] আমি অবশ্যই জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য মেহমানদারী হিসেবে তৈরি করে রেখেছি। ১০৩. আপনি বলে দিন—'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো

بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٤﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে ? ১০৪. তাদের যাদের পরিশ্রম বিফল হয়েছে দুনিয়ার জীবনে[৭৬]

﴿١٠٢﴾ اَفَحَسِبَ-(ا+ف+حسب)-তারা কি মনে করে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; اَنْ-যে ; يَتَّخِذُوْا-তারা বানিয়ে নেবে ; عِبَادِيْ-(عباد+ى)-আমার বান্দাদেরকে ; مِنْ دُوْنِيْ-(من+دون+ى)-আমাকে ছাড়া ; اَوْلِيَاءَ-অভিভাবক ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; اَعْتَدْنَا-তৈরি করে রেখেছি ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামকে ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফিরদের জন্য ; نُزُلًا-মেহমানদারী হিসেবে। ﴿١٠٣﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; هَلْ نُنَبِّئُكُمْ-(هل+ننبأ+كم)-আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; بِالْاَخْسَرِيْنَ-(ب+ال+اخسرين)-ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে ; اَعْمَالًا-আমলের দিক থেকে। ﴿١٠٤﴾ الَّذِيْنَ-যাদের ; ضَلَّ-বিফল হয়েছে ; سَعْيُهُمْ-(سعى+هم)-তাদের পরিশ্রম ; فِي الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ;

৭৪. এ সূরার মধ্যে যা আলোচনা করা হয়েছে তার মূলকথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। আর এ মূল কথা তথা শেষকথাটি বলার জন্য প্রাসংগিকভাবে ইয়াহুদীদের পরামর্শে নবী করীম স.-কে পরীক্ষার জন্য কাফিরদের উত্থাপিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। নবী করীম স. তাঁর জাতির লোকদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে তাওহীদী আকীদা গ্রহণ এবং দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিতেছিলেন; কিন্তু জাতির বড় বড় নেতা ও সম্পদশালী লোকেরা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করে আসছিল। শুধু এতটুকু নয় তারা

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

অথচ তারা মনে করে যে, তারাই ভাল করছে কাজের দিক থেকে।
১০৫. ওরাই তারা যারা অস্বীকার করেছে

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে, ফলে তাদের সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেছে ; অতএব কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দাঁড় করাবো না

وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي

কোনো ওযন।[৭৭] ১০৬. এটাই—জাহান্নামই তাদের বদলা, কারণ তারা অমান্য করেছে এবং বানিয়ে নিয়েছে আমার আয়াতকে ও আমার রাসূলগণকে

وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; يَحْسَبُونَ-মনে করে ; أَنَّهُمْ-তারাই ; يُحْسِنُونَ-ভালো করছে ; صُنْعًا-কাজের দিক থেকে। ﴿١٠٥﴾ أُولَٰئِكَ-ওরাই তারা ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-অস্বীকার করেছে ; بِآيَاتِ-(ب+ايت)-আয়াতসমূহকে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; لِقَائِهِ-(لقاء+ه)-তাঁর সাথে সাক্ষাতকে ; فَحَبِطَتْ-(ف+حبطت)-ফলে বরবাদ হয়ে গেছে ; أَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের সকল আমলই ; فَلَا نُقِيمُ-(ف+لانقيم)-অতএব দাঁড় করাবো না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيَامَةِ-কিয়ামতের ; وَزْنًا-কোনো ওযন। ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ-এটাই ; جَزَاؤُهُمْ-(جزاؤ+هم)-তাদের বদলা ; جَهَنَّمُ-জাহান্নামই ; بِمَا-কারণ ; كَفَرُوا-তারা অস্বীকার করেছে ; وَ-এবং ; اتَّخَذُوا-বানিয়ে নিয়েছে ; آيَاتِي-(ايت+ى)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-ও ; رُسُلِي-(رسل+ى)-আমার রাসূলগণকে ;

সত্যপন্থী লোকদের উপর যুলম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর বান্দাহ তথা ইয়াহুদীদেরকে অভিভাবক মেনে নিয়ে তাদের কথামতোই চলছিল।

৭৫. অর্থাৎ এ কাফিরদেরকে তিনটি কাহিনী শোনানোর পরও কি তারা তাদের আগের মতের উপর অটল থাকবে এবং তাদের এ আচরণ তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে মনে করে?

৭৬. অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে, আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও নির্ভিক হয়ে এবং পরকালকে সম্পূর্ণরূপে বাদ রেখে কেবলমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই তারা একমাত্র জীবন মনে করে নিয়েছে। দুনিয়ার সফলতা ও ধনে-জনের আধিক্যকেই তাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ আছেন একথা বিশ্বাস করে নিলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে দুনিয়ার জীবনের

هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ

বিদ্রূপের বিষয়। ১০৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

মেহমানদারী হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউস।[৭৮] ১০৮. তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। তারা তা থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।[৭৯]

هُزُوًا-বিদ্রূপের বিষয়। ﴿١٠٧﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-কাজ করে ; الصَّالِحَاتِ-নেক ; كَانَتْ-রয়েছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; جَنَّاتُ ; الْفِرْدَوْسِ-জান্নাতুল ফিরদাউস ; نُزُلًا-মেহমানদারী হিসেবে। ﴿١٠٨﴾ خَالِدِينَ-তারা অনন্তকাল থাকবে ; فِيهَا-সেখানে ; لَا يَبْغُونَ-তারা যেতে চাইবে না ; عَنْهَا-তা থেকে ; حِوَلًا-অন্য কোথাও।

হিসাব নিকাশ দেয়ার কথা আমলে আনেনি। তারা নিজেদেরকে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী জন্তু-জানোয়ারের মতোই মনে করে নিয়েছে। যার ফলে দুনিয়ার এ কর্মস্থল থেকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী আহরণ ছাড়া তারা আর কোনো কাজই করেনি। অতএব তাদের জীবনকে ব্যর্থ বলা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনকেই চরম ও পরম লক্ষ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের সকল কাজ-কর্ম ও চেষ্টা-সাধনা এ লক্ষ্যেই ব্যয় করেছে। তাদের এসবের কিছুই আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না। আখিরাতেতো সেই জিনিসই ওযনের সামগ্রী বলে বিবেচিত হবে তথা মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে যা আখিরাতের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। সেখানে কর্মের ফল ও মূল উদ্দেশ্যই বিবেচিত হবে। কিন্তু যাদের কর্মের উদ্দেশ্য-লক্ষ এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, দুনিয়ার জীবনেই তাদের কর্মের ফল পাওয়ার কামনা যারা করতো এবং তাদের কর্মের ফল তারা দুনিয়ার জীবনে পেয়েও গেছে তাদের সব কাজ-কর্মতো ধ্বংসশীল দুনিয়ার ধ্বংসের সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে—এটাইতো স্বাভাবিক। পরকালের জন্যতো তারা কোনো কাজ করেনি ; সুতরাং পরকালে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো পাওনা-ই থাকবে না। পরকালের জন্য তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি তারা কোনো কাজ করতো তাহলে তারা সেখানে তা লাভ করার আশা করতে পারতো। অতএব তাদের দুনিয়ার করা সমস্ত কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনাতো ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবেই।

৭৮. 'জান্নাতুল ফিরদাউস' অর্থ সবুজে ঘেরা বাগান। এ শব্দটি আরবী না অনারব এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—"তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে, কেননা এটা জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম স্তর। এর উপরই আল্লাহর আরশ। এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।

١٠٩ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ

১০৯. আপনি বলে দিন—'সমুদ্র যদি কালি হয় আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ[৮০] লেখার জন্য তবে অবশ্যই সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, শেষ হবার আগেই

كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ١١٠ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ

আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ যদিও তার মতো (সমুদ্রকে) সাহায্যকারী হিসেবে নিয়ে আসি। ১১০. বলুন—'আমি তো অবশ্যই একজন মানুষ

مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا

তোমাদের মতো, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা'বুদতো একই মাবুদ ; সুতরাং যে কেউ আশা রাখে

لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ع

তার প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভের, সে যেন নেক কাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে যেন কাউকে শরীক না করে।

১০৯ قُلْ-আপনি বলে দিন ; لَوْ-যদি ; كَانَ-হয় ; الْبَحْرُ-সমুদ্র ; مِدَادًا-কালি ; لِكَلِمٰتِ-বাণীসমূহ লেখার জন্য ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; لَنَفِدَ-তবে অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে ; الْبَحْرُ-সমুদ্র ; قَبْلَ-আগেই ; اَنْ تَنْفَدَ-শেষ হবার ; كَلِمٰتُ-বাণীসমূহ ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; وَلَوْ-যদিও ; جِئْنَا-নিয়ে আসি ; بِمِثْلِهٖ-(ب+مثل+ه)-তার মতো ; مَدَدًا-সাহায্যকারী হিসেবে ১১০ قُلْ-বলুন ; اِنَّمَآ-অবশ্যই ; اَنَا-আমিতো ; بَشَرٌ-একজন মানুষ ; مِثْلُكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো ; يُوْحٰى-ওহী প্রেরিত হয়েছে ; اِلَيَّ-আমার প্রতি ; اَنَّمَآ-অবশ্যই ; اِلٰهُكُمْ-(اله+كم)-তোমাদের মা'বুদ ; اِلٰهٌ-মা'বুদ ; وَّاحِدٌ-একই ; فَمَنْ-সুতরাং যে কেউ ; كَانَ يَرْجُوْا-আশা রাখে ; لِقَآءَ-সাক্ষাত লাভের ; رَبِّهٖ-তার প্রতিপালকের ; فَلْيَعْمَلْ-সে যেন আমল করে ; عَمَلًا-আমল ; صَالِحًا-নেক ; وَّ-এবং ; لَا يُشْرِكْ-শরীক না করে ; بِعِبَادَةِ-ইবাদতে ; رَبِّهٖٓ-তার প্রতিপালকের ; اَحَدًا-কাউকে।

৭৯. অর্থাৎ জান্নাতের জীবনকে বদলে দিয়ে অপর কোনো অবস্থা লাভ করার জন্য জান্নাতবাসীদের মনে কোনো ইচ্ছা জাগতে পারে এমন অবস্থা সেখানে কখনো সৃষ্টি হবে না।

৮০. 'আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ' দ্বারা আল্লাহর কাজ, বিস্ময়কর কুদরতের পূর্ণ প্রকাশ ও তার বিবরণ এবং হিকমতের কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে

বিবরণ দেয়া কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। দুনিয়ার জলভাগের সব পানি এবং তার মতো আরো জলভাগের পানি কালি হলেও আল্লাহর কুদরতের কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

১২ রুকূ' (১০২-১১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের শেখানো কথার মাধ্যমে যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই অভিভাবক মনে করে। সুতরাং এ ধরনের সকল তৎপরতা থেকে মু'মিনদেরকে বিরত থাকতে হবে।

২. যারা উপরোল্লিখিত কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্য 'জাহান্নাম' তৈরি করে রাখা হয়েছে।

৩. আল্লাহর আয়াতকে যারা অস্বীকার করে তাদের কোনো কাজেই কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তারা নিজেদের ধারণা মতে নিজেদের কাজকে ভালো মনে করলেও তাদের সকল প্ররিশ্রম আখিরাতে নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

৪. কাফির-মুশরিক ও তাদের দোসরদের সকল ভাল কাজই বরবাদ হয়ে যাবে, ফলে সেগুলোকে পরিমাপের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে।

৫. আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলগণের আনীত জীবনব্যবস্থাকে বিদ্রুপের পাত্র মনে করার কারণেই তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম।

৬. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ তাদের মেহমানদারীর জন্য যে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, তার নাম 'জান্নাতুল ফিরদাউস।'

৭. জান্নাতবাসীদের জান্নাতে বসবাসের কোনো শেষ সীমা থাকবেনা। তারা অনন্তকাল জান্নাতে বাস করতে থাকবে।

৮. জান্নাতবাসীরা কখনো জান্নাত থেকে বের হতে চাইবে না, এমনকি সেখান থেকে বের হওয়ার কথা তাদের মনে জাগতে পারে এমন কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণও কখনোও ঘটবেনা।

৯. দুনিয়ার মোট আয়তনের চার ভাগের তিন ভাগই জলরাশি। এ জলরাশি এবং এর মতো আরও এমন জলরাশির পানিগুলোকে কালি বানিয়ে তা দিয়ে মহান আল্লাহর কাজ, তাঁর বিস্ময়কর শক্তি-ক্ষমতা এবং তাঁর হিকমত-কৌশলের কথাগুলো লিখতে শুরু করা হয় তাহলে আল্লাহর কথা শেষ হওয়ার আগেই কালি শুকিয়ে যাবে, তবুও আল্লাহর কথা শেষ হবে না।

১০. সকল নবী-রাসূলই মানুষ ছিলেন, সুতরাং মুহাম্মাদ স. ও মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনোনীত করে তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন।

১১. সৃষ্টিকুলের একমাত্র মাবুদ আল্লাহ। আমাদের সকলকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

১২. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা মনে রেখে তাঁর রাসূলের আনীত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। আর সর্বাবস্থায় গোপন ও প্রকাশ্য সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

❒

সূরা মারইয়াম—মাক্কী
আয়াত ঃ ৯৮
রুকূ' ঃ ৬

নামকরণ

সূরার ১৬ আয়াতে উল্লিখিত وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে হযরত মারইয়াম আ.-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত জাফর ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি দল যখন হাবশায় হিজরত করেন এবং কুরাইশদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফরকে ডাকা হয় তখন তিনি দরবারে উপস্থিত হয়ে এ সূরা তিলাওয়াত করেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, হিজরতের আগেই সূরাটি নাযিল হয়। সূরাটি মাক্কী সূরা।

নাযিলের পটভূমি ও আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতে প্রথম দিকে গরীব ও দাস শ্রেণীর লোকেরাই ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে হযরত বিলাল রা. হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ রা., উম্মে উবাইস রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ও তাঁর পিতা-মাতা এবং যিন্নিয়াহ রা. অন্যতম ছিলেন। এঁরা যেহেতু কুরাইশদের আশ্রিত ছিলেন তাই কুরাইশদের যুল্‌ম-নির্যাতন এঁদের উপরই বেশী চলছিল। এদের ছাড়া অন্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের উপরও নির্যাতন চলছিল। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস থেকে জানা যায় যে, কুরাইশ সরদাররা যখন ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ, লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে এসব নও-মুসলিমদেরকে ইসলামী আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলো তখন তারা যুল্‌ম-নির্যাতন ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে নেয়ার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালালো। তারা নিজ নিজ গোত্রের নও মুসলিমদেরকে বন্দী করে মারপিট, খাদ্য-পানীয় বন্ধ করে দিয়ে মক্কার উত্তপ্ত মরুতে তাদেরকে শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে এমনকি গলায় রশি বেঁধে বালকদেরকে দিয়ে টানা-হেঁচড়া করে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলো। এমন একটি পরিস্থিতিতে সূরা মারইয়াম নাযিল হয় এবং মুসলমানদেরকে আগেকার মুসলমানদের উপর এমনকি তাদের নবীদের উপরও যেসব যুল্‌ম নির্যাতন হয়েছিল তা শোনানো হয়।

অবশেষে এসব নির্যাতিত মুসলমান রাসূলুল্লাহ স.-এর পরামর্শে হাবশায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাঁদেরকে এই বলে পরামর্শ দিলেন—"তোমরা যদি

হাবশায় হিজরত করে যেতে তবে ভালো হতো। সেখানকার বাদশাহর অধীনে কারো প্রতি যুল্‌ম-নির্যাতন হয় না। সেটা কল্যাণকর দেশ। যতোদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের এ কঠিন অবস্থা দূর করে না দেন, ততদিন তোমরা সেখানে অবস্থান করতে থাকো।

রাসূলুল্লাহ স.-এর এ পরামর্শের পর প্রথমে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা হাবশায় হিজরত করেন। অতপর আরও লোক হাবশায় চলে যান। এভাবে কুরাইশদের ৮৩ জন পুরুষ ১১জন মহিলা এবং অন্য বংশের ৭ জন মুসলমান হাবশায় হিজরত করেন।

এ হিজরতের ফলে কুরাইশদের সকল পরিবারেই এর প্রভাব পড়ে। কেননা তাদের এমন কোনো পরিবার বাকী ছিল না যে, পরিবারের কেউ না কেউ মুহাজিরদের দলভুক্ত হয়নি।

অতপর কুরাইশ সরদাররা একজোট হয়ে মুসলমানদেরকে হাবশা থেকে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত করলো এবং এজন্য আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রাবিয়াহ ও আমর ইবনে আসকে মূল্যবান উপঢৌকন সহকারে হাবশায় পাঠিয়ে দিল। তারা হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে মুসলমানদের ফেরত দেয়ার জন্য আবেদন জানালো। কিন্তু নাজ্জাশী মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো তদন্ত না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না। তিনি মুসলমানদেরকে তাঁর দরবারে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিব রা. এক ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি আরবের জাহিলী সমাজের চিত্র তুলে ধরলেন। অতপর মুহাম্মাদ স.-এর দাওয়াত ও শিক্ষা এবং দাওয়াত গ্রহণকারী নিরীহ মুসলমানদের উপর কুরাইশদের যুল্‌ম-নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরলেন। ফলে নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং কুরাইশদের প্রদত্ত সকল উপঢৌকন ফেরত দিয়ে দিলেন। আর মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্তে হাবশায় বসবাস করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

সূরার প্রথম দু' রুকূ'তে হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আ.-এর কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। অতপর হযরত ইবরাহীম আ.-এর কাহিনী শোনানো হয়েছে। এর মাধ্যমে মক্কার কাফির-কুরাইশদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ.-ও এ ধরনের অবস্থার শিকার হয়েছিলেন এবং মক্কার মুসলমানদের মতো নিজ পিতা, পরিবার ও দেশবাসীর যুল্‌ম-নির্যাতনে দেশান্তর হয়েছিলেন। অপরদিকে মুহাজিরদেরকেও এ সুখবর দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম আ. দেশত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি ; বরং অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সুতরাং তোমাদেরও এ হিজরতের ফল অত্যন্ত শুভ হবে।

অতপর সূরার শেষদিকে কাফিরদের কঠোর সমালোচনা এবং মুসলমানদের জন্য খোশ খবর রয়েছে। কাফিরদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে তারা কখনো এদের অভিভাবক হবে না বরং তারা এদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। আর মুসলমানদেরকে এই বলে সুখবর দেয়া হয়েছে যে, এ কাফিরদের যাবতীয় অপচেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা জনগণের নিকট প্রিয়ভাজন ও গ্রহণযোগ্য হবে।

রুকূ'-৬ | **১৯. সূরা মারইয়াম-মাক্কী** | আয়াত-৯৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① كٓهٰيٰعٓصٓ ② ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ③ اِذْ نَادٰى

১. কাফ-হা-ইয়া-আঈন-সা'দ। ২. (হে নবী!) এ হলো আপনার প্রতিপালকের রহমতের বর্ণনা[১] (যা করা হয়েছে) তাঁর বান্দাহ যাকারিয়ার প্রতি।[২] ৩. যখন তিনি ডেকেছিলেন

رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ④ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ

তাঁর প্রতিপালককে নীরবে নিঃশব্দে। ৪. তিনি বলেছিলেন—হে আমার প্রতিপালক! অবশ্যই আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং চকমক করছে

الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ⑤ وَاِنِّىْ خِفْتُ

আমার মাথা বার্ধক্যের কারণে আর হে আমার প্রতিপালক, আমি কখনো আপনার কাছে দোয়া করে বিফল মনোরথ হইনি। ৫. আর আমি অবশ্য ভয় করি

① كٓهٰيٰعٓصٓ-কাফ, হা, ইয়া, 'আইন, সা'দ। ② ذِكْرُ-বর্ণনা ; رَحْمَتِ-রহমতের ; رَبِّكَ-
আপনার প্রতিপালকের ; عَبْدَهٗ-(عبد+ه)-তাঁর বান্দাহ ; زَكَرِيَّا-যাকারিয়ার প্রতি।
③ اِذْ-যখন ; نَادٰى-তিনি ডেকেছিলেন ; رَبَّهٗ-তাঁর প্রতিপালককে ; نِدَآءً خَفِيًّا-নিরবে-
নিঃশব্দে। ④ قَالَ-তিনি বলেছিলেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اِنِّىْ-অবশ্যই ; وَهَنَ
-দুর্বল হয়ে পড়েছে ; الْعَظْمُ-হাড় ; مِنِّىْ-আমার ; وَ-এবং ; اشْتَعَلَ-চকমক করছে ;
الرَّاْسُ-মাথা ; شَيْبًا-বার্ধক্যের কারণে ; وَّ-আর ; لَمْ اَكُنْ-আমি কখনো হইনি ;
بِدُعَآئِكَ-(ب+دعاء+ك)-আপনার কাছে দোয়া করে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ;
شَقِيًّا-বিফল মনোরথ। ⑤ وَ-আর ; اِنِّىْ-অবশ্যই আমি ; خِفْتُ-ভয় করি ;

১. হযরত যাকারিয়া আ.-এর এ ঘটনা সূরা আলে ইমরানের ৩৭ আয়াত থেকে ৪১ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে। অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য উল্লেখিত আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

২. অত্র আয়াতে উল্লিখিত 'যাকারিয়া' ছিলেন হযরত হারুন আ.-এর বংশধর। বনী ইসরাঈল ফিলিস্তীন বিজয় করে তার শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করেছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তীন ইয়াকূব আ.-এর সন্তানদের ১২টি গোত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আর ১৩তম গোত্রটি বায়তুল মাকদিসের ধর্মীয় কাজগুলো পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। এরা ছিল হারুনের বংশধর। বনী হারুনের ২৪টি শাখা ছিল, যারা পালা করে

الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ

আমার বন্ধুদের, আমার পরে[৩] এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা হয়ে আছে
অতএব আমাকে দান করুন

مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (৫) يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ

আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী। ৬. যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয়
এবং উত্তরাধিকারী হয় ইয়াকূবের বংশধরের ;[৪] আর তাকে করুন

رَبِّ رَضِيًّا (৬) يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ

হে আমার প্রতিপালক ! একজন পছন্দনীয় মানুষ। ৭. (বলা হলো–)"হে যাকারিয়া !
নিশ্চয় আমি তোমাকে সুখবর দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের—তার নাম হবে 'ইয়াহ্ইয়া'

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (৭) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ

ইতিপূর্বে আমি এ নাম কারো জন্য রাখিনি।"[৫] ৮. তিনি (যাকারিয়া) বললেন—
"কিভাবে হবে আমার

الْمَوَالِيَ-আমার বন্ধুদের ; مِنْ وَّرَآئِيْ-আমার পরে ; وَ-এবং ; كَانَتْ-হয়ে আছে ; امْرَاَتِيْ-(امراة+ى)-আমার স্ত্রীও ; عَاقِرًا-বন্ধ্যা ; فَهَبْ-(ف+هب)-অতএব দান করুন ; لِيْ-আমাকে ; مِنْ-থেকে ; لَدُنْكَ-(لدن+ك)-আপনার পক্ষ ; وَلِيًّا-একজন উত্তরাধিকারী। (৬) يَرِثُنِيْ-(يرث+نى)-যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয় ; وَ-এবং ; يَرِثُ-উত্তরাধিকারী হয় ; مِنْ اٰلِ-বংশধরের ; يَعْقُوْبَ-ইয়াকূবের ; وَ-আর ; اجْعَلْهُ-(اجعل+ه)-তাকে করুন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; رَضِيًّا-একজন পছন্দনীয় মানুষ। (৭) يٰزَكَرِيَّا-(يا+زكريا)-হে যাকারিয়া ; اِنَّا-নিশ্চয়ই ; نُبَشِّرُكَ-(نبشر+ك)-আমি তোমাকে সুখবর দিচ্ছি ; بِغُلٰمٍ-(ب+غلام)-এক পুত্র সন্তানের ; اسْمُهٗ-(اسم+ه)-তার নাম হবে ; يَحْيٰى-ইয়াহ্ইয়া ; لَمْ نَجْعَلْ-আমি রাখিনি ; لَهٗ-কারো জন্য ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; سَمِيًّا-এ নাম। (৮) قَالَ-তিনি বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَنّٰى-কিভাবে ; يَكُوْنُ-হবে ; لِيْ-আমার ;

বায়তুল মাকদিসের সেবা করতো। এদের মধ্যে আবইয়াহর শাখার সরদার ছিলেন হযরত যাকারিয়া।

৩. অর্থাৎ আমার পরিবারে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে আমার পরে বায়তুল মাকদিসের খেদমতের দায়িত্ব পালন করার যোগ্য হতে পারে। কারণ পরবর্তী প্রজন্মের জীবন যাত্রায় বিকৃতি দেখা যাচ্ছে।

غلم وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ۝

পুত্র ! অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা হয়ে আছে এবং আমিও নিসন্দেহে পৌঁছে গেছি বার্ধক্যের শেষ সীমায়।”

⑨ قال كذلك ۚ قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل

৯. তিনি (আল্লাহ) বললেন—“এমনই হবে, তোমার প্রতিপালক বলেন, তা আমার জন্য সহজ, আর ইতিপূর্বে নিসন্দেহে তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি

ولم تك شيئا ⑩ قال رب اجعل لي اية ۚ قال ايتك

অথচ তুমি কোনো কিছুই ছিলে না।[৬] ১০. তিনি (যাকারিয়া) বললেন—“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন ঠিক করে দিন ;” তিনি (আল্লাহ) বললেন—“তোমার নিদর্শন—

الا تكلم الناس ثلث ليال سويا ⑪ فخرج على قومه

তুমি লাগাতার তিন রাত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না।” ১১. তারপর তিনি তাঁর কাওমের কাছে গেলেন বের হয়ে—

غُلٰمٌ-পুত্র ; وَ-অথচ ; كَانَتْ-হয়ে আছে ; امْرَاَتِيْ-(امراة+ى)-আমার স্ত্রী ; عَاقِرًا-বন্ধ্যা ; وَ-এবং ; قَدْ بَلَغْتُ-আমিও নিসন্দেহে পৌঁছে গেছি ; مِنَ الْكِبَرِ-বার্ধক্যের ; عِتِيًّا-শেষ সীমায়। ⑨ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; كَذٰلِكَ-এমনই হবে ; قَالَ-বলেন ; رَبُّكَ-তোমার প্রতিপালক ; هُوَ-তা ; عَلَيَّ-আমার জন্য ; هَيِّنٌ-সহজ ; وَ-আর ; قَدْ خَلَقْتُكَ-(قد خلقت+ك)-নিসন্দেহে তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-অথচ ; لَمْ تَكُ-তুমি ছিলে না ; شَيْئًا-কোনো কিছুই। ⑩ قَالَ-তিনি (যাকারিয়া) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اجْعَلْ-ঠিক করে দিন ; لِيْ-আমাকে ; اٰيَةً-একটি নিদর্শন ; قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; اٰيَتُكَ-(اية+ك)-তোমার নিদর্শন ; اَلَّا تُكَلِّمَ-তুমি কথা বলতে পারবে না ; النَّاسَ-মানুষের সাথে ; ثَلٰثَ-তিন ; لَيَالٍ-রাত ; سَوِيًّا-লাগাতার। ⑪ فَخَرَجَ-(ف+خرج)-তারপর তিনি বের হয়ে গেলেন ; عَلٰى-কাছে ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর কাওমের ;

৪. অর্থাৎ সে আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র ইয়াকূব-বংশের কল্যাণের উত্তরাধিকারী হবে।

৫. অর্থাৎ আপনার বংশের কোনো লোকের নাম ‘ইয়াহ্ইয়া’ নেই।

৬. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমার ঔরসে ও তোমার

مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑪ يَٰيَحْيَىٰ

মেহরাব[৭] থেকে এবং তাদেরকে ইংগিতে বললেন—যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করো[৮] ১২. হে ইয়াহইয়া !

خُذِ الْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا

এ কিতাব মজবুতভাবে ধরো ;[৯] আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান[১০] ১৩. আর (দান করেছিলাম) আমার তরফ থেকে কোমলতা[১১]

مِنَ-থেকে ; الْمِحْرَابِ-মেহরাব ; فَأَوْحَىٰ-(ف+اوحى)-এবং ইংগীতে বললেন ; إِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদেরকে ; أَنْ-যে ; سَبِّحُوا-তোমরা তাসবীহ পাঠ করো ; بُكْرَةً-সকাল ; وَ-ও ; عَشِيًّا-সন্ধ্যায়। ⑫ يَٰيَحْيَىٰ-(يا+يحيى)-হে ইয়াহইয়া ; خُذِ-ধরো ; الْكِتَٰبَ-এ কিতাব ; بِقُوَّةٍ-মযবুতভাবে ; وَ-আর ; ءَاتَيْنَٰهُ-(اتينا+ه)-আমি তাকে দান করেছিলাম ; الْحُكْمَ-জ্ঞান ; صَبِيًّا-শৈশবেই । ⑬ وَ-আর ; حَنَانًا-কোমলতা ; مِّنْ-থেকে ; لَّدُنَّا-আমার তরফ ;

স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হওয়া আল্লাহর কুদরতের পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়। কেননা আল্লাহতো তোমাকে একেবারে অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্ব দান করেছেন।

৭. 'মিহরাব' অর্থ আমাদের মাসজিদ গুলোতে ইমাম দাড়ানোর যে স্থান রয়েছে তা নয়। এর অর্থ হলো—খৃষ্টানদের গীর্জার পাশে সমতল থেকে কিছুটা উঁচুতে যে কক্ষ তৈরি করা হয় তা। এসব কক্ষে গীর্জার পুরোহিত, খাদেম ও ইতিকাফকারীরা অবস্থান করে থাকে।

৮. হযরত যাকারিয়া আ.-এর এ ঘটনা বাইবেলেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লুক লিখিত সুসমাচারে (লুক ১ঃ ৫-২২ স্রোত্র) এবং কুরআন মাজীদের তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৯ টীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য উল্লিখিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯. অর্থাৎ 'ইয়াহ্ইয়া' যখন জ্ঞান লাভের নির্দিষ্ট বয়সে পৌছেছে তখন তাঁর উপর দায়িত্ব দেয়া হবে—তাওরাতের জ্ঞান অর্জন করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার এবং বনী ইসরাঈলকেও তাওরাতের দেখানো পথে পরিচালনা করার।

১০. অর্থাৎ শৈশবেই তাঁকে ওহীর জ্ঞান দেয়া হয়েছিল যার সাহায্যে তিনি দীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, গবেষণার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক মত প্রকাশের যোগ্যতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। 'আল হুকম' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

وَزَكٰوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○

ও পবিত্রতা ; আর সে ছিল মুত্তাকী। ১৪. আর (ছিল) তার মাতাপিতার প্রতি একান্ত অনুগত ; এবং সে অহংকারী অবাধ্য ছিল না।

﴿١٥﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ○

১৫. আর তার প্রতি শান্তি—যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে, এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে, আর যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে।[১২]

وَ-ও ; زَكٰوةً-পবিত্রতা ; وَ-আর ; كَانَ-সে ছিল ; تَقِيًّا-মুত্তাকী। ⑭وَ-আর (ছিল) ; بَرًّا-একান্ত অনুগত ; وَ-এবং ; بِوَالِدَيْهِ-(ب+والدى+ه)-তার মাতা-পিতার প্রতি ; لَمْ يَكُنْ-সে ছিল না ; جَبَّارًا-অহংকারী ; عَصِيًّا-অবাধ্য। ⑮وَ-আর ; سَلٰمٌ-শান্তি ; عَلَيْهِ-তার প্রতি ; يَوْمَ-যেদিন ; وُلِدَ-সে জন্মগ্রহণ করে ; وَ-এবং ; يَوْمَ-যেদিন ; يَمُوتُ-মৃত্যুবরণ করবে; وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; يُبْعَثُ-উঠানো হবে ; حَيًّا-জীবিত অবস্থায়।

১১. অর্থাৎ তাঁকে এমন কোমলতা দান করা হয়েছে যেমন সন্তানের জন্য মায়ের অন্তরের কোমলতা। আল্লাহর বান্দাহদের জন্য হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-এর অন্তরে এমনই কোমলতা বিরাজিত ছিল।

১২. বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ইয়াহ্ইয়া আ. ঈসা আ.-এর চেয়ে ৬ মাসের বড় ছিলেন। প্রায় ৩০ বছর বয়সে তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ট্রান্স-জর্ডান অঞ্চলে মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেন। তিনি মানুষকে গুনাহ থেকে তাওবা করাতেন। অতপর তাদেরকে গোসল করিয়ে তাদের মন ও শরীরকে পবিত্র করতেন। বনী ইসরাঈল তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছিল।

ইয়াহইয়া আ.-এর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও মধু এবং তিনি উটের পশমের তৈরী পোশাক পরিধান করতেন। তিনি ঈসা আ.-এর নবুওয়াত সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতেন এবং তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষ দিতেন।

কুরআন মাজীদের সূরা আলে ইমরানের ৩৯ আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে—"তিনি ছিলেন আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষদানকারী।"

হযরত ইয়াহ্ইয়া আ. তাঁর সমসাময়িক ইয়াহুদী শাসক-এর অনৈতিক ও আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তার কঠোর সমালোচনা করেন। সে জন্য উক্ত শাসক তাঁকে কারাগারে পাঠান এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করেন।

১ রুকূ' (১-১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবী-রাসূল-ই মানুষকে একই দাওয়াত দিয়েছিলেন। হযরত যাকারিয়া আ. ও তাঁর পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-এর দাওয়াতের মূলকথা ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

২. হযরত যাকারিয়া আ.-কে আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করেছিলেন। আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা কোনো অসম্ভব কাজ নয়।

৩. সন্তান-সন্ততি দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তা চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। কোনো পীর-ফকীর বা মাজার-দরগায় গিয়ে সন্তানের জন্য নজর-নেওয়াজ দান করা শির্‌ক। কোনো নবী-রাসূল বা হকপন্থী আলেম-ওলামার জীবনে এসব কাজের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৪. আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া আ.-এর বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-কে দান করেছিলেন। এটাও তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। আর এটা আল্লাহর কুদরতের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ।

৫. হযরত ইয়াহ্ইয়া আ.-কে শৈশবেই দীনের জ্ঞান দান করেছিলেন। দান করেছিলেন তাঁকে কোমল ও পবিত্র অন্তর।

৬. হযরত ইয়াহ্ইয়া আ. মাতা-পিতার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি অহংকারী ছিলেন না এবং মাতা-পিতার অবাধ্য ছিলেন না। সুতরাং দীনের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ঈমান আনার সাথে সাথে মাতা-পিতার প্রতি অনুগত থাকা সকল মু'মিনের একান্ত কর্তব্য।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-২৫

⑯ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ

১৬. আর এ কিতাবে আপনি মারইয়াম সম্পর্কে বর্ণনা করুন।[১৩] যখন সে আশ্রয় নিয়েছিল তার পরিবার থেকে পূর্ব দিকে এক (নির্জন) জায়গায়।

⑰ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا

১৭. অতপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা বানিয়ে নিল;[১৪] এরপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা পাঠালাম, সে (ফেরেশতা) তার (মারইয়ামের) কাছে আকৃতি ধারণ করলো

بَشَرًا سَوِيًّا ⑱ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

একজন পূর্ণ মানুষের। ১৮. সে (মারইয়াম) বললো—"নিশ্চয় আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি হয়ে থাকো (আল্লাহকে) ভয়কারী।"

⑲ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ⑳ قَالَتْ

১৯. সে (ফেরেশতা) বললো—"আমি তো শুধুমাত্র আপনার প্রতিপালকের পাঠানো ফেরেশতা, আমি এসেছি যেন আপনাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করতে পারি। ২০. সে (মারইয়াম) বললো—

⑯ وَ-আর ; اُذْكُرْ-আপনি বর্ণনা করুন ; فِى الْكِتٰبِ-এ কিতাবে ; مَرْيَمَ-মারইয়াম সম্পর্কে ; اِذْ-যখন ; انْتَبَذَتْ-সে আশ্রয় নিয়েছিল ; مِنْ-থেকে ; اَهْلِهَا-(اهل+ها)-তার পরিবার ; مَكَانًا-এক জায়গায় ; شَرْقِيًّا-পূর্ব দিকে। ⑰ فَاتَّخَذَتْ-(ف+اتخذت)-অতপর সে বানিয়ে নিল ; مِنْ-থেকে ; دُوْنِهِمْ-(دون+هم)-তাদের আড়াল করার জন্য ; حِجَابًا-পর্দা ; فَاَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-এরপর আমি পাঠালাম ; اِلَيْهَا-তার নিকট ; رُوْحَنَا-(روح+نا)-আমার ফেরেশতা ; فَتَمَثَّلَ-(ف+تمثل)-আর সে আকৃতি ধারণ করলো ; لَهَا-তার কাছে ; بَشَرًا-একজন মানুষের ; سَوِيًّا-পরিপূর্ণ। ⑱ قَالَتْ-সে (মারইয়াম) বললো ; اِنِّىْٓ-নিশ্চয় আমি ; اَعُوْذُ-আশ্রয় চাচ্ছি ; بِالرَّحْمٰنِ-(ب+ال+رحمن)-দয়াময় আল্লাহর ; مِنْكَ-তোমার থেকে ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-হয়ে থাকো ; تَقِيًّا-ভয়কারী। ⑲ قَالَ-সে বললো ; اِنَّمَآ اَنَا-আমিতো শুধুমাত্র ; رَسُوْلُ-পাঠানো ফেরেশতা ; رَبِّكِ-আপনার প্রতিপালকের ; لِاَهَبَ-যেন আমি দান করতে পারি ; لَكِ-আপনাকে ; غُلٰمًا-এক পুত্র সন্তান ; زَكِيًّا-পবিত্র। ⑳ قَالَتْ-সে (মারইয়াম) বললো ;

قَالَ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ

"কিরূপে আমার পুত্র হবে ! অথচ আমাকে কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি অসতীও নই।" ২১. সে (ফেরেশতা) বললো—

كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً

এমনিই হবে ; আপনার প্রতিপালক বলেন—তা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ;[১৫] যেন আমি তাকে করতে পারি মানুষের জন্য নিদর্শন ও রহমত স্বরূপ—

مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ○

আমার পক্ষ থেকে, আর তা ছিল চূড়ান্ত বিষয়। ২২. অতপর সে (মারইয়াম) তাকে গর্ভে ধারণ করলো এবং তা নিয়ে দূরবর্তী কোনো নির্জন জায়গায় চলে গেল।[১৬]

أَنَّىٰ-কিরূপে ; يَكُونُ-হবে ; لِي-আমার ; غُلَامٌ-পুত্র ; وَ-অথচ ; لَمْ يَمْسَسْنِي-(لم)-(يمسس+ني)-আমাকে স্পর্শ করেনি ; بَشَرٌ-কোনো মানুষ ; وَ-এবং ; لَمْ أَكُ-আমি নই ; بَغِيًّا-অসতীও। ﴿٢١﴾قَالَ-সে (ফেরেশতা) বললো ; كَذَٰلِكِ-এমনিই হবে ; قَالَ-বলেন ; رَبُّكِ-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তা ; عَلَيَّ-আমার পক্ষে ; هَيِّنٌ-অত্যন্ত সহজ ; وَ-এবং ; لِنَجْعَلَهُ-যেন আমি তাকে করতে পারি ; آيَةً-নিদর্শন ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-ও ; رَحْمَةً-রহমত স্বরূপ ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; وَ-আর ; كَانَ-তা ছিল ; أَمْرًا-বিষয় ; مَقْضِيًّا-চূড়ান্ত। ﴿٢٢﴾فَحَمَلَتْهُ-(ف+حملت+ه)-অতপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো ; فَانْتَبَذَتْ-(ف+انتبذت)-অতপর সে নির্জন জাগায় চলে গেল ; بِهِ-তা নিয়ে ; مَكَانًا-জায়গায় ; قَصِيًّا-দূরবর্তী।

১৩. সূরা আলে ইমরানের ৪৫ আয়াত থেকে ৬০ আয়াতে এ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য উল্লিখিত আয়াতসমূহ তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

১৪. হযরত মারইয়াম বায়তুল মাকদিসের পূর্বদিকে নির্জন স্থানে গিয়ে নিজেকে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন যাতে করে তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদাতে মশগুল হতে পারেন।

১৫. হযরত মারইয়াম যখন আশ্চর্য হয়ে বললেন যে, 'আমার কিরূপে পুত্র হবে—আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি' এ প্রশ্নের জবাবে ফেরেশতা বলেছিলেন—'এমনিই হবে'। একথার অর্থ হলো—কোনো মানুষের স্পর্শ ছাড়াই সন্তান হবে। আর এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষে একেবারেই সহজ কাজ। হযরত ঈসা আ. পিতাহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়ার মানুষের সামনে 'নিদর্শন' বলে ঘোষণা করেছেন।

۞ فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ

২৩. অবশেষে প্রসব বেদনা তাকে নিয়ে গেল একটি খেজুর গাছের নিচে ; সে বললো—"হায় ! যদি আমি মরেই যেতাম

قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ

এর আগে এবং মানুষের মন থেকে মুছে যেতাম।"[১৭] ২৪. আর তখনি সে (ফেরেশতা) তাঁকে তার নিচের দিক থেকে ডেকে বললো যে, আপনি চিন্তিত হবেন না।

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ

আপনার প্রতিপালক আপনার নিচের দিক থেকে একটি ঝর্ণা তৈরি করে দিয়েছেন। ২৫. আর আপনি খেজুর গাছটিকে ধরে নিজের দিকে টেনে নাড়া দিন,

২৩ فَاَجَاءَهَا-(ف+اجاء+ها)-অবশেষে তাকে নিয়ে গেল ; الْمَخَاضُ-প্রসব বেদনা ; اِلٰى-নীচে ; جِذْعِ-কাণ্ডের (গাছের) ; النَّخْلَةِ-খেজুর ; قَالَتْ-সে বললো ; يٰلَيْتَنِىْ-হায় ! যদি ; مِتُّ-আমি মরেই যেতাম ; قَبْلَ-আগে ; هٰذَا-এর ; وَ-এবং ; كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا-মুছে যেতাম মানুষের মন থেকে। ২৪ فَنَادٰىهَا-(ف+نادى+ها)-আর তখনি সে (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বললো ; مِنْ-থেকে ; تَحْتِهَآ-(تحت+ها)-নিচের দিক; اَلَّا-যে, আপনি চিন্তিত হবেন না ; تَحْزَنِىْ ; قَدْ جَعَلَ-নিসন্দেহে তৈরি করে দিয়েছেন ; رَبُّكِ-আপনার প্রতিপালক ; تَحْتَكِ-(تحت+ك)-আপনার নিচের দিক থেকে ; سَرِيًّا-একটি ঝর্ণা। ২৫ وَ-আর ; هُزِّىْٓ-আপনি টেনে নাড়া দিন ; اِلَيْكِ-আপনার নিজের দিকে ; بِجِذْعِ-কাণ্ডটিকে ; النَّخْلَةِ-খেজুর গাছের ;

১৬. ঈসা আ.-কে গর্ভে ধারণ করার পর হযরত মারইয়াম বায়তুল মাকদিস থেকে দূরবর্তী স্থান 'বায়তুল লাহম'-এ চলে গেলেন, যাতে করে তাঁর পরিবার ও বংশীয় লোকেরা এ সম্পর্কে জানতে না পারে। কারণ তারা গর্ভের কথা জানতে পারলে তাঁর জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়তো। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও দুর্নাম থেকে গর্ভ খালাস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ঈসা আ. যে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এটাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি যদি বিবাহিতা হতেন তাহলে তাঁর নির্জনতা অবলম্বন করার কোনো প্রয়োজন হতো না।

১৭. হযরত মারইয়ামের মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো সন্তান প্রসবের কষ্টজনিত ছিল না ; বরং তিনি যে ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার চিন্তাজনিত ছিল। গর্ভাবস্থাকে তিনি এতোদিন গোপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু

تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ

ঝরে পড়বে আপনার নিকট টাটকা পাকা খেজুর। ২৬. অতপর আপনি খান এবং পান করুন আর শীতল করুন চোখ ;

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

আর যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন তবে বলে দিন—আমি নিশ্চয়ই দয়াময় আল্লাহর জন্য রোযা মানত করেছি,

فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يٰمَرْيَمُ

তাই আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না।[১৮] ২৭. অতপর সে তাকে (শিশুটিকে) নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে এল ; তারা বললো—হে মারইয়াম !

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يٰأُخْتَ هٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ

তুমি নিসন্দেহে করে বসেছো অত্যন্ত জঘন্য কাজ। ২৮. হে হারূনের বোন![১৯] তোমার পিতাতো খারাপ লোক ছিলেন না

تُسٰقِطْ-ঝরে পড়বে ; عَلَيْكِ-আপনার নিকট ; رُطَبًا جَنِيًّا-টাটকা পাকা খেজুর। ﴿٢٦﴾فَكُلِي-(ف+كلى)-অতপর আপনি খান ; وَ-এবং ; اشْرَبِي-পান করুন ; وَ-আর ; قَرِّي-শীতল করুন ; عَيْنًا-চোখ ; فَإِمَّا تَرَيِنَّ-(ف+اما+ترين)-আর যদি দেখেন ; مِنَ الْبَشَرِ-(من+ال+بشر)-মানুষের মধ্যে ; أَحَدًا-কাউকে ; فَقُولِي-(ف+قولى)-তবে বলে দিন ; إِنِّي-নিশ্চয়ই আমি ; نَذَرْتُ-মানত করেছি ; لِلرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর জন্য ; صَوْمًا-রোযা ; فَلَنْ أُكَلِّمَ-(ف+لن اكلم)-তাই আমি কথা বলবো না ; الْيَوْمَ-আজ ; إِنْسِيًّا-কোনো মানুষের সাথে। ﴿٢٧﴾فَأَتَتْ-(ف+اتت)-অতপর সে আসলো ; بِهِ-তাকে ; قَوْمَهَا-(قوم+ها)-নিজের সম্প্রদায়ের কাছে ; تَحْمِلُهُ-(تحمل+ه)-তাকে নিয়ে ; قَالُوا-তারা (লোকেরা) বললো ; يٰمَرْيَمُ-হে মারইয়াম ; لَقَدْ جِئْتِ-তুমি নিসন্দেহ করে বসেছো ; شَيْئًا-কাজ ; فَرِيًّا-অত্যন্ত জঘন্য। ﴿٢٨﴾يٰأُخْتَ-হে-বোন ; هٰرُونَ-হারূনের ; مَا كَانَ-ছিলেন না ; أَبُوكِ-(ابو+ك)-তোমার পিতা ; امْرَأَ-লোক ; سَوْءٍ-খারাপ ;

সন্তান প্রসবের পর সন্তানটিকে তিনি কিভাবে মানুষ থেকে গোপন করে লালন-পালন করবেন—এ চিন্তায় তিনি অস্থির ছিলেন।

وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ

আর তোমার মা-ও কোনো অসতী ছিলেন না।[২০] ২৯. অতপর সে (মারইয়াম) তার (শিশুর) দিকে ইশারা করলো ; তারা বললো—"আমরা কিভাবে তার সাথে কথা বলবো, যে রয়েছে

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي

কোলে শিশু অবস্থায়।"[২১] ৩০. সে (শিশুটি) বললো—"আমি অবশ্যই আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে দিয়েছেন কিতাব এবং আমাকে বানিয়েছেন

نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ

নবী। ৩১. আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় যেখানেই আমি থাকি না কেন ; আর আমাকে তিনি আদেশ দিয়েছেন নামাযের

وَ-আর ; مَا كَانَتْ-ছিলেন না ; أُمُّكِ-(ام+ك)-তোমার মা-ও ; بَغِيًّا-কোনো অসতী। ﴿٢٩﴾ فَأَشَارَتْ-(ف+اشارت)-অতপর সে ইশারা করলো ; إِلَيْهِ-তার দিকে ; قَالُوا-তারা বললো ; كَيْفَ-কিভাবে ; نُكَلِّمُ-আমরা কথা বলবো ; مَنْ-যে ; كَانَ-রয়েছে ; فِي الْمَهْدِ-(فى+ال+مهد)-কোলে ; صَبِيًّا-শিশু অবস্থায়। ﴿٣٠﴾ قَالَ-সে (শিশুটি) বললো ; إِنِّي-আমি অবশ্যই ; عَبْدُ-বান্দাহ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; آتَانِيَ-তিনি আমাকে দিয়েছেন ; الْكِتَابَ-কিতাব ; وَ-এবং ; جَعَلَنِي-(جعل+نى)-আমাকে বানিয়েছেন ; نَبِيًّا-নবী। ﴿٣١﴾ وَ-আর ; جَعَلَنِي-তিনি আমাকে করেছেন ; مُبَارَكًا-বরকতময় ; أَيْنَ مَا-যেখানেই ; كُنْتُ-আমি থাকি না কেন ; وَ-আর ; أَوْصَانِي-আমাকে তিনি আদেশ দিয়েছেন ; بِالصَّلَاةِ-(ب+ال+صلوة)-নামাযের ;

১৮. অর্থাৎ শিশুটি জন্মগ্রহণ করার পর মানুষের প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতে হবে না। তুমি শুধু চুপ থাকবে। তাদের জবাব দানের দায়িত্ব আমার। এখানে উল্লেখ্য যে, চুপ থাকার জন্য রোযা রাখার বিধান বনী ইসরাঈলের সমাজে প্রচলিত ছিল।

১৯. হযরত মারইয়ামকে 'হারূনের বোন' বলে সম্বোধন করার দু'টো অর্থ হতে পারে—(১) মারইয়ামের হারূন নামে কোনো ভাই ছিল, সে হিসেবে তাঁকে হারূনের বোন সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তিনি হারূন আ. নামের নবীর বোন ছিলেন না। হারূন আ. ছিলেন মূসা আ.-এর ভাই যিনি শত শত বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। (২) 'হারূনের বোন' অর্থ হারূন পরিবারের 'মেয়ে'। এখানে এ অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মুফাসসিরগণ মনে করেন।

২০. হযরত মারইয়াম-কে তাঁর জাতির লোকেরা এই যে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছে সেটাই প্রমাণ করে যে, ঈসা আ. পিতা ছাড়া অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যারা তাঁর অলৌকিক জন্মকে অস্বীকার করে, তারা মারইয়ামকে তাঁর জাতির লোকেরা যে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করেছে তার কারণ সম্পর্কে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়।

وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ ز وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ

ও যাকাতের যতোদিন আমি জীবিত থাকি। ৩২. আর (করেছেন আমাকে) আমার মায়ের অনুগত ;[২২] আর তিনি আমাকে করেননি

جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ

উদ্ধত ও দুর্ভাগা। ৩৩. আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি ও যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন

اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ

আমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।[২৩] ৩৪. এ (হলো) ঈসা ইবনে মারইয়াম ; এটাই (তার সম্পর্কে) সত্য কথা যার

وَ-ও ; الزَّكٰوةِ-(ال+زكوة)-যাকাতের ; مَا دُمْتُ-যতোদিন আমি থাকি ; حَيًّا-জীবিত। ﴿٣٢﴾ وَّ-আর (করেছেন আমাকে) ; بَرًّا-অনুগত ; بِوَالِدَتِىْ-(ب+والدة+ى)-আমার মায়ের অনুগত ; وَ-আর ; لَمْ يَجْعَلْنِىْ-তিনি আমাকে করেননি ; جَبَّارًا-উদ্ধত ; شَقِيًّا-দুর্ভাগা। ﴿٣٣﴾ وَ-আর ; السَّلٰمُ-শান্তি ; عَلَىَّ-আমার প্রতি ; يَوْمَ-যেদিন ; وُلِدْتُّ-আমি জন্মগ্রহণ করেছি ; وَ-ও ; يَوْمَ-যেদিন ; اُبْعَثُ-আমাকে পুনরায় উঠানো হবে ; حَيًّا-জীবিত করে। ﴿٣٤﴾ ذٰلِكَ-এই (হলো) ; عِيْسَى-ঈসা ; ابْنُ-পুত্র ; مَرْيَمَ-মারইয়ামের ; قَوْلَ-কথা ; الْحَقِّ-সত্য ; الَّذِىْ-যার ;

২১. এটা হযরত ঈসা আ.-এর আরেকটি মু'জিযা যে, তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁর মাতার পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করেছেন। যারা মু'জিযা তথা অলৌকিক ঘটনাকে অস্বীকার করে তারা এ আয়াতের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে ; কিন্তু সূরা আলে ইমরানের ৪৬ আয়াত ও সূরা আল-মায়েদার ১১০ আয়াত দ্বারা তাদের নেয়া অর্থ বাতিল বলে গণ্য হয়ে যায়।

২২. এখানে 'পিতা-মাতার অনুগত' না বলে শুধু 'মাতার অনুগত' বলা হয়েছে। এর দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, ঈসা আ.-এর পিতা ছিলেন না। তাছাড়া কুরআন মাজীদে সব জায়গাই তাঁকে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম' বলা হয়েছে। এর দ্বারাও তাঁর পিতা বিহীন জন্মলাভ করা প্রমাণিত হয়।

২৩. বনী ইসরাঈলের অব্যাহত দুষ্কৃতির কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আগে তাদের সামনে ঈসা আ.-এর অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ এবং দোলনায় শিশু অবস্থায় কথা বলার মতো নিদর্শন পেশ করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর এটা ছিল এমন নিদর্শন যার সাক্ষী ছিল হাজার হাজার লোক যাকে অস্বীকার

فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ

মধ্যে তারা (মানুষ) সন্দেহ করছে। ৩৫. কোনো সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয় ; তিনি (এ থেকে) পবিত্র ;

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي

তিনি যখন কোনো বিষয় করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার উদ্দেশ্যে শুধু সেজন্য বলেন—'হও' তখনি তা হয়ে যায়।[২৪] ৩৬. আর অবশ্যই আল্লাহ আমারও প্রতিপালক

وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ

এবং তোমাদেরও প্রতিপালক অতএব তোমরা তাঁর-ই ইবাদাত করো ; এটাই সরল-মজবুত পথ।[২৫] ৩৭. অতপর দলগুলো[২৬] মতভেদ সৃষ্টি করলো

فِيْهِ-মধ্যে ; يَمْتَرُوْنَ-তারা সন্দেহ করছে। (৩৫) مَا كَانَ-কাজ নয় ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; أَنْ ; يَتَّخِذَ-গ্রহণ করা ; مِنْ وَلَدٍ-কোনো সন্তান ; سُبْحٰنَهٗ-তিনি (এ থেকে) পবিত্র ; إِذَا-যখন ; قَضٰٓى-সিদ্ধান্ত নেন করার ; أَمْرًا-কোনো বিষয় ; فَإِنَّمَا-তখনই শুধু ; يَقُوْلُ-বলেন ; لَهٗ-সে জন্য ; كُنْ-'হও' ; فَيَكُوْنُ-তখন তা হয়ে যায়। (৩৬) وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; رَبِّيْ-আমারও প্রতিপালক ; وَ-এবং ; رَبُّكُمْ-তোমাদেরও প্রতিপালক ; فَاعْبُدُوْهُ-(ف+اعبدوا+ه)-অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; هٰذَا-এটাই ; صِرَاطٌ-পথ ; مُسْتَقِيْمٌ-সরল-মযবুত। (৩৭) فَاخْتَلَفَ-(ف+اختلف)-অতপর মতভেদ সৃষ্টি করলো ; الْأَحْزَابُ-দলগুলো ;

করার কোনো উপায়-ই ছিল না। এর পরও এ জাতির লোকেরা যখন তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন শাস্তি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে আর কোনো জাতিকে দেননি।

২৪. অর্থাৎ ঈসা আ.-এর অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করা তেমনি একটি মু'জিযা, যেমন ইয়াহ্ইয়া আ.-এর জন্মগ্রহণ। সে জন্য ইয়াহ্ইয়া আ.-কে তো আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেনি, তাহলে ঈসা আ.-কে কেন 'আল্লাহর পুত্র' বলা হবে ? অতএব খৃস্টানদের এ আকীদা মিথ্যা। আল্লাহ তাআলার কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্যতো কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না ; বরং তিনি 'হয়ে যাও' বললেই অমনি তা হয়ে যায়। মূলত 'হয়ে যাও' কথাটি বলার প্রতিও আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী নন। কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই সেই জিনিস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

২৫. অর্থাৎ আল্লাহকেই একমাত্র 'রব' তথা প্রতিপালক মেনে নিতে হবে, কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত তথা দাসত্ব করতে হবে—এ একই দাওয়াত ঈসা আ.-এরও ছিল।

مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ

তাদের নিজেদের মধ্যে ; সুতরাং যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য এক মহা দিবস আসার সময় রয়েছে ধ্বংস। ৩৮. কি চমৎকার শুনবে তারা

وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

এবং কি চমৎকার দেখবে—যেদিন তারা আমার কাছে আসবে। কিন্তু যালিমরা আজ প্রকাশ্য গুমরাহীতে রয়েছে।

﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

৩৯. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন আফসোসের দিন সম্পর্কে—যখন বিষয়টির ফায়সালা করে দেয়া হবে ; অথচ (এখনও) তারা গাফলতের মধ্যে রয়েছে

وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

এবং তারা ঈমান আনতেছে না। ৪০. নিশ্চিত আমিই আসল মালিক থাকবো দুনিয়ার এবং তাদেরও যারা তাতে রয়েছে

مِنْ-মধ্যে ; بَيْنِهِمْ-(بين+هم)-তাদের নিজেদের ; فَوَيْلٌ-সুতরাং ধ্বংস ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে; مِنْ مَشْهَدِ-আসার সময় ; يَوْمٍ-দিবস ; عَظِيمٍ-মহা। ﴿٣٨﴾ أَسْمِعْ-কি চমৎকার শুনবে ; بِهِمْ-তারা ; وَ-এবং ; أَبْصِرْ-কি চমৎকার দেখবে ; يَوْمَ-যেদিন ; يَأْتُونَنَا-(ياتون+نا)-আমার কাছে আসবে ; لَٰكِنِ-কিন্তু ; الظَّالِمُونَ-যালিমরা ; الْيَوْمَ-আজ ; فِي ضَلَالٍ-গুমরাহীতে ; مُبِينٍ-প্রকাশ্য। ﴿٣٩﴾ وَ-আর ; أَنذِرْهُمْ-(انذر+هم)-তাদেরকে সতর্ক করে দিন ; يَوْمَ-দিন সম্পর্কে ; الْحَسْرَةِ-আফসোসের ; إِذْ-যখন ; قُضِيَ-ফায়সালা করে দেয়া হবে ; الْأَمْرُ-বিষয়টির ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; فِي غَفْلَةٍ-গাফলতের মধ্যে রয়েছে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান আনছে না। ﴿٤٠﴾ إِنَّا-নিশ্চিত ; نَحْنُ-আমিই ; نَرِثُ-আসল মালিক থাকব ; الْأَرْضَ-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; مَنْ-তাদেরও যারা ; عَلَيْهَا-তাতে রয়েছে ;

সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা একই ছিল। সুতরাং খৃস্টানরা যে ঈসা আ.-কে আল্লাহর বান্দাহর পরিবর্তে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে এটা তাদের উদ্ভট আবিষ্কার মাত্র। তাদের নবী ঈসা আ. এমন কথা কখনো বলেননি।

২৬. অর্থাৎ খৃস্টানদের বিভিন্ন দল-উপদল এক আল্লাহর বন্দেগীর ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করেছে।

وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ○

আর আমারই কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।[২৭]

وَ-আর ; إِلَيْنَا-আমারই কাছে ; يُرْجَعُونَ-তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

২৭. এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ঈসায়ীদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ। স্মরণীয় যে, এ সূরা নাযিল হয়েছে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের অল্প কিছুদিন আগে। নির্যাতিত মুসলমানরা যখন হাবশায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল তখন এ সূরা নাযিল করে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে সঠিক আকীদা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে করে তারা যখন হাবশায় আশ্রয় নেবে সেখানে খৃস্টানদের মধ্যে ঈসা আ. সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করে সঠিক আকীদা তাদের সামনে পেশ করতে পারে। ইসলাম যে, সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে তোষামোদী নীতি গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়নি এটা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মুহাজির মুসলমানরা হাবশার রাজ দরবারে এমন কঠিন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন যে, দরবারের সভাসদরা সবাই কুরাইশদের পক্ষ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে তাদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তখন এমন আশংকা ছিল যে, হাবশার রাজত্বও খৃস্টানদের মূল আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সঠিক বক্তব্য শুনে মুসলমানদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দেবেন ; কিন্তু এ আশংকা সত্ত্বেও মুসলমানরা সঠিক-সত্য কথা বলতে একটুও দেরী করেনি। মূলত এটাই মুসলমানদের সঠিক কর্মনীতি যে, দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি বা বিপদের আশংকা তাদেরকে সত্য পথ থেকে বা সত্যকথা বলা থেকে সামন্যতমও বিচ্যুত করতে পারবে না।

২ রুকূ' (১৬-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মারইয়াম আ. কুমারী অবস্থায় আল্লাহর কুদরতে গর্ভবতী হয়েছিলেন—এটা আল্লাহর কুদরতের এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

২. আল্লাহ তাআলা হযরত যাকারিয়া আ ও হযরত ইবরাহীম আ.-কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় এবং তাদের বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা স্ত্রীদের গর্ভে যেমন সন্তান দান করতে সক্ষম, অনুরূপভাবে কুমারী মেয়ের গর্ভেও সন্তান দান করতে সক্ষম।

৩. হযরত ঈসা আ.-এর গর্ভলাভ ও জন্মগ্রহণ যেমন আল্লাহর কুদরতের সুস্পষ্ট নিদর্শন, তেমনি শিশু অবস্থায় দোলনায় থেকে মানুষের সাথে কথা বলা, সে অবস্থায় খেজুর গাছ থেকে তাঁর মাতার খাদ্যলাভ ও মাটির নিচ থেকে পানির সরবরাহ ইত্যাদি সবই কুদরতের নিদর্শন।

৪. হযরত ঈসা আ. শিশু অবস্থায় তাঁর মাতার সতীত্বের সাক্ষ্যদান করেছিলেন এবং তাঁর নিজের নবী ও আল্লাহর বান্দাহ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা এটাকে গ্রহণ করে নেয়নি, আর খৃস্টানরাও তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস বানিয়ে নিয়েছে।

৫. সকল নবীর দীনী দাওয়াতের মূলকথা একই ছিল ; পার্থক্য ছিল শরীআতের কোনো কোনো বিধানে। আল্লাহর একত্ববাদ ও নবুওয়াত বা রিসালাতের উপর ঈমান-ই ছিল নবীদের মূল দাওয়াত।

৬. সকল নবীর শরীআতেই সালাত তথা নামায ও যাকাতের বিধান ছিল। সুতরাং সালাত ও যাকাত অমান্য-অস্বীকারকারী ও স্বেচ্ছায় তরককারী কাফির।

৭. মাতা-পিতার আনুগত্যের স্থান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পরেই। ঈসা আ.-এর পিতা ছিলেন না, তাই তাঁকে মাতার আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮. ঈসা আ. সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত কথাই একমাত্র সত্য। এ সম্পর্কে খৃস্টানরা যেসব অলীক ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে তা মিথ্যা।

৯. আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি, আর কাউকে জন্মও দেননি। তিনি সৃষ্টিজগতের সকল গুণ-বৈশিষ্ট থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর মতোই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, কিছু নেই।

১০. কোনো কিছু করার জন্য আল্লাহ কোনো উপায়-উপাদানের মুখাপেক্ষী নন। কিছু করার জন্য তাঁর সিদ্ধান্তই যথেষ্ট 'কুন' বা 'হও' বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

১১. 'দীন' সম্পর্কে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস এবং একমাত্র নির্ভুল শরীআত বা কর্মগত বিধান একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। খৃস্টানরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

১২. খৃস্টানরা তাদের বিশ্বাস ও কর্মের কারণে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছে ; সুতরাং তাদের জন্য এক মহাধ্বংস অপেক্ষা করছে।

১৩. ইহুদী ও খৃস্টান উভয় জাতিই প্রকাশ্য গুমরাহীতে রয়েছে। তাদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করতে হবে, কারণ তারা গাফলতের মধ্যে পড়ে আছে। এ দায়িত্ব ও যোগ্যতা একমাত্র মুসলমানদেরই রয়েছে।

১৪. সৃষ্টিজগত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমাদের সকলকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤٢﴾ إِذْ قَالَ

৪১. আর আপনি এ কিতাবে স্মরণ করুন ইবরাহীমের কথা ;[২৮] নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী। ৪২. যখন তিনি বলেছিলেন

لِأَبِيْهِ يٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا

তাঁর পিতাকে—'হে আমার পিতা, আপনি কেন তার ইবাদাত করেন, যে শোনে না ও দেখে না এবং যে আপনার কিছুমাত্র উপকারও করতে পারে না।

﴿٤٣﴾ يٰٓأَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ أَهْدِكَ

৪৩. হে আমার পিতা ! নিশ্চিত আমার কাছে এসেছে সন্দেহাতীত জ্ঞান, যা আপনার কাছে আসেনি, অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে দেখাবো

(৪১) وَ-আর ; اُذْكُرْ-আপনি স্মরণ করুন ; فِى الْكِتٰبِ-এ কিতাবে ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের কথা ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; كَانَ-ছিলেন ; صِدِّيْقًا-সত্যনিষ্ঠ ; نَبِيًّا-নবী। (৪২) اِذْ-যখন ; قَالَ-তিনি বলেছিলেন ; لِاَبِيْهِ-(ل+ابى+ه)-তাঁর পিতাকে ; يٰاَبَتِ-হে আমার পিতা ; لِمَ-কেন ; تَعْبُدُ-আপনি ইবাদাত করেন ; مَا-তার, যে ; لَا يَسْمَعُ-শোনে না ; وَ-ও ; لَا يُبْصِرُ-দেখে না ; وَ-এবং ; لَا يُغْنِىْ-যে উপকার করতেও পারে না ; عَنْكَ-আপনার ; شَيْئًا-কিছুমাত্র। (৪৩) يٰاَبَتِ-হে আমার পিতা ; اِنِّىْ-নিশ্চিত ; قَدْ جَآءَنِىْ-আমার কাছে এসেছে ; مِنَ الْعِلْمِ-সন্দেহাতীত জ্ঞান ; مَا-যা ; لَمْ يَاْتِكَ-আপনার কাছে আসেনি ; فَاتَّبِعْنِىْ-(ف+اتبع+نى)-অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন ; اَهْدِكَ-আমি আপনাকে দেখাবো ;

২৮. এখানে রাসূলুল্লাহ স.-কে ইবরাহীম আ.-এর ঘটনা মক্কাবাসীদেরকে শোনানোর জন্য বলা হয়েছে। কারণ মক্কাবাসীরা তাদের পুত্র, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদেরকে ঈমান আনার অপরাধে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। যেমন হযরত ইবরাহীম আ.-কে তাঁর পিতা ও ভাইয়েরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। মক্কাবাসী কুরাইশরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.-এর বংশধর বলে অহংকার করে বেড়াতো আর ইবরাহীম আ.-কে তাদের নেতা বলে মানতো। আর এ জন্যই ইবরাহীম আ.-এর কথা তাদেরকে শোনানোর জন্য বলা হয়েছে।

صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ

সহজ-সরল পথ। ৪৪. হে আমার পিতা ! আপনি শয়তানের পূজা করবেন না,[২৯] নিশ্চয় শয়তান ছিল দয়াময় আল্লাহর

عَصِيًّا ﴿٤٥﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ

অবাধ্য। ৪৫. হে আমার পিতা ! আমি আশংকা করি যে, আপনাকে স্পর্শ করবে দয়াময়ের পক্ষ থেকে কোনো আযাব

فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ

তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের সাথী। ৪৬. সে (পিতা) বললো—'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ?

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ﴿٤٧﴾ قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ

যদি তুমি বিরত না হও, অবশ্যই আমি পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো, তুমি চিরতরে আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। ৪৭. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক,

صِرَاطًا-পথ ; سَوِيًّا-সহজ-সরল।﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ-হে আমার পিতা ; لَا تَعْبُدِ-আপনি পূজা করবেন না ; ٱلشَّيْطَٰنَ-শয়তানের ; إِنَّ-নিশ্চয় ; ٱلشَّيْطَٰنَ-শয়তান ; كَانَ-ছিলো ; لِلرَّحْمَٰنِ-দয়াময় আল্লাহর ; عَصِيًّا-অবাধ্য।﴿٤٥﴾ يَٰٓأَبَتِ-হে আমার পিতা ; إِنِّىٓ-নিশ্চয় আমি ; أَخَافُ-আশংকা করি ; أَنْ-যে, يَمَسَّكَ-(يمس+ك)-আপনাকে স্পর্শ করবে ; عَذَابٌ-আযাব ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; ٱلرَّحْمَٰنِ-দয়াময়ের ; فَتَكُونَ-তখন আপনি হয়ে পড়বেন ; لِلشَّيْطَٰنِ-শয়তানের ; وَلِيًّا-সাথী।﴿٤٦﴾ قَالَ-সে (পিতা) বললো ; أَرَاغِبٌ-মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কি ; أَنْتَ-তুমি ; عَنْ-থেকে ; ءَالِهَتِى-আমার উপাস্যদের ; يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ-হে ইবরাহীম ; لَئِنْ-যদি ; لَّمْ تَنْتَهِ-তুমি বিরত না হও ; لَأَرْجُمَنَّكَ-অবশ্যই আমি পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবো ; وَٱهْجُرْنِى-তুমি দূর হয়ে যাও আমার নিকট থেকে ; مَلِيًّا-চিরতরে।﴿٤٧﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; سَلَٰمٌ-শান্তি বর্ষিত হোক ; عَلَيْكَ-আপনার ওপর ;

سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ

আমি অবশ্যই আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা চাইবো।[৩০] নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। ৪৮. আর আমি ছেড়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে এবং তাদেরকেও যাদেরকে আপনারা ডাকেন

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

আল্লাহকে ছেড়ে এবং আমি ডাকবো আমার প্রতিপালককে ; আশা করি যে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকে বঞ্চিত হবো না।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ

৪৯. অতপর যখন তিনি দূরে সরে গেলেন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদের থেকে, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক

وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا

ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে আমি নবী করলাম। ৫০. আর আমি তাদেরকে দান করলাম আমার রহমত এবং তুলে ধরলাম আমি

لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

উর্ধে তাদের যথার্থ সুনাম-সুখ্যাতিকে।[৩১]

سَاَسْتَغْفِرُ-আমি অবশ্যই ক্ষমা চাইবো ; لَكَ-আপনার জন্য ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালকের কাছে ; اِنَّهٗ-নিশ্চয় তিনি ; كَانَ بِىْ-আমার প্রতি ; حَفِيًّا-মেহেরবান। (৪৮) وَ-আর ; اَعْتَزِلُكُمْ-আমি ছেড়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে ; وَ-এবং ; مَا-তাদেরকেও যাদেরকে ; تَدْعُوْنَ-আপনারা ডাকেন ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; اَدْعُوْا-আমি ডাকবো ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালককে ; عَسٰى-আশা করি ; اَلَّا اَكُوْنَ-যে, আমি হবো না ; بِدُعَاءِ-ডেকে ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালককে ; شَقِيًّا-বঞ্চিত। (৪৯) فَلَمَّا-অতপর যখন ; اعْتَزَلَهُمْ-তিনি দূরে সরে গেলেন তাদের থেকে ; وَ-এবং ; مَا-যাদের, তাদের ; يَعْبُدُوْنَ-তারা ইবাদাত করতো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لَهٗ-তাকে ; اِسْحٰقَ-ইসহাক ; وَ-ও ; يَعْقُوْبَ-ইয়াকূব ; وَ-এবং ; كُلًّا-প্রত্যেককে ; جَعَلْنَا-আমি করলাম ; نَبِيًّا-নবী। (৫০) وَ-আর ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لَهُمْ-তাদেরকে ; مِّنْ رَّحْمَتِنَا-আমার রহমত ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-তুলে ধরলাম ; لَهُمْ-তাদের ; لِسَانَ-সুনাম-সুখ্যাতিকে ; صِدْقٍ-যথার্থ ; عَلِيًّا-উর্ধে।

২৯. হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতা ও তাঁর জাতি ছিলেন মূর্তীপূজক অর্থাৎ তারা মূর্তীর ইবাদাত করতো। আর ইবরাহীম আ. তাদের এ কাজকেও শয়তানের ইবাদত বলে গণ্য করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, মুখে শয়তানের লা'নত করলেও কাজে-কর্মে শয়তানের আনুগত্য করলে এ কাজ শয়তানের ইবাদাত বলেই গণ্য হবে। সেমতে নবী-রাসূলদের দেখানো পথ ও পদ্ধতির বিপরীত অন্য যে বা যাদেরই দেখানো পথে জীবন-যাপন করা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তার বা তাদেরই আনুগত্য করা হবে।

৩০. এর ব্যাখ্যার জন্য 'শব্দে শব্দে আল-কুরআন' ৫ম খণ্ড 'সূরা আত-তাওবার' ১১৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১. এখানে মুহাজির মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ. যেমন বাধ্যতামূলকভাবে দেশত্যাগ করে ধ্বংস হয়ে যাননি ; বরং উন্নত মর্যাদা লাভ করে যথার্থ অর্থে সফলতা লাভ করেছিলেন, তেমনি তোমরাও বাধ্যতামূলকভাবে হিজরত করে ধ্বংস হয়ে যাবে না ; বরং এমন উন্নতি লাভ করবে যে, জাহিলী-সমাজ তা কল্পনা-ও করতে পারবে না।

৩ রুকূ' (৪১-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মক্কাবাসীরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.-এর বংশধর দাবী করে অহংকার করতো, তাই তাদেরকে তাঁর ঘটনা শোনানোর জন্য বলা হয়েছে, যাতে করে তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে যে আচরণ করছে সে ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়।

২. ইবরাহীম আ.-কে যেমন তার পিতা ও আত্মীয়-স্বজনরা দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল, তেমনি মক্কাবাসী কুরাইশরাও রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। যুগে যুগে যারাই দীনের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়াবে, তাদেরকেও যুলম-নির্যাতন ভোগ এবং দেশত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩. পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাদেরকে বিনীতভাবে সম্মানসূচক ভাষায় দীনের দাওয়াত দিতে হবে এবং তাঁদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

৪. নবী-রাসূলদের কাছে আগত ওহীর জ্ঞানই একমাত্র নির্ভুল ও সন্দেহাতীত জ্ঞান। মানুষের উদ্ভাবিত ও অর্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সন্দেহাতীত বলে দাবী করা যায় না।

৫. ওহীর মাধ্যমে আগত জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া আর সকল জীবন-ব্যবস্থাই শয়তানের দেখানো ব্যবস্থা। সুতরাং সেসব ব্যবস্থা-ই পরিত্যাজ্য।

৬. বাতিল পন্থীদের কাছে মানুষের মৌলিক অধিকার কখনো নিরাপদ নয়। ইসলাম তথা আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা-ই মানুষের মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দিতে পারে।

৭. দীনের জন্য মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রয়োজনে দেশ-জাতি সবই পরিত্যাগ করাই ঈমানের দাবী।

৮. আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের পরই আল্লাহর সাহায্য ও রহমত সরাসরি উপলব্ধি করা যায়।

৯. যুগে যুগে যে বা যারাই দীনের জন্য হিজরত করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর রহমতের বারিধারা অবিরত বর্ষিত হয়েছে এবং দুনিয়াতে তাদের সুনাম-সুখ্যাতিও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১৫

(৫১) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ○

৫১. আর আপনি এ কিতাবে মূসার কথাও স্মরণ করুন ; নিশ্চয় তিনি ছিলেন খাঁটি বান্দা[৩২] এবং তিনি রাসূল—নবী ছিলেন।[৩৩]

(৫২) وَنَادَيْنٰهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا (৫৩) وَوَهَبْنَا لَهُ

৫২. আর আমি তাঁকে ডেকেছিলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে[৩৪] এবং তাঁকে কাছে টেনেছিলাম একান্তে আলাপ করার জন্য।[৩৫] ৫৩. আর তাঁকে দান করলাম

(৫১) وَ-আর ; اذْكُرْ-স্মরণ করুন ; فِى الْكِتٰبِ-(فى+ال+كتاب)-এ কিতাবে ; مُوسٰى-মূসার কথাও ; انَّهُ-নিশ্চই তিনি ; كَانَ-ছিলেন ; مُخْلَصًا-খাঁটি বান্দা ; وَّ-এবং ; كَانَ-তিনি ছিলেন ; رَسُوْلاً-রাসূল ; نَّبِيًّا-নবী। (৫২) وَ-আর ; نَادَيْنٰهُ-(ناديناه+ه)-আমি তাঁকে ডেকেছিলাম ; مِنْ-থেকে ; جَانِبِ-দিক ; الطُّوْرِ-তূর পাহাড়ের ; الْاَيْمَنِ-ডান; وَ-এবং ; قَرَّبْنٰهُ-(قربنا+ه)-তাঁকে কাছে টেনেছিলাম ; نَجِيًّا-একান্তে আলাপ করার জন্য। (৫৩) وَ-আর ; وَهَبْنَا-দান করেছিলাম ; لَهُ-তাকে ;

৩২. 'মুখলাস' শব্দের অর্থ 'যাকে নিজের করে নেয়া হয়েছে'। অর্থাৎ মূসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা একান্তভাবে নিজের নিকটে নিয়ে তাঁর সাথে 'কথোপকথন' করে ছিলেন।

৩৩. 'রাসূল' দ্বারা-এখানে সেসব মানুষকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নিকট নিজের বাণী পৌঁছাবার জন্য বাছাই করে নিযুক্ত করেছেন। তবে এ শব্দ দ্বারা আরবী ভাষায় দূত, বার্তাবাহক বা রাজদূতও বুঝানো হয়ে থাকে। আর কুরআন মাজীদে 'রাসূল' শব্দ দ্বারা মানুষ ছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকেও বুঝানো হয়েছে।

আর 'নবী' দ্বারা 'খবর প্রদানকারী' 'উন্নত মর্যাদা' 'আল্লাহর দিকে যাবার রাস্তা' ইত্যাদি বুঝানো হয়ে থাকে। এদিক থেকে 'রাসূল নবী' অর্থ দাঁড়ায় উচ্চ মর্যাদাশীল রাসূল বা আল্লাহর দিকে যাবার মাধ্যম রাসূল।

তবে মুফাসসিরীনে কিরাম 'রাসূল' ও 'নবী' এ দুয়ের মধ্যে মর্যাদাগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন। অর্থাৎ 'রাসূল' 'নবী' থেকে মর্যাদাসম্পন্ন। বলা যায়—প্রত্যেক 'রাসূল'-ই 'নবী'; কিন্তু প্রত্যেক 'নবী' 'রাসূল' নন। আবার যিনি নতুন শরীয়াত

مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيلَ ز

আমার দয়ায় তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে। ৫৪. আর আপনি এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করুন ;

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

তিনি অবশ্যই ওয়াদা পালনে সত্যাপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি রাসূল-নবী ছিলেন। ৫৫. আর তিনি আদেশ করতেন নিজ পরিবার-পরিজনকে

بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ

সালাতের ও যাকাতের ; এবং তিনি নিজের প্রতিপালকের কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। ৫৬. আর আপনি স্মরণ করুন এ কিতাবে

إِدْرِيسَ ز إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُولٰٓئِكَ

ইদরীসের কথা ;[৩৬] নিশ্চয় তিনি সত্যপন্থী নবী ছিলেন। ৫৭. আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।[৩৭] ৫৮. ওরাই তারা

مِنْ رَّحْمَتِنَآ-আমার দয়ায় ; اَخَاهُ-(اخا+ه)-তার ভাই ; هٰرُوْنَ-হারূনকে ; نَبِيًّا-নবীরূপে। ⑤④ وَ-আর ; اُذْكُرْ-আপনি স্মরণ করুন; فِى الْكِتٰبِ-এ কিতাবে ; اِسْمٰعِيْلَ-ইসমাঈলের কথা ; اِنَّهُ-তিনি অবশ্যই ; كَانَ-ছিলেন ; صَادِقَ-সত্য পরায়ন ; الْوَعْدِ-ওয়াদা পালনে ; وَ-এবং ; كَانَ-তিনি ছিলেন; رَسُوْلًا-রাসূল ; نَبِيًّا-নবী। ⑤⑤ وَ-আর ; كَانَ يَاْمُرُ-আদেশ করতেন ; اَهْلَهُ-(اهل+ه)-নিজ পরিবার-পরিজনকে ; بِالصَّلٰوةِ-সালাতের ; وَ-ও ; الزَّكٰوةِ-যাকাতের ; وَ-এবং ; كَانَ-তিনি ছিলেন ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّهٖ-নিজের প্রতিপালকের ; مَرْضِيًّا-পসন্দনীয়। ⑤⑥ وَ-আর ; اذْكُرْ-আপনি স্মরণ করুন ; فِى الْكِتٰبِ-এ কিতাবে ; اِدْرِيْسَ-ইদরীসের কথা ; اِنَّهُ-নিশ্চয় তিনি ; كَانَ-ছিলেন ; صِدِّيْقًا-সত্যপন্থী ; نَبِيًّا-নবী। ⑤⑦ وَ-আর ; رَفَعْنٰهُ-আমি তাঁকে উন্নীত করেছিলাম ; مَكَانًا-মর্যাদায় ; عَلِيًّا-উচ্চ। ⑤⑧ اُولٰٓئِكَ-ওরাই তারা ;

প্রবর্তন করেন তিনি রাসূল এবং যিনি পূর্ববর্তী রাসূলের শরীয়াত প্রচার করেন তিনি নবী। অপর দিকে ফেরেশতাকেও 'রাসূল' বলা হয়েছে, কিন্তু ফেরেশতা নবী নয়।

৩৪. পাহাড়ের 'ডান' দিক দ্বারা তার পূর্ব পাদদেশ-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ মূসা আ. মাদইয়ান থেকে মিশর যাওয়ার পথে তূর পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের পথেই যাচ্ছিলেন। আর দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে পাহাড়ের পূর্ব পাশকেই ডান দিক ধরতে হবে এবং বাম দিক হবে পশ্চিম।

الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا

নবীদের মধ্যে যাদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন—আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে ; আর তাদেরও (বংশধর) যাদেরকে আমি আরোহণ করিয়েছিলাম

مَعَ نُوْحٍ ؗ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ؗ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

নূহের সাথে (নৌকায়) ; আর (তারা) ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের বংশধর ; (এরা) তাদের (দলভুক্ত) যাদেরকে আমি হিদায়াত দান করেছিলাম

وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩

ও মনোনিত করেছিলাম ; তাদের সামনে, যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হতো, তারা কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়তো।

(৫৯) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ

৫৯. অতপর তাদের পরে তাদের প্রতিনিধিত্ব করলো এমন বংশধর, যারা ধ্বংস করে দিলো নামাযকে[৩৮] এবং তারা নফস-এর অনুসরণ করলো,[৩৯] সুতরাং শীঘ্রই

الَّذِيْنَ-যাদের ; اَنْعَمَ-নিয়ামত বর্ষণ করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-উপর ; مِنَ-মধ্যে ; النَّبِيّٖنَ-নবীদের ; مِنْ-মধ্য থেকে ; ذُرِّيَّةِ-বংশধরদের ; اٰدَمَ-আদমের ; وَ-আর ; مِمَّنْ-তাদেরও যাদেরকে ; حَمَلْنَا-আমি আরোহণ করিয়েছিলাম; مَعَ-সাথে ; نُوْحٍ-নূহের ; وَ-আর ; مِنْ-এর ; ذُرِّيَّةِ-বংশধর ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; وَ-ও ; اِسْرَآءِيْلَ-ইসরাঈলের ; وَ-এবং ; مِمَّنْ-(এরা) তাদের (দলভুক্ত) যাদেরকে ; هَدَيْنَا-আমি হিদায়াত দান করেছিলাম ; وَ-ও ; اجْتَبَيْنَا-মনোনীত করেছিলাম ; اِذَا-যখন; تُتْلٰى-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর ; خَرُّوْا-তারা লুটিয়ে পড়তো ; سُجَّدًا-সিজদায় ; وَّبُكِيًّا-কান্নারত অবস্থায়। (৫৯) فَخَلَفَ-(ف+خلف)=অতপর প্রতিনিধিত্ব করলো ; مِنْۢ بَعْدِهِمْ-তাদের পরে ; خَلْفٌ-এমন বংশধর ; اَضَاعُوا-যারা ধ্বংস করে দিল ; الصَّلٰوةَ-নামাযকে ; وَ-এবং ; اتَّبَعُوا-তারা অনুসরণ করলো ; الشَّهَوٰتِ-নফসের ; فَسَوْفَ-সুতরাং শীঘ্রই ;

৩৫. আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। দু'জন মানুষ যেমন সামনা-সামনি কথা বলে তেমনি আল্লাহ ও মূসা আ.-এর মাঝে কথাবার্তা হতো। সূরা ত্বা-হায় এ কথা-বার্তার কিছু উদাহরণ রয়েছে।

৩৬. হযরত ইদরীস আ.-এর সময়কাল নূহ আ.-এর পূর্বে ছিল। তিনি ছিলেন আদম আ.-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। বাইবেলের বর্ণনামতে তিনি ৩৫৩ বছর মানুষের ওপর শাসন

يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

তারা গুমরাহীর পরিণাম দেখতে পাবে। ৬০. তবে তারা ছাড়া যারা তাওবা করেছে ও ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, অতএব তারা প্রবেশ করবে

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ

জান্নাতে এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্রও যুল্ম করা হবে না। ৬১. এমন স্থায়ী জান্নাত যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ দিয়ে রেখেছেন

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

তাঁর বান্দাহদেরকে গোপনে ;[৪০] নিশ্চিত তাঁর ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকে। ৬২. তারা সেখানে শুনবে না কোনো অর্থহীন কথা

يَلْقَوْنَ-তারা দেখতে পাবে ; غَيًّا-গুমরাহীর পরিণাম।(৬০) الَّا-তবে তারা ছাড়া ; مَنْ-যারা ; تَابَ-তাওবা করেছে; وَ-ও ; اٰمَنَ-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلَ-কাজ করেছে; صَالِحًا-নেক ; فَاُولٰٓئِكَ-অতএব তারা ; يَدْخُلُوْنَ-প্রবেশ করবে ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; وَ-এবং ; لَايُظْلَمُوْنَ-তাদের প্রতি যুলম করা হবে না ; شَيْئًا-কিছুমাত্রও।(৬১) جَنّٰتِ-এমন জান্নাত ; عَدْنِ-স্থায়ী ; الَّتِىْ-যার ; وَعَدَ-ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ ; عِبَادَهٗ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদেরকে ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-গোপনে ; اِنَّهٗ-নিশ্চিত ; كَانَ وَعْدُهٗ-(كان+وعد+ه)-তাঁর ওয়াদা ; مَاْتِيًّا-পূরণ হয়েই থাকে।(৬২) لَايَسْمَعُوْنَ-তারা শুনবে না ; فِيْهَا-সেখানে ; لَغْوًا-কোনো অর্থহীন কথা ;

করেছিলেন। তাঁর শাসন ছিলো ইনসাফ ও সত্যের শাসন। আর তাই তাঁর শাসনামলে দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ব্যাপক হারে বর্ষিত হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ হযরত ইদরীস আ.-কে আল্লাহ্ তাআলা উন্নত মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা আকাশে তুলে নিয়েছিলেন।

৩৮. অর্থাৎ তাদের গুমরাহীর প্রথম নমুনা হলো তারা নামাযের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো। এটা প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপে। নামায মু'মিনকে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখে। নামাযই আল্লাহর সাথে মু'মিনের যে সম্পর্ক তা ছিন্ন হতে দেয় না। এ সম্পর্ক ছিন্ন হলেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে-বহুদূরে চলে যায়। পূর্ববর্তী সকল উম্মতের পতন শুরু হয়েছে নামায পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়েই।

৩৯. অর্থাৎ যখন থেকে তারা নামাযকে নষ্ট করা শুরু করলো তখন থেকেই তাদের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে নিজের মনগড়া জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করার

إِلَّا سَلٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝٦٢ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي

'সালাম' ছাড়া ;[৪১] আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে তাদের রিয্ক, সকালে ও সন্ধ্যায়। ৬৩. এটাই সেই জান্নাত যার

نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝٦٣ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ

উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবো আমি আমার বান্দাহদের মধ্যে তাদেরকে যারা হবে মুত্তাকী। ৬৪. আর জিবরাঈল বললো—হে নবী ![৪২] আমি আপনার প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া নেমে আসতে পারি না।

لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা আমাদের সামনে রয়েছে এবং যা আমাদের পেছনে রয়েছে আর যা রয়েছে এ দুয়ের মাঝে ; আর আপনার প্রতিপালক ভুলে যাবার পাত্র নন।

اِلاَّ-ছাড়া ; سَلٰمًا-সালাম ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; رِزْقُهُمْ-(رزق+هم)-তাদের রিযক ; فِيْهَا-সেখানে থাকবে ; بُكْرَةً-সকালে ; وَ-ও ; عَشِيًّا-সন্ধ্যায়। ⑥৩ تِلْكَ-এটাই ; الْجَنَّةُ-সেই জান্নাত ; الَّتِىْ-যার ; نُوْرِثُ-উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবো ; مِنْ-মধ্যে ; عِبَادِنَا-আমার বান্দাদের ; مَنْ-যারা ; كَانَ-হবে ; تَقِيًّا-মুত্তাকী। ⑥৪ وَ-আর ; مَا نَتَنَزَّلُ-আমি নেমে আসতে পারি না ; اِلاَّ-ছাড়া ; بِاَمْرِ-আদেশ ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لَهٗ-তারই অধিকারে রয়েছে ; مَا-যা আছে ; بَيْنَ اَيْدِيْنَا-আমাদের সামনে ; وَ-এবং ; مَا-যা আছে ; خَلْفَنَا-আমাদের পেছনে ; وَ-আর ; مَا-যা রয়েছে; بَيْنَ-মাঝে ; ذٰلِكَ-এ দু'য়ের ; وَ-আর ; مَا كَانَ-নন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; نَسِيًّا-ভুলে যাবার পাত্র।

প্রবনতা শুরু হয়ে গেলো। অবশেষে তারা নৈতিক চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে নিজের কামনা-বাসনা অনুযায়ী চলতে শুরু করলো।

৪০. অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ জান্নাতকে অদৃশ্য রেখেই তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। তবে আল্লাহর ওয়াদায় কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই এবং তা যথাসময় পূর্ণ হবেই।

৪১. অর্থাৎ জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে কোনো অর্থহীন, অশালীন ও আজে-বাজে কথা শুনতে পাবে না। 'সালাম' শব্দের অর্থ দোষ-ত্রুটি মুক্ত কথা। আর পারিভাষিক 'সালাম' যা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা-ও অর্থ হতে পারে। কারণ জান্নাত বাসীরা পরিচ্ছন্ন রুচীর মানুষ। তারা গীবত, পরনিন্দা ও গালি-গালাজ বা অশ্লীল কথাবার্তা বলার মতো লোক নয়। তারা একে অপরের প্রতি সালাম জানিয়ে কল্যাণ কামনা করবে। ফেরেশতারাও তাদের প্রতি সালামের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ কামনা করবে।

৬৫ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ

৬৫. (তিনি) প্রতিপালক আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তারও ; সুতরাং তাঁরই ইবাদাত করুন[৪৩] এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর ইবাদাতে লেগে থাকুন ;

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۟

আপনি কি তাঁর সমকক্ষ কাউকে জানেন ?[৪৪]

৬৫ رَبُّ-(তিনি) প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-এ দু'য়ের মাঝে ; فَاعْبُدْهُ-(ف+اعبد+ه)-সুতরাং তাঁরই ইবাদাত করুন ; وَ-এবং ; اصْطَبِرْ-ধৈর্যের সাথে লেগে থাকুন ; لِعِبَادَتِهٖ-(ل+عبادت+ه)-তাঁরই ইবাদাতে ; هَلْ تَعْلَمُ-আপনি কি জানেন ; لَهٗ-তাঁর ; سَمِيًّا-সমকক্ষ কাউকে।

৪২. ওহীর বাহক ছিলেন জিবরাঈল আ.। তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে একটা কৈফিয়তমূলক বক্তব্য। দীর্ঘকাল রাসূলের কাছে না আসার জন্য তিনি কৈফিয়ত পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কিরাম ওহীর অপেক্ষায় থাকতেন। ওহীর দ্বারা তাঁরা পথের দিশা পেতেন। ওহী আসতে বিলম্ব হলে তাঁরা অস্থির হয়ে যেতেন। অতপর ওহী যখন আসতো তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করতেন। এমন এক পরিস্থিতিতে ওহী নিয়ে জীবরাঈল আ. আসলেন। প্রয়োজনীয় বিষয় রাসূলের কাছে পৌছানোর পর বিলম্বে আসার জন্য নিজের পক্ষ থেকে তিনি কৈফিয়ত পেশ করে এ কথা কয়টি বলেছেন। হাদীসের মাধ্যমেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪৩. অর্থাৎ আপনি ওহী আসতে বিলম্ব হলেও আপনি আপনার ওপর ইবাদতের যে হুকুম হয়েছে তা পালন করতে থাকুন। এ পথে যেসব বাধা-বিপত্তি আসবে তা ধৈর্য সহকারে মোকাবিলা করুন। এতে ভীত না হয়ে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন।

৪৪. 'সামিয়্যা' শব্দের অর্থ 'নামের সমান'। অর্থাৎ আল্লাহতো 'ইলাহ'। আপনার জানামতে দ্বিতীয় কোনো 'ইলাহ' আছে কি ? অর্থাৎ কোনো ইলাহ নেই। এটা যেহেতু আমার জানা আছে তখন তো তাঁর দাস হয়ে থাকা ছাড়া আপনার অন্য কোনো পথ আছে কিনা তা-ও আপনার জানা আছে। অর্থাৎ অন্য কোনো পথই নেই।

৪র্থ রুকূ' (৫১-৬৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলোতে তাঁর রাসূলকে অতীত কালের নবী-রাসূল সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেছেন। অতীতের নবী-রাসূল সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে যা জানতে পারা যায় ততটুকু জানা-ই আমাদের প্রয়োজন।

২. বাইবেল, তৌরাত বা অন্য কোনো সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে নির্ভর করা যায় না। কারণ এসব ক্ষেত্রে ওহীর সাথে মানুষের নিজস্ব কথা মিশ্রিত হয়ে গেছে। একমাত্র কুরআন মাজীদ-ই এসব মিশ্রণ থেকে পবিত্র। অতএব নবী-রাসূলদের বিবরণ যা কুরআন মাজীদে এসেছে তা-ই নির্ভুল বলে বিশ্বাস করতে হবে। এটুকুই ঈমানের দাবী।

৩. হযরত মূসা আ. অত্যন্ত মর্যাদাশীল নবী ছিলেন।

৪. তিনি তূর পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হন।

৫. মূসা আ.-এর ভাই হযরত হারূন আ.-ও নবী ছিলেন।

৬. হযরত ইসমাঈল আ.-ও একজন মর্যাদাবান নবী ছিলেন। তিনি ওয়াদা পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন।

৭. হযরত ইসমাঈল আ. নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন

৮. নামায ও যাকাত সকল নবী-রাসূলের শরীআতের অন্তর্ভুক্ত বিধান ছিলো।

৯. হযরত ইদরীস আ.-ও একজন নবী ছিলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে সমাসীন রয়েছেন।

১০. নবুওয়াতের মর্যাদা আল্লাহর এক মহান নিয়ামত।

১১. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আনীত জীবন-ব্যবস্থা-ই একমাত্র সত্য-সঠিক জীবন ব্যবস্থা। এর কোনো বিকল্প নেই।

১২. আল্লাহর আয়াতের তিলাওয়াত শুনে যাদের অন্তর বিগলিত হয় এবং আল্লাহর আয়াতের মর্ম-তাদের হৃদয়ের গভীরে আঘাত করে।

১৩. দুনিয়ার ক্ষমতা যখন থেকে ফাসিক-ফাজির তথা দীনের বিধান অনুসরণে গাফিল লোকদের হাতে চলে গেলো তখন থেকেই দুনিয়ায় অশান্তির সূচনা হলো।

১৪. ঈমানের পরে মু'মিনের জন্য করণীয় প্রথম ও প্রধান কাজ হলো নামায প্রতিষ্ঠা।

১৫. নামাযের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ভয়াবহ পরিণাম থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় তাওবা করে নামায আদায়ে তৎপর হওয়া।

১৬. যারা তাওবা করে ঈমান এনে সৎকাজ করে জীবন অতিবাহিত করবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পালিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১৭. জান্নাতবাসীগণ 'সালাম'-এর মাধ্যমে একে অপরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে এবং ফেরেশতারাও তাঁদের একই সম্ভাষণে অভিবাদন জানাবে।

১৮. জান্নাতের অধিবাসীগণ সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রুচীমত পবিত্র রিয্‌ক উপভোগ করবে।

১৯. যারা ইখলাস তথা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার পাকড়াওকে ভয় করে জীবন যাপন করবে তারাই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

২০. আসমান ও যমীনের দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সব কিছুতেই আল্লাহর হুকুম কার্যকর রয়েছে। তার হুকুমের বাইরে কোনো কিছুই ঘটে না।

২১. আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই। সুতরাং ধৈর্যের সাথে তাঁর হুকুম পালন করে যেতে হবে—তাঁর ইবাদাত তথা দাসত্বেই জীবন অতিবাহিত করে যেতে হবে—এটাই একমাত্র পথ।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১৭

﴿٦٦﴾ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٧﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ

৬৬. আর মানুষ বলে—'আমি যখন মরে যাবো তখন কি আমাকে বের করা হবে (পুনরায়) জীবিত করে ? ৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না

أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٨﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ

যে, ইতিপূর্বে আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি অথচ সে কিছুই ছিল না। ৬৮. অতএব আপনার প্রতিপালকের কসম ! আমি অবশ্যই একত্রিত করবো তাদেরকে ও শয়তানদেরকে,[৪৫]

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ

অতপর তাদেরকে হাজির করবোই, জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায়। ৬৯. তারপর (তাদেরকে) প্রত্যেক দল থেকে আলাদা করে ফেলবো—

৬৬ وَ-আর ; يَقُولُ-বলে ; الْاِنْسَانُ-মানুষ ; ءَ اِذَا مَا-(ء+اذا+ما)-যখন, তখন কি ; مِتُّ-আমি মরে যাব ; لَسَوْفَ أُخْرَجُ-আমাকে বের করা হবে ; حَيًّا-জীবিত করে। ৬৭ اَوَلَا يَذْكُرُ-(او+لايذكر)-স্মরণ করে না, কি ; الْاِنْسَانُ-মানুষ ; اَنَّا خَلَقْنٰهُ-(انا+خلقنا+ه)-যে, আমিই সৃষ্টি করেছি তাকে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-অথচ ; لَمْ يَكُ-ছিলো না সে ; شَيْئًا-কিছুই। ৬৮ فَوَ-অতএব কসম ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَنَحْشُرَنَّهُمْ-(لنحشرن+هم)-আমি অবশ্যই একত্রিত করবো তাদেরকে ; وَ-ও ; الشَّيٰطِيْنَ-শয়তানদেরকে ; ثُمَّ-অতপর ; لَنُحْضِرَنَّهُمْ-(لنحضرن+هم)-তাদেরকে হাজির করবোই ; حَوْلَ-চারপাশে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; جِثِيًّا-নতজানু অবস্থায়। ৬৯ ثُمَّ-তারপর ; لَنَنْزِعَنَّ-আলাদা করে ফেলবো ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شِيْعَةٍ-দল ;

৪৫. অর্থাৎ সেসব শয়তানদেরকে যাদের কথায় এরা দুনিয়াকেই একমাত্র বাসস্থান মনে করে নিয়েছে। তারা ভেবেছে—দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। এরপর আর কোনো জীবন নেই ; সুতরাং তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে হিসেব দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا (٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ○

তাদের মধ্যে যারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশী অবাধ্য ছিলো।[৪৬] ৭০. আর আমিতো অবশ্যই ভালো করেই জানি তাদেরকে যারা অধিক যোগ্য তাতে (জাহান্নামে) ঢোকার দিক থেকে।

(٧٠) وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي

৭১. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই তা অতিক্রমকারী ছাড়া ;[৪৭] এটাই হলো আপনার প্রতিপালকের অবধারিত ফায়সালা। ৭২. তারপর আমি উদ্ধার করবো।

الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (٧٢) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

তাদেরকে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যালিমদেরকে সেখানে উপুড় অবস্থায় ছেড়ে দেবো। ৭৩. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়,

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا

তখন যারা কুফরী করে তারা—যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে—(আমাদের) দু' দলের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে কোন্‌টি উত্তম।

اَيُّهُمْ-তাদেরকে যারা ছিল ; اَشَدُّ-সবচেয়ে বেশী ; عَلٰى-প্রতি ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর ; عِتِيًّا-অবাধ্য।(৭০) ثُمَّ-আর ; لَنَحْنُ-আমি তো অবশ্যই ; اَعْلَمُ-ভালো করেই জানি ; بِالَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তাদেরকে ; اَوْلٰى-অধিক যোগ্য ; بِهَا-তাতে (জাহান্নামে) ; صِلِيًّا-ঢোকার দিক থেকে।(৭১) وَ-আর ; اِنْ-নেই ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে এমন কেউ ; اِلَّا-ছাড়া ; وَارِدُهَا-(وارد+ها)-তা অতিক্রমকারী ; كَانَ-এটাই হলো ; عَلٰى رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; حَتْمًا-ফায়সালা ; مَّقْضِيًّا-অবধারিত।(৭২) ثُمَّ-তারপর ; نُنَجِّى-আমি উদ্ধার করবো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করেছে ; وَّ-এবং ; نَذَرُ-ছেড়ে দেবো ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদেরকে ; فِيْهَا-সেখানে ; جِثِيًّا-উপুড় অবস্থায়।(৭৩) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; تُتْلٰى-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتُنَا-আমার আয়াতসমূহ ; بَيِّنٰتٍ-সুস্পষ্ট ; قَالَ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; اَىُّ-কোনটি ; الْفَرِيْقَيْنِ-দু'দলের মধ্যে ; خَيْرٌ-উত্তম ; مَّقَامًا-মর্যাদার দিক দিয়ে ;

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য ও আল্লাহদ্রোহী দলগুলোর নেতাদেরকে।

৪৭. অর্থাৎ সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করে যেতে হবে। এর অর্থ জাহান্নামের মধ্য দিয়ে যাওয়া নয় ; বরং এর অর্থ জাহান্নাম পার হয়ে যাওয়া। কেননা এর পরেই

وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا

এবং মাজলিসের দিক থেকে (কাদেরটা) অধিক সুন্দর।[৪৮] ৭৪. আর (তারা কি দেখে না ?) তাদের আগে আমি কত কাওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা ছিলো এদের চেয়ে উত্তম ধন-সম্পদে

وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰىٓ اِذَا

ও জাঁকজমকে। ৭৫. আপনি বলেদিন—যে গুমরাহীতে পড়ে রয়েছে, তাকে দয়াময় আল্লাহ অবকাশ দিয়ে থাকেন ; যতক্ষণ না

رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ

তারা তা দেখতে পায় যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে—তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামত ; অতপর তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ

মর্যাদার দিক থেকে কে নিকৃষ্ট এবং কে দলবলের দিক দিয়ে অধিক দুর্বল। ৭৬. আর আল্লাহ তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দেন যারা সঠিক পথে চলে ;[৪৯]

وَ-এবং ; اَحْسَنُ-অধিক সুন্দর ; نَدِيًّا-মাজলিসের দিক থেকে। ﴿٧٤﴾ وَ-আর ; كَمْ-কত ; اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; مِنْ قَوْمٍ-কত কাওমকে ; هُمْ-তারা ছিল ; اَحْسَنُ-উত্তম ; اَثَاثًا-ধন-সম্পদে ; وَ-ও ; رِءْيًا-জাঁক জমকে। ﴿٧٥﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; مَنْ-যে ; كَانَ-পড়ে রয়েছে ; فِي الضَّلٰلَةِ-গুমরাহীতে ; فَلْيَمْدُدْ-অবকাশ দিয়ে থাকেন ; لَهُ-তাকে ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ; مَدًّا-অবকাশ ; حَتّٰىٓ اِذَا-যতক্ষণ না ; رَاَوْا-দেখতে পায় ; مَا-তা, যার ; يُوْعَدُوْنَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে ; اِمَّا الْعَذَابَ-তা শাস্তি হোক ; وَاِمَّا-অথবা ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; فَسَيَعْلَمُوْنَ-অতপর তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ; مَنْ هُوَ-কে—সে ; شَرٌّ-নিকৃষ্ট ; مَكَانًا-মর্যাদার দিক থেকে ; وَ-এবং ; اَضْعَفُ-অধিক দুর্বল ; جُنْدًا-দলবলের দিক দিয়ে। ﴿٧٦﴾ وَ-আর ; يَزِيْدُ-বাড়িয়ে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اهْتَدَوْا-সঠিক পথে চলে ; هُدًى-হিদায়াত ;

বলা হয়েছে যে, মুত্তাকীদেরকে তা থেকে উদ্ধার করা হবে এবং যালিমদেরকে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে।

৪৮. অর্থাৎ কাফিরদের যুক্তি হলো—দুনিয়াতে যেহেতু আমাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত এবং আমাদের উপরই যেহেতু আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত অধিক হারে বর্ষিত

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ○

আর আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেককাজসমূহ উত্তম—সওয়াবের দিক থেকেও এবং পরিণাম ফলের দিক থেকেও উত্তম।

⑰⑰ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ○

৭৭. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যে আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং বলে—'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে।'[৫০]

⑱⑰ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ⑰⑲ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ

৭৮. তবে কি সে জানতে পেরেছে অদৃশ্য বিষয় অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে পেয়েছে কোনো ওয়াদা ? ৭৯. কক্ষণই নয়, আমি অবশ্যই লিখে রাখবো

وَ-আর ; الْبٰقِيٰتُ-স্থায়ী ; الصّٰلِحٰتُ-নেককাজসমূহ ; خَيْرٌ-উত্তম ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; ثَوَابًا-সাওয়াবের দিক থেকে ; وَّ-এবং ; خَيْرٌ-উত্তম ; مَّرَدًّا-পরিণামফলের দিক থেকে। ⑰⑰ اَفَرَءَيْتَ-(ا+ف+رءيت)-আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ? الَّذِىْ-যে ; كَفَرَ-অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-এবং ; قَالَ-বলে ; لَاُوْتَيَنَّ-আমাকে অবশ্যই দেয়া হবে ; مَالًا-ধন-সম্পদ ; وَّ-ও ; وَلَدًا-সন্তান-সন্ততি। ⑱⑰ اَطَّلَعَ-তবে কি সে জানতে পেরেছে ; الْغَيْبَ-অদৃশ্য বিষয় ; اَمِ-অথবা ; اتَّخَذَ-পেয়েছে ; عِنْدَ-নিকট থেকে ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময় আল্লাহর ; عَهْدًا-কোনো ওয়াদা। ⑰⑲ كَلَّا-কক্ষণই নয় ; سَنَكْتُبُ-আমি অবশ্যই লিখে রাখবো ;

হচ্ছে এবং আমাদের অনুষ্ঠানগুলোও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাই আমরাই সঠিক পথে আছি। তোমরা যদি সঠিক পথে থাকতে তাহলে তোমাদের জীবন-যাপন এতো কষ্টকর হবে কেন। আর তোমাদের অনুষ্ঠানগুলোরই বা এতো দুরবস্থা হবে কেন ?

৪৯. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তারা যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখনই তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং সঠিক পথে চলার সুযোগ দান করেন। তাদেরকে অসৎকাজ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচান। তারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে সঠিক পথেই এগিয়ে যায়।

৫০. এটা ছিলো মক্কার কাফির সরদার-মাতব্বরদের বিকৃত বিশ্বাস ও মনোভাব। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের বলতো—তোমরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট বলো আর যা-ই বলো না কেন এবং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাওনা কেন, আমরা এখনও তোমাদের চেয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অনেক উপরে আছি। আর আগামিতেও আমাদের

مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿৮০﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا

তা, যা সে বলে[৫১] এবং বাড়ানোর মতোই বাড়াতে থাকবো তার শাস্তি। ৮০. আর সে (ধন-জন সম্পর্কে) যা বলে তার ওয়ারিসতো আমিই হবো এবং সেতো আমার কাছেই আসবে।

فَرْدًا ﴿৮১﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ○

একাকীই। ৮১. আর তারাতো আল্লাহকে ছাড়া অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে যাতে তারা (সেসব ইলাহ) তাদের জন্য সাহায্যকারী শক্তি হয়।[৫২]

﴿৮২﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ○

৮২. কক্ষণই নয়, শীঘ্রই তারা (ইলাহগুলো) তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে[৫৩] এবং তাদের দুশমনে পরিণত হবে।

مَا-তা, যা ; يَقُولُ-সে বলে ; وَ-এবং ; نَمُدُّ-বাড়াতে থাকবো ; لَهُ-তার ; مِنَ
الْعَذَابِ-শাস্তি ; مَدًّا-বাড়ানোর মতোই। (৮০) وَ-আর ; نَرِثُهُ-(نرث+ه)-তার
ওয়ারিসতো আমিই হবো ; مَا يَقُولُ-সে (ধন-জন সম্পর্কে) যা বলে ; وَ-এবং ;
يَأْتِينَا-সে তো আমার কাছেই আসবে ; فَرْدًا-একাকী। (৮১) وَ-আর ; اتَّخَذُوا-তারা তো
বানিয়ে নিয়েছে ; مِنْ دُونِ-ছাড়া ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; آلِهَةً-অন্য ইলাহ ; لِيَكُونُوا-
যাতে তারা হয় ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عِزًّا-সাহায্যকারী শক্তি। (৮২) كَلَّا-কক্ষণই নয় ;
سَيَكْفُرُونَ-শীঘ্রই তারা অস্বীকার করবে ; بِعِبَادَتِهِمْ-(ب+عبادة+هم)-তাদের
ইবাদাতকে ; وَ-এবং ; يَكُونُونَ-তারা পরিণত হবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; ضِدًّا-দুশমন।

প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি আমাদের বাড়বে বৈ কমবে না।

৫১. অর্থাৎ তাদের এসব অহংকারী কথাবার্তা সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের আযাবের পরিধিও বেড়ে যাবে এবং ধন-জন সবকিছু ছেড়ে তাকে আমার কাছেই আসতে হবে। তখন সে এর মজা ভালোভাবে উপভোগ করবে।

৫২. অর্থাৎ এসব কাফিররা নিজেদের নেতা-নেত্রীদেরকে নিজেদের ইলাহ বানিয়ে রেখেছে। এরা ভেবে রেখেছে যে, দুনিয়াতে এসব নেতা-নেত্রীদের দাপটে এরা সকল অন্যায়-অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে, আখিরাতেও এসব নেতা-নেত্রীরা তাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে; কিন্তু তাদের এ ধারণা যে একেবারেই অমূলক তা তারা আখিরাতের জীবনে গেলেই দেখতে পাবে।

৫৩. অর্থাৎ সেসব নেতা-নেত্রী যাদেরকে এরা ইলাহ্ বানিয়ে পূজা করছে, তারা আখিরাতে সবই অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, আমরাতো এসব আহম্মকদেরকে আমাদের পেছনে চলতে এবং আমাদের হুকুম মানতে বাধ্য করিনি। এরা যে আমাদেরকে ইলাহ জ্ঞানে পূজা-উপাসনা করেছে তা-ওতো আমাদের জানা ছিল না।

৫ম রুকূ' (৬৬-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং এ জীবনের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব-নিকাশ দানের পর জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ এক অমোঘ সত্য, এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই।

২. মানুষের প্রথমবার সৃষ্টিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পক্ষে এক জোরালো প্রমাণ।

৩. আখিরাত অস্বীকারকারীরা কাফির। আল্লাহর বাণী অনুসারে তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ পোষণ করা কুফরী। বিশ্বাসের অনুকূলে কাজ না করাও কুফরীর নামান্তর।

৪. বাতিল নেতৃত্বের অনুসারীরা যেমন জাহান্নামের অধিবাসী হবে, একইভাবে বাতিলের নেতৃত্বদানকারীরাও জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

৫. মু'মিন-কাফির সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করে যেতে হবে। তবে মু'মিনরা আল্লাহর রহমত লাভ করে জাহান্নাম পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। অপরদিকে কাফিররা জাহান্নামে পড়ে যাবে। এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত ফায়সালা।

৬. দুনিয়াতে কাফির-মুশরিকরা ধন-সম্পদে আপত দৃষ্টিতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করলেও তাদের আখিরাতের জীবন হবে দুঃখ-দৈন্যতায় ভরা। অপর দিকে মুমিন-মুত্তাকীদের দুনিয়ার জীবন যেমনই হোক না কেন, তাদের আখিরাতের জীবন হবে সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ। আর এটাই স্বাভাবিক।

৭. পথভ্রষ্ট লোকদেরকেও আল্লাহ সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাদের এ সুযোগ থাকে।

৮. মৃত্যুর সাথে সাথেই কাফিররা জানতে পারবে কারা যথার্থ মর্যাদার অধিকারী আর কারা নিকৃষ্ট। তারা জানতে পারবে তাদের দলবলের শক্তি কত দুর্বল।

৯. আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে যতোই বড়াই করুক না কেন আখিরাতে এসব কোনো কাজেই আসবে না।

১০. দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও দলবল সবকিছুই ছেড়ে চলে যেতে হবে—এগুলোর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সবাইকে খালি হাতেই যেতে হবে। কিছুই নিয়ে যাওয়া যাবে না। সঙ্গে যাবে একমাত্র আমল। নেক আমলই হবে আখিরাতের একমাত্র সম্বল।

১১. দুনিয়াতে যারা বাতিল দলগুলোর পেছনে পেছনে ছুটেছে আর মনে করেছে এ দল তাকে দুনিয়ার মতো আখিরাতেও রক্ষা করবে—এটা অবশ্যই এক ভ্রান্ত বিশ্বাস।

১২. বাতিল দলগুলোর নেতারা আখিরাতে তাদের কর্মীদের দুশমনে পরিণত হবে এবং দুনিয়াতে তাদের কর্মীদের সকল ত্যাগ-তিতিক্ষাকে তারা অস্বীকার করবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১৬

٨٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ۝

৮৩. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি ছেড়ে রেখেছি শয়তানদেরকে কাফিরদের ওপর, তারা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) উস্কানোর মতোই উস্কাচ্ছে (মন্দ কাজে)।

٨٤ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝ ٨٥ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ

৮৪. অতএব আপনি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না ; আমি তো গুণে রাখার মতোই গুণে রাখছি তাদের জন্য (নির্ধারিত সময়)।[৫৪] ৮৫. সেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে সমবেত করবো

إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝ ٨٦ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

দয়াময়ের কাছে মেহমানরূপে। ৮৬. আর অপরাধীদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব জাহান্নামের দিকে পিপাসায় কাতর পশুর মতো।

٨٧ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৮৭. (তখন) কারও সুপারিশ করার অধিকার থাকবে না[৫৫]—তবে যে দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি পেয়েছে।

(৮৩) اَلَمْ تَرَ-আপনি কি লক্ষ্য করেননি ; اَنَّا-যে, আমি ; اَرْسَلْنَا-ছেড়ে রেখেছি ; الشَّيٰطِيْنَ-শয়তানদেরকে ; عَلٰى-ওপর ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; تَؤُزُّهُمْ-(تؤز+هم)-তারা তাদেরকে উস্কাচ্ছে ; اَزًّا-উস্কানোর মতোই। (৮৪) فَلَا تَعْجَلْ-(ف+لاتعجل)-অতএব আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ব্যাপারে ; اِنَّمَا نَعُدُّ-(ان+ما+نعد)-আমি তো গুণেই রাখছি ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; عَدًّا-গুণে রাখার মতো। (৮৫) يَوْمَ-সেদিন ; نَحْشُرُ-আমি সমবেত করবো ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদেরকে ; اِلٰى-কাছে ; الرَّحْمٰنِ-দয়াময়ের ; وَفْدًا-মেহমানরূপে। (৮৬) وَ-আর ; نَسُوْقُ-তাড়িয়ে নিয়ে যাবো ; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধীদেরকে ; اِلٰى-দিকে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; وِرْدًا-পিপাসায় কাতর পশুর মতো। (৮৭) لَا يَمْلِكُوْنَ-(তখন) কারো অধিকার থাকবে না ; الشَّفَاعَةَ-(ال+شفاعة)-সুপারিশ করার ; اِلَّا-তবে ; مَنِ-যে ; اتَّخَذَ-পেয়েছে ; عِنْدَ-নিকট থেকে ; الرَّحْمٰنِ-(ال+رحمن)-দয়াময় আল্লাহর ; عَهْدًا-অনুমতি।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৮৮. আর তারা বলে দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।
৮৯. নিসন্দেহে তোমরা করে বসেছো জঘন্য কাজ।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯০. এতে যেন আসমান ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে এবং যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে আর পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়বে।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯১. কেননা তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবী করেছে। ৯২. অথচ দয়াময়ের জন্য সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় নয়।

(৮৮) وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করেছেন ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ ; وَلَدًا-সন্তান। (৮৯) لَقَدْ جِئْتُمْ-নিসন্দেহে তোমরা করে বসেছো ; شَيْئًا-কাজ ; إِدًّا-জঘন্য। (৯০) تَكَادُ-যেনো পড়বে ; السَّمٰوٰتُ-আসমান ; يَتَفَطَّرْنَ-টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে ; مِنْهُ-এতে ; وَ-এবং ; تَنْشَقُّ-খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে ; الْأَرْضُ-(ال+ارض)-যমীন ; وَ-আর ; تَخِرُّ-ধসে পড়বে ; الْجِبَالُ-(ال+جبال)-পাহাড় ; هَدًّا-চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে। (৯১) أَنْ-কেননা ; دَعَوْا-তারা দাবী করেছে ; لِلرَّحْمٰنِ-(ل+ال+رحمن)-দয়াময়ের ; وَلَدًا-সন্তান আছে বলে। (৯২) وَ-অথচ ; مَا يَنْبَغِيْ-শোভনীয় নয় ; لِلرَّحْمٰنِ-(ل+ال+رحمن)-দয়াময়ের জন্য ; أَنْ يَتَّخِذَ-গ্রহণ করা ; وَلَدًا-সন্তান।

৫৪. অর্থাৎ কাফিরদের বাড়াবাড়ির কারণে তাদের আযাবের ব্যাপারে আপনি অধৈর্য হবেন না। তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। তাদের জন্য নির্ধারিত সময় আমি হিসেব করে রাখছি।

৫৫. অর্থাৎ যে দয়াময়ের নিকট থেকে শাফায়াত তথা সুপারিশ লাভ করার অনুমতি লাভ করেছে তার জন্যই শাফায়াত করা হবে এবং যে সুপারিশ করার অনুমতি পেয়েছে, সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। এ আয়াত দ্বারা এ দু'টো অর্থই সমানভাবে বুঝায়। এখানে শাফায়াতের অনুমতি লাভ করার অর্থ হলো—যে বা যারা দুনিয়াতে ঈমান এনে এবং নেক আমল করে নিজেকে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে একমাত্র তার জন্যই সুপারিশ করা হবে। আর সুপারিশ একমাত্র তারাই করতে পারবে যাদেরকে দয়াময় আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। দুনিয়াতে এরা যাদেরকে সুপারিশকারী মনে করছে তারা সেখানে সুপারিশ করার কোনো অধিকারই হবে না।

٩٣ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ○

৯৩. আসমান ও যমীনে যারাই আছে তার মধ্যে এমন কেউ নেই দয়াময়ের কাছে বান্দাহরূপে হাজির হবে না।

٩٤ لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ○ ٩٥ وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ○

৯৪. নিসন্দেহে তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং তাদেরকে গুণে রাখার মতোই গুণে রেখেছেন। ৯৫. আর তারা প্রত্যেকেই তাঁর (তাদের রবের) কাছে কিয়ামতের দিন একা একা আগমনকারী।

٩٦ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, শীঘ্রই দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য (মানুষের অন্তরে) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।[৫৬]

٩٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ○

৯৭. আমিতো অবশ্য এটাকে (কুরআনকে) সহজ করে দিয়েছি আপনার ভাষায়, যাতে এর সাহায্যে আপনি মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন।

৯৩ اِنْ-নেই ; كُلُّ-এমন কেউ ; مَنْ-যারা আছে তার মধ্যে ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনে ; اِلَّا اٰتِى-(الا+اتى)-যারা হাজির হবে না ; الرَّحْمٰنِ-(ال+رحمن)-দয়াময়ের কাছে ; عَبْدًا-বান্দাহরূপে। ৯৪ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ-(ل+قد احصى+هم)-নিসন্দেহে তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন ; وَ-এবং ; عَدَّهُمْ-(عد+هم)-তাদেরকে গুণে রেখেছেন ; عَدًّا-গুণে রাখার মতোই। ৯৫ وَ-আর ; كُلُّهُمْ-(كل+هم)-তারা প্রত্যেকেই ; اٰتِيْهِ-(اتى+ه)-তাঁর (তাদের রবের) কাছে আগমনকারী ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; فَرْدًا-একা একা। ৯৬ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلُوْا-কাজ করে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক ; سَيَجْعَلُ-শীঘ্রই করে দেবেন ; لَهُمُ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ ; وُدًّا-(মানুষের অন্তরে) ভালোবাসা। ৯৭ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ-(ف+ان+ما+يسرنا+ه)-আমিতো অবশ্য এটাকে সহজ করে দিয়েছি ; بِلِسَانِكَ-(ب+لسان+ك)-আপনার ভাষায় ; لِتُبَشِّرَ-(ل+تبشر)-যাতে আপনি সুসংবাদ দিতে পারেন ; بِهٖ-এর সাহায্যে ; الْمُتَّقِيْنَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদেরকে ; وَ-এবং ; تُنْذِرَ-সতর্ক করে দিতে পারেন ; بِهٖ-এর সাহায্যে ; قَوْمًا-লোকদেরকে ; لُدًّا-ঝগড়াটে।

৯৮ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ

৯৮. আর তাদের আগে আমি কতো কাওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি ; আপনি কি তাদের মধ্যে কারো কোনো চিহ্ন খুঁজে পান ?

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

অথবা তাদের অস্পষ্ট কোনো আওয়াজও শুনতে পান ?

৯৮ وَ-আর ; كَمْ-কত ; أَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; مِنْ قَرْنٍ-কাওমকে ; هَلْ-কি ; تُحِسُّ-আপনি কোনো চিহ্ন খুঁজে পান ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; مِنْ أَحَدٍ-কারো ; أَوْ-অথবা ; تَسْمَعُ-শুনতে পান ; لَهُمْ-তাদের ; رِكْزًا-অস্পষ্ট কোনো আওয়াজ।

৫৬. অর্থাৎ আজ যদিও ঈমানদার সৎলোকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হচ্ছে, কিন্তু এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না। এমন এক সময় আসবে যখন মু'মিনরা নিজেদের সৎকাজ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের জন্য জনতার কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে। মানুষ তাদেরকে কাছে টেনে নেবে। কারণ, মিথ্যা, পাপ, অশ্লীলতা, অহংকার ও আল্লাহর দীনের বিরোধীতার ধারক-বাহক নেতৃত্ব সাময়িকভাবে মানুষের মাথা নত করতে পারে বটে, স্থায়ীভাবে মানুষের অন্তর জয় করে নিতে পারে না। আর সত্য সঠিক পথের অনুসারীরা আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে যখন ডাকতে থাকে, তখন প্রথম দিকে তাদের প্রতি মানুষ যতোই বিরূপ থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের মন জয় করে নেয়। আর তখন বিরোধীদের কোনো বাধা-ই টিকতে পারে না।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৮৩-৯৮)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজের বিরোধীতায় যারাই জড়িত, তারা একমাত্র শয়তানের কুমন্ত্রণাই এসব করে।

২. আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে অবশ্যই এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

৩. হাশরের দিন মু'মিনরা অবশ্যই আল্লাহর মেহমান হিসেবে হাশরের মাঠে সমবেত হবে, এটাও সন্দেহাতীত বিষয়।

৪. হাশরের দিন কেউ কারো জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে সুপারিশ করার অধিকার দেন সে-ই তা করতে পারবে, কিন্তু যার-তার জন্য যা ইচ্ছে তাই সুপারিশ করতে পারবে না।

৫. সুপারিশের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি একমাত্র তার জন্যই আল্লাহর নির্দেশিত ভাষায় সুপারিশ করতে পারবে, যার জন্য তাকে (সুপারিশকারীকে) সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে।

৬. আল্লাহর সাথে যারা 'তাঁর সন্তান আছে' বলে শির্‌ক করে তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজ করে। তাদের এ অপরাধের স্বরূপ এমন যেন আসমান যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়া এবং পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। শির্‌ক এমনই ভয়াবহ যুলম।

৭. আল্লাহ সকল সৃষ্টি-কূলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, কিছু নেই।

৮. আসমান-যমীনের সকল অধিবাসীকেই তথা জিন ও মানুষকে আল্লাহর সামনে তাঁর গোলাম হিসেবে হাজির হতে হবে।

৯. আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরোধীরা কেউ-ই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাইরে নেই।

১০. প্রত্যেককে আল্লাহর সামনে একা একা হাজির হতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ কাজের জন্য জবাবদিহী করতে হবে। তখন কোনো উকীল বা সাহায্যকারীর সহায়তা পাওয়া যাবে না।

১১. যারা নিজেরা ঈমান এনে সৎকাজ করে এবং আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে, তাদের জন্য কোনো না কোনো সময়ে মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তবে মানুষের সে ভালোবাসা লাভ করতে হলে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধে থেকে ধৈর্যের সাথে দীনের দাওয়াতী কাজে লেগে থাকতে হবে।

১২. কুরআন মাজীদ রাসূলের নিজের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে যাতে করে তিনি মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু লোকদেরকে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ এবং আল্লাহ-বিরোধী ঝগড়াটে লোকদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পারেন।

১৩. অতীতেও যারা নিজেদের ধন-জন ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অহংকারে আল্লাহ ও তাঁর দীনের বিরোধীতা করেছে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন তাদের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। অতএব বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহর এ নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। এটাই আল্লাহর স্থায়ী নীতি।

❑

সূরা ত্বা-হা—মাক্কী
আয়াত ঃ ১৩৫
রুকূ' ঃ ৮

নামকরণ

সূরার প্রথমে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা 'ত্বা-হা' দ্বারা এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা মারইয়াম-এর সম-সাময়িক কালেই সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, সূরাটি হযরত ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছে। কেননা, এ সূরার আয়াত পড়েই তাঁর মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের কিছুকাল পরের ঘটনা।

সূরার আলোচ্য বিষয়

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, আমিতো কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন ; এটাতো উপদেশ হিসেবে সেই সত্তার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমান সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করবে। তিনি দয়াময়, আরশে সমাসীন। আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে এবং যাকিছু ভূগর্ভে আছে তা সবই তাঁর আয়ত্বাধীন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

অতপর মূসা আ.-এর কাহিনী আরম্ভ করা হয়েছে। কারণ আরববাসীদের ওপর সেদেশে বসবাসরত ইহুদীদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাব বহুলাংশে বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া রোম ও হাবশায় খৃস্টানদের শাসন বলবৎ থাকায় সারা আরবে হযরত মূসা আ.-কে সাধারণভাবে নবী বলে মানা হতো। আর তাই মূসা আ.-এর কাহিনী উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে,

এক. হযরত মূসা আ.-কে যেমন গোপনীয়তা রক্ষা করে নবুওয়াত দান করা হয়েছে, মুহাম্মাদ স.-কেও একইভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করেই নবুওয়াত দান করা হয়েছে। কারণ কাউকে নবী বানানোর জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে অথবা আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে নবী হিসেবে ঘোষণা করে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়।

দুই. হযরত মূসা আ. যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন হযরত মুহাম্মাদ স.-ও একই দাওয়াত নিয়েই এসেছেন।

তিন. হযরত মূসা আ.-কে যেমন একাকী মহাশক্তিধর ফিরআউনের নিকট সত্যের

দাওয়াত নিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ঠিক তেমনি হযরত মুহাম্মদ স.-কেও কুরাইশদের নিকট সত্যের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

চার. মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত ফিরআউন যেভাবে অপবাদ, প্রতারণা ও যুলমের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল মক্কাবাসী কাফিররাও একইভাবে মুহাম্মদ স.-এর বিরুদ্ধে একই অস্ত্র ব্যবহার করছে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ স.-ই জয়ী হবেন, যেমন সৈন্য-সামন্তের বলে বলিয়ান ফিরআউনের বিরুদ্ধে মূসা আ. বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাঁচ. মূসা আ.-এর জাতি বনী ইসরাঈল যেমন দেবতা ও উপাস্য তৈরি করেছিল যা মূসা আ. কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হয়েছে ; তেমনি মক্কাবাসিরাও নিজেদের তৈরি দেবতার পূজা করছে ; এটা মুহাম্মাদ স.-এ ধরনের শিরকের নামগন্ধও বাকী রাখার পক্ষপাতি নন ; কারণ নবী-রাসূলগণ কখনো এ ধরনের শিরক এর প্রচলনকে বরদাশত করতে পারেন না। সুতরাং মুহাম্মাদ স. যে শিরক ও মূর্তী পূজার বিরোধিতা করেছেন তা কোনো নতুন ঘটনা নয়।

অতপর এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, কুরআন তোমাদের জন্য একটি কিতাব যা তোমাদের ভাষায় তোমাদের বুঝার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না কর তবে তার অকল্যাণকর পরিণামও তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

তারপর হযরত আদম আ.-এর কাহিনীর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলছো। তোমাদের সামনে তোমাদের ভুল তুলে ধরার পরও তোমরা তা থেকে ফিরে আসছোনা। অথচ মানুষের জন্য সঠিক পথ হচ্ছে কখনো শয়তানের প্ররোচনায় পদস্খলন হয়ে গেলেও যা একটি সাময়িক দুর্বলতা—ভুল ধরা পড়ার পরপরই তাওবা করে তা থেকে ফিরে আসা এবং তাদের আদি পিতা আদম আ.-এর মতো সুস্পষ্টভাবে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে চলা। একের পর এক ইচ্ছাকৃত ভুল করতে থাকা এবং সব উপদেশ-নসীহতকে উপেক্ষা করে ভুলের ওপর অটল থাকা মানুষের জন্য সঠিক কর্মপন্থা হতে পারে না। কারণ হঠকারী কাজের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

অবশেষে মুহাম্মাদ স. ও মু'মিনদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে যে, এসব কাফির-মুশরিকদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পাকড়াও করবেন এবং তাদের এসব অমানবিক যুলম-অত্যাচারের শাস্তি তারা অবশ্যই পাবে। এ ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বে-সবর হবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ না তাদেরকে সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ দেন। আপনারা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে এসব লোকের বাড়াবাড়ি ও যুল্‌মের মোকাবিলা করুন এবং নিজেদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। আর নিজেদের মধ্যে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, অল্পেতুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্টি করার জন্য নামাযের বিকল্প নেই।

রুকূ'-৮ | **২০. সূরা ত্বা-হা-মাক্কী** | আয়াত-১৩৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

(১) طٰهٰ (২) مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى (৩) اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ

১. ত্বা-হা। ২. আমি আপনার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন। ৩. উপদেশ ছাড়া (এটা) কিছু নয় তার জন্য, যে

يَّخْشٰى (৪) تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝

ভয় করে।[১] ৪. (এটা) নাযিল করা হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন ও সুউচ্চ আসমানকে।

(৫) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (৬) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

৫. (তিনি) দয়াময়—আরশের ওপর তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।[২] ৬. তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা কিছু আছে আসমানে,

وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

যা কিছু আছে যমীনে আর যা আছে এতদুভয়ের মাঝে এবং যা কিছু আছে মাটির নিচে।

(১) طٰهٰ-ত্বা-হা (এর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)। (২) مَآ اَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করিনি ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন ; لِتَشْقٰٓى-এজন্য যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন। (৩) اِلَّا-ছাড়া কিছু নয় ; تَذْكِرَةً-উপদেশ ; لِّمَنْ-তার জন্য, যে ; يَّخْشٰى-ভয় করে। (৪) تَنْزِيْلًا-নাযিল করা হয়েছে ; مِّمَّنْ-তাঁর পক্ষ থেকে যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-ও ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; الْعُلٰى-সুউচ্চ। (৫) اَلرَّحْمٰنُ-(তিনি) দয়াময় ; عَلَى-ওপর ; الْعَرْشِ-আরশের ; اسْتَوٰى-তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। (৬) لَهٗ-তাঁরই অধিকারে রয়েছে ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; مَا-যা আছে ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মাঝে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; تَحْتَ-নিচে ; الثَّرٰى-মাটির।

১. অর্থাৎ কুরআনতো তাদের জন্য উপদেশ যারা আল্লাহকে ভয় করে। যারা আল্লাহকে ভয় করে না—মানতে চায় না তাদেরকে মানাতেই হবে এবং এজন্য আপনি কষ্ট ভোগ

⑦ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ⑧ اللَّهُ لَا إِلَهَ

৭. আর যদি তুমি উচ্চৈস্বরে কথা বলো—তবে তিনিতো অবশ্যই জানেন, চুপে চুপে বলা কথা এবং গোপনতম কথাও।[৩] ৮. আল্লাহ—নেই কোন ইলাহ

إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ⑨ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑩ إِذْ رَأَى

তিনি ছাড়া ; তাঁর আছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম।[৪] ৯. আর (হে নবী !) আপনার কাছে মূসার খবর পৌঁছেছে কি ? ১০. তিনি যখন দেখতে পেলেন

نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

আগুন[৫] তখন তিনি বললেন তার পরিবারকে—তোমরা (এখানে) একটু অপেক্ষা করো, আমি নিশ্চিত আগুন দেখতে পেয়েছি, হয়ত আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে আসতে পারবো,

⑦ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَجْهَرْ-উচ্চ স্বরে বলো ; بِالْقَوْلِ-(ب+ال+قول)-কথা ; فَاِنَّهُ-(ف+ان+ه)-তবে তিনিতো অবশ্যই ; يَعْلَمُ-জানেন ; السِّرَّ-চুপে চুপে বলা কথা ; وَ-এবং ; اَخْفٰى-গোপনতম কথাও। ⑧ اَللّٰهُ-আল্লাহ ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; لَهُ-তাঁর আছে ; الْاَسْمَاءُ-অনেক নাম ; الْحُسْنٰى-সুন্দর সুন্দর। ⑨ وَ-আর ; هَلْ-কি ; اَتٰكَ-(اتى+ك)-আপনার কাছে পৌঁছেছে ; حَدِيْثُ-খবর ; مُوْسٰى-মূসার। ⑩ اِذْ-যখন ; رَاٰ-তিনি দেখতে পেলেন ; نَارًا-আগুন ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তিনি বললেন ; لِاَهْلِهِ-(ل+اهل+ه)-তাঁর পরিবারকে ; امْكُثُوْٓا-তোমরা একটু অপেক্ষা করো ; اِنِّيْٓ-আমি নিশ্চিত ; اٰنَسْتُ-দেখতে পেয়েছি ; نَارًا-আগুন ; لَعَلِّيْٓ-হয়ত আমি ; اٰتِيْكُمْ-(اتى+كم)-তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারবো ; مِنْهَا-তা থেকে ; بِقَبَسٍ-(ب+قبس)-জ্বলন্ত কয়লা ;

করবেন, সে জন্য কুরআন নাযিল করা হয়নি। যারা ঈমান আনতে রাজী নয়, তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো আপনার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়নি।

২. অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেই এমনি ছেড়ে দেননি ; তিনি সকল সৃষ্টির ব্যবস্থাপনাও তিনি নিজে করছেন। অসীম এ জগতের সর্বময় কর্তৃত্বও তাঁরই হাতে।

৩. অর্থাৎ আপনার ও আপনার সাথীদের উপরে যেসব যুলম-নির্যাতন চলছে এবং যেসব শয়তানী কার্যকলাপের মাধ্যমে আপনাদেরকে হেয় করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে সেজন্য আপনি উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করেন আর না-ই করেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। তিনি আপনাদের অন্তরের নিরব কামনাও অবগত আছেন।

৪. অর্থাৎ তিনি সেসব গুণের যথার্থ অধিকারী, যেসব সুন্দর সুন্দর নামে তাঁকে ডাকা হয়।

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

অথবা আগুনের নিকট (পৌঁছে) পথের দিশা পাবো।[৬] ১১. অতপর তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তাঁকে ডাকা হলো—হে মূসা ! ১২. অবশ্যই আমি আপনার প্রতিপালক

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

অতএব আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন,[৭] কেননা আপনি পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় রয়েছেন।[৮] ১৩. আর আমি আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

অতএব আপনি মনযোগ দিয়ে শুনুন যা কিছু ওহী করা হয়। ১৪. অবশ্যই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই। অতএব আমারই ইবাদাত করুন ;

أَوْ-অথবা ; أَجِدُ-পাবো ; عَلَى-নিকট ; النَّارِ-আগুনের ; هُدًى-পথের দিশা। ⑪ فَلَمَّا-অতপর যখন ; أَتَاهَا-(اتى+ها)-তিনি সেখানে পৌঁছলেন ; نُودِيَ-তাঁকে ডাকা হলো ; يَٰمُوسَىٰ-(يا+موسى)-হে মূসা। ⑫ إِنِّي-অবশ্যই আমি ; أَنَا-আমিই ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; فَاخْلَعْ-(ف+اخلع)-অতএব খুলে ফেলুন ; نَعْلَيْكَ-(نعلى+ك)-আপনার জুতা জোড়া ; إِنَّكَ-(ان+ك)-কেননা আপনি ; بِالْوَادِ-(ب+ال+واد)-উপত্যকায় রয়েছেন ; الْمُقَدَّسِ-(ال+مقدس)-পবিত্র ; طُوًى-তুয়া। ⑬ وَ-আর ; أَنَا-আমি; اخْتَرْتُكَ-(اخترت+ك)-আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি ; فَاسْتَمِعْ-(ف+استمع)-অতএব আপনি মনযোগ দিয়ে শুনুন ; لِمَا-যা কিছু ; يُوحَىٰ-ওহী করা হয়। ⑭ إِنَّنِي-(ان+نى)-অবশ্যই আমি ; أَنَا-আমিই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ; إِلَّا-ছাড়া ; أَنَا-আমি ; فَاعْبُدْنِي-(ف+اعبد+نى)-অতএব আমারই ইবাদত করুন ;

৫. হযরত মূসা আ. যখন ফিরআউনের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে বিয়ে করে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবনযাপন করে স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে নিয়ে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখনই এ ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং এ সময়ই তিনি নবুওয়াত লাভ করেছিলেন।

৬. মূসা আ. মনে করেছিলেন—শীতের এ অন্ধকার রাতে একটু আগুন পাওয়া গেলে পরিবারের লোকদের শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা হবে এবং আগুনের আলোতে সঠিক পথে চলা সহজ হবে। তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান করছিলেন, অথচ আল্লাহ তাঁকে আখিরাতের পথের সন্ধান দিয়ে দিলেন।

৭. হযরত মূসা আ.-এর প্রতি জুতা খুলে ফেলার এ নির্দেশ থেকে ইয়াহুদীরা জুতোসহ নামায পড়াকে জায়েয মনে করে না। ইসলামের বিধান অনুসারে জুতোয় যদি কোনো

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ⑭ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى

আর আমার স্মরণে নামায কায়েম করুন।[৯] ১৫. কিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী, আমি চাই তা তার নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখি, যাতে বিনিময় দেয়া হয়

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ⑮ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে অনুযায়ী, যা সে চেষ্টা করে।[১০] ১৬. সূতরাং সে যেন কখনো আপনাকে তা (কিয়ামতের স্মরণ) থেকে বিরত না রাখে, যে তাতে বিশ্বাস না রাখে এবং অনুসরণ করে

وَ-আর ; اَقِمِ-কায়েম করুন ; الصَّلٰوةَ-নামায ; لِذِكْرِىْ-আমার স্মরণে।⑮ اِنَّ-অবশ্যই ; السَّاعَةَ-কিয়ামত; اٰتِيَةٌ-আগমনকারী ; اَكَادُ-আমি চাই ; اُخْفِيْهَا-(اخفى+ها)-তা গোপন রাখি ; لِتُجْزٰى-যাতে বিনিময় দেয়া হয় ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; بِمَا-সে অনুযায়ী যা ; تَسْعٰى-সে চেষ্টা করে।⑯ فَلَا يَصُدَّنَّكَ-(ف+لايصدن+ك)-সুতরাং সে যেন আপনাকে কখনো বিরত না রাখে ; عَنْهَا-(عن+ها)-তা থেকে ; مَنْ-যে ; لَّا يُؤْمِنُ-বিশ্বাস না রাখে ; بِهَا-তাতে ; وَ-এবং ; اتَّبَعَ-অনুসরণ করে ;

নাপাকী লেগে না থাকে তবে জুতোসহ নামায পড়া জায়েয। তবে এটা তখনই প্রযোজ্য যখন মাঠে-ময়দানে অথবা মাসজিদে বিছানা ছাড়া খালি মাটিতে নামায আদায় করা হয়ে থাকে, কেননা জুতোসহ নামায পড়ার বৈধতা যখন দেয়া হয় তখন মাসজিদে নববীতে চাটাইয়ের ব্যবস্থা ছিল না ; শুধুমাত্র কাঁকর বিছানো ছিল। আজকাল মাসজিদসমূহে যেখানে চাটাই, মোজাইক এবং কার্পেট এর ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কেউ যদি হাদীসের ভিত্তিতে জুতোসহ নামায পড়তে চায় তবে সঠিক হবে বলে মনে হয় না। আবার মাঠে-ময়দানে বা খালি মাটিতে নামায পড়ার সময় যদি কেউ জুতো খুলে ফেলার ওপর জোর দিতে চায়, তা-ও শরয়ী বিধানসম্মত হবে বলে মনে হয় না।

৮. 'তুওয়া' সিরিয়ার একটি উপত্যকার নাম, যাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র করা হয়েছে। এখানেই মূসা আ.-কে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল।

৯. নামাযের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ করা। দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন প্রকার ব্যস্ততা, চোখ ধাঁধানো দৃশ্যাবলী ইত্যাদি যেন মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল না করে দেয়। আর মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, তখন আল্লাহও মানুষকে স্মরণে রাখবেন। যেমন আল্লাহ বলেন—"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও স্মরণ করবো।" আর আল্লাহকে স্মরণ করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায।

এ আয়াত থেকে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ এ বিধান নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন তা মনে পড়ার সাথে সাথেই নামায আদায় করে নেয়। হাদীসের মাধ্যমে এটাও জানা যায় যে, কেউ যদি নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে তখন জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই তার প্রথম কাজ হবে নামায আদায় করে নেয়া।

هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝١٦ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۝١٧ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا

তার নফসের (কুপ্রবৃত্তির), তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। ১৭. আর হে মূসা ! ওটা কি আপনার হাতে ?[১১]
১৮. তিনি (মূসা) বললেন:তা আমার লাঠি, আমি ভর দেই

عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ۝١٨ قَالَ اَلْقِهَا

ওতে—এবং ওর সাহায্যে আমি গাছের পাতা ঝরাই আমার ছাগলগুলোর জন্য ; আর ওতে আমার আরো অন্য প্রয়োজনও আছে।[১২] ১৯. তিনি (আল্লাহ) বলেন—'আপনি ওটা ছুড়ে ফেলে দিন

يٰمُوْسٰى ۝١٩ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝٢٠ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

হে মূসা ! ২০. অতপর তিনি (মূসা) তা ছুড়ে ফেলে দিলেন, তৎক্ষণাৎ তা সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগলো।
২১. তিনি (আল্লাহ) বলেন—"আপনি তাকে ধরে ফেলুন এবং ভয় করবেন না।

هَوٰىهُ-(هوى+ه)-তার নফসের ; فَتَرْدٰى-(ف+تردى)-তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। ⑰ وَ-আর ; مَا-কি ; تِلْكَ-ওটা ; بِيَمِيْنِكَ-(ب+يمين+ك)-আপনার হাতে ; يٰمُوْسٰى-(يا+موسى)-হে মূসা। ⑱ قَالَ-তিনি বললেন ; هِيَ-তা ; عَصَايَ-(عصا+ى)-আমার লাঠি ; اَتَوَكَّؤُا-আমি ভর দেই ; عَلَيْهَا-(على+ها)-ওতে ; وَ-এবং ; اَهُشُّ-আমি পাতা ঝড়াই ; بِهَا-ওর সাহায্যে ; عَلٰى-জন্য ; غَنَمِيْ-(غنم+ى)-আমার ছাগলগুলোর ; وَ-আর ; لِيَ-আমার আছে ; فِيْهَا-ওতে ; مَاٰرِبُ-প্রয়োজনও ; اُخْرٰى-অন্য। ⑲ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলেন ; اَلْقِهَا-আপনি ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিন ; يٰمُوْسٰى-হে মূসা। ⑳ فَاَلْقٰهَا-(ف+القى+ها)-অতপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ; فَاِذَا-(ف+اذا)-তৎক্ষণাৎ ; هِيَ-তা ; حَيَّةٌ-সাপ হয়ে ; تَسْعٰى-দৌড়াতে লাগলো। ㉑ قَالَ-তিনি বলেন ; خُذْهَا-আপনি তাকে ধরে ফেলুন ; وَ-এবং ; لَا تَخَفْ-ভয় করবেন না ;

১০. অর্থাৎ কিয়ামতের আসাটা অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু আসার সময়টা গোপন রাখা হয়েছে এজন্য যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে চেষ্টা-সাধনা চালিয়েছে এবং আখিরাতের লক্ষ্যে কাজ করেছে তার প্রতিদান তাকে দেয়া হবে আখিরাতে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই এরূপ করা হয়েছে। যার মধ্যে আখিরাতের সামান্য চিন্তাও থাকবে, সে কিয়ামত-এর সময় সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেকে ভুল পথ থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজ-কর্মে ডুবে থেকে মনে করবে যে, কিয়ামত তো অনেক দূরে, আখিরাতের কাজ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

১১. হযরত মূসা আ.-কে হাতের বস্তুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এজন্য যে, তিনি যেনো হাতে যে লাঠি আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যান ; কারণ একটু পরেই এ লাঠির মাধ্যমেই আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ

আমি তাকে এখনই তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো ২২. আর আপনার হাতকে আপনার বগলে চেপে ধরুন, তা বের হয়ে আসবে

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

উজ্জ্বল হয়ে কোনো কষ্ট ছাড়াই[১৩]—(এটা) অপর একটি নিদর্শন। ২৩. এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাবো আমার আরও বড় বড় নিদর্শন।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি ফিরআউনের কাছে যান, যে অবশ্যই বিদ্রোহ করেছে।

سَنُعِيْدُهَا-(سنعيد+ها)-আমি এখনই তাকে ; سِيْرَتَهَا-(سيرة+ها)-তার অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো ; الْأُوْلٰى-আগের। ﴿٢٢﴾ وَ-আর ; اضْمُمْ-আপনি চেপে ধরুন ; يَدَكَ-(يد+ك)-আপনার হাতকে ; اِلٰى جَنَاحِكَ-(الى+جناح+ك)-আপনার বগলে ; تَخْرُجْ-তা বের হয়ে আসবে ; بَيْضَاءَ-উজ্জ্বল হয়ে ; مِنْ غَيْرِ-ছাড়াই ; سُوْءٍ-কোনো কষ্ট ; اٰيَةً-একটি নিদর্শন ; اُخْرٰى-অপর। ﴿٢٣﴾ لِنُرِيَكَ-এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাবো ; مِنْ اٰيٰتِنَا-আমার আরোও নিদর্শন ; الْكُبْرٰى-বড় বড়। ﴿٢٤﴾ اِذْهَبْ-আপনি যান ; اِلٰى-কাছে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই সে ; طَغٰى-বিদ্রোহ করেছে।

১২. আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের জবাব তো শুধু এতোটুকুই ছিল যে, 'এটা একটা লাঠি' কিন্তু মূসা আ. লম্বা জবাব দিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার সময়টাকে দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিলেন।

১৩. অর্থাৎ তোমার হাত সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কিন্তু এতে কোনো তাপ থাকবে না, যাতে তোমার কোনো প্রকার কষ্ট হতে পারে।

১ম রুকূ' (১-২৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কারণ নয় ; বরং কুরআন মাজীদই তাদের সৌভাগ্যের পরশমনি ; কিন্তু সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে তার বিধানকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যই কুরআনের উপদেশ-নসীহত কার্যকরী। যারা তা করে না তারা এর সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

৩. যারা ঈমান আনতেই রাজী নয় তাদেরকে যে কোনো ভাবেই ঈমানদার বানাতে হবে—তেমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে ঈমান আনার জন্য তাদের কাছে দাওয়াত পৌছাতে হবে।

৪. কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য নাযিল করেছেন। এটা আল্লাহর মহা দয়া মানুষের ওপর।

৫. আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর এসব কিছুর শাসন-কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে রয়েছে। এসব কাজে তাঁর কেউ শরীক-অংশিদার নেই।

৬. আসামান-যমীনে যাকিছু আছে এবং মাটির নীচে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানাও তাঁর।

৭. তিনি সকল ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ-ই শোনেন। ফরিয়াদ সশব্দে হোক বা নিঃশব্দে হোক ; এমনকি তা যদি অন্তরের গোপন কামনাও হয়, তাও তিনি জানেন।

৮. আল্লাহ তাআলার গুণবাচক যেসব সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তিনি সেসব গুণের অধিকারী।

৯. হযরত মূসা আ.-ও আল্লাহর একজন নবী। তাঁর ওপর তাওরাত' কিতাব নাযিল হয়েছিল। এখানে তাঁর নবুওয়াত পাওয়ার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। সকল নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনা ফরয।

১০. মূসা আ. 'তুওয়া' উপত্যকায় নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন করতেন। এজন্য তিনি 'কালীমুল্লাহ' নামে ভূষিত হন।

১১. সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা একই ছিল। আর তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে হবে।

১২. আল্লাহর দাসত্বকে স্মরণে রাখার জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নামায।

১৩. কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে। আর তখন দাসত্বের দায়িত্ব কতটুকু পালিত হয়েছে তার হিসেব দিতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৪. কিয়ামতের নির্ধারিত সময় গোপন রাখা হয়েছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং দুনিয়াতে মানুষের চেষ্টা-সাধনার যথাযথ প্রতিদান দেয়ার জন্য।

১৫. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং দুনিয়াতে নিজের নফসের গোলামী করে তারা মানুষকেও কিয়ামত থেকে তথা আখিরাত থেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। এসব লোকের কথা কখনোও মানা যাবে না—এদের অনুসরণও করা যাবে না।

১৬. মূসা আ.-কে যেসব মু'জিযা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তার দু'টো মু'জিযা এখানে উল্লিখিত হয়েছে—এক. তাঁর হাতের লাঠি যা হাত থেকে ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে দৌড়াতে থাকে। দুই. উজ্জ্বল হাত যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যালোকের মতো ঝকমকে দেখা যায়।

১৭. দুনিয়ার যালিম ও আল্লাহদ্রোহী শাসকদের সামনে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানো সকল নবী-রাসূলের যেমন দায়িত্ব ছিল, তেমনি তাঁদের অনুসারী মুসলিম উম্মাহর ওপরও এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

১৮. শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর অনুসারী বর্তমান মুসলিম উম্মাহর ওপর দাওয়াতের উল্লিখিত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ মুসলিম উম্মাহকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৩০

㉕قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ㉖وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ㉗وَاحْلُلْ عُقْدَةً

২৫. তিনি (মূসা) বললেন—হে আমার প্রতিপালক ! আমার বুক-কে প্রশস্ত করে দিন ;[14] ২৬. আর আমার কাজকে সহজ করে দিন ; ২৭. এবং জড়তা দূর করে দিন

مِّن لِّسَانِي ㉘يَفْقَهُوا قَوْلِي ㉙وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝

আমার জিহ্বা থেকে, ২৮. (যেন) তারা আমার কথা বুঝতে পারে ।[15] ২৯. আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন ।

㉕قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اشْرَحْ-প্রশস্ত করে দিন ; لِي-আমার জন্য ; صَدْرِي-(صدر+ى)-আমার বুককে ।㉖وَ-আর ; يَسِّرْ-সহজ করে দিন; لِي-আমার জন্য ; أَمْرِي-(امر+ى)-আমার কাজকে ।㉗وَ-এবং ; احْلُلْ-দূর করে দিন ; عُقْدَةً-জড়তা ; مِنْ-থেকে ; لِّسَانِي-(لسان+ى)-আমার জিহ্বা ।㉘يَفْقَهُوا-(যেন) তারা বুঝতে পারে ; قَوْلِي-(قول+ى)-আমার কথা । ㉙وَ-আর ; اجْعَلْ-বানিয়ে দিন ; لِّي-আমার জন্য ; وَزِيرًا-একজন সাহায্যকারী ; مِنْ-থেকে ; أَهْلِي-(اهلى+ى)-আমার পরিবার ।

১৪. হযরত মূসা আ.-কে এক বিরাট কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল । সে যুগের সবচেয়ে প্রতাপশালী, অত্যাচারী ও বিপুল শক্তি সম্পন্ন শাসকের সামনে দীনের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল । এজন্য প্রয়োজন দুরন্ত-দুর্বার সাহসের । তাই তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমার মনে এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, নির্ভিকতা ও দুর্জয় সংকল্প সৃষ্টি করে দিন ।

১৫. হযরত মূসা আ. নিজের মধ্যে বাকপটুতার অভাব দেখেছিলেন । তাই তাঁর মনে এ আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে এটা বাঁধা হতে পারে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন—"হে আল্লাহ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারি এবং লোকেরাও আমার কথা সহজে বুঝতে সক্ষম হয় ।" মূসা আ.-এর এ দুর্বলতাকে লক্ষ্য করেই ফিরআউন একবার ঠাট্টা করে বলেছিল যে, এ লোকতো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না । আর মূসা আ.-ও নিজের এ দুর্বলতা অনুভব করে তাঁর ভাই হারূনকে নিজের সাহায্যকারী হিসেবে চেয়েছেন ; কারণ হারূন আ. ছিলেন অধিকতর

﴿৩০﴾ هٰرُوْنَ اَخِى ﴿৩১﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ ﴿৩২﴾ وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ ○

৩০. আমার ভাই হারূনকে।[16] ৩১. তার মাধ্যমে আমার শক্তিকে সুদৃঢ় করে দিন। ৩২. এবং তাকে আমার কাজে অংশী করে দিন।

﴿৩৩﴾ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿৩৪﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿৩৫﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ○

৩৩. যেন আমরা বেশী বেশী আপনার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে পারি ; ৩৪. এবং আপনাকে (যেন) বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি। ৩৫. নিশ্চয়ই আপনি হচ্ছেন সর্বদাই আমাদের অবস্থার দ্রষ্টা।

﴿৩৬﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿৩৭﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ○

৩৬. তিনি (আল্লাহ) বলেন—হে মূসা ! নিসন্দেহে আপনাকে দেয়া হলো আপনার প্রার্থীত বিষয়। ৩৭. আর আমিতো আপনার প্রতি আরো একবার ইহসান করেছিলাম।[17]

৩০ هٰرُوْنَ-হারূনকে ; اَخِىْ-(اخ+ى)-আমার ভাই। ৩১ اُشْدُدْ-সুদৃঢ় করে দিন ; بِهٖ-তার মাধ্যমে ; اَزْرِىْ-(ازر+ى)-আমার শক্তিকে। ৩২ وَ-এবং ; اَشْرِكْهُ-(اشرك+ه)-তাকে অংশী করে দিন ; فِىْٓ اَمْرِىْ-(فى+امر+ى)-আমার কাজে। ৩৩ كَىْ-যেন ; نُسَبِّحَكَ-(نسبح+ك)-আপনার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে পারি ; كَثِيْرًا-বেশী বেশী। ৩৪ وَّ-এবং ; نَذْكُرَكَ-(نذكر+ك)-আপনাকে স্মরণ করতে পারি ; كَثِيْرًا-বেশী বেশী। ৩৫ اِنَّكَ-নিশ্চয়ই আপনি ; كُنْتَ-হচ্ছেন ; بِنَا-আমাদের অবস্থার ; بَصِيْرًا-সর্বদাই দ্রষ্টা। ৩৬ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলেন; قَدْ اُوْتِيْتَ-নিসন্দেহে আপনাকে দেয়া হলো ; سُؤْلَكَ-(سؤل+ك)-আপনার প্রার্থীত বিষয় ; يٰمُوْسٰى-(يا+موسى)-হে মূসা। ৩৭ وَ-আর ; لَقَدْ مَنَنَّا-আমিতো ইহসান করেছিলাম ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مَرَّةً-একবার ; اُخْرٰى-আরও।

বাকপটু। পরবর্তীতে অবশ্য মূসা আ. একজন সুবক্তা হয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে তাঁর যেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা একথার সাক্ষ্য দেয়।

১৬. হারূন আ. মূসা আ.-এর তিন বছরের বড় ছিলেন বলে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

১৭. হযরত মূসা আ.-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব ইহসান করেছেন তা সবই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। সূরা কাসাসে ৩ আয়াত থেকে ক্রমাগত বর্ণিত মূসা আ. ও ফিরআউনের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে ইশারায় মূসা আ.-কে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাকে একাজ অর্থাৎ ফিরআউনের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তার সাথে মুকাবিলা করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমাকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত করা হয়েছে।

৩৮ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ৩৯ أَنِ اقْذِفِيهِ فِى التَّابُوتِ

৩৮. (স্মরণ করুন) যখন আমি আপনার মায়ের প্রতি ইশারা করেছিলাম, যা ইশারা করার। ৩৯. যে, তাকে (শিশুটিকে) রেখে দিন সিন্দুকে,

فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى

তারপর তাকে (সিন্দুকটিকে) নদীতে ভাসিয়ে দিন। পরে নদী তাকে কিনারায় নিয়ে ফেলবে, তাকে উঠিয়ে নেবে আমার দুশমন

وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ○

ও তার (শিশুটির) দুশমন ; আর আমি ঢেলে দিয়েছিলাম আপনার ওপর আমার পক্ষ থেকে ভালবাসা ; যাতে আপনি আমার চোখের সামনে লালিত—পালিত হন।

৪০ إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ

৪০. যখন আপনার বোন (নদীর কিনারে কিনারে) গিয়ে পৌছল এবং বললো—"আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের খোঁজ দেবো, যে তার (শিশুটির) লালন-পালনের ভার নেবে ? এভাবে আমি আপনাকে ফেরত দিলাম।

৩৮ إِذْ-যখন ; أَوْحَيْنَآ-আমি ইশারা করেছিলাম ; إِلَى-প্রতি ; أُمِّكَ-(ام+ك)-আপনার মায়ের ; مَا-যা ; يُوْحَى-ইশারা করার। ৩৯ أَنِ-যে, اقْذِفِيْهِ-(اقذفى+ه)-তাকে রেখে দিন ; فِى التَّابُوْتِ-(فى+ال+تابوت)-সিন্দুকে ; فَاقْذِفِيْهِ-(ف+اقذفى+ه)-তারপর তাকে ভাসিয়ে দিন ; فِى الْيَمِّ-(فى+ال+يم)-নদীতে ; فَلْيُلْقِهِ-(ف+ليلق+ه)-পরে তাকে ফেলবে ; الْيَمُّ-নদী ; بِالسَّاحِلِ-(ب+ال+ساحل)-কিনারায় ; يَأْخُذْهُ-(ياخذ+ه)-তাকে উঠিয়ে নেবে ; عَدُوٌّ-দুশমন ; لِّى-আমার ; وَ-ও ; عَدُوٌّ-দুশমন ; لَّهُ-তার ; وَ-আর ; أَلْقَيْتُ-আমি ঢেলে দিয়েছিলাম ; عَلَيْكَ-আপনার ওপর ; مَحَبَّةً-ভালোবাসা ; مِّنِّى-আমার পক্ষ থেকে ; وَ-আর ; لِتُصْنَعَ-আপনি লালিত-পালিত হন ; عَلَى-সামনে ; عَيْنِى-(عين+ى)-আমার চোখের। ৪০ إِذْ-যখন ; تَمْشِى-গিয়ে পৌছল ; أُخْتُكَ-(اخت+ك)-আপনার বোন ; فَتَقُوْلُ-(ف+تقول)-এবং বললো ; هَلْ-কি ; أَدُلُّكُمْ-(ادل+كم)-আমি তোমাদেরকে খোঁজ দেবো ; عَلَى مَنْ-এমন একজনের, যে ; يَّكْفُلُهُ-(يكفل+ه)-তার লালন-পালনের ভার নেবে ; فَرَجَعْنَكَ-(ف+رجعنا+ك)-এভাবে আমি আপনাকে ফেরত দিলাম ;

إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ

আপনার মায়ের কাছে, যেন তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি যেন দুঃখ না পান ; আর আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, অতপর আমি আপনাকে মুক্তি দিয়েছি।

مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ

দুশ্চিন্তা থেকে এবং আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছি—নানাবিধ পরীক্ষায় ; তারপর আপনি মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন ;

ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ

অতপর হে মূসা! আপনি যথাসময়ে (এখানে) এসে পড়েছেন। ৪১. আমি আপনাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। ৪২. আপনি যান

وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

আপনার ভাইসহ আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে এবং আপনারা আমার স্মরণে কোনো অলসতা করবেন না।
৪৩. আপনারা উভয়ে ফিরআউনের নিকট যান, সে অবশ্যই সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

اِلَى-কাছে ; أُمِّكَ-(ام+ك)-আপনার মায়ের ; كَىْ-যেনো ; تَقَرَّ-জুড়ায় ; عَيْنُهَا-(عين+ها)-তার চক্ষু ; وَ-এবং ; لَاتَحْزَنَ-দুঃখ না পায় ; وَ-আর ; قَتَلْتَ-আপনি হত্যা করেছিলেন ; نَفْسًا-এক ব্যক্তিকে ; فَنَجَّيْنٰكَ-(ف+نجينا+ك)-অতপর আমি আপনাকে মুক্তি দিয়েছি ; مِنَ-থেকে ; الْغَمِّ-দুঃশ্চিন্তা ; وَ-এবং ; فَتَنّٰكَ-(فتنا+ك)-আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছি ; فُتُوْنًا-নানাবিধ পরীক্ষায় ; فَلَبِثْتَ-(ف+لبثت)-তারপর আপনি অবস্থান করেছিলেন ; سِنِيْنَ-কয়েক বছর ; فِىْ-মধ্যে ; اَهْلِ-বাসীদের ; مَدْيَنَ-মাদইয়ান ; ثُمَّ-অতপর ; جِئْتَ-আপনি এসে পড়েছেন ; عَلٰى قَدَرٍ-যথাসময় ; يٰمُوْسٰى-(يا+موسى)-হে মূসা। ﴿٤١﴾وَ-আর ; اصْطَنَعْتُكَ-(اصطنعت+ك)-আমি আপনাকে তৈরি করে নিয়েছি ; لِنَفْسِىْ-(ل+نفس+ى)-আমার নিজের জন্য। ﴿٤٢﴾اذْهَبْ-আপনি যান ; اَنْتَ-আপনি ; وَ-সহ ; اَخُوْكَ-(اخو+ك)-আপনার ভাই ; بِاٰيٰتِىْ-(ب+ايت+ى)-আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ; وَ-এবং ; لَاتَنِيَا-আপনারা কোনো অলসতা করবেন না ; فِىْ ذِكْرِىْ-(فى+ذكر+ى)-আমার স্মরণে। ﴿٤٣﴾اذْهَبَآ-আপনারা উভয়ে যান ; اِلٰى-নিকট ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-সে অবশ্যই ; طَغٰى-সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا

৪৪. অতপর আপনারা তার সাথে নরম কথা বলবেন, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।[১৮]
৪৫. তাঁরা উভয়ে[১৯] বললেন—'হে আমাদের প্রতিপালক। আমরাতো

نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي

আশংকা করছি যে, সে আমাদের ওপর যুল্ম করবে, অথবা (যুল্মে) বাড়াবাড়ি করবে। ৪৬. তিনি (আল্লাহ) বলেন—'আপনারা ভয় করবেন না, নিশ্চয়ই আমি

مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا

আপনাদের সাথে আছি—আমি (সবই) শুনি ও দেখি। ৪৭. সুতরাং আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন—
"অবশ্যই আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের রাসূল"; অতএব আমাদের সাথে যেতে দাও

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ

বনী ইসরাঈলকে ; এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না ; নিসন্দেহে আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি ; আর 'সালাম'

৪৪ فَقُوْلاَ-(ف+قولا)-অতপর আপনারা বলবেন ; لَهٗ-তার সাথে ; قَوْلاً-কথা ; لَّيِّنًا-
নরম ; لَّعَلَّهٗ-(لعل+ه)-হয়ত সে ; يَتَذَكَّرُ-উপদেশ গ্রহণ করবে ; اَوْ-অথবা ;
يَخْشٰى-ভয় করবে। ৪৫ قَالاَ-তাঁরা উভয়ে বললেন ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ;
اِنَّنَا-আমরা তো ; نَخَافُ-আশংকা করছি ; اَنْ-যে ; يَّفْرُطَ-সে যুলম করবে ; عَلَيْنَآ-
আমাদের ওপর ; اَوْ-অথবা ; اَنْ يَّطْغٰى-বাড়াবাড়ি করবে। ৪৬ قَالَ-তিনি বললেন ; لاَ
تَخَافَآ-আপনারা ভয় করবেন না ; اِنَّنِىْ-অবশ্যই আমি ; مَعَكُمَآ-(مع+كما)-
আপনাদের সাথে আছি ; اَسْمَعُ-আমি (সবই) শুনি ; وَ-ও ; اَرٰى-দেখি। ৪৭ فَاْتِيٰهُ-
(ف+اتيا+ه)-সুতরাং আপনারা তার কাছে যান ; فَقُوْلاَ-(ف+قولا)-এবং বলেন ; اِنَّا
-অবশ্যই আমরা ; رَسُوْلاَ-রাসূল ; رَبِّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ; فَاَرْسِلْ-
(ف+ارسل)-অতএব যেতে দাও ; مَعَنَا-(مع+نا)-আমাদের সাথে ; بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-
বনী ইসরাঈলকে ; وَ-এবং ; لاَتُعَذِّبْهُمْ-(لاتعذب+هم)-তাদেরকে কষ্ট দিও না ; قَدْ
جِئْنٰكَ-(قدجئنا+ك)-নিসন্দেহে আমরা তোমার নিকট এসেছি ; بِاٰيَةٍ-(ب+اية)-
নিদর্শন নিয়ে ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ; وَ-আর ;
السَّلٰمُ-সালাম ;

عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ

তার ওপর যে সৎপথ অনুসরণ করে। ৪৮. অবশ্যই আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে—নিশ্চয়ই শাস্তি তার জন্য, যে

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوسٰى ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ أَعْطٰى

মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।[২০] ৪৯. সে (ফিরআউন)[২১] বললো—হে মূসা! তাহলে তোমাদের উভয়ের প্রতিপালক কে ?[২২] ৫০. তিনি (মূসা) বললেন—আমাদের প্রতিপালকতো তিনি,[২৩] যিনি দান করেছেন

عَلٰى-ওপর ; مَنْ-যে ; اتَّبَعَ-অনুসরণ করে ; الْهُدٰى-সৎপথ।(৪৮) اِنَّا-অবশ্যই ; قَدْ أُوْحِيَ-ওহী পাঠানো হয়েছে ; اِلَيْنَا-আমাদের প্রতি ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; الْعَذَابَ-শাস্তি ; عَلٰى-জন্য ; مَنْ-তার, যে ; كَذَّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; وَ-এবং ; تَوَلّٰى-মুখ ফিরিয়ে নেয়।(৪৯) قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; فَمَنْ-(ف+من)-তাহলে কে ; رَبُّكُمَا-(رب+كما)-তোমাদের প্রতিপালক ; يٰمُوْسٰى-হে মূসা।(৫০) قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبُّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকতো ; الَّذِيْٓ-তিনি, যিনি ; اَعْطٰى-দান করেছেন ;

১৮. অর্থাৎ ফিরআউন দীনের দাওয়াত পেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে শুনে সঠিক পথে আসবে অথবা আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয়ে সঠিক পথে আসবে। আর মানুষের সঠিক পথে আসার পথও এ দু'টোই।

১৯. হযরত মূসা. আ. ও হারূন আ. যখন মিসরে পৌঁছেন এবং ফিরআউনের নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নেন সম্ভবত তখনই আল্লাহর নিকট এ নিবেদন পেশ করেন।

২০. হযরত মূসা আ. ও আল্লাহর সাথে একথাগুলো কুরআন মাজীদে মার্জিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ বাইবেলে ও তালমূদে এটা যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা অমার্জিত। আল্লাহর সাথে একজন নবীর কথোপকথন বিবেক-বুদ্ধি সমর্থন করে না। (তাফহীমুল কুরআন সূরা ত্বা-হা'র ১৯ টীকায় বাইবেল ও তালমূদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদেরকে উক্ত অংশ দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

২১. ফিরআউনের নিকট হযরত মূসা আ.-এর গমন ও তার সামনে দাওয়াত দেয়ার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফের ১০৪ আয়াত থেকে ১৩৬ আয়াতে, সূরা আশ-শুয়ারা ১০ থেকে ৫১ আয়াতে, সূরা আল-কাসাস ৩-৪০ আয়াতে এবং সূরা আন-নাযিয়াতের ১৫-২৬ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

২২. হযরত মূসা আ. যেহেতু দু'জনের মধ্যে প্রধান নবী ছিলেন, তাই ফিরআউন মূসা আ.-কে সম্বোধন করেই কথা বলছিল। সে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলো—"তোমাদের প্রতিপালক আবার কে ?" এ প্রশ্নের মাধ্যমে সে বলতে চেয়েছে যে, মিসরের একচ্ছত্র ক্ষমতাতো আমার, তোমরা আমাকে ছাড়া আবার কাকে ক্ষমতাসীন বানিয়ে নিয়েছ ?

كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ۝٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ۝٥١ قَالَ

প্রত্যেক জিনিসকে তার গঠন আকৃতি। অতপর পথ দেখিয়েছে।[২৪] ৫১. সে (ফিরআউন) বললো—'তাহলে আগের যুগের (লোকদের) অবস্থা কি ?[২৫] ৫২. তিনি (মূসা) বললেন—

كُلَّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিসকে ; خَلْقَهُ-(خلق+ه)-তার গঠন-আকৃতি ; ثُمَّ-অতপর ; هَدٰى-পথ দেখিয়েছেন। ۝৫১ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; فَمَا-(ف+ما)-তাহলে কি ; بَالُ-অবস্থান ; الْقُرُوْنِ-যুগের (লোকদের) ; الْأُوْلٰى-আগের। ۝৫২ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ;

ফিরআউন নিজেকে 'আল্লাহ' বলে দাবী করতো না। আর আল্লাহর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতো না। সে যা বলতো তা হলো—আমি তোমাদের প্রধান প্রতিপালক; আমি তোমাদের ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই প্রতিপালক ও ইলাহ হিসেবে মানবে, আমারই আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। মিসরের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আমার। এর অর্থ এটা নয় যে, সে নিজেকে 'একমাত্র পূজনীয়' বলে দাবী করতো ; বরং সে আল্লাহ ও ফেরেশতার অস্তিত্ব স্বীকার করতো। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্বে অন্য কারো হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোনো রাসূল এসে তাঁর হুকুম চালাবে এটা সে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সে মনে করতো আল্লাহর কর্তৃত্ব আসমানে, দুনিয়ার কর্তৃত্ব আমার। এখানে আল্লাহর কোনো হুকুম চলতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আমাদের সকলের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের প্রভু, মালিক, শাসক। এক কথায় আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালক বলে স্বীকার করি না। তিনিই সকল কিছু আমাদেরকে দান করেছেন।

২৪. এখানে মূসা আ. শুধুমাত্র তাঁর প্রতিপালক কে—এ প্রশ্নের উত্তরই দেন নি বরং এর সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ-ই একমাত্র 'রব' বা প্রতিপালক কেন এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয়া যায় না কেন ?

আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসকে তাঁর নিজের কৌশলে গঠন করেছেন। তিনিই সবকিছুকে আকার-আকৃতি, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। যে জিনিসের যে রকম আকার-আকৃতি, শক্তি-যোগ্যতা প্রয়োজন, সে জিনিসকে সে রকম আকার-আকৃতি ও শক্তি যোগ্যতা তিনি দান করেছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড়বস্তু, আলো-বাতাস, পানি ইত্যাদি সৃষ্টিকে বিশ্বজাহানে নিজ নিজ কাজ করার জন্য যা প্রয়োজন তা সবই তিনি দান করেছেন। অতপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে পথ-নির্দেশনাও দিয়েছেন। দুনিয়াতে এমন কোনো জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পথ বাতলে দেন নি। গাছকে ফুল ও ফল দেয়ার, মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার, মাছকে সাঁতার কাটার, পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। মূলতঃ তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক। সুতরাং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে 'রব' বা প্রতিপালক হিসেবে কিভাবে মানা যেতে পারে ? অতএব ফিরআউন যে নিজেকে 'রব' বলে দাবী করে তা এবং যারা ফিরআউনকে 'রব' হিসেবে মানে তাদের এ মানাটা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَٰبٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝٥٢ الَّذِي جَعَلَ

'তার খবর আমার প্রতিপালকের কাছে একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে ; আমার প্রতিপালক পথ হারিয়ে ফেলেন না এবং ভুলেও যান না।[২৬] ৫৩. যিনি করে দিয়েছেন[২৭]

لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط

যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ এবং তাতে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ, আর বর্ষণ করেছেন আসমান থেকে পানি ;

عِلْمُهَا-(علم+ها)-তার খবর ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতি পালকের ; فِيْ كِتَٰبٍ-একটি কিতাব (সংরক্ষিত) আছে ; لَا يَضِلُّ-পথ হারিয়ে ফেলেন না ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; لَا يَنْسَىٰ-ভুলেও যান না।(৫২) الَّذِيْ-যিনি ; جَعَلَ-করে দিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; مَهْدًا-বিছানা স্বরূপ ; وَّ-এবং ; سَلَكَ-বানিয়ে দিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيْهَا-তাতে ; سُبُلًا-চলার পথ ; وَّ-আর ; أَنْزَلَ-বর্ষণ করেছেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; مَآءً-পানি ;

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 'রব' বা প্রতিপালক না-ই থাকে, তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষ যারা আল্লাহকে একমাত্র 'রব' হিসেবে মেনে চলেনি, বরং যারা একাধিক 'রব'-এর উপাসনা করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তাদের অবস্থা কি হবে ? এটা ছিল মূসা আ.-এর যুক্তির জবাবে ফিরআউনের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের মাধ্যমে সে মূসা আ.-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মিসরের অধিবাসী ও তার সভাষদদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। সত্য দীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এ প্রশ্নটি তোলা হয়ে থাকে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-এর দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও এ প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী তোলা হয়েছে। হযরত মূসা আ-এর বিরুদ্ধে ফিরআউনও এ প্রশ্নটি যে তুলেছে, সেটাই এখানে উল্লেখ করে মক্কার কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, এটি একটি অতিপুরাতন কৌশল যার জবাব প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলগণ দিয়েছেন।

২৬. অতীতের লোকদের অবস্থা কি হবে—ফিরআউনের এ প্রশ্নের জবাবে মূসা আ. অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তারা যা কিছুই করেছে তাদের সেসব কৃতকর্ম নিয়ে তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কর্মের পেছনে তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল তা-তো আমাদের জানা নেই। সেটার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত রয়েছে, সুতরাং তিনিই ভালো জানেন, তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। তিনি কোনো কিছুই ভুলে জান না। ফিরআউন চেয়েছিল মূসা আ. -এর বিরুদ্ধে উপস্থিত শ্রোতা এবং এদের মাধ্যমে গোটা জাতির মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেয়া ; কিন্তু মূসা আ.-এর জবাবে তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। মূসা আ. যদি বলতেন যে, তারা সবাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তাহলে ফিরআউনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো।

فَأَخْرَجْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٤﴾ كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ

আর আমি তা দিয়ে নানা রকম গাছপালা জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করি।

৫৪. তোমরা খাও এবং তোমাদের পশু পালকেও চরাও ;

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ○

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন বিবেকবানদের জন্য।[২৮]

فَأَخْرَجْنَا-(ف+اخرجنا)-আর আমি উৎপন্ন করি; بِهٖ-তা দিয়ে ; أَزْوَاجًا-জোড়ায় জোড়ায়; مِّنْ نَّبَاتٍ-গাছপালা ; شَتّٰى-নানা রকম। ⑭ كُلُوْا-তোমরা খাও ; وَ-এবং ; ارْعَوْا-চরাও ; أَنْعَامَكُمْ-(انعام+كم)-তোমাদের পশুপালকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিদর্শন ; لِّأُولِي النُّهٰى-(ل+اولى+ال+نهى)-বিবেকবানদের জন্য।

২৭. হযরত মূসা আ.-এর বক্তব্য "তিনি ভুলেও যান না" পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অতপর এখান থেকে আল্লাহ তাআলার কথা থেকে কিছু কথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপদেশ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আর এর সম্পর্কও মূসা আ.-এর পুরো বক্তব্যের সাথেই রয়েছে।

২৮. অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা নিজের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সত্য অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করে। তারা অবশ্যই এ সবের সাহায্যে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছার পথ জানতে পারবে এবং এসব নিদর্শন তাকে এ প্রমাণ অবশ্যই দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একজনই এবং সমগ্র শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ রয়েছে।

২ রুকূ' (২৫-৫৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনের দাওয়াতী কাজে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, যেমন হযরত মূসা আ. আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

২. এ কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে এবং তাঁকে বেশী বেশী স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই আল্লাহ এ কাজে গায়েবী সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি মারতে পারবে না। আর যাকে আল্লাহ মারতে চাইবেন, দুনিয়ার কোনো শক্তি-ই তাকে বাঁচাতে পারবে না।

৪. আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে তার চরম শত্রুর তত্ত্বাবধানেও লালন-পালন করতে পারেন। যেমন হযরত মূসা আ.-কে ফিরআউনের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করেছেন।

৫. আল্লাহ তাআলার অপার মহিমা—যে শিশুটির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য ফিরআউন বনী ইসরাঈলের অগণিত শিশুকে হত্যা করেছিল ; সেই শিশুটি তার ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছে ; আর পূরণ হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা।

৬. আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে শিশু মূসাকে তার মায়ের কোলেই ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং মায়ের দুধ পান করেই তাঁর শরীর সুগঠিত হয়েছে।

৭. আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছেন, মূসা আ. সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

৮. ফিরআউন ক্ষমতার অহংকারে উদ্ধত হয়ে বনী ইসরাঈলের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন-এর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তখন মূসা আ.-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে তার মুকাবিলায় পাঠিয়েছেন।

৯. আল্লাহর দীনকে বিজয়ীর আসেন আসীন করার জন্য সংগ্রাম করাই নবী-রাসূলদের দায়িত্ব।

১০. মূসা আ.-এর আবেদনক্রমে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাই হারূন আ.-কেও নবী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং উভয়কে ফিরআউনের নিকট পাঠান ।

১১. আল্লাহর পথের সৈনিকদের আল্লাহ নিজেই হিফাযত করেন এবং তারা সদা সর্বদা আল্লাহ তাআলার সজাগ দৃষ্টিতে থাকেন। শুধু তা-ই নয় আল্লাহ নিজেই তাদের সাথেই থাকেন।

১২. আল্লাহর পথের সৈনিকদের যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায়ই ভয় করার কোনো কারণ নেই। কেননা আল্লাহ যেখানে সাথে আছেন, সেখানে কোনো ভয়ই থাকতে পারে না।

১৩. দুনিয়াতে যারা ঈমান ও নেক আমলের সাথে জীবন-যাপন করবে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অর্থাৎ উভয় জাহানেই প্রকৃত অশান্তি রয়েছে।

১৪. আর যারা আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্যই প্রকৃত শান্তি রয়েছে।

১৫. আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে গঠন-আকৃতি দিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তাদের নিজ নিজ কাজ করার নিয়ম-পদ্ধতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১৬. অতীতের যেসব লোক নবী-রাসূলের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

১৬. দুনিয়াতে যতো মানুষের আগমন হয়েছে তাদের সকলের কৃতকর্মের পূর্ণাংগ রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তা বিন্দু-বিসর্গও কম-বেশী হবে না।

১৭. আসমান থেকে পানি বর্ষণ এবং তার সাহায্যে উদ্ভিদ ও গাছ-পালার উদ্ভব ; তারপর নানারকম ফল-ফসলের সমারোহ—এসবের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে।

১৮. আমাদের পরিবেশে, এমন কি আমাদের অস্তিত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও কুদরতের যেসব প্রমাণ বিরাজমান সেগুলো একমাত্র চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষরাই বুঝতে সক্ষম।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-২২

۝٥٥ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝

৫৫. তা (মাটি) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, আর তা থেকেই তোমাদেরকে পরের বার বের করে আনবো।[২৯]

۝٥٦ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ۝٥٧ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا

৫৬. আর নিসন্দেহে আমি তাকে (ফিরআউনকে) দেখিয়েছি আমার সকল নিদর্শন,[৩০] কিন্তু সে অবিশ্বাস করেছে ও অমান্য করেছে। ৫৭. সে বললো—তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো আমাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য—

مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۝٥٨ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ

আমাদের দেশ থেকে তোমার যাদু দ্বারা[৩১] হে মূসা ? ৫৮. তবে আমরাও অবশ্যই এর মতো যাদু নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো ; অতএব নির্ধারণ করো

৫৫ مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; خَلَقْنٰكُمْ-(خلقنا+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; وَ-এবং ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতেই ; نُعِيْدُكُمْ-(نعيد+كم)-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো ; وَ-আর ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকেই ; نُخْرِجُكُمْ-(نخرج+كم)-তোমাদেরকে বের করে আনবো ; تَارَةً-বার ; اُخْرٰى-পরের ৫৬ وَ-আর ; لَقَدْ اَرَيْنٰهُ-(ل+قد ارينا+ه)-নিসন্দেহে আমি তাকে দেখিয়েছি ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার নিদর্শন ; كُلَّهَا-(كل+ها)-তার সকল ; فَكَذَّبَ-(ف+كذب)-কিন্তু সে অবিশ্বাস করেছে ; وَ-ও ; اَبٰى-অমান্য করেছে। ৫৭ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; اَجِئْتَنَا-(ا+جئت+نا)-তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো ; لِتُخْرِجَنَا-আমাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য ; مِنْ-থেকে ; اَرْضِنَا-(ارض+نا)-আমাদের দেশ ; بِسِحْرِكَ-(ب+سحر+ك)-তোমার যাদু দ্বারা ; يٰمُوْسٰى-হে মূসা। ৫৮ فَلَنَاْتِيَنَّكَ-(ف+لناتين+ك)-তবে আমরাও অবশ্যই তোমার সামনে উপস্থিত হবো ; بِسِحْرٍ-(ب+سحر)-যাদু নিয়ে ; مِثْلِهٖ-(مثل+ه)-এর মতো ; فَاجْعَلْ-(ف+اجعل)-অতএব নির্ধারণ করো ;

২৯. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে। প্রথম স্তর হচ্ছে দুনিয়ার জীবন—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর হচ্ছে কিয়ামতের পর পুনরুত্থান-এর পরবর্তী পর্যায়। এ আয়াতের মর্ম অনুসারে এ তিনটি পর্যায় অতিবাহিত হবে এ যমীনের ওপর।

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى ۞ قَالَ

আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়—আমরাও তার খেলাফ করবো না এবং তুমিও না—স্থানটি হবে মধ্যখানে। ৫৯. তিনি মূসা. বললেন—

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۞ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ

তোমাদের নির্দিষ্ট সময় উৎসবের দিন এবং লোকজনকে সমবেত করা হবে বেলা উঠলেই।[৩২] ৬০. অতপর ফিরআউন ফিরে গেলো।

(بين+نا)-بَيْنَنَا-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; (بين+ك)-بَيْنَكَ-তোমার মধ্যে ; مَوْعِدًا-একটি নির্দিষ্ট সময় ; (لانخلف+ه)-لَانُخْلِفُهُ-তার খেলাফ করবো না ; نَحْنُ-আমরাও ; وَ-এবং ; لَا-না ; أَنْتَ-তুমিও ; مَكَانًا-স্থানটি হবে ; سُوًى-মধ্যখানে। ⑤৯ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; (موعد+كم)-مَوْعِدُكُمْ-তোমাদের নির্দিষ্ট সময় ; يَوْمُ-দিন ; (ال+زينة)-الزِّينَةِ-উৎসবের ; وَ-এবং ; أَنْ يُحْشَرَ-সমবেত করা হবে ; (ال+ناس)-النَّاسُ-লোকজনকে ; ضُحًى-বেলা উঠলেই। ⑥০ (ف+تولى)-فَتَوَلَّى-অতপর ফিরে গেলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ;

৩০. অর্থাৎ দুনিয়ার চলমান ব্যবস্থাপনা ও প্রাণী জগতের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ সংক্রান্ত যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং মূসা আ.-কে প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযার নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শনসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানেই উল্লিখিত হয়েছে।

৩১. এখানে মূসা আ.-এর মু'জিযাকে ফিরআউন 'যাদু' বলে অভিহিত করেছে। এ মু'জিযা ফিরআউনকে দিশেহারা করে তুলেছে। সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে যে, এটা যাদু হতে পারে না। এটা তার কথা থেকেই বুঝতে পারা যায়। সে বলেছে যে, মূসা যাদু দিয়ে মিসরবাসীকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, অথচ যাদু দিয়ে দুনিয়ার কোথাও কখনো কোনো দেশের মানুষকে বের করে দিতে কেউ শোনেনি। আসলে এটা ছিল ফিরআউনের দিশেহারা মানসিকতার প্রকাশ। সে তার দেশের মানুষদেরকে সম্বোধন করে বলেছে যে, মূসা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে যাদুর জোরে বের করে দিতে চায়, সে তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জাহান্নামী গণ্য করেছে। সে আসলে এ দেশের ক্ষমতা দখল করতে চায়। বনী ইসরাঈলকে সে ক্ষমতায় বসাতে চায়। আসলে প্রত্যেক যুগেই ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের পথের পথিকদেরকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। বর্তমানেও সেই একই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৩২. ফিরআউন চেয়েছিল যাদুকরদেরকে জড় করে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দিলে জনগণের ওপর মূসার মু'জিযার যে প্রভাব পড়েছে তা চলে যাবে। মূসা আ.-ও চেয়েছিলেন দেশের অধিকাংশ লোকের সামনে এ মু'জিযার প্রকাশ ঘটলে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। তাই তিনি সমাগত উৎসবের দিনকে এ প্রতিযোগিতার দিন ধার্য করার

فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

এবং জমা করলো তার কলা-কৌশল, তারপর সে (মাঠে) আসলো।[৩৩] ৬১. তিনি মূসা তাদেরকে বললেন[৩৪]—ধ্বংস তোমাদের জন্য ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না[৩৫]

فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ

তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এক কঠিন আযাব দিয়ে ; আর যে মিথ্যা আরোপ করবে সে-ই ব্যর্থ হবে। ৬২. তারপর তারা (যাদুকররা) তাদের নিজেদের ব্যাপারে ঝগড়া করতে লাগলো

بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ

নিজেদের মধ্যে এবং গোপনে পরামর্শ করলো।[৩৬] ৬৩. তারা বললো[৩৭]—এরাতো দু'জন যাদুকর, তারা চায়

فَجَمَعَ-(ف+جمع)-এবং জমা করলো ; كَيْدَهٗ-(كيد+ه)-তার কলা-কৌশল ; ثُمَّ-তারপর ; اَتٰى-সে (মাঠে) আসলো। ﴿٦١﴾ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদেরকে ; وَيْلَكُمْ-(ويل+كم)-ধ্বংস তোমাদের জন্য ; لَا تَفْتَرُوْا-তোমরা আরোপ করো না ; عَلٰى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা ; فَيُسْحِتَكُمْ-(ف+يسحت+كم)-তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-এক কঠিন আযাব দিয়ে ; وَ-আর ; قَدْ خَابَ-সে ব্যর্থ হবে ; مَنِ-যে ; افْتَرٰى-মিথ্যা আরোপ করবে। ﴿٦٢﴾ فَتَنَازَعُوْٓا-(ف+تنازعوا)-তারপর তারা ঝগড়া করতে লাগলো ; اَمْرَهُمْ-(امر+هم)-তাদের নিজেদের ব্যাপারে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-নিজেদের মধ্যে ; وَ-এবং ; اَسَرُّوا-গোপনে করতে লাগলো ; النَّجْوٰى-পরামর্শ। ﴿٦٣﴾ قَالُوْٓا-তারা বললো ; هٰذٰنِ-এরা তো ; لَسٰحِرٰنِ-দু'জন যাদুকর ; يُرِيْدٰنِ-তারা চায় ;

জন্য বলেছেন। জাতীয় উৎসবের দিনে দেশের অধিকাংশ লোকই রাজধানীতে হাজির হবে। সেই দিন সূর্যের আলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে বেশীর ভাগ লোকের সমাগম হবে।

৩৩. ফিরআউন ও তার সভাসদরা যাদুর এ প্রতিযোগিতায় তাদের বিজয়ের ওপর নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করেছিল ; সে জন্য তারা সারা দেশে লোক পাঠিয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শি যাদুকরদেরকে রাজধানীতে সমবেত করেছিল। আর লোকদেরকে উৎসাহ দিয়ে এতে হাজির হওয়ার হুকুম জারী করেছিল। যাতে করে মূসার মু'জিযার প্রভাব থেকে নিজেরাও মুক্তি পেতে পারে এবং জনগণও তাদের ধর্মকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা শূয়ারার ৩য় রুকূ'র তাফসীর দ্রষ্টব্য।)

أَنْ يُخْرِجٰكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ۝

তোমাদেরকে তাদের যাদুর দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের আদর্শ ধর্মীয় জীবন-পদ্ধতিকে খতম করে দিতে।[৩৮]

أَنْ يُّخْرِجٰكُمْ-(ان يخرجا+كم)-তোমাদেরকে বের করে দিতে ; مِنْ-থেকে ; أَرْضِكُمْ-(ارض+كم)-তোমাদের দেশ ; بِسِحْرِهِمَا-(ب+سحر+هما)-তাদের যাদু দ্বারা ; وَ-এবং ; يَذْهَبَا-খতম করে দিতে ; بِطَرِيْقَتِكُمْ-(ب+طريقت+كم)-তোমাদের জীবন পদ্ধতিকে ; الْمُثْلٰى-(ال+مثلى)-আদর্শ।

৩৪. মূসা আ.-এর একথা ফিরআউন ও তার সভাসদদের প্রতি ছিল। কেননা জনগণ মূসা আ.-এর মু'জিযা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তারা মূসা আ.-এর মু'জিযা কি যাদু ছিল, না মু'জিযা, সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্মুখীন হয়নি।

৩৫. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অর্থ এখানে আল্লাহর নবীর মু'জিযাকে 'যাদু' বলে মনে করা।

৩৬. অর্থাৎ তাদের মধ্যেও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা দো-টানায় ছিল—এ প্রতিযোগিতায় নামা ঠিক হবে কিনা, কারণ তারাও জানতো যে, মূসার দেখানো অস্বাভাবিক বিষয়গুলো যাদু নয়। এরপর মূসা আ. যখন তাদেরকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন, তখন তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ভাবছিল যে, এতোবড় অনুষ্ঠান যেখানে সারা দেশের লোকজন উপস্থিত হবে এবং প্রকাশ্য দিনের আলোকে প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে হেরে গেলে মান-সম্মান সবই যাবে; কিন্তু এ মুহূর্তে পেছানোরও উপায় নেই—এসব বিষয়েই সম্ভবত তারা নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করেছে।

৩৭. তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মূসা আ.-এর চরম বিরোধী। তারা যে কোনোভাবে মূসা আ.-কে হেনস্তা করতে প্রস্তুত ছিল। এসব লোকরাই যাদুকরদেরকে প্রতিযোগিতায় নেমে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আর অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকেরা এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে চিন্তা-ভাবনা করছিল।

৩৮. এখানে এ বক্তব্যের মধ্যে তাদের দু'টো উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে—(১) যাদুকরদের দ্বারা লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে মূসা আ.-কে জনগণের সামনে যাদুকর হিসেবে প্রমাণ করে দেয়া।

(২) শাসক শ্রেণীর মনে তাদের ক্ষমতা হারাবার আশংকা সৃষ্টি করা। আর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী লোকদেরকে মূসা কর্তৃক তাদের আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা বদলে দেয়ার ভয় দেখানো। অর্থাৎ প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণীর লোকদেরকে এই বলে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসা যদি বিজয় লাভ করে, তাহলে সে তোমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, তোমাদের শিল্পকলা, তোমাদের নারী স্বাধীনতা সবই বদলে ফেলবে। আর এসব ছাড়া

⑥④ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○

৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের কলা-কৌশল একত্র করে নাও, তারপর সকলে সারিবদ্ধ হয়ে (ময়দানে) এসো,[৩৯] আর আজ সে-ই সফলকাম হবে, যে (ব্যক্তি) জয়ী হবে।

⑥⑤ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○

৬৫. তারা (যাদুকররা) বললো[৪০]—হে মূসা ! হয়ত আপনি নিক্ষেপ করুন, আর না হয় আমরাই হই প্রথম। যারা নিক্ষেপ করবে।

⑥⑥ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

৬৬. তিনি (মূসা) বললেন—বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো, হঠাৎ (মূসার) মনে হলো,[৪১] তাদের রশিগুলো ও তাদের লাঠিগুলো তাদের যাদুর ফলে

⑥④ فَاَجْمِعُوْا-(ف+اجمعوا)-অতএব তোমরা একত্র করে নাও ; كَيْدَكُمْ-(كيد+كم)-তোমাদের কলা-কৌশল ; ثُمَّ-তারপর ; ائْتُوْا-সকলে (ময়দানে) এসো ; صَفًّا-সারিবদ্ধ হয়ে ; وَ-আর ; قَدْ اَفْلَحَ-সে-ই সফলকাম হবে ; الْيَوْمَ-আজ ; مَنِ-যে ; اسْتَعْلٰى-জয়ী হবে। ⑥⑤ قَالُوْا-তারা (যাদুকররা) বললো ; يٰمُوْسٰٓى-হে মূসা ; اِمَّآ-হয়ত ; اَنْ تُلْقِيَ-আপনি নিক্ষেপ করুন ; وَ-আর ; اِمَّآ-না হয় ; اَنْ نَّكُوْنَ-আমরা হই ; اَوَّلَ-প্রথম ; مَنْ-যারা ; اَلْقٰى-নিক্ষেপ করবে। ⑥⑥ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; بَلْ-বরং ; اَلْقُوْا-তোমরাই নিক্ষেপ করো ; فَاِذَا-(ف+اذا)-হঠাৎ ; حِبَالُهُمْ-(حبال+هم)-তাদের রশিগুলো ; وَ-ও ; عِصِيُّهُمْ-(عصى+هم)-তাদের লাঠিগুলো ; يُخَيَّلُ-মনে হলো ; اِلَيْهِ-তাঁর ; مِنْ سِحْرِهِمْ-(من+سحر+هم)-তাদের যাদুর ফলে ;

তোমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে। তোমাদের জীবন তখন নিরস মরুময় হয়ে পড়বে। আর তখন তোমাদের মৃত্যুই অধিক উত্তম হবে।

৩৯. অর্থাৎ মূসার মুকাবিলায় তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে এসো। এখন তোমাদের মতবিরোধ করার সময় নয়। যে কোনো প্রকারে হউক না কেন, মূসাকে পরাজিত করতে হবে। কারণ আজ যে বিজয় লাভ করবে, সেই সফলতা লাভ করবে।

৪০. এখানে এ কথাগুলো বলা হয়নি, ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমাদের সামনে এসে যায়। আর তা হলো—উল্লিখিত কথার পর ফিরআউনের দলের লোকদের মধ্যে সাহস সঞ্চার হয় এবং তারা প্রতিযোগিতায় নামার জন্য যাদুকরদেরকে ময়দানে আসার ডাক দেয়।

৪১. অর্থাৎ যাদুর প্রভাব হযরত মূসা আ.-এর ওপরও বিস্তার করেছিল। তাঁরও মনে হতে লাগলো যে, লাঠি ও দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে।

أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ

যেন তা দৌড়াদৌড়ি করছে। ৬৭. তাই মূসা তাঁর মনে মনে ভয় অনুভব করলেন[৪২] ৬৮. আমি বললাম—ভয় পাবেন না,

إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا

অবশ্যই আপনি বিজয়ী (হবেন)। ৬৯. আর আপনি তা নিক্ষেপ করুন, যা আপনার ডান হাতে আছে, তা সেসব গিলে ফেলবে,[৪৩] যা তারা বানিয়েছে ; তারা যা বানিয়েছে তাতো

كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

যাদুকরের ধোঁকা মাত্র ; আর যাদুকর যেখানেই থাক, (কখনো) সফল হতে পারে না। ৭০. অবশেষে যাদুকরেরা পড়ে গেলো

سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ

সিজদায়,[৪৪] তারা বললো—আমরা ঈমান আনলাম মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।[৪৫] ৭১. সে (ফিরআউন) বললো—"তোমরা তার (মূসার) প্রতি ঈমান আনলে

أَنَّهَا-যেন সেগুলো ; تَسْعَىٰ-দৌড়াদৌড়ি করছে। ﴿٦٧﴾ فَأَوْجَسَ-(ف+اوجس)-তাই অনুভব করলেন ; مُوسَىٰ-মূসা। فِي نَفْسِهِ-(فى+نفس+ه)-তাঁর মনে মনে ; خِيفَةً-ভয় ; ﴿٦٨﴾ قُلْنَا-আমি বললাম ; لَا تَخَفْ-ভয় পাবেন না ; إِنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই আপনি ; أَنتَ-আপনিই ; الْأَعْلَىٰ-বিজয়ী। ﴿٦٩﴾ وَ-আর ; أَلْقِ-আপনি নিক্ষেপ করুন ; مَا-তা, যা ; فِي يَمِينِكَ-(فى+يمين+ك)-আপনার ডান হাতে আছে ; تَلْقَفْ-তা গিলে ফেলবে ; مَا-তা, যা ; صَنَعُوا-তারা বানিয়েছে ; إِنَّمَا-অবশ্যই তা, যা ; صَنَعُوا-তারা বানিয়েছে ; كَيْدُ-ধোঁকা মাত্র ; سَاحِرٍ-যাদুকরের ; وَ-আর ; لَا يُفْلِحُ-সফল হতে পারে না ; السَّاحِرُ-যাদুকর ; حَيْثُ-যেখানেই ; أَتَىٰ-যাক। ﴿٧٠﴾ فَأُلْقِيَ-(ف+القى)-অবশেষে পড়ে গেলো ; السَّحَرَةُ-যাদুকররা ; سُجَّدًا-সিজদায় ; قَالُوا-তারা বললো ; آمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম ; بِرَبِّ-(ب+رب)-প্রতিপালকের প্রতি ; هَارُونَ-হারূন ; وَ-ও ; مُوسَىٰ-মূসার। ﴿٧١﴾ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; آمَنتُمْ-তোমরা ঈমান আনলে ; لَهُ-তার প্রতি ;

৪২. অর্থাৎ যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে বলে তাঁর মনে হলো তখন তাঁর মনেও কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হলো। এটা একান্তই স্বাভাবিক। নবীরাও মানুষ। মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুখের অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক বৈশিষ্ট সবই তাদের মধ্যে ছিল ; সুতরাং যাদুকরদের দেখানো ভয়ংকর দৃশ্য দেখে যদি কিছুটা

قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ

আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই ; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে।[৪৬]

قَبْلَ-আগেই ; اَنْ اٰذَنَ-আমি অনুমতি দেয়ার ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; لَكَبِيْرُكُمْ-(ل+كبير+كم)-তোমাদের প্রধান ; الَّذِىْ-যে ; عَلَّمَكُمُ-(علم+كم)-তোমাদেরকে শিখিয়েছে ; السِّحْرَ-যাদু ;

ভয়ের ভাব তাঁদের মনে আসে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অথবা তাঁর মনে এ আশংকাও এসে থাকতে পারে যে, মু'জিযার সাথে মিল রেখে দেখানো এ দৃশ্য দেখে সাধারণ জনতা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে এবং তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৪৩. অর্থাৎ মূসা আ.-এর লাঠি ছেড়ে দেয়ার পর যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা যাদুকরদের যাদু দ্বারা তৈরি করা সাপগুলো থেকে যাদুর প্রভাব বিনষ্ট করে দিয়েছিল, যার ফলে সেগুলো আবার তাদের পূর্ব রূপে ফিরে গিয়েছিল।

৪৪. অর্থাৎ মূসা আ.-এর মু'জিযার প্রভাবে যখন যাদুকরদের যাদু অকার্যকর হয়ে গেলো, তখন যাদুকররা বুঝতে পারল যে, এটা কোনো যাদু নয়—এটা অবশ্যই 'মু'জিযা' এবং মূসা অবশ্যই আল্লাহর নবী। তাই তারা স্বেচ্ছায় সিজদায় পড়ে গেলো এবং মূসা ও হারূনের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো।

৪৫. মূসা আ. ও যাদুকরদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছিল তা যে নিচক যাদুকরদের সাথে আর এক যাদুকরের যাদুর প্রতিযোগিতা ছিল না এটা উপস্থিত দর্শক সাধারণ সবাই জানতো। বরং সবাই এটাই জানতো যে, একদিকে মূসা আ. নিজেকে আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং তাঁর দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তাঁর লাঠিকে অলৌকিকভাবে সাপে পরিণত করে দেখাচ্ছেন। আর অপরদিকে ফিরআউন (তৎকালীন দেশের শাসক) মূসার মু'জিযাকে যাদু বলে অভিহিত করে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, এটা কোনো মু'জিযা নয়—এটা একটা যাদুর তেলেসমাতী ; আমাদের দেশের যাদুকররাও এটা করতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় তাই প্রমাণিত হলো কোন্‌টা যাদু আর কোন্‌টা যাদু নয়। আর সে জন্যই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে যাদুকররা মূসা আ.-কে একজন বড় যাদুকর বলে অভিহিত করেনি ; বরং তারা মূসাকে আল্লাহর নবী এবং তাঁর অলৌকিক কাজকে মু'জিযা হিসেবে মেনে নিয়ে ঈমান এনে মূসার দলে যোগদান করেছে।

৪৬. এটা ফিরআউনের কথা। সূরা আ'রাফে ফিরআউনের কথা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে "এটা অবশ্যই একটা গোপন ষড়যন্ত্র, যা তোমরা শহরে বসে নিজেদের মধ্যে করে নিয়েছ, যাতে তোমরা তার মূল বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে পারো।" অর্থাৎ ফিরআউন যাদুকরদেরকে বললো—তোমরা মূসার সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র করে মূসার দলে যোগ দিয়েছ। মূসা তোমাদের গুরু, সেই তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে; তোমরা পাতানো

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ

অতএব আমি অবশ্যই কেটে দেবো তোমাদের হাতগুলো ও পা গুলো বিপরীত দিক থেকে[৪৭] এবং তোমাদেরকে আমি অবশ্যই শূলে চড়াবো

فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا

খেজুর গাছের কাণ্ডে ;[৪৮] আর তোমরা অবশ্য-অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কে শাস্তি দানে অধিক কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী।[৪৯] ৭২. তারা (যাদুকররা) বললো—

فَلَاُقَطِّعَنَّ-(ف+لاقطعن)-অতএব আমি অবশ্যই কেটে দেবো ; اَيْدِيَكُمْ-(ايدى+كم)- তোমাদের হাতগুলো ; وَ-ও ; اَرْجُلَكُمْ-(ارجل+كم)-তোমাদের পাগুলো ; مِّنْ- থেকে ; خِلَافٍ-বিপরীত দিক ; وَّ-এবং ; لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ-(لاوصلبن+كم)-তোমাদেরকে অবশ্যই আমি শূলে চড়াবো ; فِي جُذُوعِ-কাণ্ডে ; النَّخْلِ-খেজুর গাছের; وَ-আর ; لَتَعْلَمُنَّ-তোমরা অবশ্য অবশ্যই জানতে পারবে ; اَيُّنَا-আমাদের মধ্যে কে ; اَشَدُّ- অধিক কঠোর ; عَذَابًا-শাস্তিদানে ; وَّ-ও ; اَبْقٰى-দীর্ঘস্থায়ী। ﴿٧١﴾ قَالُوْا-তারা বললো ;

প্রতিযোগিতায় তোমাদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো। নচেৎ তোমরা আমার অনুমতির কোনো তোয়াক্কা না করেই তার ওপর ঈমান এনে ফেললে কেন? তোমরা চাচ্ছো মূসার সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে বের করে দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করবে। আমি এটা হতে দেবো না, আমি তোমাদেরকে হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো।

৪৭. বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়ার অর্থ ডান দিকের হাত ও বাম দিকের পা, অথবা বাম দিকের হাত ডান দিকের পা।

৪৮. অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রাচীন একটি পদ্ধতি হলো শুলিবিদ্ধ করা বা শূলিতে চড়ানো। এর পদ্ধতি ছিল—একটি কাঠের মযবুত খুঁটি মাটিতে গেড়ে দিয়ে তার উপরের মাথার একটু নিচে একটি তক্তা বা চওড়া কাঠ আড়াআড়িভাবে আটকানো থাকে, অপরাধীকে কাঠিটির সাথে পেরেক দিয়ে আটকে রাখা হতো। আর অপরাধী ব্যক্তি এভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরে যেতো। অতপর তাকে এভাবে রেখে দেয়া হতো জনগণকে দেখানোর জন্য, যাতে এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৪৯. ফিরআউন কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়ে যাদুকরদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, তারা মূসার সাথে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছিল ; কিন্তু যাদুকররা যেহেতু আল্লাহর নবীর মু'জিযা দেখেই ঈমান এনেছে এবং যাদু ও মু'জিযার পার্থক্য তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল, তাই তারা ফিরআউনের হুমকীতে দমে গেলো না। আর তাদের দৃঢ়তাই ফিরআউনের সকল চালবাজী ব্যর্থ হয়ে গেলো।

لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ

আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেবো না তার ওপর, যে নিদর্শনাবলী আমাদের কাছে এসেছে এবং তার ওপর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,[৫০] সুতরাং তুমি করে ফেলো যা কিছু তুমি

قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا

করতে চাও ; তুমিতো শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জীবনেই (যা করার) তা করতে পারবে। ৭৩. আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন—

خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ

আমাদের গুনাহসমূহ এবং তুমি যে আমাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেছো তা ; আর আল্লাহ-ই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। ৭৪. নিশ্চয়ই

مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

যে (ব্যক্তি) অপরাধী[৫১] হিসেবে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে, তার জন্য নিশ্চিত জাহান্নাম রয়েছে ; সে সেখানে মরবেও না আর না থাকবে জীবিত[৫২]

لَنْ نُّؤْثِرَكَ-(لن نؤثر+ك)-আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেবো না ; عَلٰى-ওপর ; مَا-তার যে ; جَآءَنَا-(جاء+نا)-আমাদের কাছে এসেছে ; مِنَ-থেকে ; الْبَيِّنٰتِ-নিদর্শনাবলী ; وَ-এবং ; الَّذِىْ-তার ওপর যিনি ; فَطَرَنَا-(فطر+نا)-আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; فَاقْضِ-(ف+اقض)-সুতরাং তুমি করে ফেলো ; مَا-যা কিছু ; اَنْتَ-তুমি ; قَاضٍ-করতে চাও ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; تَقْضِىْ-তুমিতো করতে পারবে ; هٰذِهِ-এ ; الْحَيٰوةَ-জীবনেই ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার। ﴿٧٣﴾ اِنَّآ-আমরা অবশ্যই ; اٰمَنَّا-ঈমান এনেছি ; بِرَبِّنَا-(ب+رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ; لِيَغْفِرَ-যেন তিনি ক্ষমা করে দেন ; لَنَا-আমাদেরকে ; خَطٰيٰنَا-(خطايا+نا)-আমাদের গুনাহসমূহ; وَ-এবং ; مَآ-যে, তা ; اَكْرَهْتَنَا-(اكرهت+نا)-তুমি যে আমাদেরকে বাধ্য করেছো ; عَلَيْهِ-তার ওপর ; مِنَ-থেকে ; السِّحْرِ-যাদু করতে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; خَيْرٌ-শ্রেষ্ঠ ; وَّ-ও ; اَبْقٰى-চিরস্থায়ী। ﴿٧٤﴾ اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই ; مَنْ-যে (ব্যক্তি) ; يَّاْتِ-উপস্থিত হবে ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের সামনে ; مُجْرِمًا-অপরাধী হিসেবে; فَاِنَّ-(ف+ان)-নিশ্চিত ; لَهٗ-তার জন্য রয়েছে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; لَايَمُوْتُ-সে মরবেও না ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-আর ; لَايَحْيٰى-না থাকবে জীবিত।

⑦⑤ وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

৭৫. আর যে (ব্যক্তি) তার কাছে মু'মিনরূপে উপস্থিত হবে এ অবস্থায় যে, সে নেক কাজ করেছে, এমন লোকদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

⑦⑥ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

৭৬. চিরকাল স্থায়ী জান্নাত—যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে ;

وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

আর এটা তাদেরই পুরস্কার যারা পবিত্র-পরিশুদ্ধ থাকে।

⑦⑤ وَ-আর ; مَنْ-যে (ব্যক্তি) ; يَّأْتِهٖ-(يات+ه)-তার কাছে উপস্থিত হবে ; مُؤْمِنًا - মু'মিনরূপে ; قَدْ عَمِلَ-এ অবস্থায় যে সে করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; فَاُولٰٓئِكَ- এমন লোকদের ; لَهُمُ-জন্যই রয়েছে ; الدَّرَجٰتُ-মর্যাদা ; الْعُلٰى-উচ্চ। ⑦⑥ جَنّٰتُ- জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরকাল স্থায়ী ; تَجْرِيْ-প্রবাহিত ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-(تحت+ها)- যার তলদেশ ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরদিন থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ -আর ; ذٰلِكَ-এটা ; جَزٰٓؤُا-পুরস্কার ; مَنْ-যারা ; تَزَكّٰى-পবিত্র-পরিশুদ্ধ থাকে।

৫০. অর্থাৎ আমাদের কাছে মূসা আ.-এর নবী হওয়ার প্রমাণ এসে গেছে এবং আমাদের দেখানো যাদু ও তাঁর দেখানো মু'জিযার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এরপর আমরা তোমার কথাকে প্রাধান্য দিতে পারি না, আর না আমরা তোমার হুমকীতে ভীত হয়ে সত্য থেকে ফিরে আসতে পারি।

৫১. এটা যাদুকরদের কথা নয়। কেননা আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং বাক্যের ধরন থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, এটা যাদুকরদের কথা হতে পারে না।

৫২. এটা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তির সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা। অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু মৃত্যু তার হবে না। অথচ সে জীবন বলতে যা বুঝায় তার আনন্দও সে লাভ করতে পারবে না। এক কথায় সে জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

৩ রুকূ' (৫৫-৭৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জীবনের তিনটি স্তর। আমাদের সকলকেই এ তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে। প্রথম স্তর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর হচ্ছে পুনরায় উঠা এবং জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ।

২. দুনিয়ায় সকল যুগে সকল স্থানে বাতিলপন্থী শাসকগোষ্ঠী দীনের দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি একই দোষারোপ করেছে। আর তা হলো—ক্ষমতা দখল করার ষড়যন্ত্র। বর্তমান যুগেও আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই তাহলে একই দৃশ্য দেখতে পাই।

৩. আল্লাহর পথের সৈনিকেরা বাতিলের সকল চ্যালেঞ্জই নির্ভয়ে গ্রহণ করে। যেমন মূসা আ. ফিরআউনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।

৪. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে আর মিথ্যা হয় পরাজিত। যেমন মূসা আ.-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন, আর ফিরআউন ও তার দল পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছে।

৫. সত্যের পথের পথিকদের সত্যের ওপর দৃঢ়তা-ই বাতিলের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। বাতিলের পরাজয় নিশ্চিত এ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল রাখতে হবে।

৬. সত্যিকার মু'মিনের নিকট দুনিয়ার জীবনের সফলতার-স্বচ্ছলতার কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের সামনে থাকে আখিরাত। আর তাই দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-মসীবত, বিপদ-আপদ ও যুল্‌ম-নির্যাতনের কোনো ভয় তাদের থাকে না।

৭. যালিমের যুল্‌ম করার ক্ষমতা দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা-ও সীমাহীন যুল্‌ম নয়। আখিরাতের জীবনে তার কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না।

৮. দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট আখিরাতের দুঃখ কষ্টের তুলনায় এতোই নগন্য যে, তা কোনো প্রকারেই তুলনা যোগ্য নয়।

৯. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়া ছাড়া আখিরাতের মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই। নেক আমলের জোরে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে, এমন দাবী করার কোনো সুযোগ নেই।

১০. আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের ক্ষমা পেতে চাইলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যথাযথভাবে ক্ষমা চাইলে অবশ্যই তিনি ক্ষমা করে দেবেন—এ আশা মনে রেখেই ক্ষমা চাইতে হবে।

১১. যে দুর্ভাগা দুনিয়ার জীবনে গুনাহের ক্ষমা না চেয়ে অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে জাহান্নাম-এর বাসিন্দা হয়ে গেল, জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার তার কোনো উপায়ই বাকী থাকলনা।

১২. জাহান্নামবাসীরা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তাদের মৃত্যুতো আর হবে না। আর না তারা জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। বরং তারা জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় কাল কাটাবে।

১৩. আর যে নিষ্ঠাবান মু'মিনরূপে নেক আমল সহকারে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তাকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা দান করবেন এবং জান্নাতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

১৪. উল্লিখিত লোকদের জন্যই রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ।

১৫. জান্নাত চিরস্থায়ী সুখের জায়গা। সেখানে দুঃখের লেশমাত্রও থাকবে না।

১৬. দুনিয়ার সুখের সাথে দুঃখের মিশ্রণ রয়েছে। আবার দুনিয়ার দুঃখের মধ্যেও সুখের কিছুটা অনুভূতি থাকে ; একেবারে নির্ভেজাল সুখ বা নির্ভেজাল দুঃখ দুনিয়াতে নেই। কিন্তু আখিরাতে সুখ-দুঃখ উভয়ই হবে নির্ভেজাল।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১৩

⑦⑦ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا

৭৭. আর আমিতো[৫৩] ওহী পাঠিয়েছিলাম মূসার প্রতি যে, আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে পড়ুন এবং তাদের জন্য করে দিন পথ

فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ⑦⑧ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

সমুদ্রের মধ্যে[৫৪] শুকনো ; (পেছন থেকে) ধরে ফেলার ভয় আপনি করবেন না এবং অন্য কোনো ভয়ও করবেন না। ৭৮. অতপর ফিরআউন তাদের পেছনে ধাওয়া করলো

⑦⑦ وَ-আর ; لَقَدْ أَوْحَيْنَا-(ل+قد اوحينا)-আমি তো ওহী পাঠিয়েছিলাম ; إِلَىٰ-প্রতি ; مُوسَىٰ-মূসার ; أَنْ-যে, ; أَسْرِ-আপনি রাতারাতি বেরিয়ে পড়ুন ; بِعِبَادِي-(ب+عباد+ی)-আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে ; فَاضْرِبْ-(ف+اضرب)-এবং করে দিন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; طَرِيقًا-পথ ; فِي الْبَحْرِ-(فی+ال+بحر)-সমুদ্রের মধ্যে ; يَبَسًا-শুকনো ; لَا تَخَافُ-আপনি ভয় করবেন না ; دَرَكًا-(পেছন থেকে) ধরে ফেলার ; وَ-এবং ; لَا تَخْشَىٰ-অন্য কোনো ভয়ও আপনি করবেন না। ⑦⑧ فَأَتْبَعَهُمْ-(ف+اتبع+هم)-অতপর তাদের পেছনে ধাওয়া করলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ;

৫৩. যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার ঘটনার পর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়ার নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের আলোচনা বাদ রেখে পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। মাঝখানের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আ'রাফের ১২৭ আয়াত থেকে ১৪১ আয়াত, সূরা ইউনুস ৮৩ আয়াত থেকে ৯২ আয়াত, সূরা মু'মিন ২৩ থেকে ৫০ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৪. এখানে মূসা আ. এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা ফিরআউনের কবল থেকে কিভাবে রেহাই পেয়েছিলেন সে দিকে সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। ঘটনাটির বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, আল্লাহ তাআলা একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কথা ছিল, সে রাতে মিসরের সকল এলাকা থেকে ইসরাঈলী-অইসরাঈলী সকল মু'মিন বান্দাহগণ হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়বে। তারা সবাই একটি নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হবে এবং এক সাথে সবাই সাগরের তীর ধরে সিনাই উপদ্বীপের দিকে হিজরত করবে; কিন্তু তারা যখন রওয়ানা হলো তখন তারা দেখলো যে, পেছন থেকে ফিরআউন একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে। মুহাজিরদের

بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ

তার সেনাবাহিনী নিয়ে এবং সমুদ্রে তাদেরকে ডুবিয়ে দিলো ডুবানোর মতোই।[৫৫]

৭৯. আর ফিরআউনই তার লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ

এবং তাদেরকে ভালো পথ দেখায়নি।[৫৬] ৮০. হে বনী ইসরাঈল,[৫৭] নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর (কবল) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম[৫৮]

بِجُنُوْدِهٖ-(ب+جنود+ه)-তার সেনাবাহিনী নিয়ে ; فَغَشِيَهُمْ-(ف+غشى+هم)-এবং তাদেরকে ডুবিয়ে দিল ; مِّنَ الْيَمِّ-(من+ال+يم)-সমুদ্রে ; مَا غَشِيَهُمْ-(ما+غشي+)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই। ﴿٧٨﴾ وَ-আর ; اَضَلَّ-পথভ্রষ্ট করেছিল ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; قَوْمَهٗ-(قوم+ه)-তার লোকদেরকে ; وَ-এবং ; مَا هَدٰى-ভালপথ দেখায়নি। ﴿٧٩﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ-হে বনী ইসরাঈল ; قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ-(قد انجينا+كم)-নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম ; مِّنْ-থেকে ; عَدُوِّكُمْ-(عدو+كم)-তোমাদের শত্রুর (কবল) থেকে ; وَ-এবং ; وٰعَدْنٰكُمْ-(وعدنا+كم)-তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ;

দলটি যখন সাগর তীরে এসে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই ফিরআউনের বাহিনী তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে বললেন—'সমুদ্রে আপনার লাঠি দ্বারা আঘাত করুন'। অতপর দেখা গেলো যে, সাগর ফেটে গিয়ে ১২টি রাস্তা হয়ে গেলো। সমুদ্রের পানি প্রতিটি রাস্তার দু'পাশে পাহাড়ের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং রাস্তাগুলো শুকানো রাস্তায় পরিণত হলো, এটা ছিল মহান আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর নবীর সুস্পষ্ট মু'জিযা। অতপর মূসা আ. তাঁর অনুসারী মুসলমানদেরকে নিয়ে সেই রাস্তা ধরে সাগরের অপর পাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। এদিকে ফিরআউন সাগর তীরে এসে পৌঁছলো এবং শুকনো রাস্তা দেখে পুরো বাহিনী নিয়ে নেমে পড়লো। (সূরা শুয়ারা ৬৩-৬৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)

৫৫. এ সূরায় বলা হয়েছে যে, সমুদ্র ফিরআউন ও তার সেনা বাহিনীকে ডুবিয়ে মারলো, সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অপর পাড় থেকে ফিরআউনের বাহিনীকে ডুবে যেতে দেখেছে। সূরা ইউনুসেও উল্লিখিত হয়েছে যে, ডুবে যাবার সময় ফিরআউন চিৎকার করে বলেছিল—

"আমি সেই আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যার ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে; আর আমি মুসলিমদের মধ্যে শামিল।" কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফিরআউনের এ ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি। অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এসেছে—"এখন! অথচ এর একটু আগেও তুমি নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে; তবে আজ আমি তোমার লাশটিকে রক্ষা করবো যাতে তা তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়।"

جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾ كُلُوْا

তূর পাহাড়ের ডানপাশে[৫৯] এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করেছিলাম 'মান্' ও 'সালওয়া'।[৬০] ৮১. (আর বলেছিলাম) খাও তোমরা

جَانِبَ-পাশে ; الطُّوْرِ-(ال+طور)-তূর পাহাড়ের ; الْاَيْمَنَ-ডান ; وَ-এবং ; نَزَّلْنَا-নাযিল করেছিলাম; عَلَيْكُمُ-তোমাদের প্রতি ; الْمَنَّ-(ال+من)-মান্—এক প্রকার শিশিরজাত আটা জাতীয় খাদ্য যা 'তীহ্' প্রান্তরে ভ্রমণরত বনী ইসরাঈলের খাদ্য হিসেবে আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন গাছের পাতার উপর জমিয়ে রাখতেন। وَ-ও ; السَّلْوٰى-(ال+سلوى)-সালওয়া—এক প্রকার ছোট ছোট লড়াইবাজ পাখি।(৮১) كُلُوْا-খাও তোমরা ;

৫৬. অর্থাৎ ফিরআউন তার লোকদেরকে সঠিক ও সত্য পথে পরিচালিত করেনি।এ কথার দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ফিরআউনের মতো তোমাদের সরদার-মাতব্বররাও তোমাদেরকে সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করছে না। একইভাবে বর্তমান কালের কাফির-মুশরিকদের প্রতিও একই সতর্কবাণী এতে রয়েছে যে, তাদের নেতা-নেত্রিরাও তাদেরকে ভুল পথেই চালাচ্ছে। এ কাহিনী এখানেই আপাতত শেষ হয়েছে।

ফিরআউন ও মূসা আ.-এর এ কাহিনী বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে। তবে বাইবেলের বর্ণনা আর কুরআনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাইবেলের বর্ণনা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ত্বা-হা'র টীকা ৫৫ দ্রষ্টব্য।

বাইবেলের বর্ণনায় এ কাহিনীর মূল বিষয়ের মধ্যে অনেক রদ-বদল করে ফেলেছে। যেমন যাদুকরদের সাথে যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল জাতীয় উৎসবের দিন খোলা ময়দানে যথারীতি পরস্পর চ্যালেঞ্জের পর এবং পরাজয়ের পর যাদুকররা আত্মসমর্পণ করে ঈমান এনেছিল। বাইবেলের বর্ণনায় এসব বিষয় এড়িয়ে গেছে। অথচ এ কাহিনীতে এগুলোই মূল বিষয়।

৫৭. মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় পৌঁছলেন। সমুদ্র পার হওয়া থেকে এখানে পৌঁছা পর্যন্ত ঘটনাবলী এখানে উল্লিখিত হয়নি। তবে সূরা আ'রাফের ১৪২ থেকে ১৫৬ আয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

৫৮. মূসা আ.-কে পাথরের ফলকে লিখিত বিধান দেয়ার আগে বনী ইসরাঈলকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা ৪০ দিনের একটি সময়-সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এখানে 'ওয়াদা' দ্বারা সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৫৯. অর্থাৎ তূর পাহাড়ের পূর্ব পাশের পাহাড়ের গোড়ায় এ ওয়াদা দেয়া হয়েছিলো।

৬০. 'মান্না' ও 'সালওয়া' আল্লাহর কুদরতের বহিপ্রকাশ ও মূসা আ.-এর আর একটি মু'জিযা। দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে এ খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন। অতপর তারা যখন জীবন ধারণের স্বাভাবিক উপায়-উপাদান লাভ করেছে তখনই আল্লাহ তাআলা খাদ্য সরবরাহের এ অলৌকিক ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেন।

مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ

পবিত্র বস্তু থেকে—যে রিয্ক আমি তোমাদেরকে দান করেছি কিন্তু তাতে সীমা ছেড়ে যেও না, তাহলে তোমাদের ওপর আমার গযব পড়বে ;

وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾ وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ

আর যার ওপর আমার গযব পড়বে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। ৮২. আর আমি তার প্রতি অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে,

وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾ وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ

ও ঈমান আনে 'এবং করে নেক কাজ অতপর সৎপথে অটল থাকে।[৬১] ৮৩. আর[৬২] কিসে আপনাকে আপনার কাওম থেকে আগে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসলো—

مِنْ-থেকে ; طَيِّبٰتِ-পবিত্র বস্তু ; مَا-যে ; رَزَقْنٰكُمْ-(رزقنا+كم)-রিয্ক আমি তোমাদেরকে দান করেছি ; وَ-কিন্তু ; لَا تَطْغَوْا-সীমা ছেড়ে যেও না ; فِيْهِ-তাতে ; فَيَحِلَّ-(ف+يحل)-তাহলে পড়বে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর ; غَضَبِيْ-(غضب+ى)-আমার গযব ; وَ-আর ; مَنْ-যার ; يَّحْلِلْ-পড়বে ; عَلَيْهِ-তার ওপর ; غَضَبِيْ-(غضب+ى)-আমার গযব ; فَقَدْ هَوٰى-(ف+قد هوى)-সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (৮২) وَ-আর ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; لَغَفَّارٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; لِّمَنْ-তার জন্য যে ; تَابَ-তাওবা করে ; وَ-ও ; اٰمَنَ-ঈমান আনে ; وَ-এবং ; عَمِلَ-কাজ করে ; صَالِحًا-নেক ; ثُمَّ-অতপর ; اهْتَدٰى-সৎপথে অটল থাকে। (৮৩) وَ-আর ; مَآ-কিসে ; اَعْجَلَكَ-(اعجل+ك)-আপনাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসলো ; عَنْ-থেকে ; قَوْمِكَ-(قوم+ك)-আপনার কাওম ;

বনী ইসরাঈলের ওপর আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নিয়ামত বর্ষণ করেছেন ; কিন্তু এ অকৃতজ্ঞ জাতি সবকিছু ভুলে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। হযরত মূসা আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিরআউনের অবর্ণনীয় যুলম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সাগর তীরের অলৌকিক ঘটনার তারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি পাওয়ার পরই তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করা শুরু করে। অতরপর তাদেরকে 'তীহ' উপত্যকায় ৪০ বছর আটকে রাখা হয়। এ সময়ই তাদের জন্য খাদ্য হিসেবে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করা হয়।

৬১. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করার জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে। সেই শর্তগুলো পূরণ করলেই তাঁর ক্ষমা লাভ করার আশা করা যায়। শর্তগুলো হলো ঃ

(১) সকল প্রকার শিরক, কুফর, নাফরমানী ও আল্লাহ-বিরোধিতা থেকে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করা।

يٰمُوسٰى ۝ قَالَ هُمْ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ۝

হে মূসা ![৬৩] ৮৪. তিনি (মূসা) বললেন। এইতো তারা আমার পেছনে (আসছে), আর হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

۝ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝

৮৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন—"আমি আপনার (চলে আসার) পরে আপনার জাতির লোকদেরকে অবশ্যই পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী[৬৪] তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।

يٰمُوسٰى-হে মূসা। ৮৪ قَالَ-তিনি বললেন ; هُمْ-তারা ; اُولَاۤءِ-এইতো ; عَلٰۤى اَثَرِىْ-(على+اثر+ى)-আমার পেছনে (আসছে) ; وَ-আর ; عَجِلْتُ-আমি তাড়াতাড়ি এসেছি ; اِلَيْكَ-আপনার কাছে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; لِتَرْضٰى-যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। ৮৫ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; فَاِنَّا-(ف+انا)-আমি অবশ্যই ; قَدْ فَتَنَّا-নিসন্দেহে পরীক্ষায় ফেলেছি ; قَوْمَكَ-(قوم+ك)-আপনার জাতির লোকদেরকে ; مِنْۢ بَعْدِكَ-(من+بعد+ك)-আপনার পরে ; وَ-এবং ; اَضَلَّهُمُ-(اضل+هم)-তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে ; السَّامِرِىُّ-সামেরী।

(২) অতপর বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ, রাসূল, আসমানী কিতাব, কিয়ামত, ফেরেশতা, তাকদীরে ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া এবং পুনরায় জীবন লাভ, অতপর জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ ইত্যাদি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর দেখানো নিয়মে নেক কাজ করা এবং

(৪) অনুকূল বা প্রতিকূল সকল অবস্থায় সৎপথে অটল-অবিচল থাকা।

৬২. এখানে মূসা আ.-কে লক্ষ করেই বলা হচ্ছে যে, (তূর পাহাড়ের গোড়ায় পূর্ব পাশে আসার জন্য বলার পর তিনি কাওমের লোকদের পেছনে রেখে আগেই পৌঁছে গেছেন, তাই) আপনি তাদেরকে রেখেই আগে এসে গেলেন কেন ?

৬৩. এখানে মক্কার কাফিরদেরকে জানানো হচ্ছে যে, একটা জাতির মধ্যে কিভাবে মূর্তীপূজার সূচনা হয়, এবং এতে সমসাময়িক নবীর মধ্যে কেমন অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এটা জানিয়ে কাফিরদেরকে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। আর সে জন্যই ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। মূসা আ. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহের আধিক্যের কারণেই তাঁর কাওমকে পেছনে রেখেই চলে এসেছেন। আর তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশ্ন এবং মূসা আ.-এর পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হয়েছে।

৬৪. মুফাস্সিরীনে কিরামের মতে 'সামেরী' (سامرى) এ ব্যক্তির নাম নয়। নামের সাথে যে ى (ইয়া) অক্ষরটি রয়েছে তা সম্বন্ধবাচক 'ইয়া'। অর্থাৎ 'সামের' নামক স্থান বা গোত্রের এক বিশেষ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণের তৈরী গরুর বাছুর পূজার প্রচলন জারী করেছে।

⑧৬ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

৮৬. তারপর মূসা ফিরে আসলেন তাঁর জাতির লোকদের নিকট রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়—তিনি বললেন—'হে আমার কাওম, তোমাদেরকে কি ওয়াদা দেননি

رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ

তোমাদের প্রতিপালক উত্তম ওয়াদা ?[৬৫] তবে কি দীর্ঘ হয়ে গেছে তোমাদের জন্য ওয়াদার সময়,[৬৬] না–কি তোমরা চেয়েছো যে, তোমাদের ওপর পড়ুক

غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ⑧৭ قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

গযব, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, আর তাই তোমরা ভঙ্গ করেছো আমার (সাথে কৃত) ওয়াদা।[৬৭]
৮৭. তারা বললো—আমরাতো আপনার (সাথে কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিনি

(৮৬) فَرَجَعَ-(ف+رجع)-তারপর ফিরে আসলেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; إِلَىٰ-নিকট ; قَوْمِهِ-(قوم+ه)-তাঁর জাতির লোকদের ; غَضْبَانَ-রাগান্বিত অবস্থায় ; أَسِفًا-অনুতপ্ত অবস্থায় ; قَالَ-তিনি বললেন ; يَٰقَوْمِ-(يا+قومى)-হে আমার কাওম ; أَلَمْ يَعِدْكُمْ-(ا+لم يعد+كم)-তোমাদেরকে কি ওয়াদা দেননি ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; وَعْدًا-ওয়াদা ; حَسَنًا-উত্তম ; أَفَطَالَ-(ا+ف+طال)-তবে কি দীর্ঘ হয়ে গেছে ; عَلَيْكُمُ-তোমাদের জন্য ; الْعَهْدُ-(ال+عهد)-ওয়াদার সময় ; أَمْ-না-কি ; أَرَدتُّمْ-তোমরা চেয়েছ ; أَنْ يَحِلَّ-যে, পড়ুক ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর ; غَضَبٌ-গযব ; مِّنْ-পক্ষ থেকে; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; فَأَخْلَفْتُمْ-(ف+اخلفتم)-আর তাই তোমরা ভঙ্গ করেছো ; مَّوْعِدِى-(موعد+ى)-আমার (সাথে কৃত) ওয়াদা। (৮৭) قَالُوا-তারা বললো ; مَآ أَخْلَفْنَا-আমরাতো ভঙ্গ করিনি ; مَوْعِدَكَ-(موعد+ك)-আপনার (সাথে কৃত) ওয়াদা ;

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে ইতিপূর্বে যেসব ওয়াদা করেছিলেন তার সবইতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। তোমাদেরকে মিসর থেকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে এসেছেন ; ফিরআউন ও কিব্‌তীদের দাসত্ব থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন ; তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, মরু অঞ্চলেও তোমাদের জন্য ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া, তোমাদের জন্য যে শরীআতের বিধি-বিধান ও আনুগত্যনামা দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন, তাও তোমাদের জন্য কল্যাণকরই প্রমাণিত হবে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দীর্ঘকাল যাবত যেসব দয়া-অনুগ্রহ করে আসছেন, তা মাত্র ৪০ দিনের সময়ের মধ্যে তোমরা ভুলে গেলে ? তাই তোমরা অধৈর্য হয়ে গরুর বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছো।

بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ

আমাদের নিজ ইচ্ছায়, বরং আমাদের ওপর লোকদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অতপর আমরা সেগুলো ফেলে দিয়েছি[৬৮] (অগ্নিকুণ্ডে) এবং একইভাবে[৬৯]

اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ

সামেরীও ফেলেছে। ৮৮. অতপর সে (সামেরী) তাদের জন্য গরুর বাছুরের আকৃতি বের করলো, তার ছিল 'হাম্বা' 'হাম্বা' ডাক, তখন তারা বললো—এ হলো,

بِمَلْكِنَا-(ب+ملك+نا)-আমাদের নিজ ইচ্ছায় ; وَلٰكِنَّا-বরং ; حُمِّلْنَآ- আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ; اَوْزَارًا-বোঝা ; مِّنْ زِيْنَةِ-অলংকারের ; الْقَوْمِ-লোকদের ; فَقَذَفْنٰهَا-(ف+قذفنا+ها)-অতপর আমরা সেগুলো ফেলে দিয়েছি (আগুনে) ; فَكَذٰلِكَ-(ف+كذلك)-এবং একইভাবে ; اَلْقَى-ফেলেছে ; السَّامِرِيُّ -সামেরীও। ﴿٨٨﴾ فَاَخْرَجَ-(ف+اخرج)-অতপর সে বের করলো ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عِجْلًا -গরুর বাছুর ; جَسَدًا-আকৃতি ; لَّهٗ-তার ছিল ; خُوَارٌ-'হাম্বা' শব্দ ; فَقَالُوْا-(ف+قالوا)- তখন তারা বললো ; هٰذَآ-এ হলো ;

৬৭. মূসা আ.-এর সাথে তাদের সেই ওয়াদা-ই ছিল, যা প্রত্যেক নবীর সাথে তাঁর উম্মতদের থাকে। আর তা হলো—আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব না করা, এবং নবীর প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য পোষণ করা।

৬৮. 'হাদীসে ফুতুনে' আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত হারূন আ. সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সব গলে গিয়ে জমাট বেঁধে পড়ে থাকবে। অতপর মূসা আ. ফিরে আসার পর যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, বাছুর তৈরি করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। সামেরী তার কুমতলব পূরণ করার জন্য বাছুর তৈরি করেছে। সে যাই হোক 'সামেরী'ই যে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বাছুর পূজায় মুশরিকী প্রথার উদ্যোক্তা—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

'আমরা ফেলে দিয়েছি' কথা দ্বারাও একথাই বুঝা যায় যে, কোনো কুমতলব নিয়ে তারা সেগুলো আগুনের গর্তে ফেলেনি ; বরং এসব অলংকারের বোঝা বহন করতে করতে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তারা ভেবে ছিল যে, অলংকারগুলো গলিয়ে পাত বা ইট বানিয়ে সংরক্ষণ করলে তা অন্যান্য মালপত্রের সাথে গাধা বা গরুর পিঠে বহণ করতে সুবিধা হবে ; কিন্তু সামেরী নিজের মন্দ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অলংকার গলাবার দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নেয় এবং পাত বা ইট বসাবার পরিবর্তে গরুর বাছুর বানিয়ে ফেলে। তারপর বনী ইসরাঈলকে বলে যে, দেখো গলিত সোনা থেকে তোমাদের দেবতা নিজেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছেন। এটা তোমাদেরও দেবতা, মূসারও দেবতা।

إِلٰهُكُمْ وَإِلٰهُ مُوسٰى فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ

তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ ; কিন্তু তিনি (মূসা) ভুলে গেছেন। ৮৯. তবে কি তারা (ভেবে) দেখেনা যে, সে তাদের কথার কোনো উত্তরও দেয় না।

وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

আর না রাখে ক্ষমতা তাদের কোনো ক্ষতি করার আর না উপকার করার।

اِلٰهُكُمْ-(اله+كم)-তোমাদের ইলাহ ; وَ-এবং ; اِلٰهُ-ইলাহ ; مُوسٰى-মূসারও ; فَنَسِيَ-(ف+نسى)-তিনি ভুলে গেছেন। ⑧⑨ أَفَلَا يَرَوْنَ-(ا+ف+لايرون)-তবে কি তারা (ভেবে) দেখে না ; أَلَّا يَرْجِعُ-যে, সে কোনো উত্তরও দেয় না ; اِلَيْهِمْ-তাদের ; قَوْلًا-কথার ; وَ-আর ; لَا يَمْلِكُ-না রাখে কোনো ক্ষমতা ; لَهُمْ-তাদের ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি করার ; وَ-আর ; لَا نَفْعًا-না উপকার করার।

৬৯. 'একইভাবে সামেরীও ফেলেছে' এখান থেকে আল্লাহ তাআলা নিজেই এ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। সামেরী যখন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গলিত সোনা দিয়ে গরুর বাছুর তৈরি করলো এবং তার মধ্যে—জিবরাঈল আ.-এর ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে সংগ্রহীত মাটি ঢুকিয়ে দিল, তখন বাছুরটি 'হাম্বা' 'হাম্বা' শব্দ করতে থাকলো।

৪ রুকূ' (৭৭-৮৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে যেমন নিজ কুদরতে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী সময়ে এবং বর্তমানেও আল্লাহ তাআলা এভাবেই তাঁর খাঁটি বান্দাহদেরকে রক্ষা করে থাকেন।

২. ফিরআউন যেমন তার অনুগামী-অনুসারীদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ করেছে, ঠিক তেমনি সকল যুগেই বে-ঈমান, ফাসিক-ফাজির নেতৃত্ব তাদের অনুসারীদের উভয় জাহান-ই বরবাদ করে দেয়। আমাদের চোখের সামনেও এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

৩. দুনিয়াতে সকল প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। তিনি যে কোনো উসীলায় রিয্ক দান করেন। আবার কোনো উসীলা ছাড়াও তিনি রিয্ক দিতে পারেন।

৪. আল্লাহ তাআলা কাউকে একান্ত প্রয়োজনীয় রিয্ক দান করেন। আবার কাউকে অনেক বেশী রিয্ক দিয়ে থাকে। যাকে একান্ত প্রয়োজন পরিমাণ রিয্ক দান করেন, তার ওপর তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আবার যাকে প্রচুর রিয্ক দান করেন তাকেও ভোগ-ব্যবহারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যাতে করে আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘিত না হয়।

৫. ভোগ-বিলাসে বাহুল্যতা তথা সীমালংঘন আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। সুতরাং ভোগ-ব্যবহারে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।

৬. আল্লাহর ক্ষমা লাভের জন্য অতীতের সকল গুনাহের জন্য তাওবা করে, ভবিষ্যতে সে সব না করার সুদৃঢ় মানসিকতা নিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ; নবী-রাসূলদের দেখানো পন্থায় সৎকাজ করতে হবে এবং সকল অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় সৎপথে অটল-অবিচল থাকতে হবে।

৭. আল্লাহর ডাকে সব কিছু ত্যাগ করে আগ্রহ সহকারে সাড়া দিতে হবে। সে জন্য প্রতিদিন যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত তথা 'নামাযের জন্য আযানের মাধ্যমে ডাক আসে' তখন অবশ্যই সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে মাসজিদে উপস্থিত হতে হবে।

৮. ঈমানের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবাইকে পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হবে। ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই মু'মিন হিসেবে আল্লাহর দরবারে স্বীকৃতি লাভের আশা করা যায়।

৯. আল্লাহ প্রদত্ত সকল ওয়াদাই বাস্তবায়িত হবে—এ বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না।

১০. আদিকাল থেকে মূর্তি-প্রীতির মধ্য দিয়েই মানব সমাজে গুমরাহী অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং কোনো অবস্থাতে মূর্তী-প্রীতির প্রতি নমনীয় আচরণ দেখানো যাবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১৫

٩٠ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ

৯০. আর হারূন তো তাদেরকে ইতিপূর্বে বলেছিলেন—'হে আমার জাতি, তোমাদেরকে তো এর দ্বারা শুধুমাত্র পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে ; আর নিশ্চয়ই

رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاَطِیْعُوْٓا اَمْرِیْ ٩١ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَیْهِ

তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়, অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।' ৯১. তারা বললো—'আমরা কখনো বিরত হবো না তার

عٰكِفِیْنَ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُوْسٰی ٩٢ قَالَ یٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ

পূজারত অবস্থা থেকে, যতক্ষণ না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে।'[৭০] ৯২. তিনি (মূসা এসে) বললেন—'হে হারূন ! কিসে তোমাকে নিষেধ করলো, যখন

(৯০)-وَ-আর ; لَقَدْ قَالَ-(ل+قد قال)-বলেই ছিলেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; هٰرُوْنُ-হারূন ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم+ى)-হে আমার জাতি ; اِنَّمَا فُتِنْتُمْ-(ان+)-তো ; (ما+فتنتم)-তোমাদেরকে তো শুধুমাত্র পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে ; بِهٖ-এর দ্বারা ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكُمُ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় ; فَاتَّبِعُوْنِیْ-(ف+اتبعوا+نى)-অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো ; وَ-এবং ; اَطِیْعُوْٓا-মেনে চলো ; اَمْرِیْ-(امر+ى)-আমার আদেশ। (৯১) قَالُوْا-তারা বললো ; لَنْ نَّبْرَحَ-আমরা কখনো বিরত হবো না ; عَلَیْهِ-তার ; عٰكِفِیْنَ-পূজারত অবস্থা ; حَتّٰی-যতক্ষণ না ; یَرْجِعَ-ফিরে আসে ; اِلَیْنَا-(الى+نا)-আমাদের কাছে ; مُوْسٰی-মূসা। (৯২) قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; یٰهٰرُوْنُ-(يا+هارون)-হে হারূন ; مَا-কি সে ; مَنَعَكَ-(منع+ك)-তোমাকে নিষেধ করলো ; اِذْ-যখন ;

৭০. হযরত হারূন আ.-ও যেহেতু নবী ছিলেন, তাই তিনি বনী ইসরাঈলকে তাদের গো-বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। লোকেরা মূসা আ.-কে যতটুকু সমীহ করতো, হারূন আ.-কে ততটুকু করতো না। এর কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, মূসা আ. ছিলেন মূল-নবী, আর হারূন আ. ছিলেন তাঁর সহকারী। আর এ কারণেই হযরত হারূন আ. বনী ইসরাঈলকে গো-বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হননি। বনী ইসরাঈলকে এ শিরক থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় তাঁর কোনো

رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ

তুমি দেখলে তারা গুমরাহ হয়ে গেছে—৯৩. আমার অনুসরণ করলে না ; তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে ?[৭১] ৯৪. তিনি হারূন বললেন—হে আমার মায়ের পেটের ভাই ; তুমি টেনে ধরো না

بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ ۚ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ

আমার দাড়ি আর না আমার চুল ;[৭২] অবশ্যই আমি ভয় করেছিলাম যে, তুমি বলবে—তুমি বিভেদ সৃষ্টি করছো

رَاَيْتَهُمْ-(رأيت+هم)-তুমি তাদেরকে দেখলে ; ضَلُّوْٓا-তারা গুমরাহ হয়ে গেছে। ৯৩ اَلَّا
تَتَّبِعَنِ-(ان+لاتتبع+نى)-আমার অনুসরণ করলে না ; اَفَعَصَيْتَ-(ا+ف+عصيت)-
তবে কি তুমি অমান্য করলে ; اَمْرِىْ-(امر+ى)-আমার আদেশ। ৯৪ قَالَ -তিনি
(হারূন) বললেন ; يَبْنَؤُمَّ-(يا+ابن+ام+ى)-হে আমার মায়ের পেটের ভাই ; لَا تَاْخُذْ-
তুমি টেনে ধরো না ; بِلِحْيَتِىْ-(ب+لحية+ى)-আমার দাড়ি ; وَ-আর ; لَا-না ;
بِرَاْسِىْ-(ب+راس+ى)-আমার মাথা তথা চুল ; اِنِّىْ-অবশ্যই আমি ; خَشِيْتُ -আমি
ভয় করেছিলাম ; اَنْ-যে ; تَقُوْلَ-তুমি বলবে ; فَرَّقْتَ-তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছো ;

প্রকার ত্রুটি ছিলো এমন কোনো কথা কুরআন মাজীদ থেকে আমরা জানতে পারিনি। অথচ বাইবেলে এর বিপরীতে হযরত হারূন আ.-কেই বাছুর বানানো ও তার পূজা করার মহাপাপের জন্য দায়ী করেছে। (বাইবেলের এ সম্পর্কিত বর্ণনা সবিস্তার জানতে আগ্রহী পাঠকের জন্য দ্রষ্টব্য-তাফহীমুল কুরআন সূরা ত্বা-হা টীকা ৬৯)

৭১. অর্থাৎ মূসা আ. তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হারূন আ.-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা-ই বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—"তুমি আমার কাওমের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদের সংশোধন করবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পদাংক অনুসরণ করবে না"।

৭২. হযরত হারূন আ.-এর প্রতি মূসা আ.-এর রাগান্বিত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, বনী ইসরাঈল যখন বাছুর পূজায় লিপ্ত হয় এবং হারূন আ.-এর নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করে তখন তাঁর কর্তব্য ছিল মূসা আ.-এর অনুসরণ করা। আর মুফাসসিরীনে কিরাম অনুসরণের দু'টো অর্থ করেছেন—প্রথমত, তাদের সাথে সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুকাবিলা করা। দ্বিতীয়ত, মুকাবিলা করা অসম্ভব হলে মূসা আ.-এর নিকট তূর পাহাড়ে চলে যাওয়া। মূসা আ.-এর উপস্থিতিতে এরূপ পরিস্থিতি হলে তিনি তা-ই করতেন। অর্থাৎ হয়ত তাদের শিরকী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেন নয়ত হিজরত তথা দেশ-ত্যাগ করতেন। মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান মূসা আ.-এর মতে হারূন আ.-এর অন্যায়। আর সে জন্যই মূসা আ. হারূন আ.-এর ওপর রাগান্বিত হন।

بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَٰسَٰمِرِيُّ ﴿٩٥﴾

বনী ইসরাঈলের মধ্যে এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।[৭৩] ৯৫. তিনি (মূসা) বললেন—'হে সামেরী', তাহলে তোমার কথা কি ?

﴿٩٦﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ

৯৬. সে বললো—আমি দেখেছিলাম যা, তা তারা দেখেনি, তখন আমি হস্তগত করেছিলাম একমুষ্ঠি (ধূলা) প্রেরিত দূতের পায়ের চিহ্ন থেকে

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ

এবং আমি তা ফেলে দিলাম, আর আমার মন এরূপ করাকে আমার জন্য শোভন করে তুলেছিল।[৭৪] ৯৭. তিনি (মূসা) বললেন—তবে দূর হয়ে যা, অতপর নিশ্চিত তোর জন্য

بَيْنَ-মধ্যে ; بَنِيٓ اِسْرَآءِيلَ-বনী ইসরাঈলের ; وَ-এবং ; لَمْ تَرْقُبْ-রক্ষা করোনি ; قَوْلِيْ-(قول+ى)-আমার কথা।(৯৫) قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; فَمَا خَطْبُكَ-(ف+ما+)-(خطب+ك)-তাহলে তোমার কথা কি ? يَٰسَامِرِيُّ-(يا+سامرى)-হে সামেরী।(৯৬) قَالَ-সে (সামেরী) বললো ; بَصُرْتُ-আমি দেখেছিলাম ; بِمَا-যা ; لَمْ يَبْصُرُوْا-তারা দেখেনি ; بِهِ-তা ; فَقَبَضْتُ-(ف+قبضت)-তখন আমি হস্তগত করেছিলাম ; قَبْضَةً-এক মুষ্ঠি (ধুলা) ; مِنْ-থেকে ; اَثَرِ-পায়ের চিহ্ন ; الرَّسُوْلِ-(ال+رسول)-প্রেরিত দূতের ; فَنَبَذْتُهَا-(ف+نبذت+ها)-এবং আমি ফেলে দিলাম তা ; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এরূপ করাকে ; سَوَّلَتْ-শোভন করে তুলেছিল ; لِيْ-আমার জন্য ; نَفْسِيْ-আমার মন।(৯৭) قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; فَاذْهَبْ-(ف+اذهب)-তবে দূর হয়ে যা ; فَاِنَّ-(ف+ان)-অতপর নিশ্চিত ; لَكَ-তোর জন্য এটাই রইলো ;

৭৩. অর্থাৎ হারূন আ. তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও যখন তাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখতে পারলেন না, তখন তিনি মূসা আ.-এর অনুপস্থিতিতে গৃহ যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকায় নীরব হয়ে যান। বনী ইসরাঈলের মুশরিক অংশটি তাঁকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়েছিল। মূসা আ.-এর অনুপস্থিতিতে তিনি যদি নীরব না হয়ে চরম ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে মূসা আ. তাঁকে এই বলে অভিযুক্ত করতে পারতেন যে, তুমি যখন তাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখতে পারলে না, তাহলে আমার অপেক্ষা কেন করলে না।

৭৪. মূসা আ.-এর প্রশ্নের জবাবে সামেরী যে জবাব দিয়েছে তা ৭৬ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ও আধুনিক কালের তাফসীরকারদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সামেরীর জবাবে কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কুরআন কোনো মন্তব্য করেনি। কুরআনে শুধুমাত্র তার কথা উদ্ধৃত করেছে। সুতরাং এটা তার বানানো কথাও হতে

فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ

সারাটি জীবন (এটাই) রইলো যে, তুই বলে বেড়াবি 'আমি অস্পৃশ্য'[৭৫] এবং অবশ্যই তোর জন্য রইলো একটি ওয়াদা যা কখনো খেলাফ হবে না ;

وَانْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ

আর তুই লক্ষ কর তোর সেই ইলাহর দিকে, যার সাথে তুই হামেশা পূজারত ছিলি ; আমরা অবশ্য অবশ্যই তাকে জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেবো

فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝٩٧ اِنَّمَاۤ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ

সাগরে ছড়ানোর মতই। ৯৮. তোমাদের ইলাহ-তো শুধুমাত্র সেই আল্লাহ-ই, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ; তিনি পরিব্যপ্ত রয়েছেন

فِي الْحَيٰوةِ-সারাটি জীবন ; اَنْ-যে ; تَقُوْلَ-তুই বলে বেড়াবি ; لَامِسَاسَ-আমি অস্পৃশ্য ; وَ-এবং ; اِنَّ-অবশ্যই ; لَكَ-তোর জন্য রইলো ; مَوْعِدًا-একটি ওয়াদা ; لَنْ تُخْلَفَهٗ-(لن تخلف+ه)-যা কখনো খেলাপ হবে না ; وَ-আর ; انْظُرْ-তুই লক্ষ্য কর ; اِلٰى-দিকে ; اِلٰهَكَ-(اله+ك)-তোর ইলাহের ; الَّذِيْ-সেই ; ظَلْتَ-তুই সর্বদা ছিলি ; عَلَيْهِ-যার সাথে ; عَاكِفًا-পূজারত ; لَنُحَرِّقَنَّهٗ-(لنحرقن+ه)-আমরা অবশ্য-অবশ্যই তাকে জ্বালিয়ে দেবো ; ثُمَّ-অতপর ; لَنَنْسِفَنَّهٗ-(لننسفن+ه)-তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেবো ; فِي الْيَمِّ-(فى+ال+يم)-সাগরে ; نَسْفًا-ছড়ানোর মতোই।
৯৮ اِنَّمَاۤ-শুধুমাত্র ; اِلٰهُكُمْ-(اله+كم)-তোমাদের ইলাহ তো ; اللّٰهُ-সেই আল্লাহ-ই ; الَّذِيْ-যিনি ; لَاۤ-নেই ; اِلٰهَ-আর কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; وَسِعَ-তিনি পরিব্যপ্ত রয়েছেন ;

পারে এবং এরূপ হওয়ার-ই সম্ভাবনা অধিক। কারণ কুরআন এটাকে সত্য ঘটনা হিসেবে পেশ করেনি বরং সামেরীর প্রতারণা হিসেবেই পেশ করেছে। অপরদিকে পরবর্তী আয়াতে মূসা আ. তাকে যেভাবে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য যেরূপ শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তাতেও এটা সামেরীর প্রতারণামূলক গল্প বলে প্রমাণিত হয় ; না হয় মূসা আ. এরূপ করতেন বলে মনে হয় না।

৭৫. অর্থাৎ সামেরীর শাস্তি শুধু এতটুকুই নয় যে, সারাটি জীবন তাকে মানব সমাজ থেকে এক ঘরে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য হয়ে কাল কাটাতে হবে, বরং এ দায়িত্বও তার ওপর চাপিয়েছে যে, তার নিজেকেই অস্পৃশ্য হওয়ার কথাটি মানুষকে বলতে হবে যাতে কোনো মানুষ তাকে না ছোয় এবং সে-ও কাউকে ছুয়ে দিতে না পারে।

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ

সর্ব বিষয়ে জ্ঞানের দিক থেকে। ৯৯. হে মুহাম্মদ ! এভাবেই[৭৬] আমি আপনার নিকট কিছু কিছু সংবাদ বর্ণনা করছি যা আগে ঘটে গেছে ;

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ

আর নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে 'যিক্‌র' (কুরআন) দান করেছি,[৭৭] ১০০. যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে অবশ্যই বহন করবে

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

কিয়ামতের দিন (শাস্তির) ভারী বোঝা। ১০১. ওরা তাতে চিরকাল থাকবে ; আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য বোঝা হিসেবে তা হবে অত্যন্ত মন্দ,[৭৮]

كُلَّ-সর্ব ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عِلْمًا-জ্ঞানের দিক থেকে। (৯৯) كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَقُصُّ-আমি বর্ণনা করছি ; عَلَيْكَ-আপনার নিকট ; مِنْ-কিছু কিছু ; أَنْبَاءِ-সংবাদ ; مَا-যা ; قَدْ سَبَقَ-আগে ঘটে গেছে ; وَ-আর ; قَدْ آتَيْنَاكَ-(قد اتينا+ك)-আপনাকে দান করেছি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; لَدُنَّا-আমার ; ذِكْرًا-যিক্‌র (কুরআন)। (১০০) مَنْ-যে ; أَعْرَضَ-মুখ ফিরিয়ে নেবে ; عَنْهُ-(عن+ه)-তা থেকে ; فَإِنَّهُ-(ف+ان+ه)-সে অবশ্যই ; يَحْمِلُ-বহন করবে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; وِزْرًا-শাস্তির ভারী বোঝা। (১০১) خٰلِدِينَ-ওরা চিরকাল থাকবে ; فِيهِ-তাতে ; وَ-আর ; سَاءَ-তা হবে অত্যন্ত মন্দ ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; حِمْلًا-বোঝা হিসেবে।

৭৬. সূরার শুরুতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল, এখান থেকে পুনরায় সেদিকে আলোচনার গতিকে ফেরানো হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয়কে সহজে বুঝার জন্যই মাঝখানে মূসা আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

৭৭. সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, আমি এ কুরআনকে আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য নাযিল করিনি ; বরং এটাকে সেই ব্যক্তির জন্য উপদেশ হিসেবে নাযিল করেছি যার মধ্যে আল্লাহভীতি রয়েছে, এখানে তার সূত্র ধরেই বলা হচ্ছে যে, আপনাকে কুরআন দান করেছি উপদেশ হিসেবে। যে এ উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে তার এ ভুলের জন্য মহাভার বহণ করতে হবে।

৭৮. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের নসীহত গ্রহণ করতে গরিমসি করলে, কিয়ামতের দিন তাকে যে সাজা ভোগ করতে হবে, তা থেকে তার রেহাই নেই। চিরদিন তাকে সেই সাজা ভোগ করে যেতে হবে। আয়াতের এ বিধান কোনো স্থান, কাল বা পাত্রের সাথে শর্তযুক্ত নয়। অর্থাৎ এটা একটা সাধারণ বিধান।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০২. যেদিন ফুঁক দেয়া হবে শিংগায়[৭৯] এবং আমি যেদিন একত্র করবো অপরাধীদেরকে ফ্যাকাশে নীল চোখ বিশিষ্ট অবস্থায় ;[৮০]

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

১০৩. (সেদিন) তারা নিজেদের মধ্যে চুপে চুপে বলাবলি করবে—তোমরাতো দশ (দিন) ছাড়া অবস্থান করোনি।[৮১] ১০৪. আমি তা ভালই জানি,[৮২] সে সম্পর্কে যা তারা বলবে,

(১০২) يَوْمَ-যেদিন ; يُنْفَخُ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِي الصُّوْرِ-(فى+ال+صور)-শিংগায় ; وَ-এবং ; نَحْشُرُ-আমি একত্র করবো ; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধীদেরকে ; يَوْمَئِذٍ-যে দিন ; زُرْقًا-ফ্যাকাশে নীল চোখ বিশিষ্ট অবস্থায়। (১০৩) يَتَخَافَتُوْنَ-তারা চুপে চুপে বলাবলি করবে ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-নিজেদের মধ্যে ; اِنْ لَّبِثْتُمْ-তোমরাতো অবস্থান করোনি ; اِلَّا-ছাড়া ; عَشْرًا-দশ (দিন)। (১০৪) نَحْنُ-আমিতো ; اَعْلَمُ-ভালোই জানি ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলবে ;

৭৯. 'শিঙ্গা' আকার-আকৃতিতে কেমন হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তবে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, এটাতে যখন ফুঁক দেয়া হবে, তখন এর আওয়াজে আগে পরের সব মৃত মানুষ জীবিত হয়ে যাবে। তবে শিংগা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আনয়ামের ৮৭ ও ৮৮ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮০. অত্যধিক ভয়ে অপরাধীদের চোখ সাদা হয়ে যাবে এবং চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করবে।

৮১. অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত সময় সম্পর্কে তারা বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করবে। তাদের ধারণা হবে যে, বড়জোর দিন দশেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। আসলে কিয়ামতের দিন লোকেরা তাদের দুনিয়ার জীবন সম্পর্কেও ধারণা করবে যে, তারা দুনিয়াতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে। আর 'আলমে বরজখ' অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল সম্পর্কেও তাদের ধারণা প্রায় একইরূপ হবে।

কুরআন মাজীদের সূরা আল-মু'মিনূনের ১১২ ও ১১৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা দুনিয়াতে ক'বছর ছিলে ?' তারা জবাব দেবে—'আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ ছিলাম, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।"

সূরা আর-রূম-এর ৫৫ ও ৫৬ আয়াতেও এ রকম কথা বলা হয়েছে—"কিয়ামত যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, 'আমরা এক ঘন্টার বেশী পড়ে থাকিনি' দুনিয়াতেও তারা এভাবে ধোঁকা খেয়েই চলছিল। আর যারা ঈমান ও ইলমের অধিকারী ছিল তারা বলবে—'আল্লাহর কিতাবের কথা অনুযায়ী তোমরাতো

إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝

তখন রীতি-নীতির দিক থেকে তাদের মধ্যকার অপেক্ষাকৃত ভালো লোকটি বলবে—'তোমরা তো মাত্র একদিন ছাড়া অবস্থান করোনি।'

إِذْ-তখন ; يَقُولُ-বলবে ; أَمْثَلُهُمْ-(امثل+هم)-তাদের মধ্যকার অপেক্ষাকৃত ভালো লোকটি ; طَرِيقَةً-রীতি-নীতির দিক থেকে ; إِن لَّبِثْتُمْ-তোমরা অবস্থান করোনি ; إِلَّا -ছাড়া ; يَوْمًا-মাত্র একদিন।

পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই পড়েছিলে ; এবং আজ সেই পুনরুত্থান দিবস ; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।

৮২. এটা একটা প্রাসংগিক কথা শ্রোতাদের (বা পাঠকদের) সন্দেহ দূর করার জন্য বলা হয়েছে। তারা মনে করতে পারে যে, হাশরের ময়দানে দুনিয়ার সব মানুষ যেখানে সমবেত হবে, সেখানে কিছু কিছু লোকের ফিসফিস করে বলা কথা এখানে কেমন করে বলা হচ্ছে। শ্রোতাদের মনের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তারা কি বলবে তাতো আমি ভালো করেই জানি। তাদের কিছু লোকতো বলবে যে, তারা দুনিয়াতে বড় জোর দশদিন ছিল ; কিন্তু তাদের মধ্যকার তুলনামূলক বুদ্ধিমান ও ভালো লোকটিরও দুনিয়ার জীবনের অবস্থান-কাল সম্পর্কে একদিনের বেশী অনুমান হবে না।

৫ রুকূ' (৯০-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পরে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বেশী দরদী হলেন নবী-রাসূলগণ। মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষের ওপর এক অতুলনীয় দয়া করেছেন।

২. শিরক-এর মতো মহা অপরাধও আল্লাহ নবীদের সঠিক আনুগত্যের ফলে ক্ষমা করে দেন। এটা আল্লাহ তাআলার এক বড় অনুগ্রহ।

৩. হযরত হারূন আ. ছিলেন মূসা আ.-এর বড় ভাই। তিনিও নবী ছিলেন। মূসা আ. তূর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে হারূন আ.-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে যান।

৪. হযরত হারূন আ. জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বনী ইসরাঈলকে বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তারা তাঁর কথা মেনে নেয়নি। আসলে এ জাতি ছিল একটি হঠকারী জাতি।

৫. সামেরী ছিল এক প্রতারক ও ফিতনাবাজ লোক। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সে-ই বাছুর পূজার মধ্য দিয়ে মুর্তি পূজার প্রচলন করে।

৬. মূসা আ.-এর প্রশ্নের সে যে কাহিনী বলেছে তা ছিল সবই তার বানানো কাহিনী। কেননা কুরআন মাজীদে এ কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৭. সামেরী শিরক-এর প্রচলন করার কারণে যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিরক থেকে বাঁচতে হলে দীনী ইল্‌ম তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। মূলত কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা অসম্ভব।

৮. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ। ইলাহ-এর এক অর্থ আইন বা বিধান দাতা। ইলাহ তিনিই যিনি একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। সুতরাং ইবাদাত তথা দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করা যাবে এবং হুকুম তথা বিধি-বিধানও একমাত্র তাঁরই মানায়। তিনি ছাড়া অন্য কারো বিধান মানা যাবে না।

৯. আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন তা থেকে উপদেশগ্রহণের জন্য। সুতরাং কুরআনের উপদেশগ্রহণ করে আমাদের জীবনের সকল দিককে সুন্দর করতে পারি, তাহলেই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

১০. যারা কুরআনের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অর্থাৎ তা গ্রহণ করবে না, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন থাকবে এক মহা-বোঝা। আর সেই বোঝা তাকে চিরকাল বহন করতে হবে এবং তা হবে অত্যন্ত মন্দ।

১১. ইস্রাফীলের শিংগায় ফুঁকের সাথে সাথে আগের ও পরের সকল মানুষ হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। সেদিন অপরাধীদের চেহারা ও চোখ আতংকে নীলাভ ফ্যাকাশে রং ধারণ করবে।

১২. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সময় নিতান্ত নগন্য অর্থাৎ কোনো হিসাবের আওতায়ই পড়ে না। হাশরের মাঠে যখন মানুষ একত্রিত হবে তখন দুনিয়ার জীবনকে এক দিনের মতো মনে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১১

(১০৫) وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا (১০৬) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

১০৫. আর তারা[৮৩] আপনাকে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, অতএব আপনি বলে দিন—'আমার প্রতিপালক সেসব মূলসহ তুলো উড়ানোর মতোই উড়িয়ে দেবেন। ১০৬. অতপর তিনি তাকে চকচকে সমতল ময়দান করে ছাড়বেন।

(১০৭) لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا (১০৮) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ

১০৭. তুমি তাতে কোনো ভাজ দেখতে পাবে না,[৮৪] আর না কোনো উঁচু নিচু। ১০৮. সেদিন তারা সবাই আহ্বানকারীকে অনুসরণ করবে, তাতে কোনো হেরফের হবে না ;

(১০৫) وَ-আর ; يَسْـَٔلُونَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ; عَنِ-সম্পর্কে; الْجِبَالِ-(ال+جبال)-পাহাড়-পর্বত ; فَقُلْ-(ف+قل)-অতএব আপনি বলে দিন ; يَنْسِفُهَا-(ينسف+ها)-মূলসহ তুলে উড়িয়ে দেবেন ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; نَسْفًا-উড়িয়ে দেয়ার মতোই। (১০৬) فَيَذَرُهَا-(ف+يذر+ها)-অতপর তিনি তাকে করে ছাড়বেন ; قَاعًا-চকচকে ; صَفْصَفًا-সমতল ময়দান। (১০৭) لَاتَرٰى-তুমি দেখতে পাবে না ; فِيْهَا-(فى+ها)-তাতে ; عِوَجًا-কোনো ভাঁজ ; وَّ-আর ; لَآ-না ; أَمْتًا-কোনো উঁচু-নিচু। (১০৮) يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يَتَّبِعُوْنَ-তারা সবাই অনুসরণ করবে ; الدَّاعِىَ-আহ্বানকারীর ; لَاعِوَجَ-কোনো হেরফের হবে না ; لَهٗ-তাতে ;

৮৩. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর যখন সারা দুনিয়া একটি সমতল মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে, তখন পাহাড়-পর্বতগুলো কি হবে ? কারো এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে যে, তখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে মূলসহ উপড়ে নিয়ে ধূলায় পরিণত করে উড়িয়ে দেবেন। অর্থাৎ পাহাড় ও সাগর কোনোটারই অস্তিত্ব থাকবে না। সারা দুনিয়া তখন একটি সমতল ময়দানে পরিণত হবে।

৮৪. কিয়ামত-এর সময় দুনিয়ার যমীনের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে যে, 'পর্বতসমূহকে চলমান করে দেয়া হবে' 'সাগরকে ভরে দেয়া হবে।' এখানে সাগর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সুজ্জিরাত' অভিধানে এর মূল শব্দের অর্থ 'আগুন দিয়ে ভরে দেয়া' 'পানি বইয়ে দেয়', 'খালি করে ফেলা', 'ভরে দেয়া'। সবগুলো অর্থই এখানে খাটে। সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে 'সাগরকে ফাটিয়ে দেয়া হবে।' সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে 'যমীনকে বিস্তৃত করে দেয়া হবে।' কুরআন মাজীদের এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখন এক নতুন দুনিয়া তৈরি হবে।

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ

এবং দয়াময়ের সামনে সকল আওয়াজই নিরব হয়ে যাবে, অতএব হালকা পায়ের আওয়াজ[৮৫] ছাড়া কিছুই তুমি শুনতে পাবে না। ১০৯. সেদিন কোনো উপকারে আসবে না

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

কারো সুপারিশ সে ছাড়া, যাকে দয়াময় অনুমতি দেবেন এবং তার কথা তিনি পসন্দ করবেন।[৮৬] ১১০.তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

আর যা আছে তাদের পেছনে, কিন্তু তারা তাঁকে জ্ঞানের মাধ্যমে আয়ত্তে আনতে পারে না।[৮৭] ১১১.আর (সেদিন) সকল চেহারা-ই চিরস্থায়ী চিরজীবিতের সামনে নিচুমুখী থাকবে ;

وَ-এবং ; خَشَعَتِ-নীরব হয়ে যাবে ; الْأَصْوَاتُ-(ال+اصوات)-সকল আওয়াজই ; لِلرَّحْمٰنِ-(ل+ال+رحمن)-দয়াময়ের সামনে ; فَلَا تَسْمَعُ-(ف+لاتسمع)-অতএব তুমি কিছুই শুনতে পাবে না ; إِلَّا-ছাড়া ; هَمْسًا-হালকা পায়ের আওয়াজ। ﴿١٠٩﴾ يَوْمَئِذٍ-সেদিন; لَّا تَنفَعُ-কোনো উপকারে আসবে না; الشَّفَاعَةُ-কারো সুপারিশ ; إِلَّا-ছাড়া; مَنْ-যাকে; أَذِنَ-অনুমতি দেবেন ; لَهُ-সে ; الرَّحْمٰنُ-(ال+رحمن)-দয়াময় ; وَ-এবং ; رَضِيَ-তিনি পসন্দ করবেন ; لَهُ-তার ; قَوْلًا-কথা। ﴿١١٠﴾ يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা আছে ; بَيْنَ أَيْدِيهِمْ-তাদের সামনে ; وَ-আর ; مَا-যা আছে ; خَلْفَهُمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে; وَ-কিন্তু ; لَا يُحِيطُونَ-তারা আয়ত্তে আনতে পারে না ; بِهِ-তাকে ; عِلْمًا-জ্ঞানের মাধ্যমে। ﴿١١١﴾ وَ-আর (সেদিন) ; عَنَتِ-নিচুমুখী থাকবে ; الْوُجُوهُ-(ال+وجوه)-সকল চেহারা ; لِلْحَيِّ-(ل+ال+حى)-চিরজীবিতের সামনে ; الْقَيُّومِ-(ال+قيوم)-চিরস্থায়ী ;

৮৫. অর্থাৎ সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাবে না। চারিদিকে একটি ভয়াল পরিবেশ বিরাজ করবে।

৮৬. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারো জন্য নিজে উদ্যোগ হয়ে সুপারিশ করাতো দূরের কথা, কেউ টু শব্দটিও করতে পারবে না। তবে করুণাময় আল্লাহ যদি কারো জন্য সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেন এবং যতটুকু বলার অনুমতি দেন, সে-ই ততটুকু সুপারিশ করতে পারবে।

সূরা আল-বাকারার ২৫৫ আয়াতে আছে—"তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে ?"

সূরা আন-নাবা ৩৮ আয়াতে আছে—

"সেদিন রূহ তথা জিবরাঈল ও ফেরেশতারা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

আর নিসন্দেহে সে ব্যর্থ হবে, যে বইবে যুল্‌মের বোঝা। ১১২. আর যে নেক কাজ সমূহ থেকে কাজ করবে—এবং সে মুমিন হবে।

فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

তখন তার থাকবেনা কোনো ভয় যুল্‌মের, আর না কোনো ক্ষতির।[৮৮] ১১৩. আর এভাবেই আমি তাকে (কিতাবকে) নাযিল করেছি কুরআনরূপে আরবি ভাষায়[৮৯]

وَ-আর ; قَدْ خَابَ-নিসন্দেহে সে ব্যর্থ হবে ; مَنْ-যে ; حَمَلَ-বইবে ; ظُلْمًا-যুলমের বোঝা। ⑪② وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَعْمَلْ-কাজ করবে ; مِنَ الصّٰلِحٰتِ(من+ال+صلحت)-নেক কাজসমূহ থেকে ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন হবে ; فَلَا يَخٰفُ-তখন তার থাকবে না কোনো ভয় ; ظُلْمًا-কোনো যুলমের ; وَّ-আর ; لَا-না ; هَضْمًا-কোনো ক্ষতির। ⑪③ وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-আমি নাযিল করেছি তাকে (কিতাবকে) ; قُرْاٰنًا-কুরআন রূপে ; عَرَبِيًّا-আরবি ভাষায় ;

কোনো কথা বলতে পারবে না ; তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন শুধুমাত্র সে-ই বলতে পারবে এবং সে ন্যায়সংগত কথা-ই বলবে।

এছাড়া সূরা আল-আম্বিয়া ২৮ আয়াতে এবং সূরা আন-নাজমে ২৬ আয়াতে এ ধরনের কথাই উল্লিখিত হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সকল মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। কোনো মানুষ তা নবী বা অলী—যেই হোক না কেন মানুষের কাজের রেকর্ড তার কাছে নেই। ফেরেশতাদের কাছেও কোনো মানুষের সকল কিছু জানার ক্ষমতা নেই। সুতরাং যাদের কাছে কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ-কর্মের কোনো প্রতিবেদন নেই। তারা কি করে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার পেতে পারে ? আর এটা ন্যায়-ইনসাফ ও বুদ্ধি-বিবেচনার দৃষ্টিতেও সংগত হতে পারে না। এজন্যই সুপারিশ সম্পর্কে এতো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাই সুপারিশ সম্পর্কে আল্লাহ যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, তা-ই সঠিক, যুক্তিসংগত ও ন্যায়ভিত্তিক। তবে সুপারিশের দরজা একেবারে বন্ধ থাকবে না। আল্লাহর নেক বান্দাহরা যারা দুনিয়াতে মানুষের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছেন, তাদেরকে আখিরাতেও সহানুভূতির অধিকার আদায়ের সুযোগ দেয়া হবে। তবে তাঁরাও যা ইচ্ছা তা, বা যার জন্য ইচ্ছে হয় তার জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। তারাও আগেই সুপারিশ করার অনুমতি চেয়ে নেবেন এবং যার জন্য ন্যায়ভিত্তিক যতটুকু কথা বলার অনুমতি দেবেন, কেবল মাত্র ততটুকু কথা বলতে পারবে।

৮৮. অর্থাৎ আখিরাতে ফায়সালা হবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। কেউ দুনিয়াতে আল্লাহর অধিকার আদায় না করে যুলম করেছে অথবা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে যুলম

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ

এবং আমি তাতে সতর্কবাণী দিয়ে বারবার বুঝিয়েছি, যাতে তারা ভয় করে অথবা তা কুরআন পয়দা করে দেয় তাদের জন্য

ذِكْرًا ﴿١١٤﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ

উপদেশ।[৯০] ১১৪. মূলত আল্লাহ অত্যন্ত মহান একমাত্র আসল বাদশাহ।[৯১] আর আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়ো করবেন না—

وَ-এবং ; صَرَّفْنَا-বারবার বুঝিয়েছি ; فِيهِ-তাতে ; مِنَ الْوَعِيدِ-(من+ال+وعيد)-সতর্কবাণী দিয়ে ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَّقُونَ-ভয় করে ; أَوْ-অথবা ; يُحْدِثُ-তা পয়দা করে দেয় ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; ذِكْرًا-উপদেশ। ﴿١١٤﴾ فَتَعَالَى-(ف+تعالى)-মূলত অত্যন্ত মহান ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْمَلِكُ-(ال+ملك)-একমাত্র বাদশা ; الْحَقُّ-(ال+حق)-আসল; وَ-আর ; لَا تَعْجَلْ-আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না ; بِالْقُرْآنِ-(ب+ال+قران)-কুরআন পাঠে ;

করেছে অথবা নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুলম করেছে। এগুলোর বোঝা মাথায় নিয়েই কিয়ামতের দিন তাকে হাশর ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। আর এটাই হবে তার জন্য চরম ব্যর্থতা।

আর যে নির্ভেজাল ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তার প্রতি কোনো যুলম করা হবে না। তার ঈমান ও আমল নষ্ট হওয়ার বা তার অধিকার লংঘিত হওয়ার কোনো ভয়ই সেখানে থাকবে না।

৮৯. এ আয়াতের সম্পর্ক সূরার প্রথম দিকে বর্ণিত (১ থেকে ৮ আয়াত) অংশের সাথে। অর্থাৎ এটা এ রকম শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত যাতে উপদেশমালার সাথে সাথে 'ওয়ায়ীদ' তথা সতর্কবাণীও রয়েছে। শিক্ষা ও উপদেশ বলে শুধুমাত্র সূরার শুরুতে মূসা আ.-এর ঘটনার শেষে এবং এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ই বুঝানো হয়নি বরং সমগ্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত আয়াতগুলোর দিকেও ইংগীত করা হয়েছে।

৯০. অর্থাৎ তারা যেন আখিরাতের পাকড়াও সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হয়ে ভুল পথ ছেড়ে সঠিক পথে চলে এবং ভুল পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে ভয় করে। আর তাদের মধ্যে যেন কুরআনে বর্ণিত উপদেশমালার আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

৯১. এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে এবং এরপর থেকে আরেকটি বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনার সমাপ্তিতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। এর অর্থ তিনি যে, তোমাদের জন্য কুরআনকে উপদেশ, স্মরণ ও সতর্কবাণী হিসেবে

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○

আপনার প্রতি তাঁর ওহী পূর্ণ হওয়ার আগেই ; আর বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক ! বাড়িয়ে দিন আমাকে জ্ঞান।'[৯২]

(১১৫) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ○

১১৫. আর নিঃসন্দেহে আমি[৯৩] তাকিদ দিয়েছিলাম ইতিপূর্বে আদমের প্রতি,[৯৪] কিন্তু সে ভুলে গেছে এবং আমি তার সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি।[৯৫]

مِنْ قَبْلِ-আগেই ; أَنْ يُقْضَىٰ-পূর্ণ হওয়ার ; إِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার প্রতি ; وَحْيُهُ-(وحى+ه)-তাঁর ওহী ; وَ-আর ; قُلْ-বলুন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; زِدْنِي-বাড়িয়ে দিন আমাকে ; عِلْمًا-জ্ঞান। (১১৫) وَ-আর ; لَقَدْ عَهِدْنَا-নিসন্দেহে আমি তাকীদ দিয়েছিলাম ; إِلَىٰ-প্রতি ; آدَمَ-আদমের ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে; فَنَسِيَ-(ف+نسى)-কিন্তু সে ভুলে গেছে ; وَ-এবং ; لَمْ نَجِدْ-আমি পাইনি; لَهُ-তার ; عَزْمًا-সংকল্পে দৃঢ়তা।

নাযিল করেছেন, সে জন্যই এ প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ।

৯২. কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ স. ওহীর বাণীকে স্মরণ রাখার জন্য বারবার বলতে চেষ্টা করতেন। তিনি জিবরাঈল আ.-এর উচ্চারণের সাথে সাথে সেটা বলতে চেষ্টা করতেন, যাতে করে ভুলে না যান। এরকম প্রচেষ্টা রাসূলুল্লাহ স. কয়েকবার চালিয়েছেন। সূরা কিয়ামাহর ১৬ আয়াত থেকে ১৯ আয়াতেও তাঁর এরকম প্রচেষ্টার ওপর সংশোধনী আনা হয়েছে। সেখানেও বলা হয়েছে—

"আপনি এটাকে (ওহীকে) দ্রুত আয়ত্ব করার জন্য আপনার জিহ্বাকে বারবার নাড়াচাড়া করবেন না। এটাকে (আপনার মনে) জমিয়ে দেয়া এবং আপনাকে পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। অতপর তা (আপনাকে) বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।"

সূরা আল-আ'লা'র ৬ আয়াতেও বলা হয়েছে—"অবশ্যই আমি আপনাকে (এ কুরআন) পড়িয়ে দেবো, অতএব আপনি তা ভুলে যাবেন না।"

রাসূলুল্লাহ স.-এর এরূপ অবস্থা যেহেতু ওহী নাযিলের প্রথম দিকে হয়েছিল, এতে করে বুঝা যায় যে, সূরা ত্ব-হা'র এ অংশও প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। সূরার এ অংশে এ উপদেশও সে সঙ্গে দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাড়াহুড়ো না করে বরং এ দোয়া করুন যে, "হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।"

৯৩. এখান থেকে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে উপরের আলোচনা মিল থাকায় এটাকেও এ সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ উভয় আলোচনায় যেসব বিষয়ের মিল পাওয়া যায় তাহলো—

(১) কুরআন মাজীদকে 'যিকর' বলা হয়েছে এর অর্থ স্মরণ, শিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি। এখানে কুরআন ভুলে যাওয়ার কথা বলে বুঝাতে চেয়েছে যে, মানব জাতিকে সৃষ্টির শুরুতে যে শিক্ষা বা উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তা-ই মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, না হয় মানুষ তা ভুলে যায়। আল্লাহ তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য দুনিয়াতে বারবার কিতাব পাঠিয়েছেন। কুরআনের আগেও অনেক কিতাব এসেছে, কুরআন হলো সর্বশেষ স্মারক।

২. মানুষের ভুলে যাওয়ার কারণ হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা। সৃষ্টির প্রথম থেকেই শয়তানের একাজ অব্যাহত আছে, তাই মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

(৩) আল্লাহর পাঠানো এ কিতাবের সাথে মানুষ যেমন আচরণ করবে, মানুষের ভাগ্যও সেরূপ হবে। তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এর ওপরই নির্ভরশীল। সৃষ্টির শুরুতেও এটা বলে দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর দেয়া এ 'যিকর' অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে দুর্ভাগ্য থেকে নিরাপদ থাকবে, না হয় উভয় স্থানেই বিপদে পড়বে।

(৪) মানুষ ভুল করে, সংকল্পে দৃঢ় থাকতে পারে না। মনে দুর্বলতা দেখা দেয়—এসব কারণে মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে যায়; কিন্তু এসব সম্পর্কে তার মনে অনুভূতিও আসে না তেমন নয় ; আর যখন-ই তার মনে ভুল বা সংকল্প তথা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার ব্যাপারে অনুভূতি জেগে উঠে, তখন-ই তার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে শুধরে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আবার মানুষ সীমালংঘন করে, বিদ্রোহ করে এবং বুঝে শুনে আল্লাহর বিপরীতে শয়তানের পায়রবী করে। এমতাবস্থায় সে ক্ষমা পেতে পারে না। ফিরআউন, নমরূদ এবং এ সূরায় উল্লিখিত সামেরী, আর বর্তমান কালেও এরূপ চরিত্রের যেসব লোকের দেখা মিলে তাদের সকলের পরিণতি একই হবে।

৯৪. দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম আ.-এর ঘটনা কুরআন মাজীদে বারবার এসেছে। তবে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে, ততটুকুই আলোচিত হয়েছে। এসব জায়গায় বর্ণিত অংশগুলো পাঠ করে নিলে পুরো ঘটনা ও তার মর্ম বুঝা সহজ হবে। সে জন্য নিচে উল্লিখিত অংশগুলো টীকাসহ পাঠ করে নেয়া উচিত ঃ

১. সূরা বাকারা ৩১ আয়াত ৩৯ পর্যন্ত
২. ,, আরাফ ১১ আয়াত ২৫ পর্যন্ত
৩. ,, আরাফ ১৭২ আয়াত ১৭৩ পর্যন্ত
৪. ,, হিজর ২৮ আয়াত ৪৪ পর্যন্ত
৫. ,, বনী ইসরাঈল ৬১ আয়াত ৬৫ পর্যন্ত
৬. ,, কাহাফ ১৫০ আয়াত
৬. ,, ত্বা-হা ১১৬ আয়াত ১২৩ পর্যন্ত

৯৫. "তিনি [আদম আ.] ভুলে গেছেন, আমি তাঁর সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি।" অর্থাৎ তিনি যা করেছেন তা বিদ্রোহ ছিল না, বরং ভুল করে ফেলেছেন। আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়েই তিনি শয়তানের উস্কানীতে পা দিয়েছেন। আল্লাহর আদেশ পালনে যতটুকু দৃঢ়তা তাঁর অন্তরে থাকা প্রয়োজন ছিল, তা তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়নি।

৬ রুকূ' (১০৫-১১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামতের সময় পাহাড় পর্বতগুলো নিজ অবস্থান থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।

২. দুনিয়ার যমীন উঁচু নিচু সব সমান হয়ে চকচকে মসৃণ সমতল কোনো প্রকার নি ভাঁজ ভূমিতে পরিণত হবে। এটাই হাশরের ময়দানে পরিণত হবে।

৩. ইসরাফীলের শিংগার আওয়াজ শোনামাত্রই সকল মানুষ নিজ নিজ নিদ্রাস্থান থেকে উঠে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কেউ-ই হাশরের ময়দানে হাজির না হয়ে পালিয়ে থাকতে পারবে না।

৪. হাশরের ময়দানে দয়াময় আল্লাহর সামনে কেউ কোনো প্রকার শব্দ করতে পারবে না। গুণগুণ বা ফিসফাস করেও কোনো কথা বলা যাবে না। অন্য কোনো প্রাণীর আওয়াজ বা ডাকও সেখানে শোনা যাবে না। কেবলমাত্র মানুষের চলাচলের কারণে তাদের পায়ের খসখসে আওয়াজই শোনা যাবে।

৫. কেউ কোনো লোকের জন্য আল্লাহর দরবারে কোনো প্রকার সুপারিশ করতে পারবে না। তবে দয়াময় যার কথা শুনতে পসন্দ করবেন তাকে সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেবেন এবং তাকে যা বলার অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র ততটুকু সে বলতে পারবে।

৬. মানুষ অন্য মানুষের ভেতর-বাইর, পূর্ণ অতীত ও পূর্ণ বর্তমান সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল নয়। আর ভবিষ্যত সম্পর্কে তার জানার কোনো উপায়ই নেই। তাই মানুষ মানুষের প্রতি কোনো সুবিচার করতে পারে না। অতএব সে কারো জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করারও কোনো অধিকার পেতে পারে না।

৭. মানুষের ভেতর বাইর ; অতীত-বর্তমান ভবিষ্যত ; সামনে পেছনে এমনকি মনের গভীর কোণে লুক্কাইত ইচ্ছা সম্পর্কে খবর রাখেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তিনিই একমাত্র সুবিচার করতে পারেন।

৮. হাশরের ময়দানে সকল মানুষের চেহারা সর্ব শক্তিমান আল্লাহর সামনে নতমুখী হয়ে থাকবে। কেউ মুখ তুলে মহান আল্লাহর দিকে তাকাতে পারবে না।

৯. যারা দুনিয়াতে নিজের ওপর যুলম করেছে—তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে, মানুষের অধিকার হরণ করেছে। এসব কাজই তাদের বিরুদ্ধে গেছে; প্রকারন্তরে সকল অপরাধ তাদের নিজের ওপর যুলমে পরিণত হয়েছে। হাশরের দিন তারা এ যুলমের মহাভার বোঝা বহন করে বেড়াবে। এসব লোক অবশ্য-অবশ্যই ব্যর্থ হবে। এ ব্যর্থতা চরম ব্যর্থতা। কামিয়াব হওয়ার আর কোনো সুযোগ কোনোদিন তারা পাবে না।

১০. যারা খালেস তথা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবে—দুনিয়াতে তারা যতোই দুর্বল, নিঃস্ব বা মাযলূম অবস্থায় জীবন-যাপন করুক না কেন ; সেখানে

তারা হবে সফল। তাদের ওপর যুলমের বা তাদের কোনো ক্ষতিতো হবে না ; এমনকি তাদের ওপর যুলম বা ক্ষতির কোনো আশংকাও থাকবে না।

১১. আখিরাতের সেই চরম ব্যর্থতা থেকে রেহাই পেতে হলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং তাঁর বাহক ও শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর আনীত দীনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

১২. আল কুরআন-এর হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হবে। এর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৩. কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। যাতে আল্লাহর নবী কুরআনের বিধি-বিধান, সতর্কবাণী ও সুসংবাদ এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো মানুষকে যথাযথ বুঝিয়ে দিতে পারেন, যেহেতু নবীর মাতৃভাষা আরবী সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর যে কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করা হলো কেন ? কারণ আরবী ভাষায় নাযিল না হলে অন্য যে কোনো ভাষায়তো নাযিল করতে হতো ; তখনও এ প্রশ্ন উঠতো।

১৪. আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও মহানত্বের ব্যাপারে কোনো সীমা পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তিনি কাউকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ না তাদের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক করেন।

১৫. যারা নবী রাসূলের শিক্ষা ও স্মরণকে মেনে চলে, তারা উভয় জাহানে শান্তিতে থাকবে আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের জন্য উভয় জাহানে ধ্বংস ও বরবাদী রয়েছে।

১৬. মানুষ ভুল করবে, কিন্তু যখনই ভুলের অনুভূতি তার মধ্যে জাগবে, তখনই নিজেকে সুধরে নেবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেবেন ; যেমন প্রথম মানব আমাদের আদি পিতা ক্ষমা পেয়েছিলেন।

১৭. আল্লাহর নাফরমানী, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তা থেকে ফিরে না আসা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১৩

(১১৬) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ○

১১৬. আর, (স্মরণ করুন) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম—তোমরা সিজদা করো আদমকে, তখন সবাই সিজদা করলো 'ইবলীস ছাড়া ; সে অস্বীকার করলো।

(১১৭) فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ

১১৭. অতপর আমি বললাম[৯৬]—হে আদম ! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন[৯৭] সুতরাং সে যেন কখনো তোমাদের দু'জনকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে না পারে[৯৮]

(১১৬) وَ-আর ; اِذْ-যখন ; قُلْنَا-আমি বললাম ; لِلْمَلٰئِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; اسْجُدُوْا-তোমরা সিজদা করো ; لِاٰدَمَ-আদমকে ; فَسَجَدُوْٓا-(ف+سجدوا)-তখন সবাই সিজদা করলো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اِبْلِيْسَ-ইবলীস ; اَبٰى-সে অস্বীকার করলো। (১১৭) فَقُلْنَا-(ف+قلنا)-অতপর আমি বললাম ; يٰاٰدَمُ-(يا+ادم)-হে আদম ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এ ; عَدُوٌّ-দুশমন ; لَكَ-তোমার ; وَ-ও ; لِزَوْجِكَ-(ل+زوج+ك)-তোমার স্ত্রীর ; فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا-(ف+لا يخرجن+كما)-সুতরাং সে যেন তোমাদের দু'জনকে কখনো বের করে দিতে না পারে ; مِنَ-থেকে ; الْجَنَّةِ-জান্নাত ;

৯৬. কুরআন মাজীদের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে একটি বিশেষ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে সেই গাছের ফল খেয়েছিলেন। অতপর তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী 'হাওয়া' আ.-কে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে তা আরও আগের ঘটনা। আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদমকে সিজদা করার জন্য; কিন্তু ইবলীস ছাড়া ফেরেশতারা সবাই তাঁকে সিজদা করেছে। আর তখনই আল্লাহ আদম আ.-কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এ ইবলীস তোমাদের চিরশত্রু। সে যেন তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে সে ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো ; কিন্তু আদম আ. আল্লাহর এ সতর্কবাণী ভুলে গিয়ে ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে এবং জান্নাত ত্যাগ করে তাঁকে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে। এখানে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৭. অর্থাৎ ইবলীস যে প্রকাশ্য শত্রু তাতো প্রথমেই প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং সে প্রকাশ্যভাবেই আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চেয়ে নিয়েছে, যাতে সে আদমের সন্তানদের ওপর তার শত্রুতা উদ্ধার করতে পারে। সূরা আল-আ'রাফ-এর ১২ আয়াত ও

فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا

তাহলে কষ্টে পড়বে। ১১৮. নিশ্চয়ই (এখানে) তোমার জন্য (এমন অবস্থা) রয়েছে যে, এখানে তুমি ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং উলঙ্গও থাকবে না। ১১৯. আর অবশ্যই এখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না,

وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ

আর না তুমি কষ্ট পাবে রোদের তাপে।[99] ১২০. অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল,[100] সে বললো—হে আদম ! আমি কি তোমাকে খোঁজ দেবো

فَتَشْقٰى-(ف+تشقى)-তাহলে কষ্টে পড়বে। ﴿١١٨﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; لَكَ-তোমার জন্য রয়েছে ; اَلَّا تَجُوْعَ-(ان+لاتجوع)-যে, তুমি ক্ষুধার্ত থাকবে না ; فِيْهَا-এখানে ; وَ-এবং ; لَاتَعْرٰى-তুমি উলঙ্গও থাকবে না। ﴿١١٩﴾ وَ-আর ; اَنَّكَ-অবশ্যই তুমি ; لَاتَظْمَؤُا-পিপাসার্তও হবে না ; فِيْهَا-এখানে ; وَ-আর ; لَاتَضْحٰى-না তুমি রোদের তাপে কষ্ট পাবে। ﴿١٢٠﴾ فَوَسْوَسَ-(ف+وسوس)-অতপর কুমন্ত্রণা দিল ; اِلَيْهِ-তাকে ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطان)-শয়তান ; قَالَ-সে বললো ; يٰاٰدَمُ-(يا+ادم)-হে আদম ; هَلْ-কি ; اَدُلُّكَ-(ادل+ك)-আমি তোমাকে খোঁজ দেবো ;

সূরা সা'দ-এর ৭৬ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইবলীস অহংকার করে বলেছে—"আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো, আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" সুতরাং তার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। আমি তাকে সিজদা করতে পারি না। সূরা বনী ইসরাঈলের ৬১ ও ৬২ আয়াতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবলীস যে প্রকাশ্য দুশমন, তা গোপন ছিল না। তারপরও আদম আ. ভুল করেছেন, আর সন্তান-সন্ততিরাও ভুল করে ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে।

৯৮. অর্থাৎ তোমরা যদি ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করো, তাহলে তোমরা আর জান্নাতে থাকতে পারবে না। তোমাদেরকে জান্নাতে যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে তা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।

৯৯. অর্থাৎ তোমরা যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করো তাহলে জান্নাতের অনেক নিয়ামতের মধ্যে মৌলিক ৪টি নিয়ামত—খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এগুলোও পূরণের জন্যও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখানেতো সবই ভোগ করছো বিনা শ্রমে। শয়তান যদি তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিতে পারে তাহলে উল্লিখিত ৪টি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তোমাদের সময় ও শক্তির এক বিরাট অংশ ব্যয় করতে হবে। তখন আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য কোনো অবকাশ পাবে না।

১০০. এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান প্রথমে আদম আ.-কে-ই প্ররোচিত করেছে। সুতরাং হযরত হাওয়া আ.-কে প্রথমে প্ররোচিত করেছে বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়।

عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا

চিরস্থায়ীত্বের গাছ সম্পর্কে ? এবং এমন রাজ্যের যা (কখনো) বিনাশ হবে না।[১০১] ১২১. অতপর তারা উভয়ে তা (গাছ) থেকে খেলো। তখনি প্রকাশিত হয়ে গেলো তাদের সামনে

سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؗ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ

তাদের লজ্জাস্থান এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে ঢাকতে লাগলো তাদের নিজেদেরকে ;[১০২] আর আদম নিজ প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলো

فَغَوٰى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا

ফলে সে পথ হারিয়ে ফেললো।[১০৩] ১২২. এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বাছাই করলেন[১০৪] ও তাঁর তাওবা কবুল করলেন এবং (তাঁকে) সৎপথ দেখালেন।[১০৫] ১২৩. তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে এখান থেকে এক সাথে নেমে যাও

عَلٰى-সম্পর্কে ; شَجَرَةِ-গাছ ; الْخُلْدِ-(ال+خلد)-চিরস্থায়ীত্বের ; وَ-এবং ; مُلْكٍ-এমন রাজ্যের ; لَّا يَبْلٰى-যা বিনাস হবে না। (১২১) فَاَكَلَا-(ف+اكلا)-অতপর তারা উভয়ে খেলো ; مِنْهَا-(من+ها)-তা (গাছ) থেকে ; فَبَدَتْ-(ف+بدت)-তখন-ই প্রকাশিত হয়ে গেলো ; لَهُمَا-তাদের সামনে ; سَوْاٰتُهُمَا-(سوات+هما)-তাদের লজ্জাস্থান ; وَ-এবং ; طَفِقَا يَخْصِفٰنِ-(طفقا+يخصفان)-তারা ঢাকতে লাগলো; عَلَيْهِمَا-নিজেদেরকে; مِنْ-দিয়ে ; وَّرَقِ-পাতা ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; وَ-আর ; عَصٰۤى-অবাধ্যতা করলো ; اٰدَمُ-আদম ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; فَغَوٰى-(ف+غوى)-ফলে সে পথ হারিয়ে ফেললো। (১২২) ثُمَّ-এরপর ; اجْتَبٰهُ-(اجتبى+ه)-তাঁকে বাছাই করলেন ; رَبُّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালক ; فَتَابَ-(ف+تاب)-ও তাওবা কবুল করলেন ; عَلَيْهِ-তাঁর; وَ-এবং ; هَدٰى-(তাঁকে) সৎ পথ দেখালেন। (১২৩) قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; اهْبِطَا-তোমরা উভয়ে নেমে যাও ; مِنْهَا-(من+ها)-এখান থেকে; جَمِيْعًا-এক সাথে ;

১০১. শয়তান যে আদম আ.-কে প্ররোচিত করেছে সে সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ২০ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—"সে (শয়তান) বললো—তোমাদেরকে যে, তোমাদের প্রতিপালক এ গাছটি থেকে নিষেধ করেছেন, তা শুধুমাত্র এ জন্যে যে, তোমরা দু'জনে ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরজীবি হয়ে যাও।"

১০২. আদম আ. আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সামান্যতম ভুলের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাকড়াও করেছেন। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার সাথে সাথেই তাদের পোশাক কেড়ে নেয়া হয়েছে। জান্নাতে খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান—এ চারটি মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমেই পোশাক

কেড়ে নেয়া হয়েছে। খাদ্য-পানীয়তো ক্ষুধা-পিপাসা লাগলেই প্রয়োজন হবে—এ দু'টো পরের ব্যাপার। তারপর তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো।

১০৩. 'আসা' (عصى) শব্দের অভিধানিক অর্থ 'সে আদেশ পালনে টাল-বাহানা করেছে'; 'সে নাফরমানী করেছে'; 'সে কথা মানলোনা'; 'সে আনুগত্য করলো না'।

আর 'গাওয়া' (غوى) শব্দের অর্থ—'সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে'; 'রাস্তা থেকে সরে গেছে'—(কামুস)। 'সে মূর্খ হয়ে গেছে'—(রাগিব)। 'সে ব্যর্থ হয়ে গেছে'—(তাজ, লিসান, রাগিব)।

আদম আ.-এর মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যে যে মানবিক দুর্বলতা প্রকাশের সূচনা হয়েছিল তার ধরন কি ছিল সে সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। আদম আ.-এর সামনে সবকিছু স্পষ্ট ছিল—তিনি আল্লাহকে নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা-ও তাঁর সামনে ছিল ; তাঁর প্রতি শয়তানের হিংসা ও শত্রুতা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দান করার সাথে সাথেই এটা বলে দিয়েছিলেন যে, 'এ (শয়তান) তোমার শত্রু', আর শয়তানও তাঁর সামনেই দাবি করে বলেছিল—'আমি তাকে গুমরাহী করে দেবো, তার শিকড় উৎপাটন করে ফেলবো'। আল্লাহ তাআলা এটাও বলে দিয়েছিলেন যে, এ শয়তান তোমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

এতো সব কিছুর পরও শয়তান যখন তাঁর সামনে স্নেহশীল-উপদেশদাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে চিরন্তন জীবন ও চিরস্থায়ী রাজ্যের স্বপ্ন তাঁর সামনে তুলে ধরলো তখন তিনি এক দুর্বল মানসিক অবস্থায় মনের দৃঢ়তা থেকে পা ফসকে পড়ে গেলেন ; কিন্তু তিনি আল্লাহর ওপর থেকে এক চুলও পেছনে হঠলেন না। তিনি প্রথম মানুষ। তাঁর ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে ভুলের প্রকাশ ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে সেই ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্তও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে মানুষের কর্তব্য হলো ভুলের অনুভূতি আসার সাথে সাথে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং নিজের ভুলের জন্য অনুশোচিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন, যেমন ক্ষমা করে দিয়েছেন আদম আ.-কে।

১০৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে ভুলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেননি, তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মধ্যে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে নাফরমানী করার মানসিকতা ছিল না, ছিল না অহংকার ও বিদ্রোহের মনোভাব। শয়তান আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিল অহংকার ও বিদ্রোহের মানসিকতায়, তাই তার সাথে আল্লাহ যে আচরণ করেছেন, আদম আ.-এর সাথে সেরূপ আচরণ করেননি। কেননা আদম আ. ভুলের অনুভূতি আসার সাথে সাথেই বলে উঠেছিলেন—"হে আমার প্রতিপালক! আমরা নিজেদের ওপর যুলম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।"–আ'রাফ ২৩ আয়াত

১০৫. অর্থাৎ তাঁকে ক্ষমা করার সাথে সাথে ভবিষ্যত জীবনে চলার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ

তোমরা একে অপরের দুশমন ; অতপর আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে যে হিদায়াত পৌঁছে, তখন যে মেনে চলবে

هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ

আমার হিদায়াত, সে পথ হারাবে না এবং কষ্টও পাবে না। ১২৪. আর যে আমার যিক্‌র বা স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে অবশ্যই তার

مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي

জীবন-যাপন হবে কষ্টকর[১০৬] এবং কিয়ামতের দিন তাকে হাশরে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।[১০৭] ১২৫. সে বলবে হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনি উঠালেন কেন

بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমরা একে ; لِبَعْضٍ-(ل+بعض)-অপরের ; عَدُوٌّ-দুশমন ; فَاِمَّا-(ف+اما)-অতপর যে ; يَاْتِيَنَّكُمْ-(ياتين+كم)-তোমাদের কাছে পৌঁছে ; مِنِّىْ-(من+نى)-আমার তরফ থেকে ; هُدًى-যে হিদায়াত ; فَمَنْ-(ف+من)-তখন যে ; تَبِعَ-মেনে চলবে ; هُدَاىَ-আমার হিদায়াত ; فَلَا يَضِلُّ-(ف+لايضل)-সে পথ হারাবে না ; وَ-এবং ; لَايَشْقٰى-কষ্টও করবে না। ﴿١٢٤﴾ وَ-আর ; مَنْ-যে ; اَعْرَضَ-মুখ ফিরিয়ে নেবে ; عَنْ-থেকে ; ذِكْرِىْ-(ذكر+ى)-আমার যিকর বা স্মরণ ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; لَهٗ-তার ; مَعِيْشَةً-জীবন-যাপন হবে ; ضَنْكًا-কষ্টকর ; وَّ-এবং ; نَحْشُرُهٗ-(نحشر+ه)-তাকে হাশরে উঠাবো ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيامة)-কিয়ামতের ; اَعْمٰى-অন্ধ করে। ﴿١٢٥﴾ قَالَ-সে বলবে ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; لِمَ-কেন ; حَشَرْتَنِىْ-(حشرت+نى)-আপনি উঠালেন কেন ?

"আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত আসবে। তখন যারা আমার হেদায়াত অনুসারে চলবে, তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।"

১০৬. এখানে 'যিকর' দ্বারা কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ স.-এর মুবারক সত্তাও হতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'কুরআন' অথবা 'রাসূল' স.-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।

জীবিকা সংকীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। দুনিয়ায় সৎকর্মপরায়ণ লোকদের জীবনও সংকীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন দেখা যায় নবী-রাসূলদের জীবনও অনেক কষ্টকর জীবন হিসেবে কেটেছে। আবার কাফির ও পাপাচারী লোকদের

أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ

অন্ধ অবস্থায়, অথচ আমি তো (দুনিয়াতে) চোখওয়ালা ছিলাম। ১২৬. তিনি (আল্লাহ) বলবেন। আমার আয়াতসমূহ এরকম তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে

وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾ وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ

আর আজ একই ভাবে তোমাদেরও ভুলে যাওয়া হবে।[১০৮] ১২৭. আর এমনিভাবেই আমি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি,[১০৯] যে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং ঈমান আনে না।

أَعْمٰى-অন্ধ করে ; وَ-অথচ ; قَدْ كُنْتُ-আমি তো ছিলাম (দুনিয়াতে) ; بَصِيْرًا-চোখওয়ালা। ﴿١٢٦﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; كَذٰلِكَ-এ রকম ; أَتَتْكَ-(اتت+ك)-তোমার কাছে এসেছিল ; اٰيٰتُنَا-আমার আয়াতসমূহ ; فَنَسِيْتَهَا-(ف+نسيت+ها)-কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-একইভাবে ; الْيَوْمَ-(ال+يوم)-আজ ; تُنْسٰى-তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে। ﴿١٢٧﴾ وَ-আর كَذٰلِكَ-এমনিভাবেই ; نَجْزِيْ-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; مَنْ-তাকে যে ; أَسْرَفَ-সীমা ছাড়িয়ে যায় ; وَ-এবং ; لَمْ يُؤْمِنْ-ঈমান আনে না ;

জীবনকে খুবই স্বাচ্ছন্দময় হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—পয়গাম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালা-মসিবত সবচেয়ে কঠিন হয়ে থাকে। তাদের পরে যে যত বেশী সৎকর্মশীল তার উপর সে অনুযায়ী বালা-মসিবত আসতে দেখা যায়। তাহলে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার এ ব্যাপারটাকে পরকালীন জীবনের জন্যে হতে পারে। কারণ দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত হতে দেখা যায়। এর সমাধান 'জীবন সংকীর্ণ' হওয়ার অর্থ কবরের জীবন সংকীর্ণ হওয়া বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. مَعِيْشَةً ضَنْكًا-এর তাফসীর এরূপ করেছেন।—(মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ করেছেন যে, তাদের নিকট থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে, (মাযাহারী)। যার ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদ-ই থাকুক না কেন, মনের শান্তি তাদের জুটবে না। সবসময় ধন-সম্পদ বাড়ানোর ফিকিরে সে থাকবে এবং ক্ষতি বা লোকসানের ভয়ে সে অস্থির থাকবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যেও এ অবস্থা দেখা যায়। আর বড় বড় ধনীদের অবস্থা আরও করুণ। এর ফলে তাদের নিকট প্রচুর সুখের উপকরণ থাকলেও সুখ কাকে বলে তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। এটা মনের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ছাড়া লাভ হয় না।

১০৭. জীবিকার সংকীর্ণতা আল্লাহর কুরআনের প্রতি বিমুখ ও অবজ্ঞা-অবহেলা দেখানোর প্রথম শাস্তি। এটা দুনিয়াতে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় শাস্তি তাকে দেয়া হবে আখিরাতে। আর তাহলো হাশরের দিন তাকে অন্ধ করে উঠানো হবে। সে তখন বলবে যে, হে আল্লাহ! আমিতো চোখওয়ালা ছিলাম অর্থাৎ দৃষ্টি-শক্তি ছিল, আমাকে অন্ধ করে উঠানো হয়েছে কেন? আল্লাহ বলবেন—'হাঁ এভাবে তুমিও আমার আয়াত তথা কিতাবকে

بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

তার প্রতিপালকের আয়াতের প্রতি ; আর আখিরাতের আযাবতো অত্যন্ত কঠিন ও অধিক স্থায়ী। ১২৮. এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না[১১০]—

بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াতের প্রতি ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; لَعَذَابُ-(ل+عذاب)-আযাব তো ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের ; اَشَدُّ-অত্যন্ত কঠিন ; وَ-ও ; اَبْقٰى-অধিক স্থায়ী। ﴿١٢٨﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ-(ا+ف+لم يهد)-এটাও কি সৎপথ দেখালো না ; لَهُمْ-তাদেরকে ;

ভুলে গিয়েছিলে। আমার কিতাবের দাওয়াত নিয়ে যারা এসেছিল, সেই দাওয়াত তুমি গ্রহণ করোনি, দেখেও না দেখার ভান করেছো, শুনেও না শোনার ভান করেছো। তুমি যেভাবে আমার কিতাবকে, আমার রাসূলকে এবং আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াত নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিল তাদেরকে উপেক্ষা করেছো, আজ একইভাবে তোমাকেও উপেক্ষা করা হবে, তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে।

১০৮. কিয়ামত সংঘটিত হবার পর থেকে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপরাধী যেসব অবস্থার মুখোমুখী হবে, তন্মধ্যে একটি অবস্থা এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'যেভাবে আমার আয়াতগুলোকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে, আজ তেমনি তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।'

সূরা 'কাফ'-এর ২২ আয়াতে বলা হয়েছে, "তুমিতো এ জিনিস (আখিরাত) সম্পর্কে গাফলতের মধ্যে ডুবেছিলে, আজ আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর" অর্থাৎ তুমি আখিরাতকে অবিশ্বাস করতে ; কিন্তু আজ তুমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছো।

সূরা ইবরাহীমের ৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহতো (তাদের শাস্তিকে) এমন একদিনের জন্য পিছিয়ে দিচ্ছেন, যেদিন চোখগুলো বড় বড় করে তাকিয়ে থাকবে, তারা মাথা নিচু করে চোখ উপরে তুলে ছুটতেই থাকবে। তাদের চোখের পলক পড়বে না এবং তারা দিশেহারা ও অস্থির থাকবে।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ ও ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি একটি লিখিত দলীল বের করবো, যাকে সে খোলা অবস্থায় পাবে। (তাকে বলা হবে) পড়ো তুমি নিজের আমলনামা, আজ তুমি নিজেই তোমার নিজের হিসেবের জন্য যথেষ্ট।"

১০৯. এখানে প্রতিদান দেয়ার দ্বারা যারা আল্লাহর প্রেরিত কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে দুনিয়াতে তাদের যে 'তৃপ্তিহীন জীবন' যাপন করানো হবে, সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

১১০. এখানে 'তাদেরকে সৎপথ দেখালোনা' বলে মক্কাবাসীদের কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা আদ জাতি, সামূদ জাতি এবং কাওমে লূত-এর ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্য দিয়েই যাতায়াত করে।

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের আগে কত জনগোষ্ঠিকে, তারা যাতায়াত করে ওদের বাসস্থানসমূহের মধ্য দিয়ে ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

لَآيَٰتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۝

বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন।[১১১]

كَمْ-কত ; أَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; مِنَ الْقُرُونِ-জনগোষ্ঠীকে ; يَمْشُونَ-তারা যাতায়াত করে ; فِي مَسْكَنِهِمْ-(في+مساكن+هم)-ওদের বাসস্থানসমূহের মধ্য দিয়ে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَٰتٍ-(ل+ايت)-নিদর্শন ; لِأُولِي النُّهَىٰ-(ل+اولي+ال+نهى)-বিবেকবানদের জন্য।

১১১. অর্থাৎ বিবেকবান লোকেরা ইতিহাস থেকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখে এ থেকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

৭ রুকূ' (১১৬-১২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এখানে আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রতি আদমকে সিজদা করার আদেশ দান করেন।

২. 'ইবলীস' আদম আ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে স্বীকার করতে চাইলো না, তাই সে অহংকার বশত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো।

৩. আদম আ.-কে সৃষ্টি এবং তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইবলীস মানুষের সাথে শত্রুতা শুরু করলো। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে শত্রুতা শুরু করলো, সে জন্য তাকে 'আদুওম মুবীন' অর্থাৎ 'প্রকাশ্য শত্রু' মনে করতে হবে।

৪. এ শত্রু থেকে বাঁচার জন্য সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ নিজেই তা শিখিয়ে দিয়েছেন—'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম' অর্থাৎ "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

৫. আল্লাহ তাআলাও ইবলীস তথা শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে আদম আ.-কে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে—'এই শয়তান তোমাদের দু'জনের শত্রু ; সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। তোমরা সতর্ক থেকো।'

৬. শয়তান থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হলে সদা সচেতন থাকতে হবে। তার থেকে বাঁচার বড় অস্ত্র হচ্ছে দীনী জ্ঞান। এজন্য দীনী জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে সাহায্যও চাইতে হবে।

৭. আদম আ.-এর জন্য জান্নাত ছিল খিলাফতের আসল স্থান। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর মধ্যে যে দুর্বলতা পাওয়া গেলো, তা দূর করার জন্য তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। এ পরীক্ষার সময়সীমা কিয়ামত পর্যন্ত।

৮. কিয়ামত পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যারা যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত কিতাব ও নবী-রাসূলদের দিক-নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে নিজেদেরকে আসল খিলাফতের যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে পারবে তাদেরকে জান্নাতে আসল খিলাফতের দায়িত্ব দান করা হবে। তাই প্রত্যেক মানুষের আসল খিলাফতের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করে নিতে হবে।

৯. আল্লাহর খলিফা আদম আ.-এর সকল প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ-ই পূরণ করেছেন। তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁকে কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন পড়েনি। যাতে করে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর সেখানে তাঁর সেবক ছিল ফেরেশতাগণ।

১০. প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর নিকট থেকে জান্নাতের পোশাক খুলে নেয়া হলো। অতপর তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দুনিয়াতে পাঠানো হলো, দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে মূল খিলাফতের যোগ্য করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য। সুতরাং তাঁর সন্তানদের জন্য একই দায়িত্ব নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

১১. আদম আ. যেমন ভুল করেছেন এবং ভুলের অনুভূতি আসার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে নিজের ভুলের জন্য অনুশোচিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমাদেরও ভুল হবে ; কিন্তু সে ভুলের জন্য অনুভূতি আসার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

১২. আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তেমনি আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেবেন যদি আমরা সেভাবে ক্ষমা চাইতে পারি।

১৩. আদম ও হাওয়া আ.-কে যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই একই দিক নির্দেশনা দিয়ে দুনিয়াতে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা যদি সেসব নির্দেশনা পালন করে আখিরাতে নিজেদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির করতে পারি, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।

১৪. আমরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দিক-নির্দেশনা তথা আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন' থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখি তাহলে দুনিয়াতে আমাদের জীবন হবে কষ্টকর। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আমাদের মন থাকবে অতৃপ্ত। মানসিক প্রশান্তি আমাদের থাকবে না। অতএব আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমেই আমাদেরকে শান্তি লাভ করতে হবে।

১৫. আল কুরআনকে উপেক্ষা-অবমাননার দ্বিতীয় শাস্তি হবে আখিরাতে। আর তাহলো, হাশরে অন্ধ করে উঠানো হবে। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবকে বুঝে-শুনে সে অনুসারে জীবন গড়তে হবে। তাহলেই আখিরাতে অন্ধ হয়ে উঠার শাস্তি থেকে রেহাই পাবো।

১৬. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং সেসব জাতির ধ্বংসাবশেষ থেকে আমাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৭

(১২৯) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১২৯. আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি কথা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় আগেই ঠিক হয়ে না থাকতো। তাহলে অবধারিত হয়ে যেতো (তাদের শাস্তি)।

(১৩০) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

১৩০. সুতরাং ওরা যা বলে, তার ওপর আপনি সবর করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন—সূর্য উদয়ের আগে

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

এবং তা ডোবার আগে ; আর রাতের কিছু অংশেও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তভাগেও[১১২] যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।[১১৩]

(১২৯) وَ-আর ; لَوْلَا-যদি না ; كَلِمَةٌ-একটি কথা ; سَبَقَتْ-আগেই ঠিক হয়ে থাকতো ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَكَانَ لِزَامًا-(ل+كان لزاما)-তাহলে অবধারিত হয়ে যেতো ; وَ-এবং ; أَجَلٌ-সময় ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট। (১৩০) فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-সুতরাং আপনি সবর করুন ; عَلَىٰ-ওপর ; مَا-যা ; يَقُولُونَ-ওরা বলে ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-আপনি পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন ; بِحَمْدِ-(ب+حمد)-প্রশংসাসহ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; قَبْلَ-আগে ; طُلُوعِ-উদয়ের ; الشَّمْسِ-(ال+شمس)-সূর্য ; وَ-এবং ; قَبْلَ-আগে ; غُرُوبِهَا-(غروب+ها)-তা ডোবার ; وَ-আর ; مِنْ آنَائِ-(من+انائ)-কিছু অংশে ; اللَّيْلِ-(ال+ليل)-রাতের ; فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন ; وَ-এবং ; أَطْرَافَ-প্রান্তভাগেও ; النَّهَارِ-(ال+نهار)-দিনের ; لَعَلَّكَ-যাতে আপনি ; تَرْضَىٰ-সন্তুষ্ট হতে পারেন।

১১২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু আগেই তাদেরকে একটি সময় অবকাশ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এ অবকাশকালীন সময়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান না, তাই তারা যেমন আচরণই করুক না কেন আপনি সবরের সাথে তা সহ্য করে যান। নামাযের মাধ্যমেই আপনি সবরের গুণ অর্জন করতে পারবেন। এ নির্ধারিত সময়-গুলোতে আপনি প্রতিদিন নিয়মিত নামায আদায় করুন।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ ﴿١٣١﴾

১৩১. আর আপনি দু'চোখ তুলেও সে দিকে তাকাবেন না, যে দ্রব্য সামগ্রী আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য স্বরূপ দিয়েছি

لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣٢﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ

যাতে করে তাতে পরীক্ষা করতে পারি তাদেরকে ; আর আপনার প্রতিপালকের রিযক[114] অত্যন্ত ভালো ও অনেক বেশী স্থায়ী। ১৩২. আর আপনি আদেশ দিন আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের[115]

(১৩১) وَ-আর ; لَاتُمَدَّنَّ-আপনি তাকাবেন না ; عَيْنَيْكَ-(عينى+ك)-আপনার দু'চোখ তুলেও ; اِلٰى-দিকে ; مَا-যে ; مَتَّعْنَا-দ্রব্য-সামগ্রী আমি দিয়েছি ; بِهٖٓ-সেই ; اَزْوَاجًا-বিভিন্ন শ্রেণীকে ; مِنْهُمْ-তাদের ; زَهْرَةَ-চাকচিক্য স্বরূপ ; الْحَيٰوةِ-(ال+حيوة)-জীবনের ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; لِنَفْتِنَهُمْ-(لنفتن+هم)-যাতে করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-আর ; رِزْقُ-রিযক ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; خَيْرٌ-অত্যন্ত ভাল ; وَّ-ও ; اَبْقٰى-অনেক বেশী স্থায়ী। (১৩২) وَ-আর ; اْمُرْ-আপনি আদেশ দিন ; اَهْلَكَ-(اهل+ك)-আপনার পরিবার-পরিজনকে ; بِالصَّلٰوةِ-(ب+ال+صلوة)-নামাযের ;

"প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করা" নামায-ই বুঝানো হয়েছে।

এখানে নামাযের সময়গুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। 'সূর্যোদয়ের আগে' দ্বারা ফজরের নামায ; 'সূর্যাস্তের আগে' দ্বারা আসরের নামায ; 'রাতের কিছু অংশ' দ্বারা 'ইশা' ও 'তাহাজ্জুদ' নামায; আর 'দিনের প্রান্তভাগে' দ্বারা 'ফজর' 'যোহর' ও 'মাগরিব' নামায বুঝানো হয়েছে।

১১৩. অর্থাৎ দুশমনের সকল প্রকার খারাপ আচরণের জবাব আপনি সবর ও নামাযের সাহায্যে প্রদান করুন। অবশেষে এ পন্থা-অবলম্বনের ফলাফল দেখে আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কুরআন মাজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ আয়াতে এ অর্থে নামাযের হুকুম দেয়ার পর বলা হয়েছে—

"আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক 'মাকামে মাহমূদ' তথা প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দেবেন।"

সূরা আদ-দুহার ৪ ও ৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"আপনার জন্য পূর্ববর্তী সময় থেকে পরবর্তী সময় অবশ্যই ভাল। আর শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এতো কিছু দেবেন। যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

১১৪. অর্থাৎ 'তোমাদের পরিশ্রমের ফলে তোমরা বৈধ পথে যে উপার্জন কর সেই রিযক-ই হলো তোমাদের প্রতিপালকের রিযক।' আর অসৎ, লুটেরা, চরিত্রহীন লোকেরা অবৈধ

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ

এবং তার ওপর আপনিও দৃঢ় থাকুন ; আমিতো আপনার কাছে কোনো রিয্ক চাই না ; আমিইতো আপনাকে রিয্ক দেই ; আর শুভ পরিণামতো

لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا

মুত্তাকীদের জন্য।[১১৬] ১৩৩. আর তারা বলে—সে কেন তার প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে নিয়ে আসে না' ; তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট নিদর্শন যা আছে

وَ-এবং ; اِصْطَبِرْ-আপনিও দৃঢ় থাকুন ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার ওপর ; لَانَسْئَلُكَ-(لانسئل+ك)-আমিতো আপনার কাছে চাই না ; رِزْقًا-কোনো রিয্ক ; نَحْنُ-আমিই তো ; نَرْزُقُكَ-(نرزق+ك)-আপনাকে রিয্ক দেই ; وَ-আর ; الْعَاقِبَةُ-(ال+عاقبة)-শুভ পরিণাম তো ; لِلتَّقْوٰى-(ل+ال+تقوى)-মুত্তাকীদের জন্য। ⑬③ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; لَوْلَا يَاْتِيْنَا-(لو+لايأتى+نا)-সে আমাদের কাছে কেন নিয়ে আসে না ; بِاٰيَةٍ-(ب+اية)-কোনো নিদর্শন ; مِنْ-থেকে ; رَبِّهٖ-তার প্রতিপালকের ; اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ-(او+لم تات+هم)-তাদের নিকট কি আসেনি ; بَيِّنَةُ-সুস্পষ্ট নিদর্শন ; مَا-যা আছে ;

পথে যে টাকা পয়সা সংগ্রহ ও জমা করে এবং তা দিয়ে বাহ্যিক একটা চাকচিক্য সৃষ্টি করে, তা যেনো মু'মিনদের মধ্যে ঈর্ষার জন্ম না দেয়। এসব অবৈধ সম্পদ মোটেই ঈর্ষণীয় ব্যাপার নয় ; বরং এ মূর্খ অপরিণামদর্শী লোকটার প্রতি করুণা হওয়া উচিত। সে আদৌ বুঝতেই পারছে না তার এ অবৈধ সম্পদ তার জন্য কত বড় অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। সে যে সুখের সোনার হরিণ ধরার জন্য এ অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছে তার নাগাল সে পাবেনা। অপর দিকে মু'মিনদের পরিশ্রমের ফলে হালাল পথে উপার্জিত অর্থ যত সামান্যই হোকনা কেন, তাদের জন্য এটাই পবিত্র পরিচ্ছন্ন রিযক। এর মধ্যে এমন কল্যাণ রয়েছে যার সুফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই পাওয়া যাবে।

১১৫. অর্থাৎ আপনার পরিবারের লোকদেরকে—আপনার সন্তান-সন্ততিকে নামায আদায়ের আদেশ দিন। নামায তাদের মধ্যে এমন গুণ সৃষ্টি করবে, যার ফলে তারা হারামখোর, লুটেরা ও অবৈধ পথে ধন-সম্পদ সংগ্রহকারীদের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তারা হালাল, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রিয্ক-এর উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। ফাসেকী-দুশ্চরিত্রতা ও দুনিয়ার লোভ-লালসার মাধ্যমে যে ভোগ বিলাসিতা করা হয় তার ওপর ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণকে তারা অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হবে।

১১৬. আপনার প্রতি যে আদেশগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো পালন করলে আমার কোনো কল্যাণ হবে না। এগুলোর কল্যাণকারিতা আপনিই উপভোগ করবেন। এ

فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا

আগের কিতাবগুলোতে।[১১৭] ১৩৪. আর যদি আমি এর আগে তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করেই দিতাম, তাহলে তারা (তখন) অবশ্যই বলতো—

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল কেন পাঠালেন না, তাহলে আমরা আগেই আপনার আদেশ মেনে চলতাম—লাঞ্ছিত হওয়ার

وَنَخْزَى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

এবং অপমানিত হওয়ার। ১৩৫. আপনি বলে দিন—প্রত্যেকে অপেক্ষমান[১১৮] তাই তোমরাও অপেক্ষা করো ; তখন অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে—কারা

فِي الصُّحُفِ-(فى+ال+صحف)-কিতাবগুলোতে ; الْأُولَى-আগের। ⑬④ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَهْلَكْنَاهُمْ-(انا+اهلكنا+هم)-আমি তাদেরকে ধ্বংস করেই দিতাম ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-আযাব দিয়ে ; مِنْ قَبْلِهِ-(من+قبل+ه)-এর আগে ; لَقَالُوا-(ل+قالوا)-তারা অবশ্যই বলতো ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; لَوْلَا أَرْسَلْتَ-(لو+لاارسلت)-আপনি কেন পাঠালেন না ; إِلَيْنَا-আমাদের কাছে ; رَسُولًا-একজন রাসূল ; فَنَتَّبِعَ-(ف+نتبع)-তাহলে আমরা মেনে চলতাম ; آيَاتِكَ-(ايت+ك)-আপনার আদেশ ; مِنْ قَبْلِ-আগেই ; أَنْ نَذِلَّ-লাঞ্ছিত হওয়ার ; وَ-এবং ; نَخْزَى-অপমানিত হওয়ার। ⑬⑤ قُلْ-আপনি বলে দিন ; كُلٌّ-প্রত্যেক ; مُتَرَبِّصٌ-অপেক্ষমান ; فَتَرَبَّصُوا-(ف+تربصوا)-তাই তোমরাও অপেক্ষা করো ; فَسَتَعْلَمُونَ-(ف+ستعلمون)-তখনই অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে ; مَنْ-কারা ;

হুকুমগুলো যথাযথভাবে পালন করলে আপনাদের মধ্যে যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হবে তা-ই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের সফলতার মূল চাবিকাঠি।

১১৭. অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও ইবরাহীম আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সহীফা-সমূহ। এসব আসমানী কিতাবে নবী মুহাম্মদ স.-এর রিসালাত সম্পর্কে যে সাক্ষ্য রয়েছে, তা-কি মু'জিযা বা নিদর্শন দাবীকারীদের জন্য কোনো নিদর্শন নয় ? তাছাড়া আল-কুরআন হলো একটি বড় মু'জিযা, যার মধ্যে আগের সমস্ত আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলোর সারবস্তু এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ স.-এর মতো একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে এই যে বিরাট কাজটি সম্পাদিত হয়েছে, তা-ওতো বিস্ময়কর মু'জিযা।

১১৮. অর্থাৎ মুহাম্মাদ স.-এর এই যে দাওয়াত যা তোমাদের মধ্যে দেয়া হয়েছে

أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ○

সরল পথের পথিক আর কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে।[১১৯]

اَصْحٰبُ-পথিক ; الصِّرَاطِ-(ال+صراط)-পথের ; السَّوِيِّ-(ال+سوى)-সরল ; وَ-আর ; مَنِ-কারা ; اهْتَدٰى-সৎপথ অবলম্বন করেছে।

তার সূচনাকাল থেকেই তোমাদের আশে-পাশের এলাকার প্রতিটি লোকই এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। অতএব তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো।

১১৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন আজতো সবাই-তার তরীকা ও ধর্মকে সর্বোত্তম বলে দাবী করতে পারছে ; কিন্তু এ দাবী কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তা-ই হতে পারে যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহর কাছে কোনটি বিশুদ্ধ তা কিয়ামতের দিন সবাই জানতে পারবে। তখন সবাই এ-ও জানতে পারবে—কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আর কে সরল-সত্য পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৮ রুকূ' (১২৯-১৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। কোনো ক্রিয়া-ই প্রতিক্রিয়াহীন নয়। আমরা অনেক অপরাধীর অপরাধের বিচার হতে দেখি না। আবার কোনো অপরাধের বিচার হলেও সুবিচার হতে দেখা যায় না। এর দ্বারা এটা মনে করা যাবে না যে, এর বুঝি কোনো বিচার হবে না।

২. আল্লাহর দুশমন, তাঁর রাসূলের দুশমন, দীনের মুবাল্লিগদের দুশমন, ওলামায়ে কিরাম এবং মু'মিন নারী-পুরুষের দুশমনদেরকে আল্লাহ্ তাআলা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, সেজন্য তাদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবকাশকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। তা না হলে দীনের প্রতি তাদের আচরণের শাস্তি তাৎক্ষণিক পেয়ে যেতো।

৩. 'আহলে দীন' মু'মিন নারী-পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে বাতিলপন্থীদের অপপ্রচার ও অসদাচরণকে সবর এবং নামাযের মাধ্যমে মুকাবিলা করা।

৪. সকল অবস্থাতেই সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আমাদের কর্তব্য।

৫. সবর ও নামাযের পরিণাম অত্যন্ত সুখকর। আল্লাহর ইরশাদ অনুসারে যারা সকল সমস্যাকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নামাযের মাধ্যমে সমাধান করেছেন, তারা এ কাজের প্রতিফল দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া পথ-পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।

৬. ফাসিক-ফাজির, লুটেরা, ঘুষখোর, সুদখোর, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনকারী, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ শ্রেণীর ধন-সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রীর চাকচিক্য দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এরা ঈর্ষার পাত্র নয় বরং করুণার পাত্র।

৭. অবৈধ পথে ধন-সম্পদ সংগ্রহকারী ব্যক্তিতো বিরাট বিপদের সম্মুখীন। বৈধ পথে উপার্জনকারী অধিক সম্পদের মালিককেও কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে।

৮. যাদেরকে আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তার ওপর 'কানায়াত' তথা অল্পে তুষ্টির মতো মহা মূল্যবান সম্পদ দিয়েছেন তাদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত কল্যাণ দান করেছেন।

৯. আমাদের সকলের পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দিতে হবে। পরিবার-পরিজন বলতে স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্ত লোকজন সবাইকে বুঝায়। আমাদের সন্তান-সন্ততিকে নামায শিক্ষা দিতে হবে। নিজেরা নামাযের প্রতি সচেতন থাকতে হবে, তাদেরকে নামাযের প্রতি সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

১০. মু'মিন-মুত্তাকী লোকদের দুনিয়ার জীবন বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতো দুঃখময় ও কষ্টকর বলে মনে হোক না কেন, তাদের 'অল্পেতুষ্টি' গুণ থাকার কারণে তারা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত থাকে। আসলে মানসিক প্রশান্তিই আসল শান্তি।

১১. রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য আগেকার আসমানী কিতাবগুলোর সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্ট। এসব কিতাবেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাছাড়া মহাগ্রন্থ আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ স.-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা। কারণ এ কিতাবের ছোট একটি আয়াতের মতো একটি আয়াতও আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তা পারবেও না।

১২. আল্লাহ তাআলা যদি অপরাধীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ না দিতেন তাহলে এখনি তাদের শাস্তি তাদের ওপর কার্যকরী হয়ে যেতো।

১৩. আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের সম্পূর্ণ বাস্তব জীবন আমাদের সামনে উপস্থিত থাকার পরও যদি আমরা তার যথাযথ অনুসরণ না করি তাহলে সে দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যেদিন প্রমাণিত হয়ে যাবে কারা সত্যপথের অনুসারী, আর কারা পথভ্রষ্ট।

৭ম খণ্ড শেষ

শব্দে শব্দে আল কুরআন

সপ্তম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান